

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২২, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৮ আষাঢ়, ১৪৩০/২২ জুন, ২০২৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৮ আষাঢ়, ১৪৩০ মোতাবেক ২২ জুন, ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৩ সনের ১২ নং আইন

**Income-tax Ordinance, 1984 রহিতক্রমে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী
করিয়া নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর ও বলবৎ রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যিক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু আয়কর, অগ্রিম আয়কর, উৎস কর, ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও অন্য কোনো প্রকারের কর আরোপের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ, আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যিক; এবং

(৮০৮৫)

মূল্য : টাকা ২৬০.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) রহিতক্রমে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

অংশ ১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।—(১) এই আইন আয়কর আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

- (১) “অবলোপিত মূল্য” অর্থ তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এ সংজ্ঞায়িত অবলোপিত মূল্য;
- (২) “অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) এবং যুগ্ম কর কমিশনার (আপিল);
- (৩) “অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার;
- (৪) “অনিবাসী” অর্থ নিবাসী নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি;
- (৫) “অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ২ এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল;
- (৬) “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ১ এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল;
- (৭) “অংশীদার” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো অংশীদার এবং লভ্যাংশ গ্রহণের মাধ্যমে অংশীদার হিসাবে বিবেচিত কোনো নাবালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮) “অংশীদারিত্ব” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অংশীদারিত্ব;
- (৯) “আইনগত প্রতিনিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর section 2 এর clause (11) এ সংজ্ঞায়িত কোনো আইনগত প্রতিনিধি;
- (১০) “আত্মীয়” অর্থ কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বা বংশানুক্রমিক পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি;
- (১১) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(১২) “আপিল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) “আয়” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপযোগ্য যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;
- (খ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- (গ) উপ-দফা (ক) তে উল্লিখিত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;
- (ঘ) চতুর্থ তফসিল এর ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;
- (ঙ) এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;
- (চ) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;

(১৪) “আয়কর” অর্থ এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর বা সারচার্জ;

(১৫) “আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;
- (খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;
- (গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;

- (ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;
- (ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;
- (চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী ১২ (বারো) মাস:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোনো মূল কোম্পানির সহযোগী কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানির সহযোগী কোম্পানিসহ, বা উহার কোনো হোল্ডিং কোম্পানি বা উহার কোনো ব্রাঞ্চ, রিপ্রেজেন্টেটিভ বা লিয়াজৌ অফিসের ক্ষেত্রে, যদি উক্তরূপ কোম্পানি উহার হিসাব মূল কোম্পানির হিসাবের সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোনো আয়বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহা হইলে, উপকর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, পৃথক কোনো ১২ (বারো) মাস আয়বর্ষ হিসাবে গণ্য হইতে পারিবে;

- (১৬) “আয়ের উপর প্রদেয় কর” অর্থ এই আইনের অধীন আয়ের ভিত্তিতে আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ;
- (১৭) “উপকর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত উপকর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং অফিসার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৮) “একীভূতকরণ (merger)” অর্থ অষ্টম তফসিলে সংজ্ঞায়িত একীভূতকরণ;
- (১৯) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর কমিশনার বা কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট);
- (২০) “কমিশনার (আপিল)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর কমিশনার (আপিল);

- (২১) “কর” অর্থ আয়ের উপর প্রদেয় কর, এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দণ্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২২) “করদাতা” অর্থ করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:
- (ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি—
- (অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা
- (আ) যাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;
- (গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;
- (চ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ছ) যাহার বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;
- (২৩) “করদিবস” অর্থ-
- (ক) কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন;
- (খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিন অথবা যেইক্ষেত্রে উক্ত

- পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন;
- (গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;
- (ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি—
- (অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
- (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশে বাহিরে অবস্থান করেন;
- (ঙ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস;
- (২৪) “করবর্ষ” অর্থ প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৫) “কর্মচারী” অর্থ কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যেকোনো পরিচালক ও এইরূপ কোনো ব্যক্তি এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, পদবি নির্বিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন;
- (২৬) “কর অব্যাহতি” অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো করদায় হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:—
- (ক) রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি;
- (খ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা
- (গ) মোট আয় পরিগণনা হইতে কোনো আয় বাদ দেয়া;
- (২৭) “করমুক্ত সীমা” অর্থ মোট আয়ের কোনো সীমা যাহা শূন্য করহার বিশিষ্ট;

- (২৮) “করারোপিত লভ্যাংশ” অর্থ সেই লভ্যাংশ আয় যাহার উপর ইতোমধ্যে এই আইনের অধীন আয়কর পরিশোধ করা হইয়াছে;
- (২৯) “কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস্ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট;
- (৩০) “কারিগরি সেবার ফি” অর্থ ব্যবস্থাপনা, কারিগরি বা পরামর্শক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিদান, এককালীন প্রাপ্ত প্রতিদানসহ, এবং কোনো কারিগরি বা অন্য কোনো পেশাজীবীর সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—
- (ক) প্রতিদান গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহীত কোনো নির্মাণ কার্য, যন্ত্রাদি জোড়া প্রদানের কার্য, খনি বিষয়ক কার্য বা এইরূপ বিষয় সংক্রান্ত প্রকল্প হইতে প্রাপ্য প্রতিদান; অথবা
- (খ) প্রতিদান গ্রহীতার “চাকরি হইতে আয়” আয় হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কোনো প্রতিদান;
- (৩১) “কোম্পানি” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (ক) বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের লিয়াজৌ অফিস, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস;
- (খ) যেকোনো বিদেশি সত্তা বা ব্যক্তির স্থায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান;
- (গ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংঘ বা সংস্থা;
- (ঘ) যেকোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (ঙ) যেকোনো শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন, ফাউন্ডেশন, সমিতি, সমবায় সমিতি এবং যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সহিত নিবন্ধিত কোনো প্রতিষ্ঠান;
- (ছ) কোনো ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, জয়েন্ট ভেঞ্চার বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যদি উক্তরূপ

- ব্যক্তিবর্গের কেহ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা হয়;
- (জ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;
- (ঝ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা;
- (ঞ) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল ব্যতীত অন্য সকল সত্তা;
- (ট) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশি সংঘ বা সংস্থা যাহা, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানি হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে;

(৩২) “খেলাপি করদাতা” অর্থ—

- (ক) কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনানুযায়ী কোনো কর পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা
- (খ) কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনানুযায়ী খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইয়াছেন;

(৩৩) “গবেষণা ও উন্নয়ন” অর্থ প্রণালিবদ্ধ (systematic), অনুসন্ধানী (investigative) এবং পরীক্ষামূলক (experimental) অধ্যয়ন যাহা—

- (ক) অভিনব অথবা কারিগরি ঝুঁকি সংবলিত হইতে হইবে;
- (খ) বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি জগতের হইতে হইবে;
- (গ) নূতন জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হইতে হইবে; অথবা
- (ঘ) উৎপাদন অথবা উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, কৃষিপণ্য বা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে অধ্যয়নের ফলাফল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতে হইবে,

তবে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যে পরিচালিত অধ্যয়ন গবেষণা বা উন্নয়ন
অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

- (অ) উপকরণ, যন্ত্র বা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বা
রুটিন টেস্টিং;
 - (আ) শিল্পকলা ও মানবতা এবং সামাজিক
বিজ্ঞানে পরিচালিত গবেষণা;
 - (ই) আর্থিক দলিলাদি বা আর্থিক পণ্যের সৃষ্টি ও
উন্নয়ন;
 - (ঈ) বাজার গবেষণা বা বিক্রয় প্রচার, রুটিন
উপাত্ত (data) সংগ্রহ, ইফিসিয়েন্সি সার্ভে
বা ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন;
 - (উ) উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, প্রক্রিয়া বা উৎপাদন
পদ্ধতির রুটিন অদলবদল বা পরিবর্তন;
 - (ঊ) উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, প্রক্রিয়া বা উৎপাদন
পদ্ধতির সামান্য (cosmetic) অদলবদল
বা স্টাইলের পরিবর্তন; বা
 - (ঋ) ট্রেডমার্ক বা সুনাম সৃষ্টি বা উন্নতি;
- (৩৪) “গণকর্মচারী” অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of
1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো গণকর্মচারী;
- (৩৫) “চাকরি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (ক) কোনো পদ যাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা, সময়
সময়, নির্ধারিতব্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী;
 - (খ) কোনো পরিচালক পদ বা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার
সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো পদ;
 - (গ) সরকারি অফিসের কোনো পদের দায়িত্বে থাকা বা
কার্য করা;
- (৩৬) “চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ Bangladesh Chartered
Accountants Order, 1973 (President’s Order No. 2 of
1973) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট;

(৩৭) “**ড্রডিং অ্যাকাউন্ট**” বা “**প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট**” অর্থে International Financial Reporting Standards (IFRS) এর আওতায় প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণী এবং হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সমরূপ বিবরণীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৮) “**ট্রাস্ট**” অর্থ Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর অধীন গঠিত ট্রাস্ট এবং Specific Relief Act, 1877 (Act No. II of 1877) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাস্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট কোনো কোম্পানি বা তহবিল গঠনের পূর্বশর্ত অথবা কোম্পানি বা তহবিল পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি বা, ক্ষেত্রমত, তহবিল করযোগ্য সত্ত্বা হইবে এবং ট্রাস্ট করযোগ্য সত্ত্বা হিসাবে বিবেচিত হইবে না;

(৩৯) “**ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার**” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(৪০) “**ডিমার্জার**” অর্থ অষ্টম তফসিলে সংজ্ঞায়িত ডিমার্জার;

(৪১) “**তফসিলি ব্যাংক**” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972) এর article 2(j) - তে সংজ্ঞায়িত কোনো তফসিলি ব্যাংক;

(৪২) “**তহবিল**” অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা বিধির অধীন সৃষ্ট বা স্বীকৃত কোনো তহবিল;

(৪৩) “**দাতব্য উদ্দেশ্য**” অর্থ—

(ক) দরিদ্রের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ; এবং

(খ) সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার,

তবে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না-

(অ) যদি না উহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং

(আ) যদি উহা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়—

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম উহা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হউক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করিলে এবং কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পণের মোট মূল্য ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে;

(৪৪) “ধারকৃত অর্থ” অর্থে ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে জমার মাধ্যমে গৃহীত অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৫) “নিবাসী” অর্থ কোনো আয়বর্ষে—

(ক) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ (একশত তিরিশি) বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ (তিনশত ষয়ষষ্টি) অথবা ততোধিক দিন;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

(গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হইতে সংঘটিত হইয়াছে; এবং

- (ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্তা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যাহাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন হইয়াছে বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;
- (৪৬) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (৪৭) “নিয়োগকর্তা” অর্থে প্রাক্তন নিয়োগকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (৪৯) “পণ্য” অর্থ সিকিউরিটিজ ও অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;
- (৫০) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ—
- (ক) পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধভাবে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর; বা
- (খ) লিজ, ভাড়া, কিস্তি বা অন্য কোনোভাবে পণ্যে ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের অধীন পণ্য বিক্রয় ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫১) “পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার;
- (৫২) “পরিদর্শক” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর পরিদর্শক;
- (৫৩) “পরিচালক” বা “ব্যবস্থাপক” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপক;
- (৫৪) “প্রধান কর্মকর্তা” অর্থে কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:—
- (ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, এজেন্ট বা অ্যাকাউন্টেন্ট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অথবা উক্ত কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, সংস্থা বা সংঘের কার্যাদি পরিচালনা বা হিসাব সম্পাদনের জন্য দায়ী কোনো কর্মকর্তা; এবং

- (খ) কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা সংঘের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি যাহাকে উপকর কমিশনার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা গণ্য নোটিশ করা হইয়াছে;
- (৫৫) “পারকুইজিট” অর্থ ধারা ৩২ এ সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট;
- (৫৬) “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;
- (৫৭) “ফটকা কারবার” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যবসা যেইক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি এইরূপভাবে সম্পন্ন করা হয়, যাহার ফলে পণ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরিত বা সরবরাহ না করিয়াও অন্যভাবে নিষ্পত্তি হইতে পারে, তবে এইরূপ কোনো ব্যবসা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাতে—
- (ক) কোনো কাঁচামাল অথবা পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবার সময় ভবিষ্যৎ দরদাম হ্রাসবৃদ্ধি জনিত লোকসান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উহার নিশ্চিত মূল্য প্রাপ্তির স্বার্থে কোনো উৎপাদক যথাযথভাবে বিলি বণ্টন বা সরবরাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়;
- (খ) দরদাম হ্রাসবৃদ্ধির কারণে স্থায়ী দখলীকৃত স্টক ও শেয়ারের লোকসানের আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার লক্ষ্যে ডিলার বা বিনিয়োগকারীর সহিত স্টক ও শেয়ারের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়; এবং
- (গ) অগ্রিম বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য তাহার পাইকারি ও মধ্যস্থত প্রকৃতির ব্যবসার লোকসানে, যাহা উক্ত সদস্যের ব্যবসার স্বাভাবিকতায় দেখা দিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার প্রতিকারার্থে কোনো চুক্তি সম্পাদন করেন;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (অ) পণ্য অর্থে শেয়ার বা স্টকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (আ) কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ এবং কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় ফটকা কারবার হিসাবে অভিহিত হইবে না;

(৫৮) “ফার্ম” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ফার্ম;

(৫৯) “বৎসর” অর্থ অর্থবৎসর;

(৬০) “বাজারমূল্য” অর্থ—

(ক) যেইক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য কাঁচা অবস্থায় সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় বা উৎপাদনের সহিত নিযুক্ত কৃষকের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে প্রক্রিয়াজাতপূর্বক বিক্রয় উপযোগী করা হয়, সেইক্ষেত্রে পণ্যটি হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর সর্ব প্রথম যেই বৎসর কর নির্ধারণ করা হইবে উহার পূর্ববর্তী সমগ্র বৎসরব্যাপী উহা যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে উহার গড়মূল্য; এবং

(খ) যেইক্ষেত্রে উক্ত কৃষিজাত পণ্য সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করা না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অর্থের সমষ্টি—

(অ) চাষাবাদের ব্যয়;

(আ) উৎপাদিত ফসল যে ভূমিতে জন্মায় উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া; এবং

(ই) উপকর কমিশনার কর্তৃক কৃষিপণ্য হিসাবে বিবেচিত ও তর্কিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত মুনাফার হার;

(৬১) “বাংলাদেশি কোম্পানি” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত ও নিগমিত কোনো কোম্পানি, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত কার্যালয় রহিয়াছে এইরূপ কোনো সত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬২) “বার্ষিক মূল্য” অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে—

(ক) বৎসরান্তে সম্পত্তির যুক্তিসংগত ভাড়া; বা

(খ) যেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ উপ-দফা (ক) অনুযায়ী নিরূপিত অঙ্কের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া;

(৬৩) “বিক্রয়লব্ধ অর্থ” অর্থ—

- (ক) পরিসম্পদ বিক্রয় করা হইলে উক্ত পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা ন্যায্য বাজার মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক;
- (খ) বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসম্পদ হস্তান্তর হইলে উক্ত হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (গ) বিক্রয় বা বিনিময় ব্যতীত অন্য কোনোভাবে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্যমূল্য;
- (ঘ) কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস বা হারাইয়া গেলে উক্ত পরিসম্পদের ক্ষয়্যাপ মূল্য, বা পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থসহ উহা বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থ;
- (ঙ) বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করা হইলে, অধিগ্রহণকৃত বাবদ পরিশোধিত ক্ষতিপূরণ;
- (চ) করদাতার কৃষিকাজে পরিসম্পদের ব্যবহার সমাপ্ত হইলে, সমাপ্ত হইবার সময় উক্ত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ছ) কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ব্যবহারের পর তাহা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি বা হস্তান্তর হইলে প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্য;
- (জ) কোনো যাত্রীবাহী যানের মূল্য তৃতীয় তফসিলের অধীন সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষে হইলে তাহার পরিমাণ হইবে —

ক × (খ/গ), যেখানে—

ক= যানটি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;

খ= তৃতীয় তফসিলে যেই পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে;

গ= যানটি অর্জনের জন্য নির্বাহকৃত প্রকৃত ব্যয়;

ব্যাখ্যা।—“বিক্রয়” অর্থ বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা বলবৎ কোনো আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

- (৬৪) “বিদেশি কোম্পানি” অর্থ কোনো কোম্পানি যাহা বাংলাদেশি কোম্পানি নহে;
- (৬৫) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (৬৬) “বৈজ্ঞানিক গবেষণা” অর্থ জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক বা ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে পরিচালিত কোনো কার্যক্রম;
- (৬৭) “বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ব্যয়” অর্থে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দান অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অবচয় বা অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা প্রযোজ্য এইরূপ কোনো পরিসম্পদ বা স্পর্শাতীত (intangible) পরিসম্পদ অধিগ্রহণ;
 - (খ) স্থায়ী পরিসম্পদ অধিগ্রহণ; বা
 - (গ) কোনো প্রাকৃতিক পরিসম্পদের অস্তিত্ব, অবস্থান, ব্যাপ্তি বা মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;
- (৬৮) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President’s Order No. 76 of 1972) এর article 3 এর clause (1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (৬৯) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৭০) “ব্যবসা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
 - (খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;
 - (গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা
 - (ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

- (৭১) “**ব্যাংক কোম্পানি**” অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৭২) “**ব্যাংক ট্রান্সফার**” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ব্যাংকের এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে ক্রসড চেক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো পন্থায় অর্থের স্থানান্তর;
- (খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর;
- (গ) চালানের মাধ্যমে সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি, চার্জ, শুল্ক-করাদি বা অন্য কোনো অর্থ সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ;
- (৭৩) “**মজুদ**” অর্থ ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায়—
- (ক) উৎপাদিত বা তৈরিকৃত যেকোনো কিছু;
- (খ) তৈরি, বিক্রয় বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আহরিত বা ক্রয়কৃত যেকোনো কিছু; অথবা
- (গ) উৎপাদন বা তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ সকল উপাদান বা সরবরাহ,
- তবে শেয়ার বা স্টক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৭৪) “**মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)**” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);
- (৭৫) “**মহাপরিচালক (পরিদর্শন)**” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (পরিদর্শন);
- (৭৬) “**মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)**” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ);

(৭৭) “মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ—

- (ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;
- (খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;
- (গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

- (অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;
- (আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যাহা করদাতা কর্তৃক অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নাই;

(৭৮) “মোট আয়” অর্থ এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ২৬ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোনো আয়;

(৭৯) “রয়্যালটি” অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জিত হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রতিদান এবং “মূলধনি আয়” খাতে প্রাপকের আয় হিসাবে গণ্য প্রতিদান ব্যতীত এককালীন কোনো প্রতিদানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির অনুমোদিত লাইসেন্সসহ সকল বা যেকোনো স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে;
- (খ) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;

- (গ) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির এইরূপ সম্পত্তি ব্যবহার করিবার মাধ্যমে;
- (ঘ) প্রযুক্তিগত, শৈল্পিক, বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা কলা-কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;
- (ঙ) সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মের বিক্রয়, বিতরণ বা প্রদর্শন ব্যতীত কপিরাইট বা ফিল্মের লাইসেন্স প্রদানসহ যেকোনো স্বত্ব হস্তান্তর; অথবা
- (চ) পূর্বে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত কোনো সেবা প্রদানের মাধ্যমে;
- (৮০) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ ও রপ্তানি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮১) “লভ্যাংশ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (ক) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ, যদি এইরূপ বন্টনের ফলে কোম্পানির পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায়;
- (খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যেকোনো প্রকারের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ;
- (গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানির অবসায়নকালে উক্তরূপ অবসায়নের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানির পুঞ্জিভূত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;
- (ঘ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;

- (ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;
- (চ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ;
- (ছ) কোনো প্রাইভেট কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

- (অ) যেইক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়নকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানির উদ্ভূত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে, সেইক্ষেত্রে উপ-দফা (গ) বা (ঘ) অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ারসহ যেকোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ, অথবা ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-স্টকের দায়মোচন;
- (আ) যেইক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোনো কোম্পানির মূল ব্যবসা সেইক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোনো শেয়ারহোল্ডারকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণ;
- (ই) কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানি কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং উপ-দফা (ঙ) এর অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যাহার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে ততটুকু;
- (ঈ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার;

ব্যাখ্যা।—“পুঞ্জীভূত মুনাফা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে,—

- (ক) এই দফায়, এই আইনের অধীন অনুমোদনযোগ্য কোনো ভাতা, কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে সৃষ্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ;
- (খ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে, এইরূপ বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সকল মুনাফা; এবং
- (গ) উপ-দফা (গ) এর ক্ষেত্রে, কোম্পানিটি অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উহার সকল মুনাফা;

- (৮২) “শেয়ারহোল্ডার” অর্থে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮৩) “সদস্য (কর)” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৮৪) “সন্তান” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তির সৎ সন্তান ও পোষ্য সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮৫) “সমবায় সমিতি” অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন), বা সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমবায় সমিতি;
- (৮৬) “সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৮৭) “সিকিউরিটিজ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (Debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;
- (খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সভা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৮৮) “সুদ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) যেকোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা, যেমন- ঋণ, ধার, ট্রেড ক্রেডিট, অগ্রিম, সিকিউরিটি বা গ্যারান্টির বিপরীতে পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সুদ বা আর্থিক দায়; বা

(খ) সেবা ফি বা এইরূপ কোনো প্রকারের দায় বা পরিশোধ যাহা আর্থিক সমতুল্যে সুদ হিসাবে গণ্য হইবে,

তবে অর্থ বা মূলধন সংগ্রহের সহিত জড়িত ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৮৯) “সেবা” অর্থ যেকোনো সেবা, তবে পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৯০) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এইরূপ ভবিষ্য তহবিল যাহা দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ৩ এর বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত;

(৯১) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ;

(৯২) “স্থায়ী স্থাপনা (permanent establishment)” অর্থ ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসার সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রম যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ ব্যবসা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) ব্যবস্থাপনার কোনো স্থান;

(খ) কোনো শাখা;

(গ) কোনো এজেন্সি;

(ঘ) কোনো অফিস;

(ঙ) কোনো গুদাম;

- (চ) কোনো কারখানা;
- (ছ) কোনো কর্মশিবির;
- (জ) কোনো খনি, তৈল অথবা গ্যাসকূপ, ভূ-গর্ভস্থ খাদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন বা আহরণের জন্য অন্য কোনো স্থান;
- (ঝ) কোনো খামার বা বৃক্ষায়ন;
- (ঞ) কোনো নির্মাণ স্থান, কোনো নির্মাণ, স্থাপন বা সংযোজন প্রকল্প বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো তদারকি কার্যক্রম;
- (ট) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত ব্যক্তির দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোনো জনবল কর্তৃক কনসালটেন্সি সেবাসহ কোনো সেবা প্রদান, যদি উক্তরূপ কার্যক্রম বাংলাদেশে (একই কাজে বা উক্ত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কাজে) অব্যাহতভাবে চলে; এবং
- (ঠ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির সহযোগী সত্তা বা উক্ত অনিবাসী ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি যিনি অনিবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশে সম্পাদিত কোনো বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেন;
- (৯৩) “হস্তান্তর” অর্থে মূলধনি পরিসম্পদের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা ত্যাগ বা পরিসম্পদের কোনো স্বত্ব বিলোপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর যদি দানমূলে, উইলমূলে, অস্থিতমূলে বা অবাতিলযোগ্য কোনো ট্রাস্টমূলে সংঘটিত হয়;
- (খ) কোম্পানির অবসায়নকালে শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট যদি উহার পরিসম্পদ যেকোনো উপায়ে বিতরণ করা হয়; এবং
- (গ) ফার্ম বা অন্যবিধ ব্যক্তিসংঘের বিলুপ্তির মুহূর্তে অথবা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বিভক্তিকালে যদি কোনো মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণ করা হয়।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

(২) অন্য কোনো আইন বা উহার কোনো বিধান যদি এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা সেই আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ ২ কর প্রশাসন

৪। **আয়কর কর্তৃপক্ষ।**—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:—

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (খ) মুখ্য কর কমিশনার;
- (গ) মহাপরিচালক (পরিদর্শন);
- (ঘ) কর কমিশনার (আপিল);
- (ঙ) কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট);
- (চ) মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ);
- (ছ) মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);
- (জ) কর কমিশনার;
- (ঝ) অতিরিক্ত কর কমিশনার যিনি অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিদর্শন) বা পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার;
- (ঞ) যুগ্মকর কমিশনার যিনি যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), পরিচালক (পরিদর্শন) বা পরিদর্শী যুগ্মকর কমিশনার;
- (ট) উপকর কমিশনার;
- (ঠ) কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধিক্ষেত্রাধীন উপকর কমিশনারগণের মধ্য হইতে মনোনীত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার;
- (ড) সহকারী কর কমিশনার;
- (ঢ) অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার; এবং
- (ণ) কর পরিদর্শক।

৫। **আয়কর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।—**(১) প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সাপেক্ষে, আয়কর কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

(২) বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোনো ব্যক্তিকে আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ ও পদায়ন করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড, সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

৬। **ক্ষমতা অর্পণ।—**বোর্ড, আদেশ দ্বারা, কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অপর কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭। **আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থতা ও নিয়ন্ত্রণ।—**বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহের অধীনস্থতা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান করিতে পারিবে।

৮। **আয়কর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং অধিক্ষেত্র।—**(১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, সদস্য (কর) সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক (পরিদর্শন) নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:-

- (ক) এই আইনের অধীন কার্যধারার বাস্তবায়ন পরিদর্শন;
- (খ) পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া করনীতি সংস্কারের প্রস্তাব এবং কর প্রশাসন উন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণ;
- (গ) বোর্ডের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে মতামত এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রতিবেদন আকারে পেশকরণ; এবং
- (ঘ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(৩) মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা কার্য;
- (খ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আয়কর রেকর্ড বিশ্লেষণ;
- (গ) অংশ ১৩ এবং অংশ ১৫ এ উল্লিখিত কর পরিহার, গোপনকৃত আয় ও অনিয়ম শনাক্তকরণ;

- (ঘ) কর ফাঁকি বা গোপনকৃত আয় উদঘাটন বা কর সংক্রান্ত অন্য কোনো অনিয়ম প্রমাণ করিবার জন্য এবং জরিমানা প্রদানপূর্বক কর পুনরুদ্ধারের জন্য কর জালিয়াতি বা কর জালিয়াতির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে, উপযুক্তরূপে মামলা পরিচালনার সুপারিশ প্রদানের জন্য তদন্ত পরিচালনা;
- (ঙ) অন্য কোনো আইন দ্বারা অনুমোদিত বা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্য কোনো কার্য;

(৪) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা কার্যাবলি পরিবর্তন করিতে পারিবে বা এক আয়কর কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত এইরূপ হস্তান্তর স্বাভাবিক কার্যধারার যেকোনো পর্যায়ে করা যাইবে এবং যে পর্যায়ে হস্তান্তর হইয়াছিল সেই পর্যায় হইতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, করদাতাগণের কর নির্ধারণের স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। **উত্তরসূরি কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রয়োগ।**—এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার ক্ষেত্রে, যদি কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষ পূর্বসূরি কোনো কার্য যে পর্যায়ে অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন উক্ত পর্যায় হইতে শুরু করিবে।

১০। **বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ।**—এই আইনের অধীন কোনো কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি, উক্তরূপ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুসরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যুগ্ম অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) এর বিবেচনায় হস্তক্ষেপ হইতে পারে এইরূপ কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে না।

১১। **উপকর কমিশনারের প্রতি নির্দেশনা।**—এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম পরিচালনাকালে উপকর কমিশনার যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ থাকিবেন সেই কর্তৃপক্ষ অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদ্বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি উপকর কমিশনারকে সহযোগিতা অথবা নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। **কর নির্ধারণী কার্যক্রমে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ।**—(১) কমিশনার, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীক্ষেত্রাধীন নির্দিষ্ট কোনো মামলা বা মামলা শ্রেণি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি সম্পর্কিত সকল বা কোনো

কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত উর্দ্ধতন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত কোনো আদেশ, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধির অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষের কোনো রেফারেন্স অব্যবহিত উর্দ্ধতন আয়কর কর্তৃপক্ষ বরাবর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ ৩

কর আপিল ট্রাইব্যুনাল

১৩। **কর আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের অধীন আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার একজন প্রেসিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে, সময় সময়, কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না, যদি না—

- (ক) তিনি কোনো সময়ে বোর্ডের সদস্য হইয়া থাকেন বা বর্তমানে বোর্ডের সদস্যের দায়িত্বে থাকেন;
- (খ) তিনি জেলা জজ আছেন বা ছিলেন;
- (গ) তিনি কর কমিশনার হইয়া থাকেন;
- (ঘ) তিনি ধারা ৩২৭ এর অধীন কর আইনজীবী এবং পেশাগতভাবে আয়কর কার্যালয়ে অনূন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন; বা
- (ঙ) তিনি পেশাগতভাবে আর্থিক ও কর সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন কার্যে বিশেষজ্ঞ এবং অনূন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন;

(৩) সরকার, আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে, যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবে।

১৪। **বেঞ্চ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ।**—(১) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যসমূহ ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চসমূহ, অতঃপর বেঞ্চ বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বেঞ্চে অনূন ২ (দুই) জন সদস্য থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত প্রতিটি বেঞ্চের অনূন একজন সদস্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ হইতে নিযুক্ত হইবেন, যথা :

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্য, বা
- (খ) কর কমিশনার।

১৫। **বেঞ্চের সিদ্ধান্ত।**—(১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো মামলার ক্ষেত্রে বা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২) কোনো বিষয়ে বেঞ্চের সদস্যগণ সমানভাবে বিভক্ত হইলে তাহা লিখিতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং উহা প্রেসিডেন্ট আপিল ট্রাইব্যুনালের এক বা একাধিক সদস্যের নিকট শুনানির জন্য প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের, যাহারা প্রথমবার শুনানি করিয়াছেন তাহারাসহ, মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) আপিল ট্রাইব্যুনালের কেবল ২ (দুই) জন সদস্য থাকিলে এবং মতামত ভিন্ন হইলে, উক্ত মামলাটি শুনানির উদ্দেশ্যে সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং মামলার সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

১৬। **একজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ।**—ধারা ১৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ইহার কোনো এক বা একাধিক সদস্য কর্তৃক যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ব্যবহার প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ।**—এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ইহার নিজস্ব ও বেঞ্চসমূহ কোন স্থানে কার্যনিষ্পত্তি করিবে তাহাসহ অন্যান্য কার্যনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিষয়সমূহ নিরসন সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অংশ ৪

আয়কর ধার্যকরণ

প্রথম অধ্যায়

কর ধার্যকরণের ভিত্তি

১৮। **কর ধার্যকরণ।**—(১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন কোনো করবর্ষভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে:

তবে আয়বর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো মেয়াদে অর্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের বিধানানুযায়ী নিম্নবর্ণিত করাদি ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে, যথা:—

- (ক) উৎসে কর;
- (খ) অগ্রিম আয়কর;
- (গ) ন্যূনতম কর; এবং
- (ঘ) অন্য কোনো কর।

(৪) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন নির্ধারিত হারে ও প্রকৃতিতে সারচার্জ অথবা অন্য কোনো চার্জ ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা হইবে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৭ এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত হারে কর আরোপিত হইবে, যথা:—

- (ক) মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়;
- (খ) লভ্যাংশ হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়; এবং
- (গ) লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তি।

১৯। **অতিরিক্ত কর আরোপ।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগ প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করিলে এইরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অতিরিক্ত কর হিসাবে পরিশোধ করিবে।

২০। **আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ।**—যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, করদাতা—

- (ক) কোনো আমদানি বা রপ্তানি করেন এবং করদাতার ঘোষিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য পরিশোধিত বা গৃহীত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত লেনদেন মূল্যের পার্থক্য রহিয়াছে; অথবা
- (খ) কোনো বিনিয়োগ করেন এবং করদাতার ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য রহিয়াছে,

সেইক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দফা (ক) তে উল্লিখিত পার্থক্যের উপর অথবা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) তে উল্লিখিত ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের উপর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২১। **রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো নিবাসী বাংলাদেশি করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশস্থ সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং করদাতা উক্তরূপ সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন অথবা উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উপকর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বিদেশস্থ সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে উক্ত করদাতার উপর আরোপ করিবেন এবং আদায় করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে করদাতাকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানা করদাতার কোনো পরিসম্পদ বা করদাতার পক্ষে অন্য কেহ কোনো পরিসম্পদ ধারণ করিলে তাহা বিক্রয় বা বাজেয়াপ্ত করিয়া আদায় করিতে পারিবেন।

(৫) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, করদাতার রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দেশে ও বিদেশে তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৬) বোর্ড, রিটার্নে অপ্রদর্শিত কোনো সম্পত্তি ধারণ প্রতিরোধে বা বিদেশে পাচারকৃত কোনো সম্পত্তি উদ্ধারে—

(ক) যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; বা

(খ) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান, অনুমতি প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। **সংরক্ষিত আয় (retained earnings), সঞ্চিতি (reserve), উদ্ভূত (surplus), ইত্যাদির উপর কর আরোপ।**—এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো করবর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত আয়ে অথবা

কোনো তহবিল, সঞ্চিতি বা উদ্বৃত্তে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পূর্ববর্তী করবর্ষের কর পরিশোধিত নীট আয় হইতে অর্থ স্থানান্তর করিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী করবর্ষের কর পরিশোধিত নীট আয়ের ৭০% (সত্তর শতাংশ) অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই করবর্ষে কোম্পানি কর্তৃক যেই পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হইয়াছে উহার ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।

২৩। স্টক লভ্যাংশের উপর কর আরোপ।—এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশ ঘোষিত বা বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশকে অতিক্রম করিলে অথবা নগদ লভ্যাংশ ব্যতীত কেবল স্টক লভ্যাংশের ঘোষণা বা বিতরণ করা হইলে, সেই আয়বর্ষে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।

২৪। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন, ইত্যাদি।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিনিয়োগের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে এবং শর্তে কর পরিশোধ করিলে সেই বিনিয়োগের উৎস এই আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য করিবার বিধান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগ উক্তরূপে ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অর্থ পরিশোধ এবং তফসিলে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই আইনের বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় প্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে।

২৫। কর পরিগণনার বিশেষ বিধান।—যেইক্ষেত্রে অষ্টম তফসিলে কোনো ব্যক্তি শ্রেণির আয় পরিগণনার জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট আয় পরিগণনার জন্য বিশেষ বিধান করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়ের আওতা

২৬। মোট আয়ের আওতা।—এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) কোনো নিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত (derived) নিম্নবর্ণিত আয়, যাহা—
 - (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত (accrued) বা উদ্ভূত (arised), অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
 - (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত;

- (ই) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা
- (ঈ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
- (খ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয়, যথা—
- (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ধৃত, অথবা উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা
- (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

২৭। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত বলিয়া গণ্য আয়।—নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

- (ক) পরিশোধের স্থান নির্বিশেষে চাকরি হইতে আয় খাতভুক্ত যেকোনো আয়, যদি তাহা—
- (অ) বাংলাদেশে অর্জিত হয়; বা
- (আ) সেবা প্রদানের বিপরীতে যদি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পরিশোধ করা হয়;
- (খ) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উপচিত বা উদ্ধৃত কোনো আয়, যথা:-
- (অ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো স্থায়ী স্থাপনা;
- (আ) বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো স্পর্শাতীত (intangible) সম্পত্তি, বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো সম্পত্তি, অধিকার, অথবা আয়ের অন্য কোনো উৎস; বা
- (ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর;
- (ঈ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ক্রেতার নিকট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়; বা
- (উ) বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি;

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,

- (ক) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো কোম্পানির শেয়ার, তাহা যাহার নিকট থাকুক না কেন, বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—
 - (অ) স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়; বা
 - (আ) যেইক্ষেত্রে স্পর্শাতীত সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশে অনিবাসী, সেইক্ষেত্রে স্পর্শাতীত সম্পত্তিটি যদি উপরিবর্ণিত অনিবাসীর বাংলাদেশে অবস্থিত স্থায়ী এস্টাব্লিশমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়;
- (গ) বাংলাদেশে অনিবাসী কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত শেয়ার হস্তান্তর যেখানেই সংঘটিত হউক না কেন, এবং উক্ত কোম্পানির বাংলাদেশে কোনো পরিসম্পদ থাকিলে উক্ত হস্তান্তরিত শেয়ারমূল্যের যতটুকু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদের মূল্যের সহিত সম্পর্কিত ততটুকু পর্যন্ত অঙ্ক বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদ হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে;
- (ঘ) বাংলাদেশি কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধিত কোনো লভ্যাংশ;
- (ঙ) সুদ হিসাবে প্রদেয় কোনো আয়, যদি তাহা—
 - (অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় হয়;
 - (আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি ঋণ বা ধারকৃত অর্থ—
 - (১) বাংলাদেশের বাহির হইতে গৃহীত হয়; এবং
 - (২) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

- (ই) বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত বা ব্যবহৃত কোনো ঋণের বা ধারকৃত কোনো অর্থের বিপরীতে কোনো অনিবাসী কর্তৃক প্রদেয় হয়;
- (ঢ) কারিগরি সেবার জন্য ফি হিসাবে প্রাপ্ত কোনো আয়, যদি তাহা—
- (অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা
- (আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত ফি—
- (১) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত সেবার বিপরীতে প্রদেয় হয়; অথবা
- (২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সেবার বিপরীতে প্রদেয় হয়;
- (ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সেবার ফি হিসাবে কোনো অনিবাসী কর্তৃক প্রদেয় হয়;
- (ছ) রয়্যালটি আয়, যাহা—
- (অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য;
- (আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত রয়্যালটি—
- (১) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে প্রদেয় হয়; অথবা

- (২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে প্রদেয় হয়;
- (ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে কোনো অনিবাসী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য;
- (জ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ঝুঁকি হইতে রক্ষার বিপরীতে কোনো নিবাসী বা অনিবাসী দ্বারা উপচিত বা প্রদেয় বিমা বা পুনঃবিমার প্রিমিয়াম।

২৮। মোট আয়ের আওতায় একই আয় দুই বার অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।—যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো অর্থ কোনো ব্যক্তির বরাবর উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়া অথবা উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক আয় হিসাবে মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ উক্ত ব্যক্তির বরাবর বাংলাদেশে অন্য কোনো আয়বর্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়া মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অংশ ৫

আয় পরিগণনা

প্রথম অধ্যায়

মোট আয়

২৯। মোট আয় পরিগণনা।—সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

৩০। আয়ের খাতসমূহ।—এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় পরিগণনার জন্য, যেকোনো আয় নিম্নবর্ণিত কোনো একটি খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:—

- (ক) চাকরি হইতে আয়;
- (খ) ভাড়া হইতে আয়;
- (গ) কৃষি হইতে আয়;

- (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
- (ঙ) মূলধনি আয়;
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

৩১। **আয় একীভূতকরণ।**—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) উক্ত ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়, যদি—
 - (অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;
 - (আ) এইরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা
 - (ই) তিনি এইরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ নিম্নরূপ সূত্র দ্বারা নিরূপিত হইবে, যথা:—

$K = X + (Y - Z) \text{ এর } ৩\%, \text{ যেখানে—}$

$K =$ ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তির আয়ের অংশ,

$X =$ উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিতোষিক,

$Y =$ উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয়,

$Z =$ উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক সকল অংশীদার বা সদস্যকে প্রদেয় বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিতোষিকের যোগফল,

$৩ =$ উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘে উক্ত ব্যক্তির শেয়ারের শতকরা হার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাকরি হইতে আয়

৩২। চাকরি হইতে আয়।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) চাকরি হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;
- (খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়;
- (গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা
- (ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

(২) নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নহে এইরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা
- (খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “বেতন” অর্থ কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অঙ্ক এবং নিম্নবর্ণিত বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—
 - (অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;
 - (আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;
 - (ই) অগ্রিম বেতন;
 - (ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;
 - (উ) পারকুইজিট;
 - (ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

- (খ) “বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি” অথবা “বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
- (আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;
- (ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (গ) “পারকুইজিট” অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—
- (অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
- (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
- (ঘ) “মূল বেতন” অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—
- (অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং
- (আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
- (ঙ) “নিয়োগকর্তা” অর্থ যিনি নিয়োগ দান করিয়া থাকেন এবং বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করিয়া থাকেন বা নিয়োগকর্তার পক্ষে উক্ত কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিও নিয়োগকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩৩। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ।—আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারিত হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হইলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হইলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২।	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩।	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

৩৪। কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয় নির্ধারণ।—(১) কর্মচারী শেয়ার স্কিম অর্থ কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থাপনা যাহার অধীন একটি কোম্পানি—

- (ক) তাহার কোনো কর্মচারী বা তাহার কোনো সহযোগী কোম্পানি কর্মচারী বরাবর শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে; বা
- (খ) একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি বরাবর শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে এবং পরবর্তীতে ট্রাস্টি ট্রাস্টের দলিল মোতাবেক উক্ত শেয়ার উক্ত কোম্পানি বা তাহার কোনো সহযোগী কোম্পানি কোনো কর্মচারী বরাবর ইস্যু করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হইলে, শেয়ার প্রাপ্তির বৎসরে ~~ক~~ ~~খ~~ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সহিত যোগ হইবে, যেখানে—

~~ক~~ = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

~~খ~~ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাইবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন।

(৪) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে চাকরি হইতে আয়ের সহিত ~~ক~~ ~~খ~~ নিয়মে আয় যোগ হইবে, যেখানে—

~~ক~~ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

~~খ~~ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাড়া হইতে আয়

৩৫। সংজ্ঞা।—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(১) “গৃহসম্পত্তি” অর্থ—

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহ যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি, তবে কোনো কারখানা ভবন অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২) “ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

- (৩) “সম্পত্তি” অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আজিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

৩৬। **ভাড়া হইতে আয়।**—(১) কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হইতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বমোট অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইবে উক্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত ব্যক্তির ভাড়া হইতে আয়।

(২) কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশে উক্ত ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকিলে এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হইলে, এবং উক্ত অংশের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে কোনো ব্যক্তির প্রাপ্ত আয়কে নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:—

যদি সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির অংশের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত হয়	মালিকানার শেয়ারের আনুপাতিক হারে
যদি সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির অংশের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না হয়	উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে কোনো ব্যক্তির কর পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যক্তিসংঘ হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

৩৭। **মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা।**—কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:—

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ-চ, যেখানে—

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = উক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ, বা সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক,

গ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া প্রকৃতির অর্থ, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অঙ্ক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা ‘খ’ বা ‘গ’তে উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত,

ঙ = এইরূপ কোনো অগ্রিম অঙ্ক, যাহা পূর্ববর্তী কোনো আয়বর্ষে গৃহীত হইবার কারণে মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তবে উক্ত অগ্রিম বিবেচ্য আয়বর্ষের ভাড়ার বিপরীতে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে,

চ = শূন্যতা ভাতা:

তবে শর্ত থাকে যে, ভাড়া আয় না থাকা সম্পর্কে উপকর কমিশনারকে প্রতিমাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

৩৮। ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ।—ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হইবে, যথা:—

- (ক) কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হইলে তাহার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;
- (খ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হইলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;
- (গ) সম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যাহা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নহে;
- (ঘ) মেরামত, ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত অঙ্ক, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	বিয়োজনযোগ্য খরচ (মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা হারে)
(১)	(২)	(৩)
১।	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)

(১)	(২)	(৩)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
৩।	অন্যান্য সম্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০% (দশ শতাংশ):

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা সম্পত্তির ভাড়া পরিশোধের পাশাপাশি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যয়সমূহ বাবদ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে এই বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না;

- (ঙ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সহিত সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হইতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে বিয়োজনযোগ্য হইবে;
- (চ) ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা বা তাহার কোনো অংশ, যদি থাকে, দফা (ঙ)-তে বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হইবে না।

৩৯। **খরচ অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা।**—(১) উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হইলে, অথবা কর্তিত বা আদায়কৃত কর এই আইনের বিধান অনুযায়ী যথানিয়মে সরকারের অনুকূলে জমা করা না হইলে, উক্ত ব্যয় এই অধ্যায়ের অধীন খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

(২) সম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিষেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি হইতে আয়

৪০। **কৃষি হইতে আয়।**—(১) কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হইতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪১। **বিশেষ কৃষি আয়।**—(১) ধারা ৪০ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষ কৃষি আয় গণনার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোনো পরিসম্পদ করদাতার ধারা ৪০ এর কৃষিকাজে ব্যবহৃত হইবার পর কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হইলে তাহা নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণিত হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।
২।	বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক তাহার কৃষিকাজে ব্যবহৃত কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হইবার কারণে কোনো বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইলে উক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে কৃষি হইতে আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(১)	(২)	(৩)
২।	বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

ক = পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ,

খ = পরিসম্পদের অর্জন মূল্য, এবং

গ = তৃতীয় তফসিলের অধীন অবচয় অনুমোদনের পর পরিসম্পদের গণনাকৃত অবলোপিত মূল্য,

-কে বুঝাইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণির কলাম (২) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ঋণাত্মক হইলে ফলাফল ‘কৃষি হইতে আয়’ খাতে ব্যয়িত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪২। **কৃষি হইতে আয় খাতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ।—(১)**
এই আইনের অধীন, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির কৃষি হইতে আয় খাতে করযোগ্য আয় গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত বৎসরে করদাতা কর্তৃক, মূলধনি ব্যয় বা ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আজিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আজিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;

- (ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হইতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;
- (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হইতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;
- (ছ) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ—
- (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;
- (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;
- (জ) যেইক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হইয়াছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া গিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা তাহার মাংস বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক;
- (ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যাহা মূলধনি প্রকৃতির নহে;
- (ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এইরূপ কোনো স্কিমের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;
- (ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এইরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যাহার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হইয়াছে।

(২) এই ধারার অধীন কোনো ব্যয়ের যতটুকু অংশ কৃষি হইতে আয় এর সহিত সম্পর্কিত কেবল ততটুকু অংশই অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৪৩। হিসাববহি রক্ষণাবক্ষণ না করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা।—(১) যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,—

- (ক) করদাতা নিয়মিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন না;
- (খ) করদাতা এইরূপ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন যাহার ভিত্তিতে করদাতার আয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে;
- (গ) করদাতা হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা
- (ঘ) করদাতা যে হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিয়াছেন তাহা যাচাইযোগ্য নহে,

তাহা হইলে, অন্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হইবেন সেইক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৪৪। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না।—(১) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হয় এইরূপ সকল ক্ষেত্রে অংশ ৭ এর বিধানাবলির পরিপালন না হইলে এই অধ্যায়ের অধীন দাবিকৃত বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না।

(২) ধারা ৫৫ এ বর্ণিত বিধানাবলি এইরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন বিধানাবলি এই অধ্যায়ের সহিত সম্পর্কিত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসা হইতে আয়

৪৫। ব্যবসা হইতে আয়।—করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:—

- (ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলিয়া গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এইরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক উহার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;

- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তাহা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) কোনো ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, মুদারাবা ব্যবস্থাপনা কোম্পানিসহ, কর্তৃক উদ্ভূত কোনো ব্যবস্থাপনা ফি;
- (ঙ) নিজের অথবা অন্যের মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট লীজ প্রদানের বিপরীতে লীজদাতা ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্য কোনো অর্থ;
- (চ) তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে মুদ্রা বিনিময় হইতে নগদায়িত লাভ (realized gain);
- (ছ) বন্ধ হইয়া যাওয়া কোনো ব্যবসা হইতে আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

৪৬। **ব্যবসা হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ।**—(১) ধারা ৪৫ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষ ক্ষেত্রে, ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) করদাতার যে ব্যবসায়ের জন্য আয় পরিগণিত হইতেছে সেই ব্যবসায়ে ব্যবহৃত কোনো পরিসম্পদ যদি কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

ক্রমিক নং	বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয়ের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।
২।	বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) করদাতার ব্যবসায় ব্যবহৃত হইবার পর কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হইবার কারণে কোনো বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহার পরিমাণ যদি উক্ত সম্পদের অবলোপিত মূল্যের চাইতে অধিক হয় তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে আয়ের অঙ্ক হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

ক্রমিক নং	ক্রয়লব্ধ অর্থ	আয়ের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।
২।	বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয়	যেইক্ষেত্রে ক>গ, সেইক্ষেত্রে ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; যেইক্ষেত্রে ক<গ, সেইক্ষেত্রে গ-ক এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯ এর অধীন ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণির কলাম (২) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ঋণাত্মক হইলে ফলাফল ব্যবসা হইতে আয় খাতে ব্যয়িত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণীতে বর্ণিত-

ক = পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ,

খ = পরিসম্পদের অর্জন মূল্য, এবং

গ = তৃতীয় তফসিলের অধীন অবচয় অনুমোদনের পর পরিসম্পদের গণনাকৃত অবলোপিত মূল্য,

-কে বুঝাইবে।

(৬) যদি কোনো রপ্তানিকারক করদাতা সরকার কর্তৃক তাহার অনুকূলে বণ্টনকৃত রপ্তানি কোটার সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো আয়বর্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ হস্তান্তরিত কোটার আনুপাতিক রপ্তানি মূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) যদি কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং যেই আয়বর্ষে বিয়োজিত হইয়াছে তাহা শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে বর্ণিত ৩ (তিন) বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে উক্ত সুদ বা মুনাফার অপরিশোধিত অঙ্ক করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসাবে গণ্য হইয়াছে এইরূপ কোনো সুদ বা মুনাফা যদি পরবর্তী কোনো বৎসরে পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অঙ্ক করদাতার আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে।

(৮) কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় যদি করদাতার কোনো ট্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং—

(ক) পরবর্তী কোনো আয় উক্ত আয়বর্ষে করদাতা যদি ট্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেই সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত ট্রেডিং দায় যেই আয়বর্ষে হিসাবে নেওয়া হইয়াছে তাহা শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে যদি ট্রেডিং দায় বা তাহার কোনো অংশ অপরিশোধিত থাকে তাহা হইলে উক্ত অপরিশোধিত ট্রেডিং দায় উক্ত ৩ (তিন) বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসাবে গণ্য হইয়াছে এইরূপ কোনো ট্রেডিং দায় যদি পরবর্তী কোনো বৎসরে পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সেই অঙ্ক করদাতার আয় পরিগণনায় বাদ যাইবে।

(৯) যদি কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় লোকসান, কুঋণ বা কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি সেই বিয়োজিত লোকসান, কুঋণ বা খরচ বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সেই সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে বৎসরে রিটার্ন দাখিল হইয়াছে তাহার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(১১) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কুঋণ বা সন্দেহজনক ঋণ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের উপর সুদ বা মুনাফা আয় যেই আয়বর্ষে লাভ ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদান করা হইবে, অথবা যেই আয়বর্ষে প্রকৃতভাবে গৃহীত হইবে, দুইয়ের মধ্যে যাহা আগে হয় সেই আয়বর্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(১২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) বিক্রয়ের পূর্বে পরিসম্পদটি যে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যবসা পরিসম্পদ বিক্রয়-সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) করদাতার ব্যবসায় ব্যবহৃত হইবার পর কোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি বা স্থানান্তরিত হইলে, উক্ত রপ্তানির বা স্থানান্তরের তারিখই পরিসম্পদ বিক্রয়ের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সম্পদের ক্রয়মূল্যকে উহা বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

৪৭। **কতিপয় ব্যবসায়ের মুনাফা পরিগণনা।**—নিম্নবর্ণিত সারণির কলাম (২) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ের মুনাফা সারণির কলাম (৩) এ বর্ণিত তফসিলের বিধান অনুসারে পরিগণনা করা হইবে, যথা:—

সারণি

ক্রমিক নং	ব্যবসা	তফসিল
(১)	(২)	(৩)
১।	বিমা ব্যবসা	চতুর্থ তফসিল
২।	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল বা অন্যান্য খনিজ উত্তোলন ও অনুসন্ধান	পঞ্চম তফসিল

৪৮। **ফটকা ব্যবসাকে পৃথকভাবে বিবেচনা।**—কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ফটকা কারবার পরিচালিত হইলে তাহা উক্ত ব্যক্তির অন্যান্য ব্যবসা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪৯। ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ।—এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;
- (খ) এই আইন ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নহে, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;
- (গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;
- (ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;
- (ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;
- (জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;
- (ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্টি চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়;
- (ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;
- (ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;
- (ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;
- (ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;

- (খ) তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;
- (দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;
- (ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;
- (ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;
- (প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং
- (ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।

৫০। ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিশেষ বিয়োজনসমূহ—(১)
নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা ও শর্ত অনুযায়ী বিয়োজনযোগ্য হইবে,
যথা:—

- (ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;
- (খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;
- (গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;
- (ঘ) অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা; এবং
- (ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়।

(২) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোনো পরিসম্পদ যদি কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হয় এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি অবলোপিত মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে করদাতা কর্তৃক বিয়োজন দাবি সাপেক্ষে, অবলোপিত মূল্য এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক।

(৩) ধারা ৫১ অনুযায়ী অনুমোদিত কুঋণ ব্যয় ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে বিয়োজিত হইবে।

(৪) ধারা ৫২ ও ৫৩ অনুযায়ী অনুমোদিত সুদ ব্যয় ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে বিয়োজিত হইবে।

৫১। **কুঋণ ব্যয় অনুমোদন।**—(১) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কুঋণ ব্যয় অনুমোদনযোগ্য হইবে, যদি—

- ক) কুঋণ বা কুঋণের অংশ অনাদায়ী হিসাবে চূড়ান্ত হয় এবং ব্যবসায়িক হিসাবের খাতায় অবলোপিত হিসাবে প্রদর্শিত হয়;
- (খ) কুঋণ হিসাবে অবলোপিত অর্থ অবলোপনের পূর্বে আদায়ের নিমিত্ত সকল প্রকার যৌক্তিক পদক্ষেপ গৃহীত হইয়া থাকে;
- (গ) কুঋণ বা কুঋণের অংশ কোনো আয়বর্ষে আয় নির্ধারণে আয় হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে।

(২) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কুঋণ ব্যয় অনুমোদনযোগ্য হইবে, যদি-

- (ক) কুঋণ বা কুঋণের অংশ International Accounting Standards (IAS) ও বাংলাদেশে প্রযোজ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী হিসাবে চূড়ান্ত হয় এবং ব্যবসায়িক হিসাবের খাতায় অবলোপিত হিসাবে প্রদর্শিত হয়;
- (খ) কুঋণ হিসাবে অবলোপিত অর্থ অবলোপনের পূর্বে আদায়ের নিমিত্ত সকল প্রকার যৌক্তিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়;
- (গ) কুঋণ বা কুঋণের অংশ কোনো আয়বর্ষে আয় নির্ধারণে আয় হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫২। **সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা।**—(১) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হইলে তাহা ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

(২) যদি দেখা যায় যে, ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইয়াছে যেখানে অর্থলগ্নী করা স্থানান্তরকারীর ব্যবসা নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।

৫৩। **সুদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সীমা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ২৩৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান বরাবর কোনো করবর্ষে সুদ ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সীমা অনুযায়ী অনুমোদিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আয়বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৫৪। **বিয়োজন অনুমোদনের সাধারণ শর্তাবলি।**—(১) কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন এইরূপ কোনো ব্যয় যদি বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হয় যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো পরিসম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে তাহা হইলে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ একই আয়বর্ষে আর কোনো বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

(২) ধারা ৪৯ এর অধীন কোনো ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনা করা হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনার ক্ষেত্রে আমলে লওয়া হইবে, যথা:—

- (ক) যদি নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যবসা হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়;
- (খ) যদি নির্বাহকৃত ব্যয় রাজস্ব প্রকৃতির হয়; এবং
- (গ) যদি নির্বাহকৃত ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে যুক্তিসংগত হয়।

৫৫। **কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া।**—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ অনুমোদনযোগ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ যাহার ক্ষেত্রে অংশ ৭ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় নাই;
- (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যকে প্রদত্ত সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক;
- (গ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান;
- (ঘ) ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারীদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না;

- (ঙ) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি, কারিগরি সহায়তা ফি বা স্পর্শাভীত সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ নির্বাহকৃত সমপ্রকৃতির অন্য যেকোনো ফি বাবদ মোট ব্যয়সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (চ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক নির্বাহকৃত হেড অফিস অথবা ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (ছ) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অতিরিক্ত অঙ্ক:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতা সরকারকে কোনো সেবা প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ করিলে সেইক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই দফায় অধীন পরিগণিত অতিরিক্ত অঙ্কের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করিলে এবং উহার বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইলে এই দফায় প্রদত্ত সীমা প্রযোজ্য হইবে না;

- (জ) আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক—
- (অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ৪% (চার শতাংশ); এবং
- (আ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বাদে পরবর্তী অঙ্কের ২% (দুই শতাংশ);
- (ঝ) ফ্রি স্যাম্পল বিতরণে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক—
- (অ) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে—
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই শতাংশ) হারে;

- (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;
- (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (আ) খাদ্য, প্রসাধনী ও সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে—
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ১% (এক শতাংশ) হারে;
- (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (ই) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে—
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ) হারে;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক অঙ্ক;
- (ট) কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;

- (ঠ) কোনো পরিশোধ যাহা ভাড়া হইতে আয় বলিয়া বিবেচিত তাহা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হইয়া থাকিলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ড) কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হইয়া অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হইয়া থাকিলে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক;
- (ঢ) দফা (ট), (ঠ) ও (ড) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অতিরিক্ত অঙ্ক ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হইয়া থাকিলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ণ) ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে বাধ্য এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত কোনো অঙ্ক, যদি অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়;
- (ত) মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত কোনো ব্যয়;
- (থ) যেকোনো দায় যাহা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নহে;
- (দ) ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ সকল প্রকার ব্যয়;
- (ধ) International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন:
- তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করিতে হইবে;
- (ন) ধারণাগত পরিসম্পদ অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss);
- (প) বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ;
- (ফ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের বিধান পরিপালন না হইলে প্রমাণকরী সকল খরচ।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(অ) “নীট ব্যবসায় মুনাফা” অর্থ কোনো সত্তা কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত ব্যবসায়িক মুনাফা, তবে কোনো সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট বা জয়েন্ট ভেঞ্চার হইতে অর্জিত মুনাফা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(আ) “প্রচারণামূলক ব্যয়” অর্থ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো বস্তু, অর্থ বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধার প্রদানের বিপরীতে দাবিকৃত ব্যবসায়িক খরচ দাবি, তবে বিজ্ঞাপন ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৫৬। বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন “বিশেষ ব্যবসা আয়” বা “ব্যবসা হইতে আয়” এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের ব্যয়, লোকসানের সমন্বয় বা জের টানা এবং তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অননুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধনি আয়

৫৭। মূলধনি আয়।—মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, International Accounting Standards (IAS) বা International Financial Reporting Standards (IFRS) অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোনো পরিসম্পদ যাহা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয় নাই, উহা হইতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে না।

৫৮। মূলধনি আয় পরিগণনা।—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তির মূলধনি আয় হইবে কোনো পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য বলিতে কোনো পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হইবে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক, যেখানে—

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

(খ) “পরিসম্পদের অর্জন মূল্য” বলিতে—

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(১) এইরূপ কোনো খরচ যাহা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সহিত সম্পর্কিত;

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ, যদি থাকে;

(আ) যেইক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করিয়াছেন—

(১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;

(৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা

(৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,

সেইক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৫৯। **পরিগণনার সময়।**—মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত আয় উক্ত হস্তান্তর যেই আয়বর্ষে সংঘটিত হইয়াছে সেই আয়বর্ষের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬০। **বিয়োজন অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা।**—উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হইলে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী উহা যথাযথভাবে পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত ব্যয়কে এই অধ্যায়ের অধীন অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে না।

৬১। **মূলধনি আয় নির্ধারণে অন্যান্য বিষয়াবলি।**—(১) কোনো পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অপেক্ষা ১৫% (পনেরো শতাংশ) এর অধিক হইলে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপকর কমিশনার সেই পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(২) কোনো পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত অর্জন মূল্য অপেক্ষা ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক হইলে উপকর কমিশনার, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত পরিসম্পদ ঘোষিত অর্জন মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব দিতে পারিবেন।

(৩) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নূতন কোনো কোম্পানির নিকট কোনো অংশীদারি ফার্মের সকল পরিসম্পদ হস্তান্তরের ফলে মূলধনি আয় উদ্ধৃত হইলে তাহা করমুক্ত থাকিবে যদি সকল পরিসম্পদ হস্তান্তরের বিনিময় মূল্য নূতন কোম্পানি ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

৬২। **আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়।**—(১) কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ।

(২) আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” শ্রেণিভুক্ত হইবে না।

৬৩। **আয় পরিগণনার সময়।**—কোনো ব্যক্তি যেই আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হইবেন বা যেই আয়বর্ষে তাহার হিসাবে উক্ত আয় জমা হইবে, এর মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটে, সেই আয়বর্ষে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৪। **আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ।**—“আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা:—

(ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;

(খ) কেবল “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ)তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

৬৫। **কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া।**—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হইবে না, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধযোগ্য কোনো সুদ যাহা হইতে এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন বা পরিশোধ করা হয় নাই;

(খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত প্রযোজ্য এইরূপ আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ বা কমিশন;

(গ) মূলধনি বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির কোনো ব্যয়।

অষ্টম অধ্যায়
অন্যান্য উৎস হইতে আয়

৬৬। **অন্যান্য উৎস হইতে আয়।**—কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হইবে, যথা:—

- (ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাঙ্গীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;
- (খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;
- (গ) ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।

৬৭। **অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র।**—(১) ধারা ৬৬ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষ ক্ষেত্রে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতার হিসাবের বহিতে অথবা অন্য কোনো দলিলাদিতে এইরূপ কোনো অঙ্কের ক্রেডিট (any sum found credited) দেখা যায়, যাহার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে করদাতা কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না অথবা করদাতার ব্যাখ্যা উপকর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত অঙ্ক উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে করদাতা কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পদের মালিক হন বা কোনো ঋণ গ্রহণ করেন বা ব্যয় নির্বাহ করেন বা এইরূপ কোনো লেনদেন করেন যাহা করদাতার পরিসম্পদকে প্রভাবিত করে, সেইক্ষেত্রে **(ঘ+ঙ+চ)** অপেক্ষা **(ক+খ+গ)** অধিক হইলে, **(ক+খ+গ)- (ঘ+ঙ+চ)** এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হইবে, যেখানে—

ক= নীট পরিসম্পদের পরিবৃদ্ধি,

খ= নির্বাহকৃত প্রকৃত খরচ,

গ= ক ও খ ব্যতীত তহবিল হইতে অন্যান্য ব্যয়,

ঘ= মোট নিরূপিত আয়,

ঙ= নিরূপিত কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়, এবং

চ= ঘ ও ঙ ব্যতীত তহবিলের অন্যান্য গ্রহণযোগ্য প্রাপ্তি।

(৪) যেইক্ষেত্রে করদাতা বাণিজ্যিক মজুদ বা আর্থিক পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে পরিশোধিত মূল্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইয়া “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।

(৫) কোনো চুক্তি বাতিল বা রদ করিবার অথবা চুক্তির কোনো শর্তে পরিবর্তন বা সংশোধনের কারণে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা ফি, কমিশন, ক্ষতিপূরণ সুনামমূল্য, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, এইরূপ কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) লিজ বা ভাড়ার মাধ্যমে সেলামী বা প্রিমিয়াম আকারে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো আয়বর্ষে কোনো এককালীন অর্থ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হইলে তাহা করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৭) কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ অর্জনকালে পরিশোধিত অর্থ হইতে অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হইলে এইরূপ পরিশোধিত অর্থ করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৮) ঋণের দায় মওকুফের প্রেক্ষিতে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা যদি কোনো প্রকার লাভ বা সুবিধা প্রাপ্ত হন, তবে তাহা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, উক্ত লাভ বা সুবিধার অর্থমূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) কোনো তফসিলি ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বরাবর ঋণ অথবা সুদ মওকুফ;
- (খ) কোনো ব্যক্তি করদাতার স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনকৃত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ বা উহার অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নিবন্ধিত মার্চেন্ট ব্যাংকার এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা স্টক ব্রোকার কর্তৃক কোনো মার্জিন লোন বা উহা হইতে উদ্ভূত সুদ মওকুফের কারণে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা লাভ বা সুবিধা।

(৯) কোনো আয়বর্ষে করদাতা লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে, এইরূপ প্রাপ্তি উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১০) যেইক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নহে, এইরূপ কোনো কোম্পানি কোনো আয়বর্ষে কোনো শেয়ারহোল্ডারের নিকট হইতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত নগদে পরিশোধিত মূলধন প্রাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধিত মূলধন উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানি করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধন হিসাবে নগদ ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ বা সেবা গৃহীত হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(১১) যেইক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যেকোনো পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ যেই বৎসর ঋণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষে উক্ত করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারায় বর্ণিত কোনো ঋণ বা তাহার অংশবিশেষ পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপে পরিশোধিত অর্থ উক্ত পরবর্তী আয়বর্ষের আয় পরিগণনার সময় বাদ যাইবে।

(১২) যেইক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা সরাসরি বা ভাড়াইয় এক বা একাধিক মোটর কার বা জিপ ক্রয় করে এবং কোনো মোটর কার বা জিপের মূল্য রিজার্ভ ও পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ তাহার পরিশোধিত মূলধনের ১০ (দশ) শতাংশের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ১০% (দশ শতাংশ) অতিক্রান্ত হওয়া অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৩) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো অগ্রিম, ঋণ, দান বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট হিসাবে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক পরিমাণের কোনো অর্থ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ যেই বৎসর অগ্রিম, ঋণ, দান বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষে উক্ত করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই উপ-ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না-

- (ক) স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হইতে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলে এবং উহা দাতার ব্যাংক হিসাব হইতে উত্তোলিত হইলে;
- (খ) ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সহিত নিবন্ধিত কোনো সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কোনো ডিপোজিট।

(১৪) যেইক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত নহে এইরূপ কোনো করদাতা কোনো গৃহসম্পত্তি বা তাহার অংশবিশেষ নির্মাণ বা মেরামতের জন্য বাকিতে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করেন এবং এইরূপ ক্রয়-সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) আয়বর্ষের মধ্যে তাহা পরিশোধ না করেন, সেইক্ষেত্রে তাহা উক্ত ২ (দুই) আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৫) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা ধারা ১৭৫, ১৮০ বা ২১২ এর অধীন কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন এবং উক্ত সংশোধিত রিটার্নে এইরূপ কোনো আয় প্রদর্শন করেন যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন, সেইক্ষেত্রে ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেখানে-

ক = কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন আয় হিসাবে সংশোধিত রিটার্ন বা ভুল-সংশোধনী রিটার্নে প্রদর্শিত অর্থ,

খ = মূল রিটার্নে প্রদর্শিত আয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ব্যাংকিং মাধ্যম সংযুক্ত থাকিবে এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপিত হইবে, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬৮। **অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, মূলধনি বা ব্যক্তিগত ব্যয় নহে এইরূপ ব্যয় খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) ব্যতীত ধারা ৬৭ এর অন্যান্য উপ-ধারার অধীন আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে কোনপ্রকারের ব্যয় অনুমোদিত হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন খরচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে, উক্ত খরচের যৌক্তিকতা বিবেচনা করিতে হইবে।

৬৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত না হওয়া।**—(১) কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো সম্পদের বিপরীতে খরচ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনুমোদিত হইলে তাহা একই সম্পদের বিপরীতে পুনরায় অনুমোদিত হইবে না।

(২) খরচ অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত ধারা ৫৫ এ উল্লিখিত বিধানাবলি এই অধ্যায়ের এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

নবম অধ্যায়

ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা

৭০। ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো করবর্ষে কোনো খাতের নিরূপিত ক্ষতি অন্য খাতের আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সারণী উল্লিখিত কোনো ক্ষতি কেবল সেই খাত বা উৎসের আয় ব্যতীত অন্য কোনো খাত বা উৎসের আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস বা খাত	যেদ্বারা সমন্বয় করা যাইবে
(১)	(২)	(৩)
১।	মূলধনি ক্ষতি	কেবল মূলধনি আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।
২।	ব্যবসায়িক ক্ষতি	কেবল ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।
৩।	ফটকা ব্যবসায় ক্ষতি	কেবল ফটকা ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।
৪।	তামাক জাতীয় পণ্যের ব্যবসায় ক্ষতি	কেবল তামাক জাতীয় পণ্যের ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।

(৩) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাইবে না।

(৪) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের নিরূপিত ক্ষতি কেবল উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের নিরূপিত আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে এবং উক্ত ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না।

(৫) কোনো করবর্ষে কোনো খাতের নিরূপিত ক্ষতি উক্ত বৎসরের অন্য কোনো খাতের বা উৎসের আয়ের সহিত সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না গেলে অসম্বিত ক্ষতির জের টানিয়া পরবর্তী ৬ (ছয়) করবর্ষে সমন্বয় করা যাইবে।

(৬) অষ্টম তফসিল সাপেক্ষে, ব্যবসা বা পেশায় উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, উত্তরসূরি নিজের কোনো আয়ের বিপরীতে পূর্বসূরির ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানিতে পারিবেন না।

৭১। **অবচয় ভাতার জের টানা।**—(১) এই আইনানুযায়ী অনুমোদিত কোনো অবচয় কোনো করবর্ষের গ্রস আয়ের বিপরীতে ব্যয় হিসাবে সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা না গেলে তাহা পরবর্তী করবর্ষের অবচয়ের সহিত যুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের কোনো বিধান পরিপালনে ব্যত্যয়ের কারণে কোনো অবচয় ভাতা অননুমোদিত হইলে উহার জের টানা যাইবে না।

(৩) জের টানা অবচয়ের ভাতা চার্জ করিবার পূর্বে জের টানা ক্ষতির সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) অনুমোদিত অবচয় ভাতা সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়কৃত হওয়া পর্যন্ত জের টানা যাইবে।

দশম অধ্যায় হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

৭২। **হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, একজন ব্যক্তির আয়কে নিয়মিতভাবে প্রয়োগকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে পরিগণনা করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি মনে করেন যে, হিসাব পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অভিষ্ট পরিবর্তন সম্পর্কে উপকর কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর উপকর কমিশনার করদাতার আয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড, বিধি দ্বারা, কোনো ব্যবসা, বা কোনো শ্রেণির ব্যবসা, বা অন্য কোনো উৎস, বা কোনো উৎসের আয়ের জন্য হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য যাচাই মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) পূর্ববর্তী বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোনো কোম্পানি International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

৭৩। **কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল।**—কোনো কোম্পানি, ৩ (তিন) কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার রহিয়াছে এইরূপ ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, তহবিল এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের রিটার্নের সহিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং স্থিতিপত্রের একটি অনুলিপি এই মর্মে প্রদান করিবে যে-

- (ক) উক্ত করবর্ষের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হইয়াছে এবং বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হইয়াছে;

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হইয়াছে; এবং

(গ) International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে উহা নিরীক্ষা করা হইয়াছে।

৭৪। **দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণিভুক্ত এবং গণনাকৃত আয়ের জন্য উপচিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হইতে উদ্ভূত আয় সম্পাদনের শতাংশ পদ্ধতি অনুসারে গণনা করিতে হইবে।

(২) কোনো করবর্ষে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদনের শতাংশ, উক্ত করবর্ষ শেষ হইবার পূর্বে চুক্তিতে মোট বরাদ্দকৃত ব্যয় এবং সংঘটিত খরচের সহিত চুক্তির শুরুতে নির্ধারিত আনুমানিক মোট চুক্তিব্যয়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি" অর্থ উৎপাদন, স্থাপন, বা নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি, বা এতৎসংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তি সম্পর্কিত পরিষেবা সমূহের সম্পাদন, যাহা চুক্তির অধীন কাজ আরম্ভ হইবার করবর্ষের মধ্যে সম্পন্ন হয় নাই, তবে চুক্তির অধীন কাজ শুরু হইবার দিন হইতে আনুমানিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে শেষ হইবে এইরূপ চুক্তি ব্যতীত অন্য সকল চুক্তি;

(খ) "সম্পাদনের শতাংশ পদ্ধতি" অর্থ সার্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাবরক্ষণ নীতি যাহার অধীন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতাধীন রাজস্ব ও ব্যয় উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশোধনকৃত চুক্তির সমাপ্তির পর্যায়ে স্বীকৃত হয়।

৭৫। **অসম্পূর্ণ বা ভুল হিসাব, ইত্যাদি।**—(১) কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্ন, বিবরণ বা জমাকৃত নথি, বা অডিট বা কর নির্ধারণ কার্যক্রম চলাকালে উল্লিখিত দাবি যাচাইযোগ্য না হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে বারিত করিবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণের কোনো প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় নাই, বা উপকর কমিশনার করদাতার হিসাবসমূহের সঠিকতা বা সম্পূর্ণতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন, বা করদাতার হিসাবসমূহ ধারা ৭৩ এর বিধান অনুসারে প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে করদাতার কর নিরূপণ করিবেন।

অংশ ৬

অব্যাহতি, বাদ ও কর অবকাশ

প্রথম অধ্যায়

অব্যাহতি, হ্রাস ও বাদ

৭৬। **কর অব্যাহতি।**—(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইন বা আইন হিসাবে পরিগণিত অন্য কোনো আইনগত দলিলের বিধানানুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে, অন্য আইনে বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে উক্তরূপ বিধান কার্যকর হইবে না।

(৩) বোর্ড এই ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে যেকোনো কর অব্যাহতি বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন কোনো কর অব্যাহতি ভূতাপেক্ষভাবে প্রদান করা যাইবে না।

(৫) অংশ ৬ এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি কোনো করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন না যদি তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির পরিপালনে ব্যর্থ হন, যথা:-

(ক) করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল; বা

(খ) ধারা ১৬৬ এবং ১৭১ এর বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক রিটার্ন দাখিল; বা

(গ) উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমা বা এতদসংক্রান্ত রিটার্ন দাখিল এবং অংশ ৭ এর বিধানাবলির পরিপালন; বা

(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো খাত হইতে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে প্রাপ্তির খাত “কৃষি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত এবং কোনো আয়বর্ষে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে নহে সেইক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

(৬) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদিত কোনো ব্যয়, ক্ষেত্রমত, উক্ত উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর প্রদেয় হইবে।

৭৭। মোট আয় হইতে বাদ।—(১) ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত আয় উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির মোট আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে তাহা উক্ত আয়বর্ষের তহবিলের উৎস পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) রিটার্নের মোট আয় হইতে বাদ সংশ্লিষ্ট কলামে আয়ের হিসাব যথাযথভাবে দেখাইতে হইবে; এবং
- (খ) রিটার্নের সহিত আয়ের উৎস এবং পরিমাণ বিস্তারিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(২) ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ২ এর অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় পরিগণনার সময় মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইবে, যথা:—

- (ক) উক্ত অনুদান রিটার্ন বা বিবরণ বা রিটার্নের সহিত সংযুক্ত দলিলাদিতে প্রতিফলিত হইয়াছে;
- (খ) ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ২ এর অধীন প্রদত্ত অনুদানের মোট পরিমাণ উক্ত ব্যক্তির অনুদান পূর্ববর্তী প্রদর্শিত মোট আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক নহে;
- (গ) রিটার্নের সহিত আয়ের উৎস এবং পরিমাণ বিস্তারিতভাবে দাখিল করা হইয়াছে।

৭৮। কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত।—এই আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হইলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হইতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হইবেন—

- (ক) $০.০৩ \times 'ক';$ বা
- (খ) $০.১৫ \times 'খ';$ বা
- (গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যাহা কম,

এইক্ষেত্রে—

‘ক’ = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং

‘খ’ = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

৭৯। সমবায় সমিতির কতিপয় আয়ের অব্যাহতি।—কোনো সমবায় সমিতি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম হইতে অর্জিত আয় প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা:-

- (ক) ফসল উৎপাদন;
- (খ) কুটির শিল্প পরিচালনা;
- (গ) ইহার সদস্যগণ কর্তৃক কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "কুটির শিল্প" অর্থ একটি উদ্যোগ, যাহা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধনপ্রাপ্ত নহে, যেখানে-

- (ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন বিনিয়োগকারী, পূর্ণসময়কালীন কর্মী এবং প্রকৃত উদ্যোক্তা;
- (খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও উপকরণে বিনিয়োগকৃত মূলধন আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে না;
- (গ) মালিক ও তাহার পরিবারের সদস্যসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ (পনেরো) জনের অধিক নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গড়করণ

৮০। গড়করণ।—(১) ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হইতে উদ্ধৃত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হইবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করিতে হইবে, যথা:-

ট = $k \times (x/g)$, যেইক্ষেত্রে-

ট = গড় হারে কর,

ক = মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ),

খ = ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

গ = ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কর অবকাশ

৮১। অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয়।—(১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা কর্তৃক অর্জিত ‘ব্যবসা হইতে আয়’ খাতের অন্তর্ভুক্ত আয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত সীমা, শর্ত এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৪ এবং এই অধ্যায়ের অধীন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে করছাড় সুবিধাপ্রাপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়কর ছাড়ের সুবিধা প্রাপ্ত হইলে তাহা করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে তাহা রিটার্নের সংশ্লিষ্ট অংশে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে করছাড় সুবিধা প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) উক্ত সত্তা এইরূপ কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীনে এবং ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত, যিনি—

(অ) আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যাহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত;

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত অফিস রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখে ক্রয়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে;

- (খ) উক্ত সত্তা ইতোমধ্যে অস্তিত্ব রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যবসা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বা পুনর্গঠন বা পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে গঠিত হয় নাই;
- (গ) কোনো কারখানা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি যদি বাংলাদেশের অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত না হইয়া থাকে;
- (ঘ) উক্ত সত্তা—
- (অ) টিআইএন গ্রহণ করিয়াছে;
- (আ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ করিয়াছে;
- (ই) স্বতন্ত্রভাবে এবং পৃথকভাবে হিসাব রক্ষণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা” অর্থ কোনো আয়বর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো সত্তা যাহার ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে এবং যাহা-

- (ক) এই অধ্যায়ের অধীন আংশিক বা সম্পূর্ণ করছাড়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত করছাড় বা করহাসের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে।

৮২। বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা অনুমোদন।—(১) কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে ইহার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হইবার মাসের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, বোর্ড, লিখিত আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) বোর্ড উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, কর অবকাশ প্রাপ্তির আবেদনটি অস্থায়ীভাবে মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং, উক্ত বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান না করা পর্যন্ত উক্ত ব্যবসায়িক সত্তাকে কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া বোর্ড কোনো আবেদন বাতিল করিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে কোনো আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হইলে, সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে উক্ত আবেদনকারী বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বোর্ড পূর্ববর্তী আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং তৎবিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার কর পরিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপে এই ধারার অধীন অনুমোদন মঞ্জুর ও পুনর্বিবেচনা বা যেকোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮৩। **সহযোগী সত্তার সহিত লেনদেন।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা ইহার অন্য কোনো সহযোগী সত্তার সহিত লেনদেনে জড়িত থাকে এবং যদি উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,—

- (ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয় নাই; এবং
- (খ) এই ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় আপেক্ষা কম হইয়াছে,

সেইক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হইয়াছে তাহা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহা উক্ত আয়বর্ষের জন্য "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) কোনো সত্তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার সহযোগী সত্তা হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-
 - (অ) কোনো সত্তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, বা এক কিংবা একাধিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে, অন্য কোনো সত্তার ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে; অথবা
 - (আ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, দম্পতি ও বংশধরসহ, উভয় সত্তায় ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, বা এক বা একাধিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে; অথবা
 - (ই) কোনো সত্তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, অন্য কোনো সত্তার ভোটিং ক্ষমতার ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক বহনকারী শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে; অথবা
 - (ঈ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, দম্পতি বা বংশধরসহ, উভয় সত্তায় ভোটিং ক্ষমতার ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক বহনকারী শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে; অথবা
 - (উ) দুইটি সত্তা একই গ্রুপের সদস্য হয়।
- (খ) "উন্মুক্ত বাজার মূল্য" অর্থ মুক্ত বাজারে সম্পর্কহীন (দুইটি পক্ষের মধ্যে সম্মত মূল্য;
- (গ) "সত্তা" শব্দ অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৮৪। অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় পরিগণনা।—(১) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় অন্য কোনো ব্যবসা হইতে পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

(২) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় ‘ব্যবসা হইতে আয়’ শ্রেণির আয়ের ন্যায় একইভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

(৩) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এ উল্লিখিত কেবল সাধারণ অবচয় ভাতা প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোনো আয়বর্ষের জন্য অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার পরিগণিত ক্ষতি করদাতার অন্য কোনো সত্তা বা খাত, যাহা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত নহে, উহার লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না।

(৫) ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনের ফলে উক্ত সত্তার উদ্ভূত আয়ের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্তরূপ আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হইবে।

৮৫। কর ছাড় বাতিল বা অননুমোদন।—(১) যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা হইতে দেখা যায় যে, কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাকে অবকাশ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবেন না এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সত্তার জন্য নিয়মিত পদ্ধতিতে ও হারে প্রদেয় কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) অনুমোদিত কর অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত সত্তা উক্তরূপ সুবিধা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ অনুমোদনের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বোর্ডের নিকট লিখিত আবেদন দাখিল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইলে বোর্ড তৎবিবেচনায় উপযুক্ত কোনো আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৩) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন অনুমোদিত কোনো ছাড় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

অংশ ৭

কর পরিশোধ

প্রথম অধ্যায়

নিবাসী হইতে কর কর্তন

৮৬। চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন।—(১) কোনো প্রাপককে "চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন কোনো চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীন প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ৬ এ উল্লিখিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর কর্তন করিবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো সরকারি কর্মকর্তা আয়নকারী ও ব্যয়নকারী কর্মকর্তা (ডিডিও) হিসাবে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন বা সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকরি হইতে আয়" উত্তোলন করিবার জন্য নিজের বা অন্য কোনো সরকারি অধীনস্তের জন্য বিল প্রস্তুত বা স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিল তৈরি বা স্বাক্ষরের সময়, উক্ত আয়বর্ষের জন্য প্রদেয় বার্ষিক বেতন যদি করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে, তাহা হইলে উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট আয়ের জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর অধীন কোনো কর্তনের সময়, পূর্ববর্তী কোনো উদ্ধৃত বা ঘাটতির সহিত সমন্বয়ের জন্য উদ্ধৃত বা ঘাটতির সমপরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রদেয় অগ্রিম করসহ, এই ধারার অধীন ইতোমধ্যে উৎসে কর প্রদান করা হইয়াছে এবং কোনো কর্মচারীর সম্ভাব্য মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর উক্তরূপে প্রদেয় করের পরিমাণের কাছাকাছি বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত কর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন এবং প্রদত্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে, অবশিষ্ট আয়বর্ষের জন্য এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র জারি করিতে পারিবেন যে, উক্ত কর্মচারীর নিকট হইতে কোনো কর কর্তন করা হইবে না বা কম হারে কর কর্তন করা হইবে।

৮৭। সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে কর কর্তন।—সংসদ সদস্যের সম্মানী হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, প্রদেয় সম্মানীর উপর, প্রযোজ্য পরিমাণে আয়কর প্রাপকের উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট সম্মানীর জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর্তন করিবেন।

৮৮। শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর কর্তন।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে বা বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কর ছাড় সংক্রান্ত

যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইহার কোনো সুবিধাভোগীকে কোনো অর্থ প্রদানকালে, উক্তরূপে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৮৯। **ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন।**—যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়—

- (ক) অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত পরিষেবা প্রদান বা সরবরাহের জন্য চুক্তি ব্যতীত অন্য কোনো চুক্তি সম্পাদন;
- (খ) পণ্য সরবরাহ;
- (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর;
- (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই,

সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদান বা ক্রেডিটকালে ভিত্তিমূল্যের উপর নির্ধারিত, অনধিক ১০% (দশ শতাংশ), হারে কর কর্তন করিবেন।

৯০। **সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।**—কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময় নির্ধারিত, অনধিক ২০% (বিশ শতাংশ), হারে কর কর্তন করিবেন।

৯১। **স্পর্শাধীন সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন।**—রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ বা লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার বিষয়ের জন্য অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ প্রদান বা ক্রেডিটের সময় নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-

সারণী

পরিশোধের বর্ণনা	কর কর্তনের হার
(১)	(২)
ভিত্তিমূল্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে	১০% (দশ শতাংশ)
ভিত্তিমূল্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে	১২% (বার শতাংশ)

৯২। **প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন।**—নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিজ্ঞাপন, প্রচার বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারি রেডিও স্টেশন বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে (মিডিয়া বায়িং এজেন্ট ব্যতীত) অর্থ পরিশোধকালে বা প্রাপকের হিসাবে জমা প্রদানকালে পরিশোধযোগ্য বা পরিশোধিত অর্থের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯৩। অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন।—

(১) কোনো চলচ্চিত্র, নাটক বা টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইহার আংশিক বা পূর্ণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধকালে বা প্রাপকের হিসাবে জমা প্রদানকালে পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন বা কোনো টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রামে অভিনয় করিবার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে আংশিক বা পূর্ণ অর্থ পরিশোধকালে বা প্রাপকের হিসাবে জমা প্রদানকালে পরিশোধযোগ্য বা পরিশোধিত অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯৪। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ।—(১) কোনো

পরিবেশককে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা বিপণনের জন্য কমিশন, বাট্টা, ফি, প্রণোদনা বা কর্মদক্ষতা ভাতা বা কর্মদক্ষতা সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রণোদনা বা এইরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ বা একই প্রকৃতির সুবিধার মাধ্যমে কোনো কোম্পানি বা ফার্ম অর্থ পরিশোধকালে বা অনুমোদিত কোনো অঙ্কের অর্থ প্রদানকালে, অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরিশোধযোগ্য পরিমাণ বা প্রদেয় অনুমোদিত অঙ্কের অর্থ বা অনুমোদিত সুবিধার আর্থিক মূল্য, ক্ষেত্রমত, এর উপর শতকরা ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবে।

(২) কোনো কোম্পানি বা ফার্মের পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম কোনো অর্থ পরিশোধকালে, অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণের জন্য প্রাপ্ত অর্থের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(৩) তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যাহা -

(ক) কোনো পরিবেশক; বা

(খ) চুক্তির অধীন অন্য কোনো ব্যক্তি,

-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হইতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে x গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

$x =$ পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য;

$g =$ ৫% (পাঁচ শতাংশ):

তবে শর্ত থাকে যে, সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানি বা ফার্মের পণ্য বিক্রয়কালে উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট পণ্যের বিক্রয় মূল্য এবং উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবে।

৯৫। ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা ছাড় বা অন্য কোনো সুবিধার মাধ্যমে, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, কোনো নিবাসীকে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধকালে যাত্রী টিকিট বিক্রয় বা কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরযোগ্য মোট অর্থের উপর ০.৩% (শূন্য দশমিক তিন শতাংশ) হারে কর কর্তন বা অগ্রিম কর সংগ্রহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে বা বিমানে কার্গো পরিবহণ হইতে ইনসেন্টিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্য কোনো সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধিত হইলে উক্তরূপ অর্থ পরিশোধকালে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক/খ X গ এর সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিবেন, যেখানে-

- "ক"= এই উপ-ধারাতে উল্লিখিত ইনসেন্টিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্য কোনো সুবিধা,
- "খ"= কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্য কোনো সুবিধার পরিমাণ, এবং
- "গ"= কমিশন বা ছাড় বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্য কোনো সুবিধার উপর উৎস করের পরিমাণ।

(৩) টিকিট বা চার্জের মূল্য গণনাকালে কোনো প্রারম্ভিক ফি, ভ্রমণ কর, ফ্লাইট সুরক্ষা বিমা, নিরাপত্তা কর এবং বিমানবন্দর কর বাবদ পরিশোধিত অর্থ মূল্য বা চার্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৯৬। ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন।—নিজ বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য পণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণপত্রের কমিশন সংগ্রহকালে, কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ৫% (পাঁচ শতাংশ) কর কর্তন করিবেন।

৯৭। স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো স্থানীয় ঋণপত্র বা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো অর্থায়ন ব্যবস্থা নহে এইরূপ অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির অধীন ব্যবসা বা প্রক্রিয়া বা রূপান্তরের পরে পুনঃবিক্রি করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, অতঃপর ক বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তি, অতঃপর ব্যক্তি খ বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট হইতে বাংলাদেশে কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য কোনো ঋণ সুবিধা প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি খ-কে পরিশোধ বা ঋণ প্রদানের সময় ব্যক্তি ক কর্তৃক ক্রয়ের জন্য পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো পরিবেশককে এইরূপ কোনো অর্থায়ন ব্যবস্থার অধীন কোনো ঋণসুবিধা প্রদান করিয়া যেখানে কোনো ব্যক্তি, অতঃপর ব্যক্তি

গ বলিয়া উল্লিখিত, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার কোনো পরিবেশক, অতঃপর ব্যক্তি ঘ বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট পণ্য বিক্রি বা ইনভয়েসের বিপরীতে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি গ-কে পরিশোধ বা ঋণ প্রদানের সময় ব্যক্তি ঘ এর অনুকূলে ইনভয়েসকৃত পণ্যের জন্য পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

(৩) ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভুট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, পাট, তুলা, সুতা এবং সকল প্রকার ফল ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ‘পরিবেশক’ বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত পণ্য সর্বশেষ ক্রেতার নিকট প্রত্যক্ষভাবে বা অন্য কোনো মধ্য স্বত্বভোগীর মাধ্যমে সরবরাহের কার্যক্রম পরিপালন করেন।

৯৮। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন।—কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কোনো আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, বাবদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে জমা বা অর্থ পরিশোধকালে, যাহা আগে ঘটে, উক্ত পরিমাণ অর্থের ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯৯। জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে কর কর্তন।—কোনো নিবাসীকে কোনো জীবন বিমা কোম্পানির সহিত কৃত কোনো জীবন বিমা পলিসির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, পলিসি গ্রাহককে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানকালে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পলিসি গ্রহীতার মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো কর কর্তন করা যাইবে না।

১০০। বিমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন।—কমিশন বা অন্য কোনো উপায়ে সম্মানি বা পুরস্কারের মাধ্যমে বিমা গ্রহণের জন্য আহ্বান বা বিমা সংগ্রহের ব্যবসাসহ বিমা পলিসির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, নবায়ন বা পুনরুজ্জীবনের সহিত সম্পর্কিত ব্যবসার জন্য কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অঙ্ক গ্রহীতার হিসাবে জমা প্রদানকালে বা উক্ত অঙ্কের অর্থ নগদ বা চেক বা ড্রাফট বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে প্রদানকালে, যাহা আগে ঘটে, উক্ত অঙ্কের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর কর্তন করিবেন।

১০১। সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন।—কোনো বিমাকারীর বিমা দাবি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোনো জরিপ পরিচালনার জন্য কোনো নিবাসীকে পারিশ্রমিক বা ফি দ্বারা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অর্থ পরিশোধকালে, মোট অর্থের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে আয়কর কর্তন করিবেন।

১০২। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন।—(১) এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ইসলামী নীতি মোতাবেক পরিচালিত কোনো ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো লিজিং কোম্পানি অথবা কোনো হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি কোনো সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, মেয়াদী আমানত বা অন্য কোনো প্রকার আমানতের বিপরীতে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে উৎসে কর কর্তন করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন—

সারণী

ক্রমিক নং	প্রাপকের ধরণ	কর কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	কোম্পানির ক্ষেত্রে	২০% (বিশ শতাংশ)
২।	কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)
৩।	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা পে অর্ডারভুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)
৪।	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল ও পেনশন তহবিলের ক্ষেত্রে	৫% (পাঁচ শতাংশ)।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) সরকার বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে তফসিলভুক্ত কোনো ব্যাংক কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ডিপোজিট পেনশন স্কিম হইতে উদ্ভূত কোনো সুদ বা মুনাফা; বা
- (খ) বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, অন্য কোনোভাবে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রাপক বা প্রাপক শ্রেণি।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নাবালকের আইনানুগ অভিভাবকের রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ নাবালকের রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১০৩। পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন।—ডাক (পোস্ট অফিস) সঞ্চয় ব্যাংকের কোনো হিসাবে সুদ হইতে জমাকৃত অর্থ হইতে আয়কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি বা প্রাপকের হিসাবে অর্থ প্রদানের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, ১০% (দশ শতাংশ) হারে আয়কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো প্রাপক বা বেতনভোগী শ্রেণির কর্মচারীর ক্ষেত্রে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১০৪। নিবাসীর সুদ আয় হইতে কর কর্তন।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ঋণ বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে সুদ পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুদ পরিশোধকালে পরিশোধিত সুদের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) বোর্ড করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই সাপেক্ষে, এই মর্মে লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবে যে, এই ধারা অধীন করদাতার প্রাপ্য অর্থের উপর কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

১০৫। সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন।—(১) এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা অন্য কোনো আইনে অনুমোদিত বার্থক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল বা গ্র্যাচুইটি তহবিল বা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা শ্রমিক স্বার্থ অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের উপর প্রাপ্ত মুনাফা কর অব্যাহতির বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) কোনো আয়বর্ষে পেনশনার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে, উক্তরূপ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা হইতে এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তন করা যাইবে না।

(৩) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারীর উন্নয়ন বন্ড, মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো বিনিয়োগ বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে উদ্ভূত সুদ বা লভ্যাংশ হইতে কোনো কর কর্তন করা যাইবে না।

১০৬। সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন।—সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে, যাহা আগে ঘটে, ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

১০৭। বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়ের উপর উৎসে কর কর্তন।—বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, উহার উপর প্রযোজ্য পরিমাণের সর্বোচ্চ হারে কর কর্তন করিবেন।

১০৮। **আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন।**—(১) আন্তর্জাতিক ফোন কল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে সেবা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সেবা প্রদানকারীর হিসাবে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে জমাকৃত মোট অর্থের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে।

(২) আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সেবা অপারেটর, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফোন কল সম্পর্কিত কোনো অর্থ প্রদান করা হয় অথবা ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স), অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস (এএনএস), বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) এর সহিত চুক্তির অধীন কোনো হিসাবে অর্থ জমা প্রদান করা হয়, উক্ত চুক্তির আওতায় পরিশোধ বা জমাকৃত মোট অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে বহির্গামী আন্তর্জাতিক কলের ক্ষেত্রে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) পরিষেবাদি বা অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক পরিষেবাদি (এএনএস) প্রদানের বিনিময়ে কোনো পরিমাণ অর্থ প্রদান বা জমা দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) বা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে বোর্ড কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, লিখিতভাবে কোনো সনদ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি আয়কর হইতে মুক্ত হইবে বা এই ধারায় উল্লিখিত হারের নিম্ন হারে কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে এবং এই ধরনের অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিতভাবে অর্থ পরিশোধ করিবেন—

- (ক) কর কর্তন ব্যতীত; অথবা
- (খ) সনদে উল্লিখিত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে।

১০৯। **ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি—

- (ক) কোনো গৃহ সম্পত্তি;
- (খ) হোটেল বা গেস্ট হাউজ;
- (গ) খালি স্থান বা প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি; বা
- (ঘ) সরকারি জলাধার ব্যতীত অন্য কোনো জলাধার,

ভাড়া করেন সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির ভাড়া পরিশোধকালে প্রদেয় ভাড়ার উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের কর নির্ধারণের পর দেখা যায় যে, গৃহ সম্পত্তির মালিক কর্তৃক কোনো কর প্রদেয় নাই বা প্রদত্ত করের পরিমাণ প্রদেয় কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হারে কর্তিত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে,—

(ক) কোনো কর প্রদেয় না হইলে, সম্পূর্ণ অংশ; বা

(খ) কর্তিত করের পরিমাণ প্রদেয় কর অপেক্ষে অধিক হইলে, যতটুকু অধিক সেইটুকু।

(৩) যেইক্ষেত্রে, উপকর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত ফরমে সন্নিবেশিত এই মর্মে সনদ প্রদান করেন যে, উক্ত বৎসরে গৃহ সম্পত্তির মালিকের কোনো মূল্যায়নযোগ্য আয় নাই বা এই আইনের বিধাবাবলি সাপেক্ষে উহা আয়কর মুক্ত, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সনদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত উক্ত গৃহ সম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর কর্তনযোগ্য হইবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "ভাড়া" অর্থ কোনো পরিশোধ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা কোনো লিজ, ভোগ স্বত্ত্ব (tenancy) বা কোনো চুক্তি বা সমঝোতার মাধ্যমে কোনো আসবাবপত্র, জিনিসপত্র এবং ভূমিসহ কোনো ভবন ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।

১১০। **কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন।**—যেইক্ষেত্রে কোনো কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, কক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, হল, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা কোনো রেস্টুরেন্ট ভাড়া বা স্থান ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সেবার জন্য পরিশোধিত সম্পূর্ণ পরিমাণের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর উক্ত পরিশোধের সময় কর্তন করিবেন।

১১১। **সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন।**—কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য উহার মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিবেন,-

(ক) কোনো স্থাবর সম্পত্তি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত মোট অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ);

(খ) কোনো স্থাবর সম্পত্তি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার বাহিরে অবস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত মোট অর্থের ৩% (তিন শতাংশ)।

১১২। **নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন।**—রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারককে নগদ রপ্তানি ভর্তুকির কারণে যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, অর্থ প্রদান বা জমার সময়, প্রদেয় মোট অর্থের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন।

১১৩। **পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন।**—পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশনের কারণে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, প্রাপককে অর্থ প্রদান বা জমার সময়, প্রদেয় মোট অর্থের ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

১১৪। **বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন।**—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধ করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে কোনো আয়বর্ষের আয় এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, বোর্ড, উক্ত আয়বর্ষের আয় কোনোরূপ সংগ্রহ বা কর্তন ব্যতীত অথবা আনুপাতিকভাবে হ্রাসকৃত হারে সংগ্রহ বা কর্তন প্রযোজ্য হইবে মর্মে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

১১৫। **রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন।**—যেইক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত কোনো ব্যক্তি সাইনিং মানি, পণমূল্য (subsistence money), বাড়ির ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা কোনো চুক্তি বা কোনো লিখিত চুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ভূমি মালিককে কোনো অর্থ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে অর্থ প্রদানকালে মোট অর্থের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করা হইবে।

১১৬। **বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন।**—যেইক্ষেত্রে, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীন কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারক পণ্য রপ্তানির জন্য অর্থ প্রদান করে, কোনো এজেন্ট এর হিসাবে পণ্য রপ্তানি হইতে কোনো পরিমাণ অর্থ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, বৈদেশিক ক্রেতা হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী বা উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ব্যাংক ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবে।

১১৭। **লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন।**—বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী), কোনো শেয়ারহোল্ডারকে কোনো লভ্যাংশ

প্রদানকালে, কোনো নিবাসী বা অনিবাসী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, উক্ত লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন করিবেন,—

- (ক) শেয়ারহোল্ডার যদি কোনো কোম্পানি হয়, তাহা হইলে কোম্পানির উপর প্রযোজ্য হারে;
- (খ) শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি হয়, উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) হইলে ১০% (দশ শতাংশ) হারে বা উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) না হইলে ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধান কোনো কোম্পানির কর লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা, যদি উক্ত কর লভ্যাংশ ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ৩২ এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১১৮। লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন।—লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, ২০% (বিশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “যেকোনো পরিমাণ” অভিব্যক্তিটির অর্থ কোনো পণ্য বা সম্পত্তির মূল্য যেখানে উক্ত বিজয়ীর হিসাবে নগদে অর্থ বা সম্পদ দ্বারা প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনিবাসীর নিকট হইতে কর কর্তন

১১৯। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ।—(১) এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, যেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, প্রদেয় অর্থের উপর নির্ধারিত, অনধিক ৩০% (ত্রিশ শতাংশ), হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কর্তনকৃত কর, যে আয়ের উপর উক্ত কর কর্তন করা হইয়াছে, উক্ত আয়ের উপর প্রাপকের ন্যূনতম করদায় বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো দাবির বিপরীতে উহা সমন্বয় করা যাইবে না।

(৪) কোনো কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো অনিবাসী করদাতার পক্ষে মূলধনি আয় উদ্ধৃত হইলে, উক্ত শেয়ার হস্তান্তর কার্যকরের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ, উক্ত মূলধনি আয়ের উপর প্রদেয় কর পরিশোধিত না হইলে, উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না।

(৫) এই ধারার অধীন সংগৃহীত কোনো কর নিবাসী কোনো ব্যক্তির নামে জমা হইলে এই ধারার অধীন কর সংগৃহীত হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) অনিবাসী বরাবর প্রেরিত নিম্নবর্ণিত অর্থ রেমিটকালে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) আরবিট্রেশন ফি;
- (খ) হজ্ব বাবদ প্রেরিত অর্থ;
- (গ) প্রায়োরিটি পাস বাবদ অর্থ।

তৃতীয় অধ্যায় উৎসে কর সংগ্রহ

১২০। আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা পণ্যের আমদানি মূল্যের উপর নির্ধারিত, অনধিক ২০% (বিশ শতাংশ) হারে, উৎসে কর সংগ্রহ করিবেন।

১২১। জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ।—জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক—

- (ক) জনশক্তি রপ্তানিকারী এজেন্সিসমূহকে জনশক্তি রপ্তানিতে ক্লিয়ারেন্স প্রদান করিবেন না যদি না এজেন্সিসমূহ জনশক্তি রপ্তানি বাবদ গৃহীত সার্ভিস চার্জ বা ফি'র ১০% (দশ শতাংশ) কর জমার চালানের কপি আবেদনের সহিত জমা প্রদান করে;
- (খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করিবেন না যদি না জনশক্তি রপ্তানিকারী এজেন্সি এই মর্মে দাখিলকৃত আবেদনের সহিত ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার করের চালান জমা প্রদান করে।

১২২। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীন অনুমোদিত কোনো ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কর্তৃক কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানিকালে ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এর প্রাপ্য কমিশনের উপর, কমিশনার, কাস্টমস ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

১২৩। রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ।—(১) কোনো ব্যাংক, যেকোনো পণ্য রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা প্রদানকালে মোট রপ্তানি আয়ের ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তনপূর্বক তাহা সরকারি কোষাগারে জমা করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে, বোর্ড, আবেদনের ভিত্তিতে এই মর্মে লিখিতভাবে সনদ প্রদান করিয়া থাকে যে, রপ্তানিকারকের আয় এই আইনের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃতহারে করযোগ্য, তাহা হইলে ব্যাংক সনদে উল্লিখিত সময়ের জন্য করদাতার হিসাবে কোনো কর্তন ব্যতিরেকে বা সনদে উল্লিখিত হ্রাসকৃতহারে কর কর্তনপূর্বক উহা সরকারি কোষাগারে জমা করিবে।

১২৪। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন।—ফি, সেবা চার্জ বা পারিশ্রমিক, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা যেকোনো নামে বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিং এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজের বিনিময়ে বিদেশ হইতে প্রেরিত অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:—

- (ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য;
- (খ) কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদেশি ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদান বা কোনো কাজের জন্য;
- (গ) বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য;

তবে শর্ত থাকে যে,—

(১) ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরিত অর্থ প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে:

(২) বিদেশ হইতে প্রেরিত নিম্নবর্ণিত অর্থের বিপরীতে কোনো কর্তন করা যাইবে না, যথা:—

- (অ) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ১৭ ও ৩৩ দ্বারা মোট আয় বহির্ভূত অর্থ;

- (আ) কোনো নিবাসীর সফটওয়্যার বা সেবার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, যদি উক্ত বিক্রয় বা সেবা হইতে প্রাপ্ত আয় ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ২১ এর মোট আয় বহির্ভূত অর্থ হয়।

১২৫। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ।—(১) Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (d) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা, নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ ব্যতীত, কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না।

(২) এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করের হার—

- (ক) জমির ক্ষেত্রে কাঠা প্রতি ১.৬৫ (এক দশমিক পয়ষট্টি শতাংশ) ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা;
- (খ) কোনো স্থাপনা, ভবন, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার ১ (এক) হাজার টাকা; অথবা
- (গ) দলিলে উল্লিখিত মূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ),

যাহা অধিক হয়, তাহা অতিক্রম করিবে না।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নরূপ কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়;
- (খ) ঋণের বিপরীতে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদত্ত বন্ধকী সম্পদ;
- (গ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুকুক ইস্যুর নিমিত্ত গঠিত কোনো ট্রাস্ট বা স্পেশাল পারপাজ ভেহিকল হইতে অথবা কোনো ট্রাস্ট বা স্পেশাল পারপাজ ভেহিকল বরাবর কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর।

১২৬। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—(১) Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক কোনো ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নির্ধারিত হারে কর প্রদান না করা পর্যন্ত, হস্তান্তরকারী কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের দলিলাদি নিবন্ধন করিবেন না।

(২) এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করের হার—

- (ক) আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ১ (এক) হাজার ৬০০ (ছয়শত) টাকা,
- (খ) আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য না হইলে ৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা,
- (গ) ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ),

এর অধিক হইবে না।

১২৭। **সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ।**—সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো কিছু বিক্রয়ের বিপরীতে কোনো কমিশন, বাট্টা বা ফি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পরিশোধকালে পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ পরিশোধিত অর্থ হইতে ১০% (দশ শতাংশ) হারে উৎসে কর কর্তন করিবেন।

১২৮। **সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ।**—Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসরের মেয়াদের কোনো স্থাবর সম্পত্তির ইজারা সম্পর্কিত কোনো দলিল নিবন্ধন করিবেন না, যদি না উক্তরূপ সম্পত্তির ইজারা মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে কর পরিশোধ করা হয়।

১২৯। **সিগারেট উৎপাদনকারীর হইতে কর সংগ্রহ।**—কোনো সিগারেট প্রস্তুতকারকের কাছে ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, ব্যান্ডরোল বিক্রয়কালে, উক্তরূপ প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে ব্যান্ডরোলের মোট মূল্যমানের ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "সিগারেটের উৎপাদন" অর্থ কোনোরূপ যান্ত্রিক সহায়তা ব্যতীত প্রচলিত বা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সিগারেট উৎপাদন।

১৩০। **ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।**—ইট প্রস্তুত এবং ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন ইট তৈরির অনুমতি প্রদান বা অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, উক্তরূপ অনুমতি প্রদান বা উহা নবায়ন করিবেন না,

যদি না উক্তরূপ অনুমতি প্রদান বা উহার নবায়নের জন্য করা আবেদনের সহিত উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়িত ও নিম্নবর্ণিত হারে পরিশোধিত আয়কর চালান সহ পূর্ববর্তী করবর্ষের কর পরিশোধ সনদ প্রদান করা হয়, যথা:—

- (ক) এক সেকশন (one section) ইট ভাটার জন্য- ৪৫ (পয়তাল্লিশ) হাজার টাকা;
- (খ) দেড় সেকশন (one and half-section) ইট ভাটার জন্য- ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা;
- (গ) দুই সেকশন (two section) ইট ভাটার জন্য- ৯০ (নব্বই) হাজার টাকা;
- (ঘ) স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে ইট উৎপাদনকারী ভাটার জন্য- ১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।

১৩১। **ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময় কর সংগ্রহ।**—বাণিজ্যিক লাইসেন্স নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রতিটি বাণিজ্যিক লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে কর সংগ্রহ করিবে, যথা:—

- (ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৩ (তিন) হাজার টাকা;
- (খ) অন্য কোনো সিটি করপোরেশনে ২ (দুই) হাজার টাকা;
- (গ) কোনো জেলা সদর দফতরের পৌরসভায় ১ (এক) হাজার টাকা;
- (ঘ) কোনো পৌরসভায় ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

১৩২। **কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ।**—যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, কোনো নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বা ভাড়াকৃত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য পরিবহনকারী কোনো জাহাজকে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স প্রদান করিবেন না, যদি না উক্ত নিবাসী করদাতা সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সনদ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে প্রবেশ বা বিদেশে প্রেরিতব্য মোট মালামালের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর প্রদান করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক দেশ কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবার বিনিময়ে গৃহীত বা গৃহীতব্য পরিবহনকৃত মালের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করা হইবে।

১৩৩। **প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট মালিকের কোনো পণ্য বা সম্পত্তি সীলমোহরযুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিলে

উক্ত পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি প্রদানের পূর্বে মোট বিক্রয় মূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) প্রকাশ্য নিলামে চা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে প্লট আকারে কোনো জমি বিক্রয় করা হইলে এই ধারার অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “কোনো পণ্য বা সম্পত্তি বিক্রয়” অর্থে কোনো পণ্য বা সম্পত্তির ইজারা, জলমহাল, বালুমহাল, সাইরাত মহালের ইজারা, যেকোনো প্রকারের অধিকারের ইজারা, অক্ট্রয় ফি (octroi duties) বা অন্যান্য আরোপনীয় কর, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, সংগ্রহের অধিকারসহ কোনো ব্যক্তির নামে কোনো ইজারা প্রদানের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে কোনো জমির প্লট বিক্রয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (খ) “নির্দিষ্ট মালিক” অর্থ সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, ইউনিটসহ কোনো কর্পোরেশন বা সংস্থা, যাহার কার্যক্রম বা প্রধান কার্যক্রম কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিল দ্বারা অনুমোদিত বা বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন অনুমোদিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্তা বা কোনো কোম্পানি।

১৩৪। শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ।—নিবাসী কোনো ব্যক্তি হইতে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট তালিকাভুক্ত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তর নিবন্ধন করিবেন না, যদি না হস্তান্তরকারী নিবাসী ব্যক্তি হস্তান্তরিত শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের পার্থক্যের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর জমা প্রদানের চালান নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “অভিহিত মূল্য” অর্থ ইস্যুকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত কোনো অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যদি উহা—
- (অ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; এবং
- (আ) করদাতার আয়কর রিটার্নে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়;
- (খ) “ন্যায্য মূল্য” অর্থ শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে কৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (valuation report) পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer) দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য;

(গ) “পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer)” □□□□□

পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাইবে।

১৩৫। **সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ।—**(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার হস্তান্তর ঘোষণার সময় কোনো স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক হস্তান্তর মূল্য এবং সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের অধিগ্রহণের খরচের মধ্যে পার্থক্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে—

(ক) “হস্তান্তর” অর্থে উপহার, দান, উইল বা কোনো অপরিবর্তনীয় ট্রাস্টের অধীন স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) কোনো সুরক্ষা বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের “স্থানান্তর মূল্য” সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত দিনের সম্মতিতে থাকা সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের সমাপনী মূল্য হিসাবে গণ্য করা হইবে, অথবা যেখানে এই ধরনের সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট এইরূপ দিনে বিক্রি করা হয় না যখন সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের শেষ বিক্রি হয় উক্ত দিনের সমাপনী মূল্য।

১৩৬। **স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ।—**(১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত কোনো লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তির উপর শেয়ার হস্তান্তর, শেয়ার ঘোষণা বা উক্ত শেয়ার বিনিময় করিবার সময়, যাহা আগে ঘটে, ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শেয়ারের লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তি গণনার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫নং আইন) কার্যকর হইবার পূর্বের শেয়ারের অর্জন মূল্যকে উক্ত শেয়ারের অর্জন মূল্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

১৩৭। **স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—**স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যের দ্বারা প্রদত্ত সিকিউরিটিজ লেনদেনের মূল্য পরিশোধকালে ০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধান তালিকাভুক্ত কোনো সুকুক ও বন্ড হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৩৮। **বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করিবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সহিত দাখিল করা হয়, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	১৬ (ষোল) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৩৭ (সাঁইত্রিশ) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৪।	ডাবল ডেকার বাস	১৬ (ষোল) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	১৬ (ষোল) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	২৪ (চব্বিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৬ (ষোল) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৯ (নয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৪ (চার) হাজার
১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৪ (চার) হাজার
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)

১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৪ (চার) হাজার

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ ~~ক+খ~~ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে—

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:—

- (ক) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
- (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
- (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
- (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);
- (ছ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা

(জ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

১৩৯। নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ।—(১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত Ordinance এর section 9 এর অধীন কোনো নৌযানকে সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন না বা section 12 এর অধীন সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবেন না, যদি না সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম কর জমার চালান সংযুক্ত করা হয়, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	নৌযানের বর্ণনা	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা।
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ $k+x$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে—

k = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

x = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

(৪) এই ধারায় “নৌ-যান (Inland Ship)” এবং “অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ (Inland Water)” বলিতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে “Inland Ship” এবং “Inland Water” কে বুঝাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলি

১৪০। সংজ্ঞা।—এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,

(১) “অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি” বলিতে—

- (অ) “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বয়ং নিয়োগকর্তা বা যেইক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের প্রধান কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (আ) “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্ত আর্থিক পরিসম্পদ ইস্যুকারী কোনো সংস্থা, কোম্পানি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা উক্ত সংস্থা, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা; এবং
- (ই) এই আইনের অধীন করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত অন্য কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে বা এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, স্বয়ং অর্থ প্রদানকারী অথবা অর্থ প্রদানকারী কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার প্রধান কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) “চুক্তি” অর্থে উপ-চুক্তি, উপ-উপ-চুক্তি, অনুযাত (subsequent) চুক্তি, কোনো সমঝোতা (agreement) বা বন্দোবস্ত (arrangement) যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” অর্থ—

- (ক) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল;
- (খ) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ;
- (গ) কোনো বিদেশি ঠিকাদার, বিদেশি এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংঘ বা সংস্থা;
- (ঘ) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার;
- (ঙ) বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যাহা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নহে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
- (চ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি;

- (ছ) কৃষক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহে জড়িত;
- (৪) “পরিশোধ” বলিতে স্থানান্তর, ক্রেডিট, পরিশোধের সমন্বয় বা কোনো পরিশোধ করিবার আদেশ বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫) “ভিত্তিমূল্য” বলিতে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি বিষয়ের মধ্যে যাহা অধিক তাহাকে বুঝাইবে—
- (অ) চুক্তি মূল্য;
- (আ) বিল বা ইনভয়েসের অঙ্ক; বা
- (ই) পরিশোধ।

১৪১। কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ।—(১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:—

গ = $(১০০ \times ক) / (১০০ - খ)$, যেখানে—

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক,—

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন,

সেইক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ‘খ’ এই অধ্যায়ের বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “কর ব্যতীত পরিশোধ” অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৪২। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান।—(১) ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও এই অধ্যায়ের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই অধ্যায়ের অধীন কর

কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই অংশের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৪৩। **কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই অংশের বিধানাবলির অধীন—

- (ক) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন; বা
- (খ) অপেক্ষাকৃত কম হারে বা পরিমাণে কর কর্তন বা সংগ্রহ করেন; বা
- (গ) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার পর তাহা সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন অথবা যেই পরিমাণ কর কর্তন বা সংগ্রহ করেন তাহার চাইতে কম পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করেন; বা
- (ঘ) অন্য কোনো প্রকার পরিপালনে ব্যর্থ হন,

সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য ব্যক্তি, এই আইনের অধীন অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:—

- (ক) যেই পরিমাণ অর্থ কর্তন বা সংগ্রহ করা হয় নাই;
- (খ) যেই পরিমাণ অর্থ কর্তন বা সংগ্রহ করা আবশ্যিক এবং প্রকৃতভাবে যাহা কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ; বা
- (গ) কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার পর যেই পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করা হয় নাই তাহার সমপরিমাণ অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোনো বিধানাবলি পরিপালনের ব্যর্থতায় অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণের অর্থ পরিশোধ ছাড়াও, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ উল্লিখিত পরিমাণের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ গণনার ভিত্তি অঙ্কের উপর প্রতিমাসে ২% (দুই শতাংশ) হারে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	ক্ষেত্রসমূহ	অতিরিক্ত অর্থ পরিগণনার ভিত্তি
(১)	(২)	(৩)
১।	এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন বা সংগ্রহের ব্যর্থতা	যেই পরিমাণ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়নি।
২।	কমহারে বা কম পরিমাণে কর কর্তন বা সংগ্রহ	যেই পরিমাণ উৎসে কর কম কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে।
৩।	কর্তন বা সংগ্রহের পর উহা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া বা পরিমাণে কম জমা দেওয়া	উৎসে কর কর্তনের পর যেই পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয় নাই।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অতিরিক্ত অর্থ পরিগণনার মেয়াদ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নির্ধারিত তারিখ হইতে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ মেয়াদ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৫) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থসহ উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৬) যেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ, প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম, সংস্থা, ইউনিট বা সরকারের আর্থিক বা পরিচালনগত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ডে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে—

(ক) অর্থ পরিশোধের অনুমোদন বা অনুমতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ; অথবা

- (খ) ছাড়পত্র, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, পারমিট প্রদান, অনুমোদন বা অনুমতি দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ,

এই ধারার অধীন কর, জরিমানা ও অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়ী হইবেন।

(৭) যেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ, প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম, সংস্থা, ইউনিট বা সরকারের আর্থিক বা পরিচালনগত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে—

- (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে, এবং
(খ) অর্থ পরিশোধের অনুমোদন বা অনুমতি দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ—

এই ধারার অধীন কর, জরিমানা ও অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়ী হইবেন।

(৮) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহযোগ্য বা কর্তনযোগ্য, তিনি ইতোমধ্যে উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত সকল প্রকারের অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করিয়া থাকিলে, উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না।

১৪৪। প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা সরকারের অনুকূলে পরিশোধ ব্যতীত, উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি, অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন, উহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, যেই পরিমাণ অর্থ কর্তন, সংগ্রহ বা সরকারের অনুকূলে জমা করা হয় নাই তাহা পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) উপকর কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৪৫। কর কর্তন, ইত্যাদির সার্টিফিকেট।—(১) এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে যে ব্যক্তি কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন তিনি, উক্তরূপ কর কর্তন বা সংগ্রহক্রমে যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাকে উক্তরূপ কর্তন বা সংগ্রহ সম্পর্কিত একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন, যেখানে উল্লেখ থাকিবে—

- (ক) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নাম ও করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), যদি থাকে;
(খ) কর বাবদ কর্তন বা সংগ্রহকৃত অর্থের পরিমাণ;

- (গ) যে ধারা বা ধারাসমূহের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে;
- (ঘ) কর বাবদ কর্তন বা সংগ্রহকৃত অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ; এবং
- (ঙ) নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে, বা মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে, কর সংগ্রহ বা কর্তনের সার্টিফিকেট প্রদান বা প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রসমূহ;
- (খ) উক্ত ইলেক্ট্রনিক, মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল সার্টিফিকেট প্রদান বা প্রেরণের পদ্ধতি।

১৪৬। **কর্তিত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান।—**(১) এই অংশের বিধানাবলির অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত সকল অর্থ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কর হিসাবে কোনো অর্থ ধার্য, স্থগিত (উইথহোল্ড), কর্তন বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপভাবে কোনো অর্থ ধার্য, স্থগিত (উইথহোল্ড), কর্তন বা সংগ্রহ করা হইলে তাহা এই ধারা অনুসারে জমা করিতে হইবে।

১৪৭। **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ।—**(১) কর কমিশনার বা মহাপরিচালক, কর পরিদর্শক বা মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ যাচাইয়ের লক্ষ্যে বা এই অংশের বিধানাবলির প্রয়োগের উদ্দেশ্যে—

- (ক) যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের—
 - (অ) প্রাঙ্গণ, স্থান, পণ্য, হিসাব বহি এবং যেকোনো প্রকারে বা পদ্ধতিতে রক্ষিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রেকর্ডে পূর্ণাঙ্গ ও নির্বিলম্ব প্রবেশ করিতে পারিবে;
 - (আ) কম্পিউটারে রক্ষিত বা লভ্য (available) কোনো এনক্রিপ্টেড উপাত্তকে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য বিন্যাসে (format) বা পাঠে (text) আনস্ক্যানবল বা রিট্রান্সফরম

করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো তথ্য, কোড বা প্রযুক্তিতে প্রবেশ করিতে পারিবে;

- (ই) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডে বা সিস্টেমে সংরক্ষিত উপাত্ত, ইমেজ বা অন্য কোনো ইনপুট এক্সট্রাক্ট (extract) করিতে পারিবে;
- (ঈ) পাসওয়ার্ড ব্রেক করিয়া সিস্টেমে প্রবেশ করিতে পারিবে;
- (উ) কোনো তথ্য, হিসাবের বহি, দলিলাদি, ইমেজ বা ইনপুটের কপি বা বিশ্লেষণ করিতে পারিবে;
- (ঊ) হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিলাদিতে শনাক্ত চিহ্ন বা স্ট্যাম্প ছাপ দিতে পারিবে এবং উহাদের কপি বা এক্সট্রাক্ট লইতে পারিবে;
- (ঋ) যেকোনো হিসাব বহি, দলিলাদি, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম জব্দ করিতে এবং নিজেদের দখলে রাখিতে পারিবে;
- (এ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো কার্যকলাপ করা বা করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) যেইরূপ উপযুক্ত সেইরূপ বিশেষজ্ঞ, মূল্য নির্ধারক বা বাহিনী নিজেদের সহিত নিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির প্রাঙ্গণে বা স্থানে প্রবেশ করিলে বা প্রবেশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যদি কোনো প্রকার বাধা, প্রতিবন্ধকতা বা অসহযোগিতার সম্মুখীন হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বা এই আইনের এই অংশের বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধপূর্বক, বা কোনোরূপ ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিয়া নিরূপিত কর ও আরোপিত জরিমানা আদায় করিবেন।

১৪৮। **অন্যান্য পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া কর আরোপের ক্ষমতা।**—এই অংশের অধীন কর্তন বা সংগ্রহের মাধ্যমে কর আরোপের ক্ষমতা অন্যান্য পদ্ধতিতে কর আদায়ের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রযুক্ত হইবে।

১৪৯। **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দায়মুক্তি।**—যেইক্ষেত্রে এই অংশের অধীন কর হিসাবে কোনো অর্থ সংগ্রহ বা কর্তন করা হয় এবং সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে—

- (ক) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি কর্তৃক তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে;
- (খ) এইরূপ কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, দফা (ক) এ উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তনকারী বা, ক্ষেত্রমত, সংগ্রহকারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে কর্তনকারী বা, ক্ষেত্রমত, সংগ্রহকারী দায়মুক্তি পাইবেন।

১৫০। উৎসে কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত করের ক্রেডিট প্রদান।—(১) এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিয়া তাহা সরকারের হিসাবে জমা প্রদান করা হইলে উক্ত কর যে ব্যক্তির আয় হইতে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির আয়ের উপর কর পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আয় কর পরিশোধ করা হইলে, যেই আয়বর্ষে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে উহার ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির পক্ষে উৎসে কর পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্রেডিট উক্ত অপর ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রদান করা হইবে।

১৫১। কোনো কর্তন না করিবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধ।—করদাতা কর্তৃক এই আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরাসরি কর পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা:—

- (ক) এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে আবশ্যিক কোনো কর কর্তন বা সংগ্রহ না করা হইলে;
- (খ) নিয়মিত কর নির্ধারণের পর করদাতার পরিশোধযোগ্য কর অপেক্ষা কর্তন বা সংগ্রহকৃত করের পরিমাণ কম হইলে ঘাটতির সমপরিমাণ;
- (গ) এই অংশের অধীন কোনো আয় বাবদ কর কর্তন বা সংগ্রহের বিধান করা না হইলে উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে।

পঞ্চম অধ্যায় অগ্রিম কর পরিশোধ

১৫২। সিগারেট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ।—(১) সিগারেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে নিট বিক্রয়মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ) হারে অগ্রিম কর পরিশোধ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিত অগ্রিম কর ধারা ১৫৫ এর অধীন পরিশোধযোগ্য অগ্রিম করের ত্রৈমাসিক কিস্তির বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৩) এই ধারায় “নিট বিক্রয়” বলিতে বুঝাইবে ক-খ, যেইক্ষেত্রে—

ক = মোট বিক্রয় (gross sale), এবং

খ = উক্ত মোট বিক্রয়ের উপর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে।

১৫৩। ব্যক্তিগত মোটরযান মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ।—(১) প্রত্যেক ব্যক্তিগত মোটরযানের মালিকের উক্ত মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আয় রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তিনি নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করিবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সহিত দাখিল করা হয়, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫ (পঁচিশ) হাজার
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০ (পঞ্চাশ) হাজার
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১ (এক) লক্ষ ২৫ (পঁচিশ) হাজার
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২ (দুই) লক্ষ
৭।	মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য	৩০ (ত্রিশ) হাজার:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হইলে, এক এর অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ $k \times x$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে—

k = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

x = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:—

- (ক) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
- (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশস্থ কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
- (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীদার এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
- (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);
- (ছ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা

- (জ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

(৬) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর পরিশোধ করেন, এবং উক্ত ব্যক্তির নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য করদায় উক্ত অগ্রিম কর অপেক্ষা কম হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির উক্ত আয়বর্ষে এইরূপ ধারণাগত আয় ছিল মর্মে গণ্য হইবে যাহার উপর গণনাকৃত করদায় উপ-ধারা (২) এর অধীন সংগৃহীত।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম কর ফেরতযোগ্য হইবে না।

(৮) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “মোটরযান” অর্থে জিপ ও মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে ধারা ১৩৮ এ উল্লিখিত কোনো মোটরযান ও মোটসাইকেল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (খ) “নিয়মিত উৎসের আয়” বলিতে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উৎসসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো উৎসের আয় বুঝাইবে।

১৫৪। অগ্রিম কর পরিশোধ।—(১) এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে তাহার মোট আয় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকার অধিক হইলে উক্ত করদাতা কর্তৃক প্রতি চলমান অর্থবৎসরে আয়ের উপর অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে তাহা “অগ্রিম কর” হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি—

- (ক) করদাতা কেবল জমি চাষাবাদ হইতে অনধিক ৮ (আট) লক্ষ টাকা উপার্জন করেন;
- (খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মোট আয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যথা:-
- (অ) “মূলধনি আয়”; বা
- (আ) “এককালীন আয়” প্রকৃতির কোনো আয় যাহা এই অংশের অধীন যে চলমান অর্থবর্ষে অগ্রিম কর পরিশোধ্য, উক্ত অর্থবর্ষে উপার্জনের প্রত্যাশা করা যায় না।

১৫৫। অগ্রিম করের পরিমাণ এবং তাহা পরিশোধের সময়।—(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে এবং ধারা ১৫৪ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোনো চলমান অর্থ বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম অগ্রিম কর হইবে ক-খ এর সমপরিমাণ, যেইক্ষেত্রে—

ক = সর্বশেষ আয়বর্ষ নির্ধারিত করদাতার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর যাহা উক্ত অর্থবর্ষে প্রযোজ্য হারে পরিগণনাকৃত;

খ = এই অংশের অধীন উৎসে কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত কর বা অংশ ৭ এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম করের পরিমাণ।

(২) অগ্রিম কর হিসাবে পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে ৪ (চার) টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ্য হইবে, যথা:—

অর্থবৎসরের তারিখ	পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)
১৫ সেপ্টেম্বর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
১৫ ডিসেম্বর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
১৫ মার্চ	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
১৫ জুন	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তারিখ যদি কোনো সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কিস্তি তাহার পরবর্তী কর্মদিবসে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) এই ক্ষেত্রে কোনো করদাতা যেকোনো কিস্তি বা উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের অধীন করদাতার কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাহার পরবর্তী কিস্তির সহিত অপরিশোধিত কিস্তি বা উহার অংশবিশেষ যুক্ত হইয়া পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা প্রাক্কলন করেন যে, অগ্রিম করের কিস্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পরিগণনাকৃত কর অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনার বরাবর একটি প্রাক্কলন দাখিল করিবেন এবং ইতঃপূর্বে পরিশোধকৃত কোনো কিস্তির সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয়পূর্বক প্রাক্কলন অনুসারে কিস্তি পরিশোধ করিবেন।

১৫৬। নূতন করদাতা কর্তৃক অগ্রিম কর পরিশোধ।—এই আইনের অধীন ইতঃপূর্বে নিয়মিত কর নির্ধারণীর আওতাভুক্ত হন নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তির মোট আয়, ধারা ১৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর

শর্তসাপেক্ষে, করবর্ষের অব্যবহিত পরবর্তী আয়বর্ষে তাহার মোট আয় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে, তিনি প্রত্যেক অর্থবৎসরের জুন মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বে তাহার প্রাক্কলিত মোট আয় এবং ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য অগ্রিম করের হিসাব উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন এবং ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত কিস্তির তারিখের মধ্যে তাহা পরিশোধ করিবেন, যেন তাহা ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (৫) অনুসারে সংশোধিত কিস্তির তারিখ অতিক্রম না করে।

১৫৭। **অগ্রিম করের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থতা।**—অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো করদাতা যদি মূল পরিগণনা অনুসারে বা, ক্ষেত্রমত, প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে নির্ধারিত তারিখে উক্ত করের কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত কিস্তির ক্ষেত্রে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৫৮। **অগ্রিম করের ক্রেডিট প্রদান।**—জরিমানা বা সুদ ব্যতীত অগ্রিম কর হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত বা তাহার নিকট হইতে আদায়কৃত কোনো অঙ্ক, তাহা সেই সময়ের জন্য অর্জিত আয়ের উপর পরিশোধিত হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ পরিশোধিত কর, করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য নির্ধারিত কর হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

১৫৯। **ব্যাখ্যা।**— এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “সর্বশেষ আয়বর্ষের কর নির্ধারিত” অর্থ-

- (ক) এইরূপ করদাতার ক্ষেত্রে, যাহার পূর্বে কর নির্ধারণ করা হইয়াছে;
- (খ) এইরূপ করদাতার ক্ষেত্রে, যাহার পূর্বে কর নির্ধারণ করা হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় অগ্রিম করের উপর সুদ

১৬০। **অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সুদ আরোপ।**—অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি নিয়মিত কর নির্ধারণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে অগ্রিম কর পরিশোধ করা হয় নাই, তাহা হইলে ধারা ১৫৭ এর অধীন খেলাপি করদাতার পরিণামের বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্তরূপ কর নির্ধারণের ভিত্তিতে নিরূপিত করের সহিত ধারা ১৬২-তে নির্ধারিত হারে ও মেয়াদের জন্য উহার উপর সরল সুদ পরিগণনা করিতে হইবে।

১৬১। **পরিশোধিত অতিরিক্ত অগ্রিম করের উপর সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুদ।**—(১) কোনো ব্যক্তির কোনো অর্থবর্ষে অগ্রিম কর হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণীর মাধ্যমে নিরূপিত করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, উক্ত অতিরিক্ত পরিশোধকৃত করের উপর সরকার বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সংশ্লিষ্ট করবর্ষের প্রথম দিন হইতে উক্ত করবর্ষের নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত, বা সংশ্লিষ্ট করবর্ষের প্রথম দিন হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, সময়ের জন্য সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৬২। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয়।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো অর্থবর্ষে করদাতা স্বীয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করেন এবং এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন করা হয়, উক্ত কর্তনকৃত কর এবং উক্তরূপ অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) আপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণের মাধ্যমে উদ্ধৃত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তাহার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করদিবসের তারিখে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, সুদের হার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বর্ষে জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে উক্ত বৎসর নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত, বা ১ জুলাই হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, সময়ের জন্য সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে—

(ক) ধারা ১৭৩ এর অধীন কর পরিশোধ করা হয়; বা

(খ) ধারা ১৮৫ এর অধীন সাময়িক কর নির্ধারণ করা হইয়াছে কিন্তু নিয়মিত কর নির্ধারণ করা হয় নাই,

সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসারে সরল সুদ হিসাব করিতে হইবে, যথা:-

(অ) যেই তারিখে ধারা ১৭৩ এর অধীন বা সাময়িকভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সেই তারিখ পর্যন্ত;

(আ) অতঃপর, নির্ধারণকৃত ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) কর অপেক্ষা উক্তরূপে পরিশোধকৃত কর যেই পরিমাণ ঘাটতি হইয়াছে, তাহার উপর সরল সুদ পরিগণনা করিতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে আপিল, রিভিশন বা রেফারন্সের ফলশ্রুতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন যেই পরিমাণ অর্থের উপর সুদ প্রদেয় ছিল তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে একইভাবে প্রদেয় সুদের পরিমাণ ও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং কোনো অতিরিক্ত সুদ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে, তাহা ফেরতযোগ্য করের সহিত ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “নিয়মিত কর নির্ধারণ” অর্থে সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ বা ধারা ১৮১ এর অধীন অডিটের প্রেক্ষিতে প্রণীত কর নির্ধারণও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ৮

ন্যূনতম কর

১৬৩। **ন্যূনতম কর।—**(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করদাতা কর্তৃক, এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) সাপেক্ষে, কতিপয় ধারার অধীন কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এইরূপ উৎসসমূহের আয়ের উপর নিম্নরূপ ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে—

- (ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত ধারাসমূহের অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর সেই সকল এক বা একাধিক উৎসসমূহের, যাহার জন্য কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, আয়ের উপর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে;
- (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত কর ধারা ৮৮-৯২, ৯৪-৯৫, ১০০-১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০-১১৮, ১২০-১২৯ এবং ১৩২-১৩৯ এর অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর হিসাবে গণ্য হইবে;
- (গ) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে;
- (ঘ) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে; যদি উক্তরূপে পরিগণনাকৃত

কর দফা (ক) এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

(৩) নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর, উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে না, যথা:—

(ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর-

(অ) কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার, যেভাবে নির্ধারিত হয়;

(আ) তৈল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও ইহার ডিলার বা এজেন্ট, তবে পেট্রোল পাম্প স্টেশন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ই) তৈল পরিশোধনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সহিত সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(খ) সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হইতে আয় করিয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে—

(ক) নিয়মিত উৎস হইতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হইবে;

(খ) উক্ত করদাতার করদায় হইবে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং দফা (ক) এর অধীন নিয়মিত করের সমষ্টি।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানির ন্যূনতম কর হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) একজন করদাতা—

(অ) অনূন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি;

(আ) অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ; বা

(ই) কোনো কোম্পানি,

কোনো কর নির্ধারণী বর্ষে কোনো কারণে তাহার মুনাফা বা ক্ষতি যাহাই হউক না কেন, যাহাতে ধারাবাহিক ক্ষতি, বিগত এক বা একাধিক বর্ষে ক্ষতির সমন্বয় বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত ভাতা (অবচয় ভাতাসহ) বা বিয়োজন দাবি অন্তর্ভুক্ত, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কোনো করবর্ষে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবে যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ	গ্রস প্রাপ্তির ৫% (পাঁচ শতাংশ)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ)
৫।	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ):

তবে শর্ত থাকে যে, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য, উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ);

(খ) যেইক্ষেত্রে করদাতার এইরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হইতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিচালনা করিতে হইবে, যথা—

(অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করিতে হইবে এইরূপ উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দফা (ক)-তে উল্লিখিত হার প্রয়োগ করিয়া ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;

(আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে দফা (ক)-তে উল্লিখিত হার হ্রাস করত ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;

(ই) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর হইবে উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি।

(৬) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হইলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হইবে—

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা

(খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক।

(৭) এই ধারার অধীন পরিশোধকৃত ন্যূনতম কর ফেরতযোগ্য হইবে না অথবা পূর্ববর্তী এক বা একাধিক বর্ষে ফেরতযোগ্য বকেয়া বা কোনো উৎস হইতে কোনো করবর্ষের ফেরতযোগ্য বকেয়ার বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে না।

(৮) যেইক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে তাহা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৯) যেইক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “নিয়মিত উৎস” অর্থ এইরূপ কোনো উৎস যাহার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নহে;

(খ) “নিয়মিত কর” অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;

(গ) “নিয়মিত করহার” অর্থ এইরূপ করের হার যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদিত না হইলে প্রযোজ্য হইবে।

(ঘ) “গ্রস প্রাপ্তি” অর্থ—

(অ) পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সকল প্রাপ্তি;

(আ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;

(ই) আয়ের যেকোনো খাত হইতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।

১৬৪। উৎসে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া।—যেইক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণের অধিক কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না।

অংশ ৯

রিটার্ন, বিবরণী এবং দলিলাদি

প্রথম অধ্যায়

রিটার্ন এবং বিবরণী

১৬৫। **রিটার্ন।**—(১) বোর্ড, করদাতাদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক এবং এইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ রিটার্ন নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) স্বাভাবিক করদাতার রিটার্ন করদাতার সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হইবে।

১৬৬। **রিটার্ন দাখিল।**—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি উপকর কমিশনারের নিকট সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য রিটার্ন দাখিল করিবেন, যদি—

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাহার আয় এই আইনের অধীন করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করে;

(খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কোনো বৎসর তাহার কর নির্ধারণ করা হয়;

- (গ) উক্ত ব্যক্তি একটি কোম্পানি, কোনো শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী, কোনো ফার্ম, কোনো ফার্মের অংশীদার, কোনো ব্যক্তিসংঘ, কোনো ব্যবসায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকের পদধারী কোনো কর্মচারী, কোনো গণকর্মচারী হন বা কোনো অনিবাসী হন যাহার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা রহিয়াছে;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি, কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে এইরূপ কোনো আয় প্রাপ্ত হন, যাহা অংশ ৬ এর প্রথম অধ্যায়ের অধীন কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার সুবিধাপ্রাপ্ত;
- (ঙ) ধারা ২৬১ অনুসারে করদাতা হিসাবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি; বা
- (চ) উক্ত ব্যক্তির ধারা ২৬৪ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে।

(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক হইবে না, যথা:—

- (ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—
- (অ) যাহা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যাহা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং
- (আ) যাহার ইংরেজি ভার্সন কারিকুলাম নাই;
- (খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
- (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক;
- (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (ঙ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়তশাসিত সংস্থা, যাহার সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;
- (চ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সভা যাহাদের সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;

- (ছ) সরকারি ভবিষ্য তহবিল এবং সরকারি পেনশন তহবিল;
- (জ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (fixed base) নাই; বা
- (ঝ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

১৬৭। **পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল**— (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্বাভাবিক করদাতা আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি—

- (ক) আয়বর্ষের শেষ তারিখে ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকার অধিক মোট সম্পত্তির মালিক হন; বা
- (খ) আয়বর্ষের যেকোনো সময় কোনো মোটরযানের মালিক হন; বা
- (গ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে গৃহ সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেন; বা
- (ঘ) আয়বর্ষের কোনো সময়ে বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হন; বা
- (ঙ) কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে সকল গণকর্মচারী আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।

(২) প্রত্যেক নিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক করদাতা তাহার রিটার্নে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।

(৩) প্রত্যেক অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক করদাতা তাহার রিটার্নে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।

(৪) এইরূপ প্রত্যেক বিদেশি স্বাভাবিক করদাতা যিনি বাংলাদেশি নহেন তাহার রিটার্নে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।

(৫) কোনো স্বাভাবিক করদাতার জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী পূরণ বাধ্যতামূলক না হইলেও, তিনি স্বেচ্ছায় পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে পারিবেন।

(৬) কোনো স্বাভাবিক করদাতার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা নাবালক সন্তানের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীও দাখিল করিতে হইবে যদি তাহাদের পৃথক টিআইএন না থাকে।

(৭) উপকর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো আয়বর্ষের জন্য পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে বলিতে পারিবেন, যদি—

- (ক) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল না করিয়া থাকেন; বা
- (খ) উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য উক্ত পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী আবশ্যিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

১৬৮। **জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল।—** (১) প্রত্যেক স্বাভাবিক করদাতাকে রিটার্নে আবশ্যিকভাবে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল করিতে হইবে, যদি—

- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির আয় ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক হয়;
- (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের কোনো সময় উক্ত ব্যক্তি মোটরযানের মালিকানা লাভ করেন;
- (গ) উক্ত ব্যক্তি ব্যবসা হইতে কোনো আয় করেন;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হন; বা
- (ঙ) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহ সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেন।

(২) উপকর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল করিতে বলিতে পারিবেন, যদি—

- (ক) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যয় বিবরণী দাখিল না করিয়া থাকেন; বা
- (খ) উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য উক্ত ব্যয় বিবরণী আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

১৬৯। **রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি।**—(১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি প্রদান করিয়া নির্ধারিত তফসিলসমূহ, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদিসহ রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

(২) কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হইতে আয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;
- (খ) যাচাইয়ের নিমিত্ত বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণের প্রমাণ; এবং
- (গ) আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত লাভ-ক্ষতি এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাখ্যাসহ একটি পৃথক পরিগণনা পত্র।

(৩) কোনো আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ কোনো সত্তার ক্ষেত্রে, ধারা ২৩৮ এর অধীন আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিবরণী রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কোনো অনিবাসী বাংলাদেশি তাহার রিটার্নের ভিত্তিতে করদায়ের পরিশোধের প্রমাণাদিসহ রিটার্ন নিকটস্থ বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করিতে পারিবেন এবং মিশন উহার দাপ্তরিক সিলসহ উক্ত রিটার্নের একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করিবে এবং রিটার্নটি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) রিটার্ন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:—

- (ক) কোনো স্বাভাবিক করদাতার ক্ষেত্রে, করদাতা স্বয়ং; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাভাবিক কার্য করিতে অপারগ হইলে, তাহার অভিভাবক

কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

- (খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কার্য করিতে অপারগ হইলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি;
- (গ) কোনো কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা;
- (ঘ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, উহার যেকোনো অংশীদার;
- (ঙ) অন্য কোনো সংঘের ক্ষেত্রে, সংঘের কোনো সদস্য বা মুখ্য কর্মকর্তা; এবং
- (চ) অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি।

১৭০। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা—(১) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তি ধার ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এক ব্যক্তি কোম্পানি, ব্যাংক, ইস্যুরেন্স ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি এবং বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তি সাধারণ রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “সাধারণ রিটার্ন” অর্থ ধারা ১৮৩ বা ১৮৪ এর অধীন কর নির্ধারণের জন্য দাখিলকৃত রিটার্ন বুঝাইবে।

১৭১। রিটার্ন দাখিলের সময়।—প্রত্যেক করদাতাকে করদিবসের মধ্যে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৭২। রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ।—(১) উপকর কমিশনার ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যেকোনো সময়, কোনো ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তাহার আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) ধারা ১৬৬ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হয়; বা

(খ) উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না, অথবা উপকর কমিশনার যেইরূপ অনুমোদন করিবে সেইরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৭৩। রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা ইহার পূর্বে আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ সংক্রান্ত।— (১)

ধারা ১৬৬, ১৭২, ১৭৫, ১৯১, ১৯৩ বা ২১২ ইহার অধীন রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) পরিশোধযোগ্য কর ~~ক~~ নিম্নে পরিগণনা করিতে হইবে, যেখানে—

ক = রিটার্নের ভিত্তিতে বা ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কর, যাহা অধিক হয়;

খ = অংশ ৭ এর বিধানাবলি অনুসারে উৎসে পরিশোধিত কর বা অগ্রিম কর।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত অর্থ নিয়মিত কর নির্ধারণের পর করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কর হিসাবে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৭৪। করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা।— ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হইবে, যথা:—

গ = ক × (১ + ০.০৪ × খ), যেখানে,—

গ = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেইক্ষেত্রে—

(অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা

(আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন,

ক = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যেই পরিমাণ কর পরিশোধ করিতেন সেই অঙ্ক, তবে এইক্ষেত্রে-

(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,

খ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর মাসের সংখ্যা যাহা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হইবে; এবং

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৭৫। “সাধারণ রিটার্ন” এর ক্ষেত্রে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল।—(১) ধারা ১৬৬ বা ২১২ অনুসারে “সাধারণ রিটার্ন” দাখিলের পর রিটার্নে কোনো উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হইলে, কোনো প্রকার করদায় হাস না করিয়া, সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয় নাই সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের অনূন ৬ (ছয়) মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখের পূর্বে, যাহা আগে ঘটে, সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৭৬। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল।—(১) কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৬৯ এর বিধান বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশনা অনুসরণ না করিলে উক্ত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নটি অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা হইলে, উপকর কমিশনার, কারণ উল্লেখপূর্বক, করদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাচাইকরণ, বিবৃতি বা দলিলাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৩) কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হইলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহা এইরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যেন উহা দাখিল করা হয় নাই।

(৪) কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করিলে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন তাহা দাখিলের তারিখে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) কেবল প্রাপ্তি স্বীকারের কারণে রিটার্নটি সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

১৭৭। **উৎসে করের রিটার্ন** —(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ বোর্ড কর্তৃক যেইরূপ উপযুক্ত সেইরূপ নির্ধারিত ফরমে অংশ ৭ এর বিধানাবলির অধীন কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত করের রিটার্ন দাখিল করিবেন:

(ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি;

(খ) ফার্ম;

(গ) ব্যক্তিসংঘ;

(ঘ) বেসরকারি হাসপাতাল;

(ঙ) ক্লিনিক;

(চ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন-

(ক) করদাতা যে উপকর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের আওতাধীন তাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট বিবরণ ও তথ্যাদি এবং তফসিল, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদন করিতে হইবে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রতি মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে; এবং

(খ) যেইক্ষেত্রে কোনো মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি কোনো ছুটির দিন সেইক্ষেত্রে পরবর্তী অফিস খোলার দিন;

(৪) উপকর কমিশনার এই ধারার অধীন রিটার্ন দাখিলের সময় নির্ধারিত তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিন বা উক্ত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইলেকট্রনিক, যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্র, ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭৮। **যৌথ এখতিয়ার।**—রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ইস্যুকরণ সম্পর্কিত উপকর কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি যুগপৎভাবে যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ বা সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর নির্ধারণের জন্য তথ্য উপস্থাপন

১৭৯। **হিসাব, দলিলাদি ইত্যাদি উপস্থাপন।**—(১) উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, ধারা ১৬৬, ১৭৫ বা ১৭৬ এর অধীন যিনি রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন বা যাহার নিকট রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করা হইয়াছে এই ধরনের কোনো করদাতার রিটার্ন অডিট কার্যক্রম বা কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পূর্বের, এইরূপ রেকর্ড, বহি, হিসাব, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপকর কমিশনার যেকোনো রেকর্ড, বহি, হিসাব, বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড বা উহার কোনো অংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো হিসাব, বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উহার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “রিটার্ন” অর্থে সংশোধিত রিটার্ন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) “তথ্য” অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত “উপাত্ত” অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “ইলেকট্রনিক রেকর্ড” এবং “ইলেকট্রনিক বিন্যাস” অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এবং (৭) এ সংজ্ঞায়িত “ইলেকট্রনিক রেকর্ড” এবং “ইলেকট্রনিক বিন্যাস” অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ১০

কর নির্ধারণ ও অডিট

১৮০। স্বনির্ধারণী।—(১) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই ধারার অধীন কোনো করবর্ষের জন্য “স্বনির্ধারণী রিটার্ন” দাখিল করা হইলে এই আইনের অধীন তাহার আয়, কর ও অন্যান্য দায় নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত রিটার্ন—

(ক) ধারা ১৬৯ এ উল্লিখিত সকল বিধান পরিপালনপূর্বক দাখিল করা হয়; এবং

(খ) ধারা ১৭৩ এবং ধারা ১৭৪ এ উল্লিখিত সকল বিধান পরিপালনপূর্বক কর পরিশোধ করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৬৯ এ উল্লিখিত বিধানাবলি পরিপালন না করিয়া কোনো রিটার্ন দাখিল করা হইলে উহা “সাধারণ রিটার্ন” বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিল করিবার পর যদি করদাতা কর্তৃক পরিলক্ষিত হয় যে তাহার দাখিলকৃত রিটার্নে—

(ক) প্রদর্শিত আয়; বা

(খ) দাবিকৃত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট; বা

(গ) অন্য কোনো কারণে,

এই আইনের অধীন প্রদেয় কর সঠিকভাবে পরিগণিত হয় নাই বা সঠিক অঙ্কে পরিশোধিত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি একটি লিখিত বিবৃতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতাকে উক্তরূপ সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর এবং অন্যান্য অঙ্ক যাহা কম পরিগণনা করা হইয়াছিল বা কম পরিশোধ করা হইয়াছিল উহা, এবং এইরূপ পরিমাণের উপর মাসিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে সরল সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে না—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিল করিবার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিন শেষ হইবার পর;
- (খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা
- (গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হইবার পর।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে, নূতন কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি করদাতা—

- (ক) এইরূপ খাত হইতে আয় প্রদর্শন করেন যাহা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত নহে এবং প্রদর্শিত আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে;
- (খ) প্রারম্ভিক মূলধনের ২০% (বিশ শতাংশ) এর নিম্নে নহে এইরূপ পরিমাণ আয় প্রদর্শন করেন;
- (গ) রিটার্ন দাখিল করিবার সময় বা তৎপূর্বে নিয়মিত করহারে পরিগণিত কর ও অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করেন;
- (ঘ) প্রদর্শিত ব্যবসায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রমাণাদি দাখিল করেন;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষের সংশ্লিষ্ট করদিবসের মধ্যে দাখিল করেন; এবং
- (চ) লিখিতভাবে উল্লেখ করেন যে, দাখিলকৃত রিটার্নটি বকেয়া রিটার্ন নহে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রথম আয়বর্ষ পরবর্তী ধারাবাহিক ৪ (চার) আয়বর্ষে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ প্রথম আয়বর্ষে প্রদর্শিত মূলধন হইতে কম হইবে না এবং প্রথম আয়বর্ষ পরবর্তী ধারাবাহিক ৪ (চার) আয়বর্ষের কোনো আয়বর্ষে প্রদর্শিত মূলধনের পরিমাণ প্রথম আয়বর্ষে প্রদর্শিত মূলধন হইতে কম প্রদর্শিত হইলে সেই আয়বর্ষে উক্তরূপ ঘাটতি করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “নিয়মিত করহার” অর্থ এইরূপ করহার যাহা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় বা হ্রাসকৃত নহে;
- (খ) “বকেয়া রিটার্ন” অর্থ এইরূপ রিটার্ন যাহা আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট করবর্ষের মধ্যে দাখিল হয় নাই।

১৮১। রিটার্ন প্রসেস।—(১) ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত “স্বনির্ধারণী রিটার্ন” বা সংশোধিত রিটার্ন উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রসেস করিবেন, যথা:—

- (ক) দাখিলকৃত রিটার্নে কোনো গাণিতিক ত্রুটি অথবা উক্ত রিটার্নে বা রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত কোনো বিবৃতি বা দলিলাদিতে বিদ্যমান কোনো তথ্যের আলোকে কোনো অশুদ্ধ দাবি পরিলক্ষিত হইলে উহা সমন্বয়পূর্বক আয় পরিগণনা করিতে হইবে;
- (খ) এই আইনের অধীন প্রদেয় কর এবং অন্য কোনো অঙ্ক দফা (ক) এর ভিত্তিতে পরিগণনা করিতে হইবে; এবং
- (গ) উৎস করসহ পরিশোধিত অগ্রিম কর এবং এই আইনের অধীন পরিশোধিত করের ক্রেডিট প্রদান করিয়া প্রদেয় বা প্রত্যর্পণযোগ্য কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে আয়, কর বা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অঙ্কের পরিমাণের সহিত ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত “স্বনির্ধারণী রিটার্ন” বা সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শিত অঙ্কের পার্থক্য হইলে উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিতভাবে করদাতাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন, যথা:—

- (ক) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে পরিগণিত আয়, কর, প্রত্যর্পণযোগ্য কর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংবলিত পরিগণনা পত্র নোটিশের সহিত সংযুক্ত করিয়া পার্থক্যের পরিমাণ করদাতাকে অবহিত করিবেন;
- (খ) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন প্রসেস প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অতিরিক্ত দায় বা প্রত্যর্পণ হ্রাস সম্পর্কে লিখিতভাবে করদাতার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন; এবং
- (গ) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাহাকে নিম্নবর্ণিত সুযোগ প্রদান করিবেন, যথা:—
 - (অ) নোটিশে উল্লিখিত পার্থক্য নিরসনক্রমে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার; এবং
 - (আ) উক্ত প্রসেসের ফলে প্রদেয় কর এবং অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক পরিশোধ করিবার।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার—

- (ক) নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংশোধিত রিটার্নের গ্রহণপত্র প্রেরণ করিবেন, যথা:—
 - (অ) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর বিধান অনুসারে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে কিনা;
 - (আ) প্রসেসের ফলশ্রুতিতে এই আইনের অধীন প্রদেয় কোনো কর বা অন্যান্য অঙ্ক সংশোধিত রিটার্ন জমাকালে বা তাহার পূর্বে পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা; এবং
 - (ই) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পার্থক্যটির রিটার্নে যথোচিত সুরাহা হইয়াছে কিনা;
- (খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত কোনো শর্ত পূরণ করা না হইলে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তীতে আয়, কর, প্রত্যর্পণযোগ্য কর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংবলিত পরিগণনা পত্রসহ একটি দাবির নোটিশ জারি করিতে হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দফা (খ)-তে উল্লিখিত দাবির নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "রিটার্নে বা রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত কোনো বিবৃতি বা দলিলাদিতে বিদ্যমান কোনো তথ্যের আলোকে কোনো অশুদ্ধ দাবি" অর্থ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এইরূপ কোনো দাবি, যাহা কোনো রিটার্ন বা কোনো বিবরণী বা দাখিলকৃত দলিলাদি হইতে উদ্ভূত—

- (ক) কোনো আইটেম, যাহা অন্য কোনো সমজাতীয় এন্ট্রির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে, বা অন্য কোনো আইটেম, যাহা রিটার্নের কোনো বিবরণী বা দলিলাদির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ; অথবা
- (খ) কোনো কর্তন, অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট, যেইক্ষেত্রে অনুমোদিত আইনগত সীমার আর্থিক পরিমাণ, অনুপাত বা ভগ্নাংশ হিসাবে নির্ধারিত কোনো কর্তন অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট সীমাকে অতিক্রম করে।

১৮২। **অডিট।**—(১) বোর্ড বা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষ, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন হইতে অডিটের জন্য রিটার্ন নির্বাচন করিতে পারিবে এবং অডিটের উদ্দেশ্যে উহা সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) অডিটের জন্য নির্বাচিত রিটার্নের তালিকা প্রাপ্তির দিন হইতে অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, প্রতিটি অডিট মামলার জন্য অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম এবং অডিট কিউরেটর নিযুক্ত করিবেন এবং এইরূপ আদেশ স্বাক্ষরের দিনে সংশ্লিষ্ট সকল অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম, অডিট কিউরেটর এবং উপকর কমিশনারকে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপকর কমিশনার, উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত আদেশ প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট করদাতাকে অডিট সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি নোটিশ জারি করবেন এবং এইরূপ নোটিশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী টিমের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম—

- (ক) অনুসন্ধান পরিচালনাপূর্বক করদাতার আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ, দায়, লেনদেন, আর্থিক বিবৃতি ও অন্যান্য রেকর্ড, পাবলিক রেকর্ড, এবং করদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষের তথ্য, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে;
- (খ) করদাতার আয়ের উৎসের অস্তিত্ব এবং উহার প্রকৃতির বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণসহ একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন অডিট কিউরেটরের নিকট দাখিল করিবে;
- (গ) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ প্রাপ্ত হইবার অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে এবং এইরূপ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অডিট কিউরেটর বরাবরে দাখিল করিবে; এবং
- (ঘ) দফা (গ)-তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বরাবর সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের পর, অডিট টিম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অডিট ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, এবং

- (ক) এই আইন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের অধীন প্রযোজ্য সকল বিধানের পরিপালন পরীক্ষা করিবে;
- (খ) মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা:—
 - (অ) করদাতা কর্তৃক কোনো দাবি বা দাখিলকৃত কোনো তথ্য যাচাই;
 - (আ) হিসাবের বহি, প্রাপ্তি ও পরিশোধ সংক্রান্ত দলিলাদি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি ও অন্যান্য দলিলাদি, যেকোনো প্রমাণক, ক্লায়েন্ট, গ্রাহক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত বা প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই;
 - (ই) করদাতা কর্তৃক নিয়োজিত অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন;
 - (ঈ) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি, উহা যে প্রকৃতির বা ধরনের হউক, সংগ্রহ;
- (গ) আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ বা দায় সম্পর্কিত কোনো বিবৃতি বা রেকর্ড পরীক্ষা করিবে;
- (ঘ) লেনদেনের প্রকৃতি এবং সত্যতা পরীক্ষা করিবে;
- (ঙ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি পুনরায় যাচাই করিবে;
- (চ) করদাতার সহিত সম্পর্ক আছে বা থাকিতে পারে এইরূপ যেকোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে;
- (ছ) কোনো তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য করদাতাকে নির্দেশ প্রদান করিবে;
- (জ) সংশ্লিষ্ট সমুদয় তথ্য, বাজার তথ্য, আর্থিক তথ্য এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার জীবনযাত্রার তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করিবে।

(৬) অডিট টিম খসড়া অডিট প্রতিবেদন করদাতার বরাবর প্রেরণ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে।

(৭) অডিট টিম উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুসন্ধান প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ হইতে অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অডিট কিউরেটরের নিকট অডিট প্রতিবেদন জমা দিবেন এবং প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

- (ক) অডিট টিমের প্রতিবেদনসহ করদাতার আয়ের উৎস, পরিসম্পদ ও দায় এবং উহার প্রকৃতি বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি;
- (খ) এই আইনের সকল প্রযোজ্য বিধানাবলি পরিপালন সংক্রান্ত বিবৃতি;
- (গ) আইনের বিধানাবলির পরিপালনার্থে উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর মন্তব্য।

(৮) অডিট কিউরেটর, অডিট টিম কর্তৃক প্রতিবেদন জমা দানের অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে—

- (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কর কমিশনারের নিকট অডিট কার্যক্রম সমাপ্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন, যথা:—
 - (অ) প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন অনুসারে এই আইনের পরিপালন এবং করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি করদাতার রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে; এবং
 - (আ) করদাতা হইতে অতিরিক্ত কোনো করদাবির সুযোগ নাই;
- (খ) অডিট কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য উপকর কমিশনারকে অনুমোদন প্রদান করিবেন যদি প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে—
 - (অ) প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন অনুসারে এই আইনের পরিপালন এবং করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি করদাতার রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই; বা
 - (আ) করদাতার বিরুদ্ধে অন্য কোনো কার্যধারা গৃহীত হওয়া উচিত।

(৯) কর কমিশনার, অডিট কিউরেটরের নিকট হইতে সুপারিশ প্রাপ্তির পর, মামলাটি বিবেচনা করিবেন এবং সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১০) উপকর কমিশনার, অডিট কিউরেটরের নিকট হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে—

- (ক) করদাতার নিকট অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন যাতে করদাতাকে অডিটের ফলাফল প্রতিফলিত করিয়া একটি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে, এবং সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার তারিখে বা তৎপূর্বে সংশোধিত রিটার্নের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত করদায় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং
- (খ) অডিট কিউরেটর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক অন্য কোনো কার্যধারা পরিচালনা করিবেন।

(১১) করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল হইলে উপকর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ফলাফলগুলি সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং উপ-ধারা (১০) এর বিধান অনুসারে করদায় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ করিবেন এবং অডিট নিষ্পন্ন হইয়াছে মর্মে করদাতার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিবেন।

(১২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১০) এর অধীন নোটিশ প্রদানের পর কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই বা যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে অডিটের ফলাফলগুলি প্রতিফলিত হয় নাই, বা উপ-ধারা (১০) এর বিধান পরিপালন পূর্বক কর বা অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার ধারা ১৮৩ বা ১৮৪, যেটি প্রযোজ্য, এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(১৩) উপ-ধারা (১২) এর অধীন কোনো প্রকার কর নির্ধারণ করা যাইবে না যদি না—

- (ক) অনুসন্ধান এবং অডিট পর্যায় শেষ হয়;
- (খ) করদাতাকে অডিট প্রতিবেদন অবহিত করা হয়; এবং

- (গ) উপ-ধারা (১০) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ পরিপালন করিয়া করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন; বা উপ-ধারা (১০) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ পরিপালন করিয়া করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন কিন্তু অডিটের ফলাফলগুলি যথাযথভাবে প্রতিফলন করিতে ব্যর্থ হন এবং অডিটের ফলাফল অনুসারে কর এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন।

(১৪) ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচন করা হবে না, যদি—

- (ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন ব্যতীত অন্যান্য রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন যাহা অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয় হইতে অনূন ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয় প্রদর্শন করে; এবং
- (খ) এইরূপ রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন নিম্নবর্ণিতভাবে দাখিল করা হয়, যথা:-
- (অ) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের সমর্থনকারী সাক্ষ্য (corroborative evidence);
- (আ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে দান গ্রহণ ব্যতীত;
- (ই) ধারা ৭৬ এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় প্রদর্শন ব্যতীত; বা
- (ঈ) কোনো প্রত্যর্পণ দাবি ব্যতীত; এবং
- (গ) করদাতা ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল এবং অংশ ৭ এর বিধানাবলী পরিপালন করেন।

(১৫) এই ধারার অধীন অডিটের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) কর কমিশনার নিম্নবর্ণিতরূপে টিম গঠন করিবেন—
- (অ) যেকোনো সংখ্যক অডিট টিম গঠন এবং প্রতিটি অডিট টিম অনূন ২ (দুই) জন অডিটরের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
- (আ) যেকোনো সংখ্যক অনুসন্ধানকারী টিম গঠন এবং প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম অনূন ২ (দুই) জন কর পরিদর্শকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;

- (খ) অডিটের জন্য নির্বাচিত করদাতা যেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শকের অধিক্ষেত্রাধীন নিবন্ধিত সেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শক যথাক্রমে উক্তরূপ করদাতার নিযুক্ত অডিট টিম এবং অনুসন্ধানকারী টিমের অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (গ) কোনো অডিট টিম, প্রয়োজন অনুসারে বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার মূল্যায়নকারীর নিকট হইতে সহায়তা নিতে পারিবে;
- (ঘ) রিটার্ন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে উপ-ধারা (১) এর অধীনে রিটার্ন নির্বাচন করা যাইবে না;
- (ঙ) এই ধারার অধীন সমস্ত প্রক্রিয়া এবং কার্যধারা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশ জারির মাস হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে;
- (চ) এই ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং দাখিলকৃত সমস্ত প্রতিবেদন দলের সকল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে;
- (ছ) "১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয়" পরিগণনায়, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত যে সকল আয়ের উৎস অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষে বিদ্যমান কেবল তাহা বিবেচনা করা হইবে;
- (জ) আয়কর কর্তৃপক্ষ হইতে মর্যাদায় সহকারী কর কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ উপকর কমিশনারগণ হইতে অডিটের নির্বাচন করিতে হইবে;
- (ঝ) "অডিট কিউরেটর",—
- (অ) কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধীনস্থ অতিরিক্ত কর কমিশনার বা যুগ্মকর কমিশনার হইতে নির্বাচিত হইবেন; এবং
- (আ) এই ধারার অধীনে নির্বাচিত অডিট মামলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি, অডিট পঞ্জিকা প্রণয়ন, অডিট পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অডিট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য মূল ব্যক্তি হইবেন; এবং
- (ই) এই ধারার সকল অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে কর কমিশনারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৮৩। রিটার্নের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ।—(১) কোনো করদাতা-

- (ক) ধারা ১৬৬, ১১২ বা ১৭৫ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিলে বা দাখিলের যোগ্য হইলে; বা
- (খ) ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১২) অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হইলে; বা
- (গ) এই আইনের বিধানানুযায়ী কোনো কর বা অন্য কোনো অঙ্ক পরিশোধের যোগ্য হইলে;

উপকর কমিশনার, এই ধারার অধীন, সংশ্লিষ্ট রিটার্নের বা দলিলাদির ভিত্তিতে কর বা অন্য কোনো অঙ্ক নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার সন্তুষ্ট হন যে, করদাতার কর নির্ধারণ বা করদায় পরিগণনা করিবার জন্য করদাতার উপস্থিতি বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োজন নাই, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির পরিপালন সাপেক্ষে, উক্ত করদাতার কর নির্ধারণ করিবেন, যথা:-

- (ক) উক্ত রিটার্ন ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত তারিখে বা পূর্বে দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) প্রদেয় কর রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তাহার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে;
- (গ) উক্ত রিটার্নে কোনো ক্ষতি বা সর্বশেষ নিরূপিত আয় হইতে কম আয় প্রদর্শন করা হয় নাই;
- (ঘ) উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হইলে উহার ফলশ্রুতিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না; এবং
- (ঙ) উক্ত রিটার্নে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখ করা হইলে।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার কোনো করদাতার কর নির্ধারণের জন্য করদাতার উপস্থিতি বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণাদির প্রয়োজন বিবেচনা করেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিবেন যে, তাকে—

- (ক) নোটিশে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে, নিজে বা অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা, উপকর কমিশনারের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে; অথবা
- (খ) নোটিশে উল্লিখিত রিটার্নের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে করদাতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালন করেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু করিবেন।

(৫) উপকর কমিশনার করদাতার কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াকালে অধিকতর শুনানি বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ চাহিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে নোটিশে সুনির্দিষ্টভাবে শুনানির বিষয়াদি উল্লেখসহ পরিপালনের ব্যর্থতায় উদ্ভূত ফলাফলের বর্ণনা উল্লেখ করিবেন।

(৬) উপকর কমিশনার শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতীত করদাতা কর্তৃক প্রদর্শিত কোনো ব্যয় অননুমোদন করিতে পারিবে না।

(৭) উপকর কমিশনার শুনানি অন্তে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে বা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ করদাতাকে অবহিত করিবেন।

(৮) করদাতা উপ-ধারা (৩) বা (৫) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৮৪ এর অধীন সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৮৪। সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ।— (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে করদাতার সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭২ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং ধারা ১৭৫ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন নাই; এবং

(খ) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭২, ১৭৫, ১৮৩ এর উপ-ধারা (৩) ও (৫), ধারা ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন।

(২) প্রাপ্ত তথ্য ও বিষয়াদি বিবেচনা করিবার পর এবং মামলার আইনি ও বাস্তব দিকসমূহ যথাযথ মূল্যায়নের পর সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কর নির্ধারণী আদেশে উপকর কমিশনার কর্তৃক সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ প্রতিফলিত থাকিবে।

(৪) উপকর কমিশনার লিখিতভাবে বা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা করদাতাকে অবহিত করিবেন।

১৮৫। **সাময়িক কর নির্ধারণ।**—(১) উপকর কমিশনার কোনো আয়বর্ষে করদাতার মোট আয়ের উপর সাময়িক কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) সাময়িক কর নির্ধারণ নিম্নবর্ণিত সময়ে করা হইবে, যথা:—

- (ক) যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের যেকোনো সময়ে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে; এবং
- (খ) যেইক্ষেত্রে করদিবসে বা করদিবসের পূর্ববর্তী কোনো দিনে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের রিটার্ন জমা করা হয় নাই।

(৩) সাময়িক কর নির্ধারণ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইবে, যথা:—

- (ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, রিটার্নের ভিত্তিতে এবং হিসাব ও দলিলাদি, যদি থাকে, তৎসহ;
- (খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, কোনো সহজলভ্য তথ্য বা উপাদান এবং উপকর কমিশনারের সর্বোত্তম বিচারের ভিত্তিতে।

(৪) এই ধারার অধীন সাময়িক কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উপকর কমিশনার নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) রিটার্ন, হিসাব এবং দলিলাদির কোনো গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন;
- (খ) রিটার্ন, হিসাব এবং দলিলাদি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধারা ৭০ এবং ৭১ এর অধীন কোনো ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা বা অবচয় ভাতার জের টানা।

(৫) পরিশোধ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাময়িক কর নির্ধারণের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এইরূপে বিবেচিত হইবে যেন তাহা নিয়মিত কর নির্ধারণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে।

(৬) এই ধারার অধীন করদায় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অঙ্ক ক্রেডিট প্রদান করা হইবে, যথা:—

- (ক) কোনো কর যাহা উৎসে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে; এবং
- (খ) পরিশোধিত কোনো অগ্রিম কর।

(৭) যেইক্ষেত্রে সাময়িক কর নির্ধারণের মাধ্যমে করদাবির বিপরীতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে একই করবর্ষের জন্য নিয়মিত কর নির্ধারণের অধীন প্রদেয় কর পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণে করের ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।

(৮) এই ধারার অধীন কোনো সাময়িক কর নির্ধারণের কারণে কৃত কাজ বা সংক্ষুদ্রতা বা ক্ষতিগ্রস্ততা উহার নিয়মিত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্থাপিত কোনো সমস্যা নিরসনকল্পে গৃহীত উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করিবে না।

(৯) এই ধারার অধীন কৃত সাময়িক কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা যাইবে না।

১৮৬। **উৎস করের রিটার্ন অডিট।**—(১) কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, উপকর কমিশনার ধারা ১৭৭ এর অধীন দাখিলকৃত উৎস করের রিটার্ন হইতে কতিপয় রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করিবেন।

(২) উপকর কমিশনার নির্বাচিত উৎস কর রিটার্নের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অডিট পরিচালনা করিবেন, যথা:—

- (ক) অংশ ৭ এবং তদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিতে বর্ণিত হারে, পরিমাণে এবং পদ্ধতিতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে কিনা;
- (খ) সংগৃহীত বা কর্তনকৃত কর সরকারের হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে কিনা, বা নির্ধারিত সময়ে এবং পদ্ধতিতে প্রদান করা হইয়াছে কিনা;
- (গ) কর কর্তন বা সংগ্রহের সনদ এই আইনের বিধানানুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে কিনা।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারা ১৪৩, ১৪৪ এবং ২৬৬ সহ এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের উদ্দেশ্যে রিটার্ন নির্বাচন এবং অডিট নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় পূর্ণাঙ্গ অডিট নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

(৫) রিটার্ন দাখিলের পর ৪ (চার) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে এইরূপ কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাইবে না।

১৮৭। ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ।—কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে—

- (ক) প্রথমে ফার্মের বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অতঃপর মোট আয়ের ভিত্তিতে করদায় নিরূপণ করিতে হইবে; এবং
- (খ) পরবর্তীতে করপরবর্তী আয় অংশীদার বা সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করিতে হইবে।

১৮৮। ফার্মের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।—(১) কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের সময় যদি দেখা যায় যে, উহার গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা হইলে কর নির্ধারণকালে নূতনরূপে গঠিত ফার্মের কর নির্ধারণ করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিরূপিত কোনো করবর্ষের আয় ফার্মের অংশীদারদের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত আয়বর্ষে যেসকল অংশীদার আয়ের অংশ প্রাপ্তির অধিকারী সেইসকল অংশীদারদের মধ্যে আয় বিভাজন করিতে হইবে; এবং যখন কোনো অংশীদারের উপর ধার্যকৃত কর তাহার নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব হইবে না তখন উহা কর নির্ধারণকালে গঠিত ফার্ম হইতে আদায় করা হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইবে, যথা:—

- (ক) যেইক্ষেত্রে অংশীদারদের নিজ নিজ শেয়ারে বা তাহাদের মাঝে কাহারও শেয়ারে পরিবর্তন হইলেও সকল অংশীদার বর্তমান থাকেন; বা
- (খ) যেইক্ষেত্রে এক বা একাধিক অংশীদারের মালিকানার বিলোপ অথবা এক বা একাধিক অংশীদারের নূতন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধিত পরিবর্তন সত্ত্বেও ফার্মে এক বা একাধিক মূল অংশীদার বর্তমান থাকেন।

১৮৯। **উত্তরাধিকারী নূতন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।**—যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের সময় প্রতীয়মান হয় যে, কর নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট ফার্মের উত্তরসূরি হিসাবে নূতন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং যাহার কর নির্ধারণ ধারা ১৮৮ দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে সেইক্ষেত্রে ধারা ১৯০ এর অধীন ব্যবসার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কর নির্ধারণী বিধানের আলোকে পূর্বসূরি ফার্ম এবং উত্তরসূরি ফার্ম এর জন্য পৃথক কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

১৯০। **মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হয় সেইক্ষেত্রে—

- (ক) যে বৎসর উত্তরাধিকার লাভ হইয়াছে সেই বৎসরে উত্তরাধিকার লাভের পূর্বের সময়ের জন্য পূর্বসূরির কর নির্ধারণ হইবে; এবং
- (খ) উত্তরাধিকার লাভ হইবার পরবর্তী সময়ের জন্য উত্তরসূরির কর নির্ধারণ হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি পূর্বসূরি পাওয়া না যায়, তবে যে বৎসরে উত্তরাধিকার লাভ হইয়াছে সেই বৎসর বা তাহার পূর্বের বৎসরসমূহের জন্যও উত্তরসূরির কর নির্ধারণ করা হইবে এবং এই আইনের যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ হইবে।

(৩) যদি কোনো ব্যবসায়ের আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কোনো অঙ্ক পূর্বসূরির নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হয় সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত অঙ্ক উত্তরসূরির নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এবং উত্তরসূরি পুনরুদ্ধারকৃত অঙ্ক পূর্বসূরির নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিবার অধিকারী হইবেন।

১৯১। **বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।**—(১) ধারা ১৮৯ এর বিধান ব্যতিরেকে, যেইক্ষেত্রে কোনো অর্থবর্ষে কোনো ব্যবসা বন্ধ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বৎসরের কর নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়বর্ষের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সেই আয়বর্ষের শুরু হইতে যেই তারিখে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সেই সময়ের জন্য আয় পরিগণনা করা হইবে।

(৩) কোনো অর্থবৎসরে কোনো ব্যবসা বন্ধ হইলে তাহা ব্যবসা বন্ধ হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উপকর কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশের সহিত আয়বর্ষ শেষের

তারিখ হইতে যে তারিখে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সে সময়কাল পর্যন্ত আয়ের রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে, তবে এইক্ষেত্রে উক্ত সময়ের জন্য আয়ের ক্ষেত্রে অর্থবৎসর ই করবর্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতায় উপকর কমিশনার ব্যবসা বন্ধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনো অঙ্ক জরিমানা হিসাবে আদায় করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন, তবে এই জরিমানার অঙ্ক অব্যবহিত পূর্বের করবর্ষের করের অঙ্ক অপেক্ষা অধিক হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার—

- (ক) যে ব্যক্তির কর নির্ধারণ হইবে তাহার;
- (খ) ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যবসা বন্ধের সময় যিনি ফার্মের অংশীদার ছিলেন তাহার; এবং
- (গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রধান কর্মচারীর—

উপর নোটিশ জারি করিয়া কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন সময় প্রদান করিয়া ধারা ১৬৯ অনুসারে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবরণী এবং তথ্যসহ নোটিশে বর্ণিত বিবরণী, রেকর্ড এবং দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ ধারা ১৭২ এর অধীন নোটিশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলি যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ হইবে।

১৯২। **হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।—** (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে নির্ধারিত কোনো হিন্দু পরিবারকে সেই পর্যন্ত হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে বিবেচনা করা হইবে, যেই পর্যন্ত না, উক্ত পরিবারের পক্ষ হইতে এই ধারার অধীন উক্ত পরিবারের বিভক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কর নির্ধারণের সময়, উক্ত পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক দাবি করা হয় যে, উক্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি বিভাজন ঘটিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত পরিবারের সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদানের পর উহার তদন্ত করিবেন।

(৩) তদন্ত সমাপ্তির পর, উপকর কমিশনার যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি বিভাজিত হইয়াছে কিনা তাহার তদন্তলব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যদি কোনো বিভক্তি থাকে তবে কোন্ তারিখে উক্ত পরিবার বিভক্ত হইয়াছে তৎসংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করিবেন।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, অবিভক্ত পরিবারের বিভাজন কোনো আয়বর্ষের মেয়াদ শেষ হইবার পর সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে অবিভক্ত পরিবারের আয়বর্ষের মোট আয় এইরূপভাবে নির্ধারণ করা হইবে যেন কোনো বিভাজন সংঘটিত হয় নাই; এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বা দলের প্রত্যেক সদস্য যে করের জন্য পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তাহার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত পরিবারের নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, অবিভক্ত পরিবারের বিভাজন কোনো আয়বর্ষের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, বিভাজনের তারিখের পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত পরিবারের মোট আয় এইরূপভাবে নির্ধারণ করা হইবে যেন কোনো বিভাজন সংঘটিত হয় নাই; এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যে করের জন্য পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তাহার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত পরিবারের উক্ত সময়ের জন্য নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবেন।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইবার পর উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত পরিবারের বিভাজন ইতোমধ্যে কার্যকর হইয়াছে, তাহা হইলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নিকট হইতে কর পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে, বিভাজনের পূর্বে পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যেকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবেন।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কোনো সদস্যের বা দলের পৃথক দায়বদ্ধতা তাহার বা বরাদ্দকৃত বিভাজিত পরিবারের সম্পত্তির অংশ অনুসারে পরিগণনা করা হইবে।

(৮) এই ধারার বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত পরিবারের বিভাজনের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময়ের জন্য কোনো জরিমানা, সুদ, দণ্ড বা অন্য কোনো অঙ্ক আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৯৩। **বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।—**(১) উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিতভাবে বাংলাদেশে কাজ করিবার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির, যিনি চলতি অর্থবর্ষে বা ইহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অল্প সময় পর বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের কোনো ইচ্ছা নাই, উক্ত বৎসরের মোট আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) যদি পূর্বে তাহার কর নির্ধারণ হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যেই আয়বর্ষে আয় নিরূপিত হইয়াছে তাহা সমাপ্ত হইবার পর হইতে যে সম্ভাব্য তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবেন উক্ত সময়ের জন্য; এবং

- (খ) যদি পূর্বে তাহার কর নির্ধারণ না হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ ত্যাগের সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানকালীন পূর্ণ মেয়াদের জন্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিম্নবর্ণিতভাবে কর নির্ধারণ করা হইবে, যথা:—

- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের আওতাধীন প্রত্যেকটি পূর্ণ আয়বর্ষের ক্ষেত্রে, যথাসময়ে কর নির্ধারণ করা হইলে যে হারে কর আরোপ হইত সেই হার প্রযোজ্য হইবে; এবং
- (খ) সর্বশেষ সমাপ্ত আয়বর্ষের পর প্রস্থানের সম্ভাব্য তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে যে অর্থবর্ষে এইরূপ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই অর্থবৎসরে বলবৎ হারে এবং উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের জন্যে অর্থবৎসর কেই করবর্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ মর্মে নোটিশ জারি করিবেন যেন নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা ৭ (সাত) দিনের নিম্নে নহে, দাখিল করা আবশ্যিক—

- (ক) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন, যেই ফরমে এবং যেই নিয়মে প্রতিপাদনপূর্বক দাখিল করিবার বিধান রহিয়াছে সেই ফরমে ও পদ্ধতিতে নোটিশে বর্ণিত অন্যান্য বিবরণাদি প্রতিপাদনপূর্বক সংযোজন করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদে প্রতিটি পূর্ণ আয়বর্ষের মোট আয় সংবলিত রিটার্ন; এবং
- (খ) প্রতিটি পূর্ণ আয়বর্ষ উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে তাহার বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে মোট আয়ের একটি প্রাক্কলন।

(৪) কর নির্ধারণের জন্য উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশটি এই আইনের সকল বিধান যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করিয়া ধারা ১৭২ এর নোটিশ প্রদানের পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে।

১৯৪। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়কর নির্ধারণ।—(১) কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আইনগত প্রতিনিধি এই আইনের অধীন প্রদেয় কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ প্রদানের জন্য সেইরূপে

দায়বদ্ধ হইবেন, যেইরূপে উক্ত মৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করিলে দায়বদ্ধ হইতেন; এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি, করদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধিকে করদাতা হিসাবে গণ্য করিবার পূর্বে উক্ত বিষয়ে উপকর কমিশনার আইনগত প্রতিনিধির নিকট নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(২) মৃত ব্যক্তির আয় নির্ধারণ ও কর আদায়ের উদ্দেশ্যে,—

- (ক) মৃত্যুর পূর্বে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে উক্ত কার্যক্রম সেই পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায়ে হইতে চলমান থাকিবে; এবং
- (খ) জীবিত থাকাকালে উক্ত মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেই কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইত, আইনগত প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে, এবং এই আইনের সকল বিধান যতদূর সম্ভব তাহার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন আইনগত প্রতিনিধির দায় কেবল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দায় নিরসনের সক্ষমতা পর্যন্ত সীমিত থাকিবে।

(৪) এই ধারা এবং অন্যান্য ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মৃত ব্যক্তির অধিকার, স্বার্থ এবং দায়বদ্ধতা জড়িত থাকিলে "আইনগত প্রতিনিধি" বলিতে নির্বাহক, প্রশাসক এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনাকারী যেকোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৯৫। স্পটে কর নির্ধারণ।— (১) উপকর কমিশনার স্পটে কোনো ব্যক্তির কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি—

- (ক) করযোগ্য আয় থাকে;
- (খ) রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকে;
- (গ) এই আইনের কোনো বিধানাবলি পরিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকে;
- (ঘ) এই আইনের কোনো বিধানাবলি কার্যকরণে বা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে।

(২) কর কমিশনার তাহার এখতিয়ারে তাহার অধীনস্থ যেকোনো উপকর কমিশনারকে এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

১৯৬। **কর নির্ধারণ লইয়া প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা।**—(১) এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪ এ বর্ণিত আয়কর কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন সম্পন্ন কোনো কর নির্ধারণ লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কর্ম সম্পাদিত হইলে বা কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উহা বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার কোনো প্রকার আইনি কার্যকারিতা থাকিবে না।

অংশ ১১

সময়ের সীমাবদ্ধতা

১৯৭। **কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা।**—(১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর—

- (ক) ধারা ২৩৫ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হইয়াছে তাহা সমাপ্তির ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে; অথবা
- (খ) ধারা ১৭১ অনুসারে নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন দাখিল না করিবার ক্ষেত্রে যে করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হইয়াছে তাহা সমাপ্তির ১ (এক) বৎসরের মধ্যে;
- (গ) দফা (ক) ও (খ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত কর নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে যে করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হইয়াছে তাহা সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে।

(২) ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করা হইলে যে বৎসরে ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশ জারি করা হইয়াছে তাহা সমাপ্তির ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কর নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সীমিত হইবে, ধারা ২১৩, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪ বা ২৯৫ এর অধীন আদেশে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ বা নির্দেশনার ফলে বা

তাহা কার্যকর করিতে করদাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য প্রণীত আদেশ বা কর নির্ধারণ, যাহাই হউক না কেন, বা ফার্মের ক্ষেত্রে ফার্মের জন্য প্রণীত কর নির্ধারণের ফলশ্রুতিতে ফার্মের অংশীদারের জন্য প্রণীত কর নির্ধারণ প্রণয়ন করিতে হইবে বা ধারা ৩০৪ এর অধীন উপনীত মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্র, যেই তারিখে উক্ত আদেশ বা চুক্তিপত্র অবহিত করা হইয়াছে তাহার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এবং এইরূপ সংশোধিত আদেশ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে করদাতাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর নির্ধারণী আদেশ নাকচ (set aside) করা হয় সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে উক্ত আদেশ অবহিত করা হয় সেই তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে ধারা ২১৩, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪ বা ২৯৫ এর অধীন কোনো আদেশের মাধ্যমে কোনো করবর্ষের জন্য করদাতার কোনো আয় মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইলে অন্য কোনো করবর্ষের উক্ত আয়ের কর নির্ধারণ, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সেই আদেশের অন্তর্গত কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের ফলে, বা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে ধারা ২১৩, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪ বা ২৯৫ এর অধীন কোনো আদেশের মাধ্যমে কোনো আয় কোনো ব্যক্তির মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা অন্য ব্যক্তির আয় হিসাবে ধার্য হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, শেষোক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ আয়ের কর নির্ধারণ উক্ত আদেশের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের ফলে বা তাহা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উপকর কমিশনার উল্লিখিত কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে উপকর কমিশনারের উক্তরূপ ব্যর্থতা অসদাচরণ মর্মে বিবেচিত হইবে।

অংশ ১২

তথ্য সংগ্রহ

প্রথম অধ্যায়

আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ

১৯৮। সংজ্ঞা।—এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(১) “তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ” অর্থ—

(অ) মহাপরিচালক (পরিদর্শন);

(আ) মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ই) কর কমিশনার; এবং

(ঈ) বোর্ড বা কর কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ;

(২) “আয় সম্পর্কিত রেকর্ড” অর্থ কোনো হিসাব বহি, দলিলাদি, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম।

১৯৯। তথ্য সংগ্রহে বিধানাবলির প্রয়োগ।—এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির প্রয়োগ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, আয়কর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানাবলি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২০০। তথ্য সংগ্রহ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ যেকোনো কর্তৃপক্ষ লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে, এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে, এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই আইনের অধীন কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে যেইরূপ তথ্য প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ তথ্য তলব করিতে পারিবেন।

(২) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন কোনো তদন্ত সম্পর্কিত বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এইরূপ তথ্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত নোটিশ দ্বারা অথবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে, এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তথ্য তলব করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর কমিশনারের অধস্তন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো তথ্য তলব করিতে পারিবে না।

২০১। **স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য প্রদান।**—(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সত্তাকে যেকোনো শ্রেণির ব্যক্তির সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় এবং লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ তাহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এইরূপ যেকোনো প্রকার তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোর্ড বা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বলিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) বোর্ডের সিস্টেমে ডেটা আপলোডকরণ;
- (খ) বোর্ডের ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে ডেটা শেয়ার;
- (গ) অভিপ্রেত ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক তথ্য সিস্টেমে প্রবেশের কর্তৃত্ব প্রদান।

২০২। **ব্যবসায়িক রেকর্ড পরিদর্শন।**—যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন কোনো তদন্ত সম্পর্কিত বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এইরূপ যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োজনে যেকোনো ব্যবসায়িক রেকর্ডের কপি সংগ্রহ বা কপি প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে।

২০৩। **আয়ের উৎস অনুসন্ধান।**—যদি কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন কার্যক্রম তদন্তের বা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, তাহা হইলে উক্ত কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির আয়ের উৎস সম্পর্কিত কোনো তথ্যাদির অনুসন্ধান করিতে পারিবে এবং আয়ের উৎস সম্পর্কিত তথ্য ও রেকর্ডের কপি সংগ্রহ বা কপি প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে।

২০৪। **অনুসন্ধান ও তদন্ত।**—(১) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ, এই আইনের আওতায় কর নির্ধারণযোগ্য বা তাহার বিবেচনায় কর নির্ধারণের আওতাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে পারিবে অথবা উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা এইরূপ অনুসন্ধান ও তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো তথ্য বা আয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো দলিলাদি সরবরাহ করা বা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত সময় ও স্থানে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনুসন্ধান ও তদন্তের লক্ষ্যে পরিপালনীয় একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জরিপ, তদ্বাশি ও জব্দ

২০৫। **জরিপের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির কর সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা জরিপের উদ্দেশ্যে বোর্ড বা কর কমিশনার কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে ব্যবসা পরিচালিত হয় বা ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে আয় হয় এইরূপ যেকোনো স্থানে বা প্রাঙ্গণে গমনের ও জরিপের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থানে প্রবেশ করিবে, যথা:—

- (ক) যদি উক্ত স্থানে ব্যবসাটি পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কেবল যে সময়ে উক্ত স্থান ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত থাকে; এবং
- (খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, কেবল সূর্যোদয়ের পরে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত স্থানে প্রবেশ করিয়া, আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:—

- (ক) আয়, পরিসম্পদ ও দায় সম্পর্কিত যে রেকর্ড তদ্বর্তক পরিদর্শন করা হইয়াছে সেই রেকর্ডে পরিদর্শনের চিহ্ন প্রদান করত তাহা হইতে সারাংশ বা কপি সংগ্রহ;
- (খ) তদ্বর্তক পরিদর্শনকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড কারণ রেকর্ডপূর্বক জব্দকরণ ও হেফাজতে গ্রহণ;
- (গ) নগদ, অর্থ জমা বা মূল্যবান সামগ্রীসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ;
- (ঘ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রাসঙ্গিক হইলে কোনো ব্যক্তিকে শপথপূর্বক তাহার বিবৃতি পরীক্ষা; এবং
- (ঙ) অন্য কোনো প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান।

(৪) প্রত্যেক মালিক, বেতনভোগী কর্মী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ব্যবসা পরিচালনা করেন, বা কোনো ব্যক্তি যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে এইরূপ কোনো স্থান বা প্রাঙ্গণে বসবাস করেন, কর্তৃপক্ষকে নিম্নবর্ণিতভাবে উক্তরূপ কর্তৃক বা ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা করিবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষকে নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে-

(অ) আয়, পরিসম্পদ ও দায় সংক্রান্ত রেকর্ড পরিদর্শন ও প্রবেশ কর; অথবা

(আ) এইরূপ স্থান বা প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত নগদ অর্থ, স্টক বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষণ; এবং

(খ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বা প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।

(৫) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) এই ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ, প্রবেশকৃত স্থান বা প্রাঙ্গণ হইতে কোনো নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু অপসারণ করিবে না।

(৭) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে এই ধারার অধীন হেফাজতে জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড ১ (এক) মাসের অধিক সময়ের জন্য তাহার নিকট রাখিবে না।

(৮) কর পরিদর্শক ব্যতীত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ধারা ২২৩ এর উপ-ধারা (১) এর ক্ষমতা থাকিবে, যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনে অপারগ হইলে বা অমান্য করিলে, যথা:-

(ক) হিসাবপত্র বা অন্যান্য দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

(খ) কোনো নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান;

(গ) কোনো তথ্য প্রদান; বা

(ঘ) রেকর্ড বা বিবৃতি প্রদান।

২০৬। তল্লাশি ও জন্ম করিবার ক্ষমতা।—(১) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিতরূপে কোনো ব্যক্তির তথ্য তল্লাশি এবং জন্মকরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন যদি বোর্ড বা তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে—

- (ক) কোনো ব্যক্তি, যাহার নিকট এই আইনের অধীন কোনো সমন বা নোটিশের মাধ্যমে আয়, পরিসম্পদ ও দায় সম্পর্কিত রেকর্ড সরবরাহ বা উপস্থাপন করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহা সরবরাহ বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;
- (খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তৃক আয়, পরিসম্পদ ও দায় সম্পর্কিত রেকর্ড সরবরাহ বা উপস্থাপনের সম্ভাবনা নাই; অথবা
- (গ) এই আইনের অধীন কোনো সমন বা নোটিশ জারিকরণ বা উপস্থাপনের জন্য আয় সম্পর্কিত কোনো রেকর্ড প্রস্তুতের কারণে, উক্তরূপ আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ প্রস্তুত বা উপস্থাপনের ব্যর্থ হইয়াছে বা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(২) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ, সহকারী কর কমিশনার পদবির নিম্নে নহেন, এইরূপ কোনো কর্মকর্তাকে (অতঃপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত), এই ধারার অধীন তল্লাশি ও জন্ম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) যেকোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমানে প্রবেশপূর্বক, যেইক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বা হেফাজতে রক্ষিত কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু তল্লাশি;
- (খ) কোনো দরজা, বাস্তু, লকার, সেফ, আলমারি বা অন্য কোনো আধার খোলার চাবি পাওয়া না গেলে প্রবেশ বা তল্লাশির উদ্দেশ্যে তাহা ভাঙিয়া উন্মুক্তকরণ;
- (গ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি যিনি কোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমান হইতে বাহির হইয়াছেন বা বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছেন, বা ভিতরে রহিয়াছেন, যদি তাহার সম্পর্কে এইরূপ সন্দেহ

করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি তাহার হিসাব, নথি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং সিস্টেম, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রী গোপন করিয়াছেন;

- (ঘ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বিষয়াদি তল্লাশির ফলে পাওয়া গেলে তাহা জব্দকরণ;
- (ঙ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ডে শনাক্তকরণ চিহ্ন স্থাপন বা ইলেকট্রনিক সংখ্যা প্রদান বা তাহার সারাংশ তৈরি বা তৈরির উদ্যোগ বা তাহার কপি প্রস্তুতকরণ;
- (চ) অর্থ, মূল্যবান ধাতব পিণ্ড, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা জিনিসপত্রের নোট তৈরি বা তালিকা প্রস্তুতকরণ; এবং
- (ছ) ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য, ছবি বা কোনো উপাত্ত উদ্ধারকরণ অথবা পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা ভাঙিয়া প্রবেশকরণ বা আয় সংক্রান্ত তথ্য কপি বা বিশ্লেষণকরণ।

(৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল বা কোনো একটি উদ্দেশ্যে তাকে সহায়তা করিবার জন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কোনো পেশাদার বিশেষজ্ঞের সহায়তা চাহিতে পারিবেন; এবং সেবা চাহিতে পারিবেন, এবং এইরূপে সহায়তা চাওয়া হইলে উক্তরূপ কর্মকর্তা বা পেশাদার বিশেষজ্ঞের কর্তব্য হইবে চাহিত সহায়তা প্রদান করা।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু জব্দ করা সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশের মাধ্যমে তাহার মালিক বা কোনো ব্যক্তি যিনি তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকেন তাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, তাহার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহা অপসারণ, বিচ্যুতকরণ বা অন্য কোনোভাবে বন্দোবস্ত করিবেন না; এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশ পরিপালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত মালিক বা কোনো ব্যক্তি যদি এই উপ-ধারার বিধানসমূহ পরিপালনে ব্যর্থ হন এবং যদি মূল্যবান ধাতু, গহনা, মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু স্থানান্তর করেন, বা তাহা অপসারণ, বিচ্যুতকরণ বা অন্য কোনোভাবে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ মালিক বা ব্যক্তিকে, উপকর কমিশনার মালিক হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন করখেলাপি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তল্লাশি বা জব্দের সময়, কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু পরীক্ষার সময় এবং কোনো ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা প্রমাণে ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) যেইক্ষেত্রে কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু তল্লাশির সময় কোনো ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ বিবেচনা করা যাইবে যে—

- (ক) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা, বস্তু বা সামগ্রী উক্ত ব্যক্তির স্বত্বভুক্ত;
- (খ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ডের বিষয়বস্তু সত্য; এবং
- (গ) এইরূপ কোনো হিসাব বহি বা দলিলাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর সেই ব্যক্তির স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর হিসাবে পরিগণিত হইবে যাহার স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর হওয়া উচিত।

(৮) যেই ব্যক্তির হেফাজত হইতে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড জব্দ করা হয়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে তাহার উপস্থিতিতে বা তদ্ব্যবস্থাপক নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্তরূপ কপি করিতে হইবে বা তাহার নিকট হইতে সারাংশ গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি সংক্রান্ত—
 - (অ) প্রবেশাধিকার নাই এইরূপ কোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমানে অনুসন্ধানের জন্য মুক্ত প্রবেশাধিকার; এবং
 - (আ) জব্দকৃত মালামালের নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য; এবং
- (খ) এই ধারার অধীন তল্লাশি ও জব্দকরণ সম্পর্কিত অন্য কোনো বিষয়।

(১০) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা, তল্লাশি ও জব্দকরণ সংক্রান্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, এই উপ-ধারার অধীন Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(১১) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "কার্যক্রম" শব্দটির অর্থ এই আইনের অধীন কোনো বৎসরের কোনো কার্যক্রম যাহা এই ধারার অধীন কোনো তল্লাশির জন্য অনুমোদিত তারিখে অনিষ্পন্ন বা উক্ত তারিখে বা ইহার পূর্বেই সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং এই আইনের অধীন সকল কার্যক্রম যাহা কোনো বৎসরে এইরূপ তারিখের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২০৭। **জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর।**—(১) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপকর কমিশনার পৃথক ব্যক্তি হন তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ২০৬ এর অধীন জব্দকৃত আয় সংক্রান্ত রেকর্ড, তাহা যেই তারিখে রেকর্ড করা হয় উক্ত তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপকর কমিশনারকে পৃথক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে, যদি যে ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো হিসাব বহি বা দলিলাদি জব্দ করা হয় সেই ব্যক্তির উপর অনুমোদিত কর্মচারীর কোনো কর্তৃত্ব না থাকে।

(৩) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপকর কমিশনার একই ব্যক্তি হন, তবে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ যেই তারিখে জব্দ করা হয় উক্ত তারিখে তাহা উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) যখন কোনো ব্যক্তির আয় সম্পর্কিত রেকর্ড অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে জব্দ করা হয় সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ জব্দকৃত বিষয়বস্তু উক্ত ব্যক্তির উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন উপকর কমিশনারের নিকট তাহা জব্দ করিবার তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হস্তান্তর করিবেন।

২০৮। **জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ২০৬ এর অধীন জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ জব্দ হইবার তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের অধিক সময়ের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংরক্ষণে রাখিবেন না।

(২) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বর্ধিত সময়সীমা পর্যন্ত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণে রাখিতে পারিবেন এবং তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো বৎসরে এই আইনের অধীন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক বর্ধিত করিবে না।

(৩) ধারা ২০৬ এর অধীন জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডের আইনগত অধিকারী কোনো ব্যক্তি, সংস্কৃত হইলে, তিনি উক্তরূপ সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন, এবং বোর্ড, আবেদনকারীকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ জারি করিবে।

২০৯। **জন্মকৃত সম্পদের ব্যবস্থা।**—(১) যেইক্ষেত্রে ধারা ২০৬ এর অধীন জন্মকৃত কোনো অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা জিনিস (অতঃপর সম্পদ বলিয়া উল্লিখিত), উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপকর কমিশনার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন এবং অতঃপর সম্পদ জন্দের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন,—

- (ক) অপ্রদর্শিত আয় সম্পর্কে আনুমানিক হিসাব করিয়া অপ্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে আয়সহ, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংক্ষেপে তাহার বিবেচনায় সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (খ) প্রদেয় অঙ্ক পরিগণনা, যাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সমষ্টি হইবে, যথা:—
 - (অ) দফা (ক) এর প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং অন্য কোনো অঙ্ক; এবং
 - (আ) এইরূপ ব্যক্তির, বিদ্যমান যে করদায়ের জন্য করখেলাপি অথবা করখেলাপি হিসাবে বিবেচিত সেই করদায় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্ক।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ৯০ (নব্বই) দিন সময় গণনাকালে, এই ধারার অধীন নির্ধারিত কোনো সময়সীমা, কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনো কার্যধারা বহির্ভূত থাকিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে মোট আয় এবং করদায় পরিগণনার নিমিত্ত জন্মকৃত সম্পত্তি বা তাহার অংশ কোনো আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত সম্পত্তি বা তাহার অংশবিশেষ, যাহা প্রযোজ্য, উক্ত ব্যক্তির যেই আয়বর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পদ জন্ম করা হইয়াছে উক্ত বৎসরের হিসাবে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর অধীন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার পর, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, উপকর কমিশনার, উপ-ধারা (২) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো অর্থ পরিশোধ করে বা সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার জন্মকৃত সম্পদ ছাড় বা তাহার নিকট উপযুক্ত মর্মে বিবেচিত এইরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৭) যেইক্ষেত্রে উপ ধারা (২) এর অধীন পরিশোধ, পরিশোধের জন্য কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা, গ্রহণ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে —

- (ক) উক্ত ব্যক্তি অপরিশোধিত পরিমাণ কর প্রদানের জন্য করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং
- (খ) ধারা ২০৬ এর অধীন জন্মকৃত পরিমাণ সম্পত্তি যাহা করের অনাদায়ী অংশের আদায়ের জন্য যথেষ্ট সেই পরিমাণ সম্পদ উপকর কমিশনার হেফাজতে রাখিতে পারিবেন।

(৮) যদি উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ২০৬ এর অধীন জন্মকৃত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তির দখলভুক্ত, তাহা হইলে তিনি এই ধারার অধীন উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই ধারার সকল বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৯) যেকোনো ব্যক্তি যাহাকে উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, তিনি যদি সংস্কৃত হন, তাহা হইলে কর কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন, এবং কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

২১০। **অধিকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থা।**—(১) যেইক্ষেত্রে ধারা ২০৬ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন সংরক্ষণকৃত সম্পদ কেবল অর্থ হয়, বা আংশিক পরিমাণ অর্থ হয় এবং অন্যান্য অংশ হয় অন্যান্য সম্পদ, সেইক্ষেত্রে—

- (ক) উপকর কমিশনার প্রথমে এই উপ-ধারার অধীন দায়ী করদাতা হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তির অনাদায়ী পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য এই অর্থ ব্যবহার

করিবেন; এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ দায়মুক্ত হইবে; এবং

- (খ) যেইক্ষেত্রে, দফা (ক) এর অধীন অর্থ ব্যবহারের পর, উল্লিখিত পরিমাণের যেই পরিমাণ অংশ অবশিষ্ট থাকে, উপকর কমিশনার ট্যাক্স রিকোভারি কর্মচারীর মাধ্যমে অর্থ নহে এইরূপ কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট অনাদায়ী অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন; এতদুদ্দেশ্যে তাহার এই আইনের অধীন কর পুনরুদ্ধারকারীর ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো বিধান এবং ধারা ২০৬ এর উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত কোনো কিছুই করদাতার নিকট হইতে এই আইনের অধীন যেকোনো উপায়ে পাওনা আদায়ের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৩) ধারা ২০৬ এর উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত দায় পরিশোধের পর কোনো সম্পদ বা প্রাপ্তি অবশিষ্ট থাকিলে অবিলম্বে যাহার নিকট হইতে সম্পদের হেফাজত লওয়া হইয়াছিল তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শুনানির জন্য তলব

২১১। শপথ, ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা।—(১) কোনো মামলা বিচার করিবার জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর অধীন আদালতকে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উপকর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর কমিশনার, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), কর কমিশনার (আপিল) এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল এর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সেই একই ক্ষমতা থাকিবে, যথা:—

- (ক) উদঘাটন ও পরিদর্শন;
- (খ) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি বাধ্যকরণ এবং শপথ গ্রহণ বা ঘোষণাপূর্বক তাকে পরীক্ষা করা;
- (গ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড (সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের দলিলাদিসহ) উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন গঠন করা।

(২) কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপকর কমিশনার কোনো তফসিলি ব্যাংকের কোনো কর্মচারীকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করিবার বা উক্ত ব্যাংকের আয় সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য এই ধারার অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যেকোনো কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাহার নিকট উপস্থাপিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট দলিলাদি জব্দ করিতে পারিবেন এবং সেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ মেয়াদের জন্য আটক রাখিতে পারিবেন।

(৪) উপকর কমিশনার—

(ক) কারণ রেকর্ড না করিয়া আয় সম্পর্কিত কোনো দলিলপত্র আটক করিবেন না; অথবা

(খ) মুখ্য কমিশনার বা কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, আয় সম্পর্কিত কোনো দলিলপত্র তাহার নিকট ১৫ (পনেরো) দিনের অধিক, ছুটির দিন ব্যতীত, আটক রাখিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রম, Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 196 এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, section 193 এবং 128 এর অধীন বিচারিক কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অধীন গৃহীত বা পরিচালিত কোনো কার্যধারায় আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দেওয়ানি আদালতের আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ ১৩

রাজস্ব ফাঁকি পুনরুদ্ধার

২১২। কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া।—(১) যদি কোনো অডিট, কর নির্ধারণ বা এই আইনের আওতায় গৃহীত কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্রে, উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো করদাতা কোনো করবর্ষে এই আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে উপকর কমিশনার উক্ত করদাতাকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে নোটিশ জারি করিয়া:

- (ক) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য রিটার্ন এবং প্রযোজ্য বিবরণী ও দলিলাদি দাখিল করিতে বলিবেন; এবং
- (খ) যেই পরিমাণ কর পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা রিটার্ন দাখিলের সময় বা তাহার পূর্বে পরিশোধের জন্য বলিবেন।

(২) উপকর কমিশনার—

- (ক) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ হইলে, রিটার্নের একটি গ্রহণ পত্র প্রেরণ করিবেন, যথা:—
 - (অ) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে এবং উক্ত উপ-ধারার বিধান অনুসরণপূর্বক রিটার্ন দাখিল;
 - (আ) রিটার্ন দাখিলের সময়ে বা তাহার পূর্বে যে অঙ্কের পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা পরিশোধ; এবং
 - (ই) যে ইস্যুর জন্য কর পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে রিটার্নে উল্লেখ;
- (খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত শর্তসমূহের যেকোনো একটি পূরণ করা না হইলে ধারা ১৮৩ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৮৪ এর অধীন কর নির্ধারণে অগ্রসর হইবেন।

(৩) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবেন, যেইক্ষেত্রে—

(ক) ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান পরিপালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে; অথবা

(খ) এই আইনের অন্য কোনো বিধানের অধীন সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইয়াছে।

(৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করিতে পারেন —

(ক) সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল ও কোনো কর নির্ধারণ করা না হইলে, যেকোনো সময়;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে করবর্ষে নোটিশ জারি করিবেন উহা হইতে পূর্বের ষষ্ঠতম করবর্ষ পর্যন্ত:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) এই আইনের অধীন কোনো বিধানের আওতায় কোনো করবর্ষে নূতন করিয়া কর নির্ধারণ করা হইলে, যে করবর্ষে নূতন করিয়া কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই বৎসর সমাপ্তির পর হইতে এই ধারায় বর্ণিত মেয়াদকাল গণনা শুরু হইবে;

(আ) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অপ্রদর্শিত কোনো পরিসম্পদ যাহা দফা (খ)-তে উল্লিখিত ষষ্ঠ করবর্ষেরও অধিককাল পূর্বে অর্জিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদ উক্ত ষষ্ঠতম করবর্ষে অর্জিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর নির্ধারণ বা এই আইনের অধীন অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর নির্ধারণ বা অন্য কোনো কার্যক্রম কোনো মেয়াদের জন্য স্থগিত রাখলে, উক্ত মেয়াদ গণনা হইতে বাদ যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর নির্ধারণ বা কোনো আদেশ রদ, নাকচ, বাতিল বা সংশোধন করা হইলে, কার্যক্রমের যে স্তরে উক্ত রদ, নাকচ, বাতিল বা সংশোধন করা হইয়াছিল তাহার পরবর্তী স্তর হইতে সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবে, এবং

এই আইনের কোনো বিধান অনুসারে ইতোমধ্যে জারীকৃত কোনো নোটিশ, পুনঃজারি অথবা ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন, বিবরণী বা অন্য কোনো তথ্য পুনঃসরবরাহ বা পুনঃদাখিল করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৭) ইতোমধ্যে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ কোনো করদাতার সংশ্লিষ্ট করবর্ষের উপ-ধারা (২) এর আওতায় কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত ইস্যুসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৮) কোনো করবর্ষে উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে কেবল এই কারণে উক্ত করবর্ষের জন্য এই ধারার অধীন কার্যক্রম গ্রহণে উপকর কমিশনারকে বারিত করিবে না।

(৯) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) এই আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিতে বুঝাইবে, যদি-

(অ) কোনো আয় বা তাহার অংশ বিশেষের কর নির্ধারণ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে;

(আ) আয়ের পরিমাণ কম প্রদর্শন করা হইয়াছে;

(ই) রিটার্নে অতিরিক্ত লোকসান, বিয়োজন, ভাতা বা ছাড় দাবি করা হইয়াছে;

(ঈ) কোনো আয়ের তথ্য গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের মাধ্যমে বা ধারা ১৬৭ বা ১৬৮ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে কোনো সম্পদ, দায় বা ব্যয়ের তথ্য গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করিবার মাধ্যমে করদায় বা অন্য কোনো অঙ্কের দায় কম প্রদর্শন বা নিরূপণ করা হইয়াছে;

(উ) করযোগ্য আয় কম নিরূপিত হইয়াছে, বা প্রকৃত কর হার অপেক্ষা কম হারে আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে;

(ঊ) করযোগ্য আয়কে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে;

- (ঋ) অত্যধিক ছাড় বা লোকসান বা অবচয় ভাতা বা এই আইনের আওতায় অন্য কোনো ভাতা অনুমোদন করিয়া আয় নিরূপণ করা হইয়াছে; বা
- (এ) ভিত্তি কম ধরিবার কারণে এই আইনের আওতায় প্রদেয় কর বা অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক কম পরিগণিত বা পরিশোধিত হইয়াছে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষ হইল এইরূপ করবর্ষ, যাহার ক্ষেত্রে এই আইনের আওতায় কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কোনো অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।

২১৩। **ক্রটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের ক্ষেত্রে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের ক্ষমতা।—**(১) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার, যদি বিবেচনা করেন যে, উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ক্রটিপূর্ণ এবং তাহা রাজস্ব স্বার্থের পরিপন্থি, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের রেকর্ড তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া এবং যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ তদন্ত করিবার বা করাইবার পর পরিস্থিতির নিরিখে তাহার বিবেচনায় যেইরূপ আদেশ প্রদান ন্যায়সংগত হইবে, সেইরূপ আদেশ জারি করাসহ কর নির্ধারণী আদেশ পরিবর্তন বা পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া নূতনভাবে কর নির্ধারণ করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) কোনো উর্ধ্বতন আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ১২ এর অধীন উপকর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৩) কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তাহা সংশোধনের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।

(৪) ধারা ২১২ এর কোনো কিছুই, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই ধারার অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণকে বারিত করিবে না।

(৫) এই ধারায় কোনো আদেশ ক্রটিপূর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে যদি পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার মনে করেন যে,-

- (ক) আদেশে আয়ের খাত ভুল হইয়াছে;
- (খ) আদেশ জারির ক্ষেত্রে, এই আইনের কোনো বিধানের ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে;

- (গ) যাচাই করিবার আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও কোনোরূপ যাচাই না করিয়া আদেশ জারি করা হইয়াছে;
- (ঘ) দাবিকৃত ছাড়ের বিষয়ে কোনোরূপ তদন্ত না করিয়া ছাড় মানিয়া আদেশ জারি করা হইয়াছে;
- (ঙ) আদেশে বোর্ড কর্তৃক ধারা ১০ এর অধীন জারীকৃত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা পরিপালন বা অনুসরণ করা হয় নাই; বা
- (চ) রেকর্ড হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আদেশটি ত্রুটিপূর্ণ।

অংশ ১৪

বকেয়া আদায়, প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

প্রথম অধ্যায়

বকেয়া কর আদায়

২১৪। **দাবির নোটিশ।**— (১) এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের ফলে কোনো পরিমাণ কর প্রদেয় হইলে উপকর কমিশনার, উক্ত করদাতার বরাবর (কর পরিশোধের জন্য দায়ী অন্য কোনো ব্যক্তিও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে) কর নির্ধারণী আদেশের একটি কপিসহ উক্ত প্রদেয় করের পরিমাণ, পরিশোধের সময়সীমা এবং পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে একটি দাবির নোটিশ জারি করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ফেরতযোগ্য হইলে উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নোটিশে করদাতার নিকট ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ এবং তাহাকে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যদি না ধারা ২২৫ এর বিধান অনুসারে এইরূপ ফেরৎ বকেয়া করের বিপরীতে সমন্বয় হয়।

(৩) করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপকর কমিশনার কোনো প্রত্যর্পণ সমন্বয় করিবেন না।

(৪) যে করদাতার উপর উপ-ধারা (১) এর অধীন দাবির নোটিশ জারি করা হইয়াছে, তিনি নোটিশে বর্ণিত পরিশোধের সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে এবিষয়ে উপকর কমিশনারের নিকট

আবেদন করিলে, উপকর কমিশনার মামলার পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপে পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিলম্ব সুদ পরিশোধের শর্তসহ কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত দাবির নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধ করা না হইলে করদাতাকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৬) করদাতা আরোপিত কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে অথবা উল্লিখিত করের পরিমাণের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন আপিল পেশ করিলে, আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপকর কমিশনার করদাতাকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করিবেন না।

(৭) করদাতাকে উপ-ধারা (৪) এর অধীন কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের অনুমতি প্রদান করা হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করদাতা যদি কোনো একটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তবে তাকে উক্ত দিনে অনাদায়ী অর্থের জন্য এবং অন্যান্য কিস্তি বা কিস্তিসমূহের জন্য খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং যে কিস্তিটি পরিশোধে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন উক্ত কিস্তি পরিশোধের জন্য ধার্য দিনই অবশিষ্ট সকল কিস্তি পরিশোধ করিবার কথা ছিল মর্মে গণ্য করা হইবে।

(৮) বাংলাদেশের বাহির হইতে উপার্জিত আয়ের উপর যদি কোনো করদাতার কর নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত দেশ হইতে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-নিষেধ আরোপিত থাকে, তবে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে যেই পরিমাণ আয় বাংলাদেশে আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই সেই পরিমাণ আয়ের উপর আরোপিত আয়করের জন্য, বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-নিষেধ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট করদাতাকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করিবেন না।

(৯) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, একজন করদাতার আয় তখনই বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা হইবে, যখন উক্ত আয় বাংলাদেশের বাহিরে করদাতার কোনো প্রকৃত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারিত অথবা তাহা পুঁজি আকারে বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে।

২১৫। সরাসরি আদায় ও প্রত্যর্পণ।—(১) করদাতার ব্যাংক হিসাব হইতে সরাসরি সরকারের ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফারের মাধ্যমেও করদাতার নিকট হইতে বকেয়া কর আদায় করা যাইবে।

(২) করদাতার পাওনা অর্থ করদাতার ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই আইন বা অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করিলে, উপকর কমিশনার কর্তৃক রিটার্ন প্রসেস (process) সম্পন্ন হইবার ফলে প্রত্যাপন সৃষ্টি হইলে উক্ত প্রত্যাপন করদাতার রিটার্নে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩)-এ বর্ণিত ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কর আদায় বা ফেরত প্রদানের পদ্ধতি, শর্ত, যোগ্যতা ও সীমা নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১৬। **কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট।**—(১) বকেয়া কর পরিশোধে কোনো করদাতা খেলাপি হইলে বা খেলাপি হিসাবে গণ্য হইলে উপকর কমিশনার করদাতার নিকট পাওনা বকেয়ার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক তাহা আদায়ের উদ্দেশ্যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের নিকট তাহার স্বাক্ষরে সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন; এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য অন্য যেকোনো কার্যক্রম গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এতদপ্রকার সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট নিম্নবর্ণিত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা যাইবে, যথা:-

- (ক) যেই ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীনে করদাতা ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা যেখানে করদাতার ব্যবসার প্রধান স্থান অবস্থিত;
- (খ) যেই ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীনে করদাতা বসবাস করেন অথবা করদাতার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত; বা
- (গ) উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণযোগ্য কোনো করদাতা, যাহার উপর সংশ্লিষ্ট যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্র রহিয়াছে।

২১৭। **ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার কর্তৃক আদায়ের পদ্ধতি।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার ধারা ২১৬ এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক করদাতার নিকট হইতে সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে আদায় করিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতার যেকোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, অবরুদ্ধ বা ক্রোকপূর্বক বিক্রয় অথবা বাজেয়াপ্ত, অবরুদ্ধ বা ক্রোক না করিয়া বিক্রয়ের মাধ্যমে;
- (খ) করদাতাকে গ্রেপ্তার এবং তাহাকে কারাগারে আটক রাখিবার মাধ্যমে;
- (গ) করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে।

(২) ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার, তাহার নিকট উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত সার্টিফিকেট উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ আদায়কালে খেলাপি করদাতার নিকট হইতে উক্ত অর্থ ছাড়াও একই পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোনো খরচ ও চার্জসহ কোনো নোটিশ বা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য ব্যয়িত অর্থও আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ২১৬ এর অধীন সার্টিফিকেট অগ্রায়ন করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার যদি তাহার অধিক্ষেত্রাধীন কোনো করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিতে সক্ষম না হন, কিন্তু তাহার নিকট এই মর্মে তথ্য থাকে যে, অন্য ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় উক্ত করদাতার সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে সেইক্ষেত্রে উক্ত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার যাহার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় উক্ত করদাতার সম্পত্তি রহিয়াছে বা উক্ত করদাতা বসবাস করেন, তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পাঠাইতে পারিবেন, অতঃপর উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মকর্তা এই অধ্যায়ের অধীন অবশিষ্ট অনাদায়ী অঙ্ক আদায়ের জন্য এইরূপভাবে অগ্রসর হইবেন, যেন তিনি উক্ত সার্টিফিকেটটি উপকর কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১৮। সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা।—(১) ধারা ২১৬ এর অধীন কর আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু করা সত্ত্বেও, উপকর কমিশনার ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারকে ইন্টিমেশন প্রদান করিয়া, তাহা প্রত্যাহার করিবার অথবা কোনো করণিক বা গাণিতিক ভুল সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(২) যেই পরিমাণ করদাবি আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হয়, আপিল বা এই আইনের আওতায় পরিচালিত অন্য কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে যদি তাহা হাস পায়, কিন্তু আদেশটি চূড়ান্ত মীমাংসার লক্ষ্যে এই আইনের আওতায় আরও কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে তবে সেইক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আপিল বা মামলার অন্য কোনো কার্যক্রম অসমীমাংসিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপকর কমিশনার সার্টিফিকেট হইতে হাসকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ আদায় স্থগিত রাখিবেন।

(৩) বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে কোনো সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার পর আপিল বা এই আইনের অধীন পরিচালিত অন্য কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বকেয়া দাবির পরিমাণ হাস পাইলে এবং আদেশটির বিষয়বস্তু আপিল বা এই আইনের অধীন পরিচালিত অন্য কোনো কার্যক্রম চূড়ান্ত এবং সমাপ্তিমূলক হইলে উপকর কমিশনার সার্টিফিকেটটির প্রয়োজনীয় সংশোধন বা, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাহার করিবেন।

(৪) উপকর কমিশনার কর আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেটটি বাতিলকরণ, ভুল সংশোধন, কার্যক্রম স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার বা, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, সংশোধন সংক্রান্ত আদেশ সম্পর্কে আদায়কারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

২১৯। আদায়ের সার্টিফিকেটের বৈধতা বিবাদযোগ্য নহে।—উপকর কমিশনার ধারা ২১৬ এর অধীন কর আদায়ের নিমিত্তে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ করিলে করদাতা কর নির্ধারণের সঠিকতার বিষয়ে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের নিকট আপত্তি তুলিবেন না এবং ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার সার্টিফিকেটের কোনো গ্রাউন্ডের বিষয়ে কোনোরূপ আপত্তি গ্রহণ করিবেন না।

২২০। জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায়।—(১) উপকর কমিশনার, যেই জেলায় তাহার অফিস অবস্থিত সেই জেলার কালেক্টর বরাবর অথবা যে জেলায় করদাতা বসবাস করেন বা সম্পত্তির মালিক বা ব্যবসা পরিচালনা করেন সেই জেলার কালেক্টর বরাবর বকেয়া পাওনা অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষরযোগ্যে সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর এইরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর করদাতার নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ ভূমি রাজস্বের বকেয়ার ন্যায় বিবেচনা করত তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) জেলা কালেক্টরের অন্য কোনো ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর বিধান মোতাবেক ডিক্রির আওতায় অর্থ আদায়ের জন্য দেওয়ানি আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে, উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা কালেক্টরেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপকর কমিশনার যেকোনো সময় উপ-ধারা (১) এর অধীন জেলা কালেক্টরের নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করিয়া আনিতে পারিবেন এবং এইরূপ প্রত্যাহার করিয়া আনিবার ফলে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম বাতিল হইবে।

(৪) সার্টিফিকেট প্রত্যাহার দ্বারা কালেক্টর কর্তৃক উক্ত প্রত্যাহারের পূর্ব আদায় ক্ষুণ্ণ হইবে না, এইক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থের জন্য সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে; অথবা নূতন করিয়া সার্টিফিকেট ইস্যুর মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রত্যাহারের সময় আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হইবে না।

২২১। আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতি।—(১) বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে ধারা ২১৬ বা ধারা ২২০ এর অধীন সার্টিফিকেট ইস্যু করা সত্ত্বেও, উপকর কমিশনার উপ-ধারা (২) বা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উহা আদায় করিতে পারিবেন।

(২) কোনো আপিল ফোরামে বিচারাধীন নহে করদাতার নিকট এইরূপ করদাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে উপকর কমিশনার, করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, উল্লিখিত করদাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত করদাতার ব্যবসার স্থান হইতে যেকোনো পণ্য এবং সেবার স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ব্যবসার স্থান বন্ধও করিতে পারিবেন অথবা এইরূপ কর আদায়ের জন্য যেকোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) করদাতার নিকট পাওনা করদাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে, উপকর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, নিম্নবর্ণিত যেকোনো ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বর্ণিত সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান বা কর্তনপূর্বক অর্থ জমাদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, অর্থ বা পরিসম্পদ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) যাহার নিকট করদাতার কোনো অর্থ বা পণ্য পাওনা রহিয়াছে বা পাওনা হইতে পারে;
- (খ) যিনি করদাতার মালিকানাধীন অর্থ বা পণ্য ধারণ বা গ্রহণ বা নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরবর্তীকালে ধারণ বা গ্রহণ বা নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন;
- (গ) যিনি করদাতার পক্ষে করদাতার কোনো পরিসম্পদ, তাহা যেই প্রকারের হউক না কেন, ধারণ করেন বা তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করেন;
- (ঘ) যিনি কোনো অনিবাসী করদাতার এজেন্ট হিসাবে অনিবাসী পক্ষে কোনো পরিসম্পদ বা পণ্য ধারণ বা গ্রহণ বা নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরবর্তীকালে ধারণ বা গ্রহণ বা নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন;
- (ঙ) যিনি করদাতার চাকরি হইতে আয় খাতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত; বা
- (চ) যিনি করদাতার “ভাড়া হইতে আয়” খাতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধানমতে কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে, এইরূপ পরিশোধ করদাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহার দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং উপকর কমিশনার, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যেই পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া রশিদ দিবেন করদাতার নিকট হইতে উক্ত ব্যক্তি সেই পরিমাণ দায় হইতে মুক্তি পাইবেন মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও নোটিশ অনুসারে অর্থ পরিশোধে বা কর্তনে ব্যর্থ হন, তবে নোটিশে বর্ণিত অর্থের জন্য তাহাকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং অর্থ আদায়ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে যাহাতে বকেয়া কর তাহার নিকট পাওনা এবং এইক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) উপকর কমিশনার যেকোনো সময় উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইস্যুকৃত নোটিশ সংশোধন বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন অথবা এইরূপ নোটিশ অনুসারে যেকোনো অর্থ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৭) উপকর কমিশনার বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে করদাতার গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বা অন্যান্য সেবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করিবার জন্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে নির্দেশ দিবেন এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বা অন্যান্য সেবা সরবরাহের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি এই ধারার অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উক্ত সেবাসমূহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করিয়া দিবেন।

(৮) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রাপ্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তি নিজে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং বকেয়া করদাবি পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন।

(৯) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রাপ্ত নোটিশ পরিপালন করিয়া কোনো গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বা অন্যান্য সেবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করিয়াছেন সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তির পর উক্তরূপ সেবার সংযোগ পুনর্বহাল করিবেন।

(১০) যেইক্ষেত্রে কমিশনার নির্দেশ প্রদান করেন যে, উক্ত এলাকায় বলবৎযোগ্য বকেয়া পৌর কর আদায় বা বাংলাদেশের যেকোনো অংশে প্রযোজ্য আইন অনুসারে ধার্যকৃত স্থানীয় কর অথবা বাংলাদেশে বলবৎ অন্যান্য আইনে কর আদায়ের জন্য যেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় কর আদায় করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এইরূপ একই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হইবেন।

(১১) উপ-ধারা (১০) এর আওতায় পৌর কর, স্থানীয় কর বা অন্যান্য কর আদায় করিবার জন্য কোনো বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় প্রয়োগযোগ্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর কর আদায় করিবার জন্য প্রয়োগযোগ্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কী ধরনের ক্ষমতা ও কর্তব্য কী পরিমাণে অনুশীলন করা হইবে, তাহা কমিশনার কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া থাকিবে।

২২২। **কর আদায়ে যুগপৎ ব্যবস্থা গ্রহণ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা এই আইনের কোনো ধারা বা বিধানানুসারে কর আদায় কার্যক্রম চলমান থাকিলে তাহা এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অন্য কোনো ধারা বা বিধানানুসারে অন্য কোনো প্রকারে কর আদায় কার্যক্রম গ্রহণকে বারিত করিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক

২২৩। সম্পত্তির অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক।—(১) এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনকালে, যেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) বা কমিশনারের নিকট এই মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে, কোনো ব্যক্তি তাহার আয় বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি গোপন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে তিনি, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, যাহার অধিকারে এই মুহূর্তে কোনো অর্থ, বুলিয়ান, অলংকার, আর্থিক দলিল, আর্থিক পরিসম্পদ, মূল্যবান দ্রব্য বা অন্য কোনো সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাকে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তাহা অপসারণ, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে বিলিবিবস্থা না করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর এইরূপ আদেশের কোনো কার্যকারিতা থাকিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয়কর কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ বৃদ্ধির সময় কোনোক্রমেই সাকুল্যে ১ (এক) বৎসরের অধিক হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত মেয়াদ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ আদালত কোনো মেয়াদের জন্য স্থগিত করিলে উক্ত মেয়াদ, যদি থাকে, গণনা হইতে বাদ যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

২২৪। প্রত্যর্পণের অধিকার।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপকর কমিশনারকে এই মর্মে সন্মুখ করেন যে, কোনো বৎসরে তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত করের পরিমাণ অথবা তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত করের পরিমাণ উক্ত বৎসরে তাহার নিকট এই আইনের অধীন দাবিকৃত করদায় অপেক্ষা অধিক, সেইক্ষেত্রে পরিশোধিত তিনি অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয় এই আইনের কোনো বিধানাবলে অন্য কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে এইরূপ অন্য কোনো ব্যক্তি এককভাবে এইরূপ আয়ের প্রেক্ষিতে এই আইনের অধীন প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২২৫। **দাবি সমন্বয় ও প্রত্যর্পণ।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি, Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), Gift Tax Act, 1963 (Act No. XIV of 1963) অথবা দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) বা Wealth Tax Act, 1963 (Act No. XV of 1963) এর অধীন কোনো করদাতার নিকট কোনো মেয়াদে কোনো অর্থ বকেয়া থাকিলে, উক্ত করদাতাকে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ পরিশোধের পূর্বে উক্ত বকেয়া সমন্বয় করা হইবে।

(২) কোনো মেয়াদের জন্য বকেয়া কোনো পাওনার বিপরীতে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের সমন্বয় করা হইলে, সমন্বয়কৃত অর্থ করদাতাকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপকর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে করদাতার কর রেকর্ডে তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২২৬। **প্রত্যর্পণ দাবি।**—এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের ফলে কোনো অঙ্গ প্রত্যর্পণযোগ্য হইলে প্রত্যর্পণযোগ্য পরিমাণ করদাতার ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার না করিলে করদাতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ফেরতের দাবি করিতে পারিবেন।

২২৭। **মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যর্পণ দাবি।**—মৃত্যু, অক্ষমতা, দেউলিয়াত্ব, অবসায়ন বা অন্য কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি তাহার পাওনা অর্থ ফেরৎ পাইবার দাবি করিতে বা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি, অভিভাবক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিসিভার উক্ত ব্যক্তি বা তাহার ভূ-সম্পত্তির সুবিধার নিমিত্তে বর্ণিত ফেরত দাবি বা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২২৮। **কর নির্ধারণের সঠিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।**—এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ফেরত প্রাপ্তির দাবির ক্ষেত্রে কোনো দাবিদার কোনো কর নির্ধারণী আদেশের সঠিকতা বা বৈধতার বিষয়ে অথবা অন্য কোনো বিষয় যাহা চূড়ান্ত ও সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না বা উক্ত বিষয় পুনঃ বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না এবং দাবিদার অতিরিক্ত কর পরিশোধের কারণে অর্থ ফেরত পাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে কোনো প্রতিকার পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২২৯। **আপিল আদেশের ভিত্তিতে অর্থ ফেরত।**—কোনো আপিল আদেশ বা এই আইনের আওতায় গৃহীত অন্য কোনো কার্যক্রমের অধীন করদাতার নিকট কোনো অর্থ ফেরতযোগ্য হইলে, উক্ত পরিমাণ অর্থ যদি প্রদেয় করের বিপরীতে সমন্বয় করা না হয় বা ধারা ২২৫ এর বিধান মোতাবেক পরিশোধ বিবেচনা করা না হয়, তাহা হইলে এতদবিষয়ে করদাতা কোনো দাবি উপস্থাপন না করিলেও, যেই তারিখে করদাতার উক্ত কর ফেরতযোগ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপকর কমিশনার করদাতাকে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

অংশ ১৫

কর পরিহার রোধ

প্রথম অধ্যায়

কর পরিহার রোধ সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলি

২৩০। সংজ্ঞা।— এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (১) “কর সুবিধা” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
 - (ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আয়করদায় পরিহার বা হ্রাস করা;
 - (খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ব্যক্তিকে আয়কর পরিশোধের দায় হইতে, অথবা ভবিষ্যৎ আয়করের সম্ভাব্য বা ভবিষ্যাপেক্ষ দায় হইতে মুক্ত করা;
 - (গ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো করদায়, অথবা ভবিষ্যৎ আয়করের কোনো সম্ভাব্য বা ভবিষ্যাপেক্ষ দায় পরিহার, স্থগিত বা হ্রাসকরণ;
 - (ঘ) আয়কর পরিশোধে বিলম্বকরণ;
 - (ঙ) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ এবং সরকারি কোষাগারে উক্ত কর জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা পরিহার;
- (২) “ব্যবস্থা” অর্থ বলবৎযোগ্য বা অবলবৎযোগ্য কোনো সম্মতি, চুক্তি, পরিকল্পনা বা সমঝোতা এবং উক্ত সকল পদক্ষেপ ও লেনদেন যাহার মাধ্যমে তাহা কার্যকর হয়;
- (৩) “কর ব্যবস্থার অপব্যবহার” অর্থ কোনো ব্যবস্থা, যাহার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার মাধ্যমে সম্পাদিত হউক না কেন —
 - (ক) যাহা, এই ধারার অনুপস্থিতিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক বা একাধিক কর সুবিধা সৃষ্টি করে যদি না উক্ত ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনো কর সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো সরল উদ্দেশ্যে (bonafide purpose) গৃহীত বা সৃজিত হয়; বা

- (খ) যাহা, একাধিক ব্যবস্থার একটি অংশ এবং উক্ত একাধিক ব্যবস্থা, এই ধারার অনুপস্থিতিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক বা একাধিক কর সুবিধা সৃষ্টি করে যদি না উক্ত একাধিক ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনো কর সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গৃহীত বা সৃজিত হয়।

২৩১। **কর সুবিধা সমন্বয়।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর ব্যবস্থার (tax arrangement) অপব্যবহারের মাধ্যমে কর সুবিধা নিয়েছেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এই ধারায় উল্লিখিত কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের দ্বারা উক্ত অপব্যবহারের মাধ্যমে গৃহীত কর সুবিধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সমন্বয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) আয় বৃদ্ধিকরণ;
- (খ) করদায় সংশোধন;
- (গ) কর প্রত্যর্পণের সমন্বয়;
- (ঘ) ভাতাদি, রেয়াত ইত্যাদির সংশোধন;
- (ঙ) অন্য কোনো আদেশ যাহা কর সুবিধা প্রত্যাহার করে।

(৩) এই ধারার অধীন যেকোনো সমন্বয় এই আইনের অধীন সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকর থাকিবে।

২৩২। **সমন্বয়ের পদ্ধতি।**—(১) কর সুবিধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত, উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখপূর্বক করদাতার প্রতি নোটিশ জারি করিবেন, যথা:—

- (ক) করদাতা কর ব্যবস্থার অব্যবহারের মাধ্যমে কর সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার কারণ;
- (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সমন্বয়ের উদ্দেশ্য উল্লেখসহ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহার বিবরণ;

- (গ) করদাতাকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখে উপকর কমিশনারের নিকট হাজির হইবার;
- (ঘ) কর সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণী, দলিলাদি ও তথ্যাদি উপস্থাপনের।

(২) কর সুবিধা সমন্বয়ের করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং করদাতার উপর উক্ত শুনানির জারীকৃত নোটিশ অবহিতকরণের তারিখ হইতে শুনানির দিন পর্যন্ত অন্ত্য ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপকর কমিশনার রেকর্ড, করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত ও শুনানিকালে উপস্থাপিত দলিলাদির ভিত্তিতে তাহার নিকট উপস্থাপিত সকল তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সমন্বয়ের আদেশ প্রদান করিবেন এবং আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা করদাতাকে অবহিত করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রান্সফার প্রাইসিং

২৩৩। সংজ্ঞা।— এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (১) “আর্মস লেংথ প্রাইস” অর্থ কোনো লেনদেনের মূল্য যাহার শর্তাদি (যেমন মূল্য, মার্জিন বা মুনাফার বিভাজন) তুলনীয় পরিস্থিতির অধীন স্বাধীন সত্ত্বাসমূহের মধ্যে পরিচালিত কোনো তুলনীয় অনিয়ন্ত্রিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তাদি হইতে ভিন্ন হয় নাই;
- (২) “সহযোগী প্রতিষ্ঠান” অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অথবা এক বা একাধিক মধ্যবর্তী সত্ত্বার মাধ্যমে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ দ্বারা সম্পর্কিত, এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত নিম্নবর্ণিত সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, যথা:—
- (ক) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (তাহার স্ত্রী/স্বামী, উত্তরসূরি বা পূর্বসূরিগণসহ), প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বা এক) বা একাধিক মধ্যবর্তী সত্ত্বার মাধ্যমে, উভয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে;

- (খ) এক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন শেয়ার ধারণ করে;
- (গ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ [তাহার স্ত্রী/স্বামী, উত্তরসূরি বা প্রতিষ্ঠানের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্বসূরিগণসহ], প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উভয় শেয়ার ধারণ করে;
- (ঘ) এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন;
- (ঙ) একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাহী পরিচালক বা গভর্নিং বোর্ডের নির্বাহী সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি হন;
- (চ) উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন;
- (ছ) উভয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক বা নির্বাহী সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন;
- (জ) একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কার্যকর ক্ষমতা থাকে;
- (ঝ) উভয় প্রতিষ্ঠান একই প্যারেন্ট কোম্পানি বা গ্রুপের সদস্য, সাবসিডিয়ারি বা কনসার্ন;
- (ঞ) উভয় প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্বন্ধযুক্ত থাকে;
- (ট) এক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমযোজিত দায়ের পরিমাণ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের বুক ভ্যালুর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হয়; বা
- (ঠ) এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রদত্ত গ্যারান্টির ক্রমযোজিত পরিমাণ অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট দেনার বুক ভ্যালুর ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হয়;।

- (৩) “প্রতিষ্ঠান” অর্থ কোনো ব্যক্তি বা যেকোনো প্রকারের উদ্যোগ (উক্ত ব্যক্তি বা উদ্যোগের স্থায়ী স্থাপনাসহ);
- (৪) “স্বাধীন প্রতিষ্ঠান” অর্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠান নহে এইরূপ প্রতিষ্ঠান;
- (৫) “আন্তর্জাতিক লেনদেন” অর্থ কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে, যাহার কোনো একটি বা উভয়ই অনিবাসী, ট্যানজিবল বা স্পর্শাতীত সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা লিজ অথবা সেবা বিনিময়, বা অর্থ ধার দেওয়া বা নেওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো লেনদেন, অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মুনাফা, আয়, ক্ষতি, পরিসম্পদ, আর্থিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক মূল্যের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো লেনদেনকে বুঝাইবে, এবং এর অন্তর্ভুক্ত হইবে খ এর সহিত গ এর কোনো লেনদেন যদি উক্ত লেনদেনের উপর ক এর কর্তৃত্ব থাকে, যেইক্ষেত্রে—
- (ক) খ ও ক সহযোগী প্রতিষ্ঠান; এবং
- (খ) গ, খ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান নহে;
- (৬) “সম্পত্তি” অর্থ পণ্য, আর্টিকেল, সামগ্রী বা আইটেম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস, নকশা, প্যাটার্ন, বাস্তবজ্ঞান, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, ব্রান্ড নাম, সাহিত্য, সংগীত বা শৈল্পিক কম্পোজিশন, ফ্রানসাইজি, লাইসেন্স বা চুক্তি, পদ্ধতি, প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার, ডাটাবেজ, সিস্টেম, কার্যপ্রণালি, প্রচারাভিযান, জরিপ, সমীক্ষা, পূর্বাভাস, প্রাক্কলন, ক্রেতা তালিকা, কারিগরি উপাত্ত, যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা বিজ্ঞাপন বা বিপণন, কোনো আইটেম যাহার প্রকৃত মূল্য রহিয়াছে বা যেকোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৭) “রেকর্ড” অর্থ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ধারণকৃত তথ্য, দলিল এবং রেকর্ড ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮) “ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা” অর্থ ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা হিসাবে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ;
- (৯) “লেনদেন” অর্থে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যকার কোনো ব্যবস্থা, সমঝোতা বা কার্য অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা আনুষ্ঠানিক বা লিখিত হউক বা না হউক বা যাহা কোনো আইনি কার্যধারার মাধ্যমে বলবৎযোগ্য করিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক;
- (১০) “অনিয়ন্ত্রিত লেনদেন” অর্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত কোনো লেনদেন।

২৩৪। আর্মস লেংথ প্রাইস বিবেচনাপূর্বক আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে আয় নির্ধারণ।—অংশ ১৫ এর তৃতীয় অধ্যায় এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ আর্মস লেংথ প্রাইস বিবেচনাপূর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে।

২৩৫। আর্মস লেংথ প্রাইস পরিগণনা।—(১) লেনদেনের প্রকৃতি, নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা, সম্পাদিত কার্যাদি, নিযুক্ত সম্পদ, গৃহীত ঝুঁকি কিংবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি (method) অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) কমপারেবল আনকন্ট্রোলড প্রাইস মেথড (comparable uncontrolled price method);
- (খ) রিসেল প্রাইস মেথড (resale price method);
- (গ) কস্ট প্লাস মেথড (cost plus method);
- (ঘ) প্রফিট স্প্লিট মেথড (profit split method);
- (ঙ) ট্রানজেকশনাল নেট মার্জিন মেথড (transactional net margin method);
- (চ) অন্য যেকোনো পদ্ধতি, যেইক্ষেত্রে প্রমাণ দেওয়া যায় যে,—
 - (অ) আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করিবার জন্য দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত কোনো পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে; এবং
 - (আ) উক্ত পদ্ধতি আর্মস লেংথ প্রাইসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) বা (চ) এ উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো একটি পদ্ধতিকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করা হয় এবং আর্মস লেংথ প্রাইসের ডাটাসেটে ৬ (ছয়) বা তাহার অধিক এন্ট্রি থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডাটাসেটের ৩০ (ত্রিশ) হইতে ৭০ (সত্তর) পার্সেন্টাইল মধ্যে অবস্থিত ডাটা লইয়া একটি আর্মস লেংথ রেঞ্জ গঠন করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত শর্তানুসারে আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারিত হইবে, যথা:—

- (ক) যে মূল্যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক লেনদেন সংঘটিত হইয়াছে তাহা যদি উপরি-বর্ণিত রেঞ্জের মধ্যে থাকে তবে উক্ত মূল্যই আর্মস লেংথ প্রাইস হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) যে মূল্যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক লেনদেন সংঘটিত হইয়াছে তাহা যদি উপরোল্লিখিত রেঞ্জের মধ্যে না থাকে তবে ডাটাসেটের মধ্যমাকে আর্মস লেংথ প্রাইস ধরিতে হইবে;

(গ) যদি আর্মস লেংথ প্রাইসের ডাটাসেটে ছয়ের কম সংখ্যক এন্ট্রি থাকে, তবে ডাটাসেটের অন্তর্ভুক্ত সকল ভ্যালুর গাণিতিক গড়ই হইবে আর্মস লেংথ প্রাইস।

(৩) আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণের জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মেথড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনের নির্ধারিত আর্মস লেংথ প্রাইসের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত মোট আয় উক্ত আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রকৃতপক্ষে যে মূল্যে সম্পন্ন হইয়াছিল সেই মূল্যই ধার্য বা পরিশোধিত বিবেচিত হইলে যে মোট আয় পাওয়া যেতো তাহা অপেক্ষা কম হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে অংশ ১০ এর অধীন কোনো কর নির্ধারণকালে উপকর কমিশনার এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে,—

(ক) করদাতা কর্তৃক আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য ধার্যকৃত বা পরিশোধিত মূল্য উপ-ধারা (১) ও (৩) অনুসারে নির্ধারণ করা হয় নাই;

(খ) করদাতা ধারা ২৩৭ অনুসারে তথ্য, দলিলাদি বা রেকর্ড রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছে; বা

(গ) করদাতা কর্তৃক যে তথ্য বা উপাত্তের ভিত্তিতে আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা নির্ভরযোগ্য বা শুদ্ধ নহে,

সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার তাহার নিকট প্রাপ্য তথ্য বা দলিলাদি বা প্রমাণাদির ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) ও (৩) এর বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উপকর কমিশনার তাহার নিকটে প্রাপ্য তথ্য বা দলিলাদি বা প্রমাণাদির ভিত্তিতে কেন আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করা হইবে না তৎমর্মে নোটিশ প্রদানপূর্বক নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে করদাতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৬) যেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারা (৪) ও ধারা ২৩৬ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্তরূপে নির্ধারিত আর্মস লেংথ প্রাইস বিবেচনা করিয়া লিখিত আদেশ দ্বারা করদাতার মোট আয় পরিগণনা শুরু করিবেন।

২৩৬। **ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মচারীর নিকট প্রেরণ।**—(১) ধারা ২৩৫ এই যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উপকর কমিশনার ধারা ২৩৫ এর অধীন আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণের বিষয়টি ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মচারীর কাছে প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(খ) বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রেফারেন্স অথবা কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা করদাতাকে বিচারাধীন আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেংথ প্রাইস পরিগণনা করিবার জন্য করদাতা যেসকল প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়াছিল তাহা নোটিশে উল্লিখিত তারিখে উপস্থাপনের বা উপস্থাপন করানোর জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তাহার নিকট উপস্থাপিত প্রমাণ বা তিনি কোনো বিশেষ পয়েন্টে করদাতার নিকট বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো প্রমাণ অধিযাচন করিলে তৎসহ তাহার নিকট প্রাপ্ত বা উপস্থিত প্রমাণ বিবেচনা করিয়া এবং তাহার সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র বিবেচনাক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা ধারা ২৩৫ অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণ করিবেন এবং উপকর কমিশনারের নিকট তাহার একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশের কপি প্রাপ্তির পর ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আর্মস লেংথ প্রাইস অনুসারে করদাতার মোট আয় পরিগণনার কার্যক্রম শুরু করিবেন এবং এইরূপ আয় পরিগণনাকালে যদি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির আয় পরিগণনা করিতে হয় তবে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আর্মস লেংথ প্রাইস এর ভিত্তিতে যে সমন্বয় পাওয়া যাইবে তাহা উক্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর আরোপিত হইবে।

(৫) ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তাহার নিজস্ব উদ্ঘাটন অথবা করদাতা বা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার নজরে আনিবার প্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হন যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন

তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশে এইরূপ ভুল রহিয়াছে যাহা রেকর্ডদৃষ্টে প্রতীয়মান, তাহা হইলে তিনি উক্ত ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন এবং সেই অনুসারে এইক্ষেত্রে ধারা ৩৩০ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোনো সংশোধন করা হইলে, ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তাহার আদেশের একটি অনুলিপি উপকর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন যিনি পরবর্তীতে উক্ত আদেশ অনুসারে কর নির্ধারণী আদেশ সংশোধন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৩৭। **তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) আন্তর্জাতিক লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বোর্ড তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩৮। **আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল।**—আন্তর্জাতিক লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি রিটার্নের সহিত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে একটি আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল করিবেন।

২৩৯। **অ্যাকাউন্টেন্ট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন দাখিল।**—উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো আয়বর্ষের হিসাব বহিতে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে ৩ (তিন) কোটি টাকার অধিক লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ধারা ২৩৭ এর অধীন দাখিলকৃত সকল তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড বা তাহার অংশবিশেষ সম্পর্কিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর পরিহার রোধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান

২৪০। **অনিবাসীর সহিত লেনদেনের মাধ্যমে কর পরিহার।**—যেইক্ষেত্রে একজন নিবাসী ও একজন অনিবাসীর মধ্যে কোনো ব্যবসা পরিচালিত হয় এবং উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ব্যবসায়ের কার্যক্রম এইরূপভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলস্বরূপ নিবাসী ব্যক্তির কোনো মুনাফা অর্জিত হয় নাই, অথবা হইলেও তাহা উক্ত ব্যবসার ঈদৃশ স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যবসা হইতে নিবাসী ব্যক্তির উদ্ধৃত হইতে পারে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত আয় নিবাসীর মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

২৪১। **সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে কর পরিহার।**—(১) একক বা সহযোগী কর্মকান্ডের সহিত সম্মিলিতভাবে, যেভাবে হউক না কেন, কোনো সম্পদ হস্তান্তরের কারণে বা ফলস্বরূপ কোনো আয় কোনো অনিবাসীকে প্রদেয় হলে উক্ত আয় এইরূপ কোনো ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে যিনি—

- (ক) এইরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের মাধ্যমে এইরূপ কোনো অধিকার অর্জন করেন যাহার কারণে বা ফলশ্রুতিতে তিনি উক্ত অনিবাসীকে প্রদেয় আয় তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তীকালে ভোগ করিবার ক্ষমতা রাখেন;
- (খ) এইরূপ লেনদেন বা সহযোগী কর্মকান্ডের সুবাদে যেকোনো সময় কোনো অর্থ যাহা ঋণ বা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধিত বা প্রদেয় অথবা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তবে আয় হিসাবে বা পূর্ণ আর্থিক মূল্য হিসাবে পরিশোধিত বা প্রদেয় কোনো অর্থ নহে।

(২) যে আয় একজন অনিবাসীকে প্রদেয় হয় এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য করা হয় সেই আয় এই আইনের সকল উদ্দেশ্যে আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে, বর্ণিত আয় এই ধারার বিধান ব্যতীত অন্যভাবে করযোগ্য হউক বা না হউক।

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগ করা যাইবে না, যদি উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

- (ক) এইরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের মধ্যে করদায় পরিহারের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না; বা
- (খ) এইরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী সকল কর্মকান্ডে প্রকৃত ব্যবসায়িক লেনদেন নিহিত ছিল এবং করদায় পরিহারের পরিকল্পনা নিহিত ছিল না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন আয় হিসাবে গণ্য হইয়া করারোপিত হইয়াছে এমন কোনো আয় পুনর্বীর কোনো ব্যক্তির আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করিয়া করারোপ করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তির কোনো অনিবাসীকে প্রদেয় আয় ভোগের ক্ষমতা রহিয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে, যদি—

- (ক) যেকোনো সময় যেকোনো রূপে উক্ত ব্যক্তির সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য এইরূপ আয় প্রকৃতপক্ষে পরিগণনা করা হইয়াছে;
- (খ) এইরূপ আয়ের প্রাপ্তি বা আয় উদ্ভূত হইবার ফলশ্রুতিতে উক্ত ব্যক্তির দখলাধীন বা সুবিধাধীন কোনো সম্পদের মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে;
- (গ) উক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইতে পারে এইরূপ সুবিধা যেকোনো সময় প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্তির অধিকারী হন—
 - (অ) এইরূপ আয় হইতে; বা
 - (আ) এইরূপ অর্থ হইতে, যাহা উক্তরূপ আয় এবং উক্তরূপ আয়ের প্রতিরূপকারী সম্পদের উপর সহযোগী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে বা অনুক্রমিক ফলশ্রুতিতে উপলব্ধ হয় বা উপলব্ধ হইতে পারে;
- (ঘ) এইরূপ ব্যক্তি নিযুক্তি, রদকরণ বা অন্য কোনোভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতিতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ আয়ের সুবিধা ভোগের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন; বা
- (ঙ) এইরূপ ব্যক্তি যেকোনো পদ্ধতিতেই উক্তরূপ আয়ের ব্যবহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হন।

(৬) কোনো ব্যক্তির আয় ভোগের ক্ষমতা রহিয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেকোনো হস্তান্তর এবং সহযোগী কর্মকান্ডের ফলাফল ও প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে এবং এইরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের ফলাফলস্বরূপ যেকোনো সময় এইরূপ ব্যক্তির নিকট উদ্ভূত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সুবিধা, যাহা উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “পরিসম্পদ” বলিতে যেকোনো ধরনের সম্পত্তি বা অধিকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং যেইক্ষেত্রে হস্তান্তরিত সম্পদ কোনো অধিকার সেইক্ষেত্রে ‘হস্তান্তর’ বলিতে উক্তরূপ অধিকার সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) কোনো হস্তান্তরের ক্ষেত্রে “সহযোগী কর্মকাণ্ড” বলিতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত কোনো কর্মকাণ্ডকে বুঝাইবে, যথা:—
 - (অ) হস্তান্তরিত কোনো সম্পদ;
 - (আ) উক্তরূপ সম্পদ হইতে উদ্ভূত কোনো আয়; বা
 - (ই) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো হস্তান্তরিত সম্পদের প্রতিনিধিকারী কোনো সম্পদ, বা উক্ত সম্পদ হইতে উদ্ভূত পুঞ্জিভূত আয়;
- (গ) “সুবিধা” বলিতে যেকোনো ধরনের পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঘ) “হস্তান্তরিত সম্পদের প্রতিনিধিকারী কোনো সম্পদ, বা উক্ত সম্পদ হইতে উদ্ভূত কোনো পুঞ্জিভূত” বলিতে উক্ত সম্পদ বা আয় বা পুঞ্জিভূত আয়ের হস্তান্তর যে কোম্পানির নিকট বা যে ব্যক্তির নিকট হইয়াছে সেই কোম্পানির শেয়ার বা দায়-দায়িত্বের উল্লেখ অথবা সেই ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের উল্লেখও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (ঙ) বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোনো সংস্থা অনিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে।

২৪২। সিকিউরিটিজ লেনদেনের মাধ্যমে কর পরিহার।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো সিকিউরিটিজের মালিক তাহার সিকিউরিটিজ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার পর পুনরায় তাহা ক্রয় বা অর্জন করেন, অথবা একই ধরনের সিকিউরিটিজ ক্রয় বা অর্জন করেন, এবং উক্তরূপ লেনদেনের ফলশ্রুতিতে মালিক কর্তৃক মূল সিকিউরিটিজের বিক্রয় বা হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে প্রদেয় কোনো সুদ মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত না হয়, সেইক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত প্রদেয় সুদ এই আইনের সকল উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অন্য কোনো ব্যক্তির আয় না হইয়া তাহা উক্ত মালিকের আয় হিসাবে গণ্য হইবে, পূর্বে উল্লিখিত প্রদেয় সুদের উপর এই উপ-ধারার বিধান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কর আরোপ হউক বা না হউক।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয়বর্ষের কোনো সময়ের জন্য কোনো সিকিউরিটিজে লাভভোগী হইবার স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং উক্ত বৎসরের মধ্যে এইরূপ সিকিউরিটিজ বা তাহা হইতে উদ্ভূত আয়ের লেনদেনের ফলশ্রুতিতে তৎকর্তৃক আয় গৃহীত হয় নাই অথবা আয় হিসাবে সেই পরিমাণ অর্থ তিনি গ্রহণ করেন, তাহা যদি উক্ত সিকিউরিটিজ হইতে উল্লিখিত সময়ের আনুপাতিক হারে দিনের পর দিন যে পরিমাণে পুঞ্জিভূত ও অংশানুপাতে জমাকৃত হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে উক্ত সময়ে এইরূপ সিকিউরিটিজ হইতে উদ্ভূত সমুদয় আয় উক্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ সিকিউরিটিজ লেনদেন সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা অর্জন করেন এবং উক্ত সিকিউরিটিজ উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট পুনরায় বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন অথবা তাহার নিকট একই ধরনের সিকিউরিটিজ বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন এবং উক্ত লেনদেনের ফলশ্রুতিতে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত বা অর্জিত সিকিউরিটিজের জন্য প্রদেয় সুদ তিনি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয় উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলির কারণে তাহার আয় হিসাবে গণ্য হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত লেনদেন সম্পর্কে এই আইনের যেকোনো উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোনো ধরনের আয় গণনাকল্পে উক্তরূপ ব্যবসা হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় বা লোকসান বিবেচিত হইবে না।

(৪) উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা ২৮ (আঠাশ) দিনের কম নহে, কোনো ব্যক্তিকে তাহার মালিকানাধীন সকল সিকিউরিটিজের বিবরণ বা নোটিশে বর্ণিত সময়ে যে সকল সিকিউরিটিজে এইরূপ ব্যক্তির সুবিশিষ্টতা হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেইরূপ সিকিউরিটিজের বর্ণনা দাখিলের জন্য এবং এই ধারার অন্যান্য উদ্দেশ্যে ও সিকিউরিটিজ বাবদ প্রাপ্ত সুদের কর সংক্রান্ত হিসাব চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উপকর কমিশনার যেইরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন সেইরূপ অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহ করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) “সুদ” বলিতে লভ্যাংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজের মোট নামমাত্র মূল্য অথবা তাহা ধারণ করিবার ফরম বা হস্তান্তরের পদ্ধতিতে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, এইরূপ সিকিউরিটিজ বলিতে সকল সিকিউরিটিজকে বুঝানো হইবে, যাহা তাহার মালিককে একই ব্যক্তির সুদ ও মুনাফার ক্ষেত্রে একই প্রকার অধিকার প্রদান করিয়া এবং উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একইরূপ সুযোগ প্রদান করে।

২৪৩। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির কর পরিশোধের সার্টিফিকেটের আবশ্যিকতা।—(১) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, যে ব্যক্তি বাংলাদেশে ডমিসাইল নন অথবা যে ব্যক্তি বাংলাদেশে ডমিসাইল কিন্তু বাংলাদেশ ত্যাগের সময় আয়কর কর্তৃপক্ষের অভিমত এইরূপ যে তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবেন না, সেইক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপকর কমিশনারের নিকট হইতে এই মর্মে নিম্নবর্ণিত সার্টিফিকেট ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে পারিবেন না, যথা:-

(ক) কর পরিশোধের সার্টিফিকেট, বা

(খ) তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছুক থাকিলে, একটি অব্যাহতি সার্টিফিকেট, যাহা কেবল তখনই ইস্যু করা যাইবে যখন উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা আছে; এবং এইরূপ অব্যাহতি সার্টিফিকেট একবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে বা সার্টিফিকেটে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে, প্রদান করা যাইতে পারে।

(২) কোনো বিমান বা জাহাজের মালিক অথবা চার্টারার উপ-ধারা (১) এর অধীন বর্ণিত কোনো ব্যক্তিকে যদি উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সার্টিফিকেট ছাড়া সেইরূপ বিমান বা জাহাজ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশের যেকোনো স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে যেকোনো স্থানে ভ্রমণের অনুমতি দেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত মালিক বা চার্টারারকে—

(ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তির নিকট পাওনা কর বা তাহার নিকট পাওনা হইবে এবং তাহার দ্বারা প্রদেয় হইবে এইরূপ কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(খ) সেইরূপ কর এবং জরিমানা আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং এইক্ষেত্রে এই আইনের সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে “অব্যাহতি সার্টিফিকেট” বলিতে সার্টিফিকেটে উল্লিখিত এক বা একাধিকবার ভ্রমণের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে কর পরিশোধ সার্টিফিকেট হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(খ) “মালিক” অথবা “চার্টারার” বলিতে কোনো জাহাজ বা বিমানের মালিক অথবা চার্টারার কর্তৃক উক্ত জাহাজ বা বিমানে ভ্রমণের অধিকার ইস্যু করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি, এজেন্ট অথবা কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে “কর পরিশোধ সার্টিফিকেট” বলিতে এই আইন অথবা দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো দায় নাই অথবা উক্ত ব্যক্তির সকল প্রকার কর পরিশোধের অথবা তাহার দ্বারা প্রদেয় বা প্রদেয় হইতে পারে এইরূপ যেকোনো প্রকার কর পরিশোধের উদ্দেশ্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে মর্মে প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে।

অংশ ১৬

আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা

প্রথম অধ্যায়

কর চুক্তি

২৪৪। **কর চুক্তি।**—(১) সরকার অন্য যেকোনো দেশের সরকারের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিতে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কর লাঘব সংক্রান্ত:
 - (অ) এইরূপ আয় যাহার উপর এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের অধীন কর পরিশোধ করা হইয়াছে; অথবা
 - (আ) পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ব্যবসা ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের অধীন আরোপযোগ্য কোনো কর;
- (খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরের উৎস হইতে আয় নির্ধারণ;
- (গ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের অধীন দ্বৈত কর পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ;
- (ঘ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের অধীন কর ফাঁকি অথবা পরিহার রোধে তথ্য বিনিময় অথবা উক্তরূপ ফাঁকি সম্পর্কিত মামলা তদন্ত;
- (ঙ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের অধীন কর উদ্ধার; এবং
- (চ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ এইরূপ আইনের যেকোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কর চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধানাবলি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত চুক্তিতে এই আইন অথবা এই চুক্তি প্রণয়নের পূর্বের যেকোনো সময়ের কর লাঘব সংক্রান্ত বিধানাবলি এবং যেসব আয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বৈত করার আওতাভুক্ত নহে, তদ্রূপ আয় বিষয়ক বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোনো দেশের আইনের অধীন প্রদেয় কর বাবদ বাংলাদেশে প্রদেয় করার বিপরীতে সমন্বয় মঞ্জুর করিবার কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে এই অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বৈদেশিক কর সমন্বয় সম্পর্কিত বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অব্যাহতি ও বৈদেশিক কর ক্রেডিট

২৪৫। সংজ্ঞা।—(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

- (ক) “বাংলাদেশ কর” অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে আরোপিত আয়কর;
- (খ) “বৈদেশিক কর” অর্থ, ধারা ২৪৪ এর বিধান অনুসারে, বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত কার্যকর চুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত দেশের আইন অনুসারে আরোপযোগ্য কর যাহা চুক্তির অধীন সমন্বয়ে গ্রহণযোগ্য;
- (গ) “বৈদেশিক আয়কর” অর্থ আয়করের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যেকোনো বৈদেশিক আয়কর।

(২) যেইক্ষেত্রে ধারা ২৪৪ এর অধীন কার্যকর চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনের অধীন আরোপযোগ্য কোনো কর আয়কর হিসাবে বিবেচনার করা হয়, সেইক্ষেত্রে সেই কর ক্ষেত্রমতে বিদেশি কর বা বৈদেশিক আয়কর ব্যতীত, বিদেশি কর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) এই অধ্যায়ের কোনো চুক্তির অধীন অনুমোদিত রেয়াতের ক্ষেত্রে বিদেশি কর বা বৈদেশিক আয়কর সম্পর্কিত যেকোনো বরাত, যে দেশের সহিত উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই দেশের আইনের অধীন সরকার কর্তৃক আরোপিত করার বরাত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৪৬। **বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত আয়ের জন্য অব্যাহতি।**—যদি কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশে বসবাস করেন তাহার যেকোনো বৎসরের আয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বৎসরের মধ্যে তাহার উক্ত আয় বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত বা অর্জিত হইয়াছে সেই আয়ের জন্য তিনি কর্তন বা অন্য কোনোভাবে এইরূপ দেশে কর প্রদান করিয়াছেন যাহার সহিত অব্যাহতি বা দ্বৈত কর পরিহারের জন্য পারস্পরিক চুক্তি নাই, সেইক্ষেত্রে এইলক্ষ্যে উপকর কমিশনার বিদ্যমান বিধানাবলির নিরিখে বাংলাদেশে প্রচলিত করের গড় হার বা উক্ত দেশে প্রচলিত করের গড় হার, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, সেই হিসাবে এইরূপ দ্বৈত কর আরোপিত আয়ের উপর কর নিরূপণ করিবেন এবং তাহা বাংলাদেশে পরিশোধ যোগ্য কর হইতে বাদ দিবেন।

ব্যাখ্যা।— “করের গড় হার” বলিতে মোট আয়ের উপর নিরূপিত করকে এইরূপ আয় দিয়া ভাগ করিয়া প্রাপ্ত হারকে বুঝাইবে।

২৪৭। **বৈদেশিক কর ক্রেডিট।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, যেইক্ষেত্রে ধারা ২৪৪ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায়, যেকোনো আয়ের উপর আরোপিত বাংলাদেশে করের বিপরীতে সমন্বয় সুবিধা অনুমোদিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিধানাবলি সাপেক্ষে, আরোপযোগ্য কর এইরূপ সমন্বয় সুবিধার সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা হ্রাস পাইবে।

(২) কোনো আয়করবর্ষে যে করদাতার আয়ের উপর কর আরোপযোগ্য হইয়াছে তিনি, যে সময়ের ভিত্তিতে উক্তরূপ আয় নিরূপিত হইয়াছে সেই সময়ে নিবাসী না থাকেন, তাহা হইলে উক্ত আয়করের বিপরীতে উপ-ধারা (১) এর অধীন সমন্বয় অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

(৩) যেকোনো আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে করের বিপরীতে বৈদেশিক কর পরিশোধের সূত্রে অনুমোদনযোগ্য সমন্বয়ের পরিমাণ দ্বৈত করযোগ্য আয়ের উপর বর্ণিত করের গড় হারে নিরূপিত অর্থের পরিমাণকে অতিক্রান্ত করিবে না।

২৪৮। **বৈদেশিক কর সমন্বয় অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকারিতা।**—(১) যেইক্ষেত্রে আয়ের মধ্যে লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং চুক্তির অধীন উক্ত ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ করের বিপরীতে কোনো রেয়াত অনুমোদিত হইবে কিনা বা প্রদেয় রেয়াতের পরিমাণ কত হইবে, তাহা নিরূপণের লক্ষ্যে কোনো বৈদেশিক কর (সরাসরি দাবিযোগ্য বা লভ্যাংশের সূত্রে কর্তনযোগ্য হউক বা না হউক) বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইক্ষেত্রে রেয়াতের পরিমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে বিবেচিত লভ্যাংশের সহিত সম্পর্কিত বৈদেশিক করের সমপরিমাণ অংশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন, কোনো আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে বৈদেশিক কর, সরাসরি বা বিয়োজনের মাধ্যমে, আরোপযোগ্য না হইলে, উহা লভ্যাংশ প্রদানকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর পরিশোধকৃত বৈদেশিক কর; অথবা উক্ত লভ্যাংশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, লভ্যাংশ প্রদেয় হইবার পূর্বে উক্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক সমাপ্তকৃত সর্বশেষ হিসাব প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশ বিবেচনায় আনিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “পরিশোধিত” অর্থ প্রদত্ত, জমাকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা প্রদত্ত, জমাকৃত বা বণ্টনকৃত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) এই ধারা এবং ধারা ৫৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আয়ের সূত্রে বৈদেশিক করের অংশবিশেষ বাংলাদেশ করের বিপরীতে রেয়াত অনুমোদিত না হইলে, উক্ত আয়ের পরিমাণ উক্ত বৈদেশিক করের অংশের সমপরিমাণ দ্বারা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে গৃহীত অর্থের ভিত্তিতে কোনো আয়কর পরিশোধযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আয়করের বিপরীতে রেয়াত হিসাবে অনুমোদিত সুবিধার সমহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) ধারা ২৪৭ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির মোট আয় গণনাকালে এই ধারার উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, এবং এই ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে ‘আয়করের বিপরীতে অনুমোদিত রেয়াত সুবিধা’ ‘আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক কর’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪৯। বৈদেশিক করের ক্রেডিট দাবির সীমাবদ্ধতা।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক করের জন্য ক্রেডিট হিসাবে অনুমোদন প্রাপ্তির দাবি, যে করবর্ষে উক্তরূপ আয় বাংলাদেশে আরোপ করা হইয়াছিল বা আরোপযোগ্য হইত সেই বৎসরের পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে যে কার্যালয়ে উক্ত পরিশোধকারীর আয়কর আরোপ করা হইয়াছে সেই কার্যালয়ের উপকর কমিশনারের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের আইন দ্বারা পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে চুক্তির অধীন প্রদত্ত সুবিধা অতিরিক্ত বা অপরিাপ্ত হিসাবে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর রিফান্ডের দাবি বা নূতন করিয়া কর নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না, যদি এইরূপ সকল কর নির্ধারণী, সমন্বয় ও তাহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য নিরূপণ বাংলাদেশে বা অন্যত্র সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কর নির্ধারণী বা রিফান্ডের দাবি পূরণ না করা হয়।

২৫০। **আপিল।**—উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনো পরিশোধকারী কর্তৃক দাবিকৃত বৈদেশিক কর রেয়াত, পূর্ণ বা আংশিক, অনুমোদন করা হইলে, উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আদেশ পরিশোধকারীর নিকট পৌছাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধকারী আপিল যুগ্ম কমিশনার এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং একইভাবে অংশ ২০ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ প্রযোজ্য হইবে।

২৫১। **দ্বৈত কর চুক্তি রহিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধানাবলি।**—(১) যেইক্ষেত্রে সরকারের সহিত সম্পাদিত কোনো চুক্তি ধারা ২৪৪ এর বিধানাবলি অনুসারে এইরূপে কার্যকর থাকে যে, উক্তরূপ চুক্তিবদ্ধ কোনো দেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত কোনো বিশেষ শ্রেণির আয় বাংলাদেশে কর অব্যাহতি পাইবে এবং এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আয় হইতে কর কর্তনযোগ্য হইবে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এইরূপ যেকোনো শ্রেণিভুক্ত আয় (এই অনুচ্ছেদে বাংলাদেশি পরিশোধকারী হিসাবে উল্লিখিত) বর্ণিত দেশের আয় ভোগের অধিকারী ব্যক্তিকে (এই অনুচ্ছেদে অনিবাসী হিসাবে উল্লিখিত) প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বোর্ড দ্বারা বা বোর্ডের অধীন নির্দেশিত নোটিশের অধীন অনিবাসীকে এইরূপ যেকোনো আয় কর কর্তন ব্যতিরেকে পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নোটিশ যেই তারিখে জারি করা হইয়াছিল, তাহা সেই তারিখে বাংলাদেশি পরিশোধকারী, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অনিবাসী ব্যক্তির নিকট নোটিশে বর্ণিত উৎস হইতে এই ধারার বিধানাবলির অধীন কোনো প্রকার কর্তন ব্যতিরেকে যেকোনো পরিমাণ আয়, বা এইরূপ কোনো বৎসরের সম্ভাব্য আয়, যাহার উপর চুক্তি বলবৎ রহিয়াছে, পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত যেকোনো নোটিশ অকার্যকর মর্মে গণ্য হইবে যদি কোনো ক্ষেত্রে, এইরূপ বর্ণনা থাকুক বা নাই থাকুক, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা বা তাহার অধীন জারীকৃত বাতিল নোটিশ দ্বারা তাহা অকার্যকর হয়; এবং যদি বাংলাদেশি পরিশোধকারী জানামতে এইরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় বা তাহাকে বাতিল নোটিশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ কোনো ঘটনা বাংলাদেশি পরিশোধকারীর গোচরীভূত হইবার পর বা, ক্ষেত্রমতে, বাংলাদেশি পরিশোধকারী নোটিশ প্রাপ্তির পর বাংলাদেশি পরিশোধকারী কর্তৃক উক্ত অনিবাসীকে কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন করিতে হইবে।

অংশ ১৭

এজেন্সি, প্রতিনিধিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

২৫২। **কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায়।**—(১) কোনো আয়ের বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্বপালনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে -

- (ক) এইরূপ কর্তব্য, দায়িত্ব ও দায়ের আওতাভুক্ত হইবে যেন এইরূপ আয় তাহার সুবিধার্থে তাহার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বা তাহার বরাবর উদ্ভূত হইয়াছে বা তাহার অনুকূলে জমা হইয়াছে;
- (খ) তাহার নিজ নামে কর নির্ধারণে দায়ী হইবে; এবং
- (গ) এই অংশের অন্যান্য বিধানাবলির সাপেক্ষে, এই আইনের সকল উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে করদাতা হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি, যাহার কোনো আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে এই ধারার বিধানাবলির আওতায় কর নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহার একই আয়ের জন্য এই আইনের অন্য কোনো বিধানের অধীন কর নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই উক্ত ব্যক্তি যাহার জন্য বা যাহার পক্ষে বা যাহার সুবিধার জন্য প্রতিনিধি কোনো আয় গ্রহণের অধিকারী সেই ব্যক্তির সরাসরি কর নির্ধারণ বা তাহার নিকট হইতে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় কর আদায়কে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে—

- (ক) অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, বা ট্রাস্টি যিনি কোনো নাবালক, অপ্রকৃতিস্থ বা নির্বোধ এর জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার কল্যাণে কোনো আয় গ্রহণ করেন বা গ্রহণের অধিকারী হন, তিনি উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন;
- (খ) আদালতের আদেশবলে বা আদেশাধীনে নিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, অফিসিয়াল ট্রাস্টি, বা কোনো রিসিভার, ম্যানেজার বা অন্য ব্যক্তি তিনি, যে নামেই আখ্যায়িত হন কেন, অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার সুবিধার জন্য কোনো আয় গ্রহণ বা গ্রহণের অধিকারী হইলে, উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন;

- (গ) আইনগতভাবে বৈধ ওয়াকফ্ দলিলসহ আইনানুগভাবে সম্পাদিত লিখিত উইল বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা ঘোষিত কোনো ট্রাস্টের অধীন নিযুক্ত ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিবর্গ যাহারা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার সুবিধার জন্য কোনো আয় গ্রহণ বা গ্রহণের অধিকারী হন, তাহারা উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন;
- (ঘ) কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ২৫৩ এর অধীন কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হন, তিনি উক্ত অনিবাসীর যে আয় ধারা ২৭ এর অধীন বাংলাদেশে উদ্ভূত বা অর্জিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন।

২৫৩। **এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন, যথা:—

- (ক) বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি—
- (অ) যিনি অনিবাসীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন;
- (আ) যাহার অনিবাসীর সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে;
- (ই) যিনি অনিবাসীর মালিকানাধীন কোনো অর্থ ধারণ করিয়া অথবা প্রাপ্তি বা বন্দোবস্তকে নিয়ন্ত্রণ করেন;
- (ঈ) যিনি অনিবাসীর একজন ট্রাস্টি; বা
- (উ) যাহার নিকট হইতে বা মাধ্যমে অনিবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো আয় গ্রহণ করেন;
- (খ) নিবাসী বা অনিবাসী কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো মূলধনি সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জন করেন;
- (গ) কোনো ব্যক্তি যিনি অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে অনিবাসীর একজন এজেন্ট হিসাবে ঘোষিত অথবা বিবেচিত হন।

(২) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো স্বতন্ত্র দালাল যিনি যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি অনিবাসী প্রিন্সিপালের সহিত অথবা তাহার পক্ষে কারবার না করিয়া বরং কোনো অনিবাসী দালালের সহিত বা মাধ্যমে কারবার করেন, তিনি উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন না, যদি—

- (ক) লেনদেনটি অনিবাসী দালালের মাধ্যমে সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসাবে সম্পাদিত হয়; এবং
- (খ) অনিবাসী দালাল তাহার সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে উক্তরূপ লেনদেন সম্পাদন করেন।

(৩) উপকর কমিশনার কর্তৃক শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন অনিবাসীর সহিত সম্পর্কের সূত্রে এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

২৫৪। **পরিশোধিত কর পুনরুদ্ধারে প্রতিনিধির অধিকার।**—(১) কোনো প্রতিনিধি যে, ধারা ২৫২ এর অধীন তাহার দায়ের বিপরীতে, কোনো অঙ্ক পরিশোধ করে, সে যাহার পক্ষে উক্ত অঙ্ক পরিশোধ করিয়াছে তাহার নিকট হইতে পরিশোধিত উক্ত অঙ্ক পুনরুদ্ধারের অধিকারী হইবে, অথবা তাহার দখলে রহিয়াছে বা দখলে আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা প্রতিনিধি হইবার কারণে তাহার পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ অর্থ হইতে পরিশোধিত অঙ্কের সমপরিমাণ অর্থ উদ্ধার করিতে পারিবে।

(২) কোনো প্রতিনিধি, বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহাকে প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া কর নির্ধারণ করা হইতে পারে, সেই যে ব্যক্তির (অতঃপর “সুবিধাভোগী” হিসাবে উল্লিখিত) পক্ষে ধারা ২৫২ এর অধীন কর পরিশোধের জন্য দায়ী, সেই সুবিধাভোগীকে প্রদেয় কোনো অর্থ হইতে তাহার আনুমানিক করদায়ের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করিতে পারিবে।

(৩) সুবিধাভোগী এবং প্রতিনিধির মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্যের ঘটনা বা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া কর নির্ধারণ করা হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্থ কোনো ব্যক্তি, যাহা প্রযোজ্য, উপ-ধারা (২) এর অধীন, যেই পরিমাণ অঙ্ক ধরিয়া রাখিবার কথা, উক্ত প্রতিনিধি বা ব্যক্তি উপকর কমিশনারের নিকট হইতে উক্ত অঙ্ক উল্লেখপূর্বক এই মর্মে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়তা দিতে পারিবে যে করদায় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অঙ্ক ধরিয়া রাখা বা মূলতবি থাকিবে এবং এইরূপে গৃহীত সার্টিফিকেট উক্ত অঙ্ক ধরিয়া রাখিবার জন্য হুকুমনামা (warrant) হিসাবে গণ্য হইবে।

২৫৫। **অংশীদার বা সদস্যের নিকট প্রাপ্য অপুনরুদ্ধারযোগ্য করের জন্য ফার্ম বা সংঘের দায়।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্মের কোনো অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যের নিকট হইতে ক্ষেত্রমত উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের অংশীদারী আয়ের প্রেক্ষিতে কোনো প্রদেয় কর অপুনরুদ্ধারযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার নোটিশযোগে উক্ত করের পরিমাণ কর ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘকে অবহিত করিবেন।

(২) আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন করের পরিমাণ সম্পর্কিত নোটিশ প্রাপ্তির পর, নোটিশপ্রাপ্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ উল্লিখিত কর পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে এবং উক্ত কর পুনরুদ্ধারকল্পে করদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবে, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৫৬। **ফার্ম, ইত্যাদির ব্যবসা বন্ধ হইবার ক্ষেত্রে অংশীদার, প্রমুখের দায়।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত কোনো ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, অথবা যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয়ের কর নির্ধারণ এইরূপভাবে করা হইবে যেন কোনোরূপ বন্ধ বা অবসান বা ভাঙ্গন সংঘটিত হয় নাই, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের প্রেক্ষিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের ব্যবসা বন্ধকালীন সময়ে, বা ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সময়, যাহা প্রযোজ্য, উক্ত ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সদস্য ছিলেন, এবং তাহাদের কেহ মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণকারীর আইনগত প্রতিনিধি, উক্ত কর নির্ধারণের ফলশ্রুতিতে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের দ্বারা প্রদেয় কর পরিশোধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন এবং, জরিমানা ও অন্যান্য কোনো প্রদেয় অঙ্কসহ উক্ত কর পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, করদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবেন; এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৫৭। **প্রাইভেট কোম্পানির অপুনরুদ্ধারযোগ্য করের জন্য পরিচালকদের দায়।**—(১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো প্রাইভেট কোম্পানি অবলুপ্ত (wound up) হয় এবং কোম্পানির অবলুপ্তির পূর্বে বা অবলুপ্তকালীন সময়ে বা অবলুপ্তির পরে, যখনই হউক, বা ধারাবাহিকভাবে ৩ (তিন) বৎসর কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ থাকিলে, কোনো আয়বর্ষের কোনো আয়ের প্রেক্ষিতে কোম্পানির উপর নিরূপিত কর আদায় করা সম্ভব হয় নাই, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে উক্ত কোম্পানির পরিচালক ছিলেন তাহারা উক্ত কর পরিশোধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী হইবেন এবং উক্ত কর পুনরুদ্ধারকল্পে করদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবেন, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রাইভেট কোম্পানির আয়ের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তির দায় স্থগিত থাকিবে যদি সেই উপকর কমিশনারের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, কোম্পানির নিকট হইতে কর আদায় না হইবার জন্য কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে তাহার স্থূল অবহেলা, বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার বা কোনো কর্তব্য লঙ্ঘন দায়ী নহে।

২৫৮। **অবলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন প্রাইভেট কোম্পানির করের জন্য লিকুইডেটরের দায়।—**(১)

আদালতের আদেশের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে অবলুপ্ত (wound up) কোনো প্রাইভেট কোম্পানির লিকুইডেটর, তাহার লিকুইডেটর হিসাবে নিযুক্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহার নিযুক্তির বিষয়ে যে উপকর কমিশনারের অধীন উক্ত কোম্পানির কর নির্ধারণের অধিক্ষেত্র রহিয়াছে তাহার নিকট নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, তাহার নিজস্ব বিবেচনায় আবশ্যকীয় তথ্যাদি তলব অথবা প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন করে, কোম্পানি কর্তৃক উক্ত সময়ে অথবা উক্ত সময়ের পরে প্রদেয় কর পরিশোধের জন্য তাহার মতে যেই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে সেই সম্পর্কে লিকুইডেটরকে অবগত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবগত হইবার পর লিকুইডেটর নোটিশে উল্লিখিত করের সমপরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং উক্ত অর্থ পৃথক করিবার পূর্বে, কোম্পানি অবলুপ্তির তারিখে কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় কর পরিশোধ অথবা যে সকল ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সরকারি পাওনার পরিশোধ অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্য, তাহাদের অর্থ পরিশোধের নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোম্পানির কোনো সম্পদ পৃথক করিয়া রাখা যাইবে না।

(৪) লিকুইডেটর কোম্পানির পক্ষে উক্ত পরিমাণ কর পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন যেই পরিমাণ সম্পর্কে উপ-ধারা (২) এর অধীন অবগত করা হইয়াছে, যদি তিনি—

(ক) উপ-ধারা (১) এর চাহিদা অনুযায়ী নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন; বা

(খ) উপ-ধারা (৩) এর বিধানবলির লঙ্ঘন করেন।

(৫) যখন একাধিক লিকুইডেটর নিযুক্ত থাকিবে তখন এই ধারার অধীন লিকুইডেটরের আইনগত বাধ্যবাধকতা ও দায়সমূহ সকল লিকুইডেটরের উপর যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে বর্তাবে।

(৬) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা কার্যকর হইবে।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “লিকুইডেটর” বলিতে অবলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন কোম্পানির পরিসম্পদের গ্রহীতা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২৫৯। **অনিবাসীর শিপিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করদায়।—**(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো অনিবাসী স্বত্বাধিকারী বা ভাড়াকারী হিসাবে, অতঃপর এই ধারায় প্রিন্সিপাল

হিসাবে উল্লিখিত, জাহাজ চলাচলের ব্যবসা পরিচালনা করে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি অনুসারে এইরূপ ব্যবসার জন্য কর আরোপ ও আদায় করা হইবে।

(২) কোনো জাহাজ বাংলাদেশের যেকোনো বন্দর ত্যাগের পূর্বে উক্ত জাহাজের মাস্টার নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ রিটার্ন প্রস্তুত করিবেন এবং উপকর কমিশনারের নিকট তাহা দাখিল করিবেন, যথা:—

- (ক) জাহাজটি বন্দরে সর্বশেষ আগমনের পর হইতে জাহাজে আরোহিত যাত্রী, গবাদিপশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে পরিশোধিত বা প্রদেয় অর্থের পরিমাণ; এবং
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে যেকোনো বন্দরে জাহাজে আরোহিত যাত্রী, গবাদিপশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল কর্তৃক বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহীত, বা গৃহীত হইবে বলিয়া বিবেচিত, অর্থের পরিমাণ।

(৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপকর কমিশনার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অর্থের সমষ্টি নির্ধারণ করিবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ বিবরণাদি, হিসাব বা দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন এবং উল্লিখিত অর্থের নিরূপিত সমষ্টি প্রিন্সিপাল কর্তৃক উক্ত ব্যবসা হইতে বাংলাদেশে অর্জিত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে যাহা এই আইনের অধীন তাহার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ খাতে করযোগ্য হইবে এবং এইরূপ আয়ের উপর ৮% (আট শতাংশ) হারে কর আরোপিত হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জাহাজের মাস্টার বা প্রিন্সিপাল কর্তৃক জাহাজটি বন্দর ত্যাগের পূর্বে উপ-ধারা (২) এর অধীন আবশ্যকীয় রিটার্ন দাখিল সম্ভব নহে, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল কর্তৃক তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের জন্য সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে জাহাজ বন্দর ত্যাগের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা হইলে, উপকর কমিশনার প্রিন্সিপাল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উপ-ধারা (২) এর বিধান যাথাযথ পরিপালন সাপেক্ষে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত কোনো চার্জ বর্ণিত ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর উদ্ভূত হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারায় উল্লিখিত অপর ব্যক্তি যে মাসে উক্ত চার্জ উদ্ভূত হইবে সেই মাস শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত চার্জের জন্য একটি সম্পূরক রিটার্ন দাখিল করিবেন এবং তাহার উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করিবেন।

(৫) কোনো জাহাজকে বন্দর ছাড়পত্র অনুমোদন করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাস্টমস্ কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে যথযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদেয় কর যথাযথভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে বা তাহা পরিশোধের সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপিত প্রাপ্তির সমষ্টিগত অর্থের বিপরীতে কোনো খরচ অনুমোদনের প্রয়াসে এই আইনের অন্য কোনো কিছুকে এখানে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

(৭) এই ধারার অধীন পরিশোধিত কর, এই আইনের অধীন করদাতার চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ১৬৬ এর অধীন মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল আবশ্যক হইবে না, অথবা তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ বা সমন্বয় দাবি করিতে পারিবেন না।

(৮) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের মধ্যে ডেমারেজ চার্জ বা হ্যান্ডেলিং চার্জ হিসাবে পরিশোধিত বা প্রদেয় অঙ্ক বা সমজাতীয় প্রকৃতির অন্য কোনো অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৬০। **অনিবাসীর বিমান পরিবহণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করদায়।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো অনিবাসী স্বত্বাধিকারী বা ভাড়াকারী হিসাবে (অতঃপর এই ধারায় প্রিন্সিপাল হিসাবে উল্লিখিত) বিমান পরিবহণ ব্যবসা পরিচালনা করেন, এবং তাহার স্বত্বাধীন বা ভাড়াকৃত বিমান বাংলাদেশের কোনো বিমানবন্দরে আগমন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিমানবন্দর হইতে বিমানটিতে আরোহিত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ গৃহীত অর্থের সমষ্টি প্রিন্সিপাল কর্তৃক উক্ত ব্যবসা হইতে বাংলাদেশে অর্জিত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে, যাহা এই আইনের অধীন তাহার ‘ব্যবসা হইতে আয়’ খাতে করযোগ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর আরোপিত হইবে।

(২) প্রিন্সিপাল বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট প্রতি ৩ (তিন) মাসের জন্য রিটার্ন প্রস্তুত করিবেন এবং উপকর কমিশনারের নিকট তাহা প্রত্যেক অর্থবৎসরে র প্রতি ৩ (তিন) মাসের শেষ দিন, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর, ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন, হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদর্শন করিয়া দাখিল করিবে, যথা:—

(ক) উক্ত বিমানবন্দর হইতে বিমানে আরোহিত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে, পরিশোধিত বা প্রদেয় অর্থের পরিমাণ; এবং

(খ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো বিমানবন্দর হইতে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহীত বা গৃহীত হইবে বলিয়া বিবেচিত অর্থের পরিমাণ।

(৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপকর কমিশনার যেইরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিবরণাদি, হিসাব বা দলিলাদি তলবক্রমে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মোট অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কর আরোপ করিতে পারিবেন।

(৪) যেইক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় কর ৩ (তিন) মাসের অধিক সময়ের জন্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে কর কমিশনার উক্ত বিমানের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রিন্সিপালের নাম ও তৎকর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ উল্লেখক্রমে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উক্ত প্রিন্সিপালের স্বত্বাধীন বা ভাড়াকৃত বিমানকে প্রদেয় কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো বিমান বন্দর ত্যাগের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপিত প্রাপ্তির সমষ্টিগত অর্থের বিপরীতে কোনো খরচ অনুমোদনের প্রয়াসে এই আইনের অন্য কোনো কিছুকে এখানে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার অধীন পরিশোধিত কর, এই আইনের অধীন চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ১৬৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল আবশ্যক হইবে না, অথবা তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ বা সমন্বয় দাবি করিতে পারিবেন না।

অংশ ১৮

করদাতা নিবন্ধন

২৬১। **করদাতা নিবন্ধন।**—(১) কোনো ব্যক্তি নিজেকে করদাতা হিসাবে নিবন্ধন করিবেন, যদি তিনি-

- (ক) করদাতা হন;
- (খ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন জমা দিতে বাধ্য হন;
- (গ) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে বাধ্য হন;
- (ঘ) কর প্রদান করিতে অথবা রিটার্ন দাখিল করিতে ইচ্ছুক হন।

(২) বোর্ড নিবন্ধিত করদাতাকে একটি করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করিবে।

(৩) আপগ্রেডেশন বা পুনঃনিবন্ধনের উদ্দেশ্যে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেকোনো টিআইএনধারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কোনো তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপনের নির্দেশে দিতে পারিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত করদাতা হইবার যোগ্য কিন্তু নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া টিআইএন গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া টিআইএন প্রদান করিতে পারিবে।

২৬২। **করদাতার নিবন্ধন বাতিল।**—(১) একজন ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে আর বাধ্য না হন এবং-

(অ) ধারা ২ এর দফা ২২ এর অধীন করদাতা হিসাবে আর সংজ্ঞায়িত না হন;

(আ) পরপর বিগত ৩ (তিন) বৎসর করযোগ্য আয় শূন্য হন এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ভবিষ্যতে কোনো করযোগ্য আয় শূন্য থাকিবেন; বা

(ই) ধারা ১৬৬ এর অধীন আর রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন নাই;

(খ) মৃত্যু, অবসায়ন, অবলুপ্তি (dissolution) বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে অস্তিত্বহীন হইয়া যান;

(গ) স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশে আয় উপার্জক কোনো কর্মকাণ্ড করিবেন না;

(ঘ) ডুপ্লিকেট (duplicate) নিবন্ধন বা ভুল নিবন্ধন পাইয়া থাকেন;

(ঙ) আইনি মর্যাদা পরিবর্তন করেন;

(চ) অন্য কোনো আইনানুগ কারণ প্রদর্শন করেন।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন বাতিলের আবেদন প্রাপ্তির পর, আবেদনের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করিয়া করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি নিশ্চিত হন যে—

- (ক) করদাতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য কোনো বকেয়া দায় নাই;
- (খ) করদাতার বিরুদ্ধে কোনো কর নির্ধারণ নিষ্পত্তাধীন নাই;
- (গ) কোনো ফোরামে আয়কর সংক্রান্ত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তাধীন নাই; এবং
- (ঘ) করদাতা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন উহার সত্যতা রহিয়াছে।

(৩) বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন কোনো করদাতাকে নিবন্ধন বাতিলের যুক্তি রহিয়াছে;
- (খ) কোনো করদাতার প্রকৃত বা বৈধ উৎসের কোনো আয় নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে;
- (গ) নিবন্ধনটি আর্থিক অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্যে বা অর্থ পাচারের কোনো স্কিমের অংশ হিসাবে করা হইয়াছে; বা
- (ঘ) নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত তথ্য ভুল এবং অসত্য।

(৪) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপে নিবন্ধন বাতিলকৃত করদাতার সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "নিবন্ধন বাতিল" অর্থ একটি টিআইএন এর নিষ্ক্রিয়করণ (inactive), রহিতকরণ (dormant) এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার অনুপযোগীকরণ, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিলোপ (deletion) বা মোচন (erasure) বুঝাইবে না।

২৬৩। **উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডল্লিউআইএন)।**—(১) অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা আদায় করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর, অতঃপর ডল্লিউআইএন বলিয়া উল্লিখিত, গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি ডব্লিউআইএন গ্রহণ না করিলেও ব্যক্তিগত দায় আরোপসহ উক্ত ব্যক্তির উপর যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই বাধা হইবে না।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ডব্লিউআইএন গ্রহণ করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তিকে একটি অস্থায়ী উইথহোল্ডার নম্বর (টিডব্লিউআইএন) প্রদান করা যাইবে।

২৬৪। **রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা।**—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে একজন ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

(২) “রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ” বলিতে বুঝাইবে—

- (ক) রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়ন বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র;
- (খ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; বা
- (গ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে “রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ” দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

১. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;
২. কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হইতে হইলে;
৩. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
৪. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;
৫. সমবায় সমিতির নিবন্ধন পাইতে;
৬. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হইতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;

৭. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার জমি, বন্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করিতে;
৮. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
৯. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কন্স্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১০. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখিতে;
১১. ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১২. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৩. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখিতে;
১৪. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়া চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১৫. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৬. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

১৭. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখিতে;
১৮. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১৯. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
২০. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
২১. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
২২. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে;
২৩. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
২৪. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
২৫. মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এন্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করিতে;
২৬. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৭. গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৮. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
২৯. অ্যাডভাইজরি বা কন্সাল্টেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩০. Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১৬ (ষোল) হাজার টাকার উর্ধ্বে কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;

৩১. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;
৩২. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
৩৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করিতে;
৩৪. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৩৫. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;
৩৬. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;
৩৭. কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;
৩৮. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;
৩৯. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;
৪০. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেস্তর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করতে এবং বহাল রাখিতে;
৪১. ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখিতে;

৪২. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের;

৪৩. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর।

(৪) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৫) যেইসকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক সেইসকল ক্ষেত্রে কোনো নমিনেশন, মনোনয়ন বা আবেদন যাচাই-বাচাই, কোনো লাইসেন্স অনুমোদন, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, ঋণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল ব্যতীত কোনো প্রকার যাচাই-বাচাই, অনুমোদন, অনুমতি, মঞ্জুর, ইস্যু, ছাড়, সম্পাদন বা পেমেন্ট প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন।

(৬) যে ব্যক্তির নিকট রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা হইবে, সেই ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন দাখিলের প্রমাণাদির সঠিকতা যাচাই করিবেন।

(৭) যেইসকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক সেইসকল ক্ষেত্রে কোনো নমিনেশন, মনোনয়ন বা আবেদন যাচাই-বাচাই, কোনো লাইসেন্স অনুমোদন, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, ঋণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল নিশ্চিত করিবেন এবং দাখিলকৃত রিটার্ন দাখিলের প্রমাণাদির সত্যতা যাচাইয়ে ব্যর্থ হইলে উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপকর কমিশনার অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

(৮) যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(৯) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ব্যতীত অন্য যেকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আইন বা আইনি ক্ষমতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো দলিলের অধীন নিগমিত, নিবন্ধিত বা গঠিত তিনি নিম্নবর্ণিত বৎসরসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের পরিবর্তে নাম ও টিআইএন সংবলিত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিবেন—

(অ) নিগমন, নিবন্ধন বা গঠনের বৎসর; এবং

(আ) নিগমন, নিবন্ধন বা গঠনের বৎসরের পরের বৎসর।

২৬৫। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন।—(১) এই আইনের অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতা যাহার ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তাহার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (১) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনার অনূন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

অংশ ১৯

জরিমানা

২৬৬। রিটার্ন, ইত্যাদি দাখিলে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৬৬, ১৭২, ১৯১, ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন কোনো ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ন্যূনতম ১ (এক) হাজার টাকা হইবে এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ নিম্নবর্ণিত অঙ্ক অতিক্রম করিবে না, যথা:—

- (ক) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা;
- (খ) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কর নির্ধারণ হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ১ (এক) হাজার টাকা, দু'টির মধ্যে যাহা অধিক।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত,

- (ক) ধারা ১৭৭ এর অধীন কোনো রিটার্ন, তথ্য দাখিল বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তাহার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, দু'টির মধ্যে যাহা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত

থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;

- (খ) ধারা ১৪৫ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;
- (গ) ধারা ২০০ এর আবশ্যকতা অনুযায়ী কোনো তথ্য দাখিল বা উপস্থাপনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে যে আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ২০০ এর অধীন তথ্য চাহিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি দিনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৭। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা।—(১)
যেইক্ষেত্রে স্পর্শযোগ্য (tangible) সম্পত্তি ভাড়া হইতে আয় নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে বা উক্ত ধারার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আদেশ বা বিধিমালার বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার তাহার উপর নিম্নবর্ণিতভাবে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) তাহার প্রদেয় করের অনধিক দেড়গুণ পরিমাণ; এবং
- (খ) উক্ত ব্যক্তির মোট করমুক্ত আয় সীমার মধ্যে হইলে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা।

(২) যেইক্ষেত্রে স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি ভাড়া হইতে আয় রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে বা উক্ত ধারার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আদেশ বা বিধিমালার বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার তাহার উপর স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি ভাড়া হইতে অর্জিত আয়ের জন্য প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, দু'টির মধ্যে যাহা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৮। জাল করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহারের জন্য জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, তাহার রিটার্নে বা কোনো দলিলে, যেখানে এই আইনের অধীন করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) আবশ্যিক, অন্য কোনো ব্যক্তির অথবা জাল করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহার করেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৯। অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে অংশ ১০ এর আওতায় কর নির্ধারণ সম্পর্কীয় কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি—

- (ক) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ১৫৪ এর বিধান অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা
- (খ) ধারা ১৫৫ এর অধীন তাহার দ্বারা প্রদেয় করের এইরূপ কোনো প্রাক্কলন উপস্থাপন করেন যাহা তাহার জানামতে বা বিশ্বাস অনুযায়ী অসত্য,

সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপর সর্বোচ্চ এইরূপ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন যাহা উক্ত ব্যক্তির প্রদেয় কর ও প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত কর, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধানের অধিক নহে।

২৭০। নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৮১ বা ১৮৩ এর অধীন জারীকৃত কোনো নোটিশ অমান্য করেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর এইরূপ জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন যাহা তাহার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য করের অধিক হইবে না।

২৭১। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপকর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭৩ এর আবশ্যিকতা অনুযায়ী কর পরিশোধ করেন নাই, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ করের অনধিক ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) অথবা, ক্ষেত্রমত, অপরিশোধিত আংশিক করের সমপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৭২। আয় গোপন করিবার জন্য জরিমানা।—(১) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি, উক্ত কার্যক্রমে কিংবা একই আয়বর্ষের কর নির্ধারণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কোনো কার্যক্রমে তাহার আয়, সম্পদ, দায়,

ব্যয়ের তথ্য বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাহা করদাতার প্রদেয় অঙ্কের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের মাধ্যমে এই আইনের অধীন প্রদেয় অঙ্কের ফাঁকি দিয়েছেন, তাহা হইলে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর ক+খ এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১৫%,

খ = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১০% $\times$ গ,

গ = অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ হইতে উক্ত অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ পর্যন্ত মোট বৎসর।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ” বলিতে—

(অ) উপকর কমিশনার পদের নিম্নে নহে এইরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে; এবং

(আ) কর আপিল ট্রাইব্যুনালকে বুঝাইবে;

(খ) “ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক” বলিতে কোনো করবর্ষে গ-ঘ কে বুঝাইবে,

যেইক্ষেত্রে—

গ = যদি আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করা না হইত তাহা হইলে কোনো করবর্ষে প্রদেয় কর ও অন্যান্য অঙ্ক,

ঘ = সংশ্লিষ্ট করবর্ষে প্রকৃত পরিশোধিত অঙ্ক।

২৭৩। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক জাল নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য জরিমানা।—

যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, উপকর কমিশনার, অতিরিক্ত কর

কমিশনার (আপিল), কমিশনার (আপিল) অথবা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি—

- (ক) কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়িত নহে যে, হিসাব সংরক্ষণ, বিবরণী প্রস্তুত ও রিপোর্ট করিবার ক্ষেত্রে International Accounting Standards (IAS) ও International Financial Reporting Standards (IFRS) এবং নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং (আই এসএ) অনুসরণ করা হইয়াছে; অথবা
- (খ) অসত্য বা অশুদ্ধ হয়,

সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের উপর সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিবেন।

২৭৪। **জাল নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জরিমানা।**—যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, উপকর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), কমিশনার (আপিল) অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, করদাতা কর্তৃক কোনো আয়বর্ষের জন্য রিটার্নের সহিত বা পরবর্তী সময়ে দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত নহে বা অসত্য হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত করদাতার উপর উক্ত আয়বর্ষের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৭৫। **কর পরিশোধে খেলাপি হইবার জরিমানা।**—যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা কর পরিশোধে খেলাপি হন বা খেলাপি হিসাবে গণ্য হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত করদাতার নিকট হইতে, বকেয়া করের অতিরিক্ত, উক্ত বকেয়া করের অধিক হইবে না এইরূপ অঙ্ক জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

২৭৬। **ধারা ২৩৫ এর বিধান পরিপালন না করিবার জরিমানা।**—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ২৩৫ এর অধীন কোনো নোটিশ বা অধিযাচন পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ১% (এক শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৭৭। ধারা ২৩৭ এর বিধান পরিপালন না করিবার জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ২৩৭ অনুসারে কোনো তথ্য বা দলিল বা রেকর্ড রাখিতে, সংরক্ষণ করিতে বা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার, অংশ ১৯ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ১% (এক শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৭৮। ধারা ২৩৮ এর বিধান পরিপালন না করিবার জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ২৩৮ এর বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ২% (দুই শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৭৯। ধারা ২৩৯ এর বিধান পরিপালন না করিবার জরিমানা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ২৩৯ অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৮০। শুনানি ব্যতীত জরিমানা আরোপে নিষেধাজ্ঞা।—কোনো ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ বা তাহাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া, এই অংশের অধীন তাহার উপর জরিমানা আরোপের কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

২৮১। জরিমানা আরোপের জন্য পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন।—উপকর কমিশনার ধারা ২৬৬, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮ ও ২৭৯-তে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া এই অংশের আওতায় কোনো জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন না।

২৮২। উপকর কমিশনারের নিকট জরিমানা আদেশ প্রেরণ।—আপিল ট্রাইব্যুনাল বা উপকর কমিশনার ব্যতীত অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এই অংশের আওতায় যদি কোনো জরিমানা আরোপের আদেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি উপকর কমিশনার বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেই কারণে জরিমানা আদায়ের সহিত সম্পৃক্ত এই আইনের সকল বিধানাবলি এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত আদেশ উপকর কমিশনার প্রদান করিয়াছেন।

২৮৩। জরিমানা অন্য কোনো দায়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।—এই অংশের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো দায় যাহার জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়ী বা দায়ী হইতে পারে এইরূপ দায়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

২৮৪। সংশোধিত আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে জরিমানা আদেশ সংশোধন।— (১) যেইক্ষেত্রে এই অংশের অধীন আরোপিত কোনো জরিমানার পরিমাণ এই আইনের বিধানাবলির আওতায় নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণের সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা পরবর্তীতে উক্ত আয়ের পরিমাণ সংশোধিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার আয়ের পরিমাণ সংশোধন করিবার সময় সংশোধিত জরিমানার আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো প্রকার আদেশ জারির পূর্বে যাহার উপর জরিমানা প্রযোজ্য তাহাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সংশোধিত কর নির্ধারণী আদেশ জারির পরও উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জরিমানার সংশোধিত আদেশ জারি করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে যাহার উপর জরিমানা আদেশ প্রযোজ্য তিনি উক্ত জরিমানার পরিমাণ সংশোধন করিবার অনুরোধ জানাইয়া উপকর কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে যদি কোনো আদেশ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে সংশোধিত কর নির্ধারণী অনুসারে জরিমানার আদেশটি সংশোধিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে এই আইনের সকল বিধান কার্যকর হইবে।

অংশ ২০

রিভিশন, আপিল ও রেফারেন্স

প্রথম অধ্যায়

রিভিশন

২৮৫। কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতা।—(১) কমিশনার করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই আইনের অধীন তাহার অধীক্ষেত্রাধীন অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশের রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং যেইরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন সেইরূপ অনুসন্ধান করিয়া বা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, তৎসম্পর্কে যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবেন, তবে করদাতার স্বার্থের হানিকর কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন কমিশনারের অধীক্ষেত্রাধীন অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রিভিশনের আবেদন এইরূপ আদেশ করদাতার অবহিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অথবা উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া কমিশনার কর্তৃক কোনো সময় বর্ধিত করা হইলে উক্তরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন না, যথা:-

- (ক) যেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) এর নিকট বা আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল করা হয় এবং যদি এইরূপ আপিলের সময় উত্তীর্ণ না হয় অথবা করদাতা তাহার আপিল করিবার অধিকার পরিত্যাগ না করেন; এবং
- (খ) যেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) বা আপিল ট্রাইব্যুনাালের নিকট আপিলের বিষয়ে আদেশ অপেক্ষমান।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন বিবেচিত হইবে না, যদি না-

- (ক) আবেদনের সহিত ২০০ (দুইশত) টাকা ফি প্রদান করা হয়; এবং
- (খ) অবিতর্কিত করে অংশ পরিশোধ করা হয়।

ব্যাখ্যা।— “অবিতর্কিত করে অংশ” অর্থ ধারা ১৭৩ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কমিশনার কর্তৃক অসম্মতি জ্ঞাপনসূচক কোনো আদেশ করদাতার স্বার্থের হানিকর হিসাবে জারি করা হইবে না।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রিভিশনের আবেদন করা হইলে যদি কমিশনার উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তবে উক্ত রিভিশন অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) সেই কর কমিশনারের অধস্তন কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন যাহার অধস্তন উপকর কমিশনার দ্বারা পুনর্বিবেচনাধীন আপিলের বিষয়বস্তু আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আপিল এবং রেফারেন্স

২৮৬। **আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল।**— (১) কোনো করদাতা আয়কর কর্তৃপক্ষের আদেশে সংশ্লিষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আপিল করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) আয় নির্ধারণ;
- (খ) পরিশোধ্য করদায় নিরূপণ;

- (গ) ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা;
- (ঘ) দণ্ড বা সুদ আরোপ;
- (ঙ) চার্জ এবং সারচার্জ বা অন্য কোনো অর্থ হিসাব;
- (চ) প্রত্যর্পণের পরিমাণ নিরূপণ;
- (ছ) করের ক্রেডিট; এবং
- (জ) কোনো প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কেবল কমিশনার (আপিল) বরাবর আপিল করা যাইবে, যথা:-

- (ক) কোম্পানি কর্তৃক আপিল;
- (খ) ধারা ২১৩ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল; এবং
- (গ) আন্তর্জাতিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট সমন্বয় বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল।

(৩) বোর্ড-

- (ক) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের উপর কোনো আপিল নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে; এবং
- (খ) এক আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অন্য আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল নিষ্পত্তির দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) করারোপিত শেয়ার আয় হিসাবে পরিগণিত কোনো আয়ের ক্ষেত্রে আপিল করা যাইবে না।

(৫) নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, কর নিরূপণ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাইবে না, যথা:-

সারণী

রিটার্ন দাখিলের পরিস্থিতি	শর্ত
(১)	(২)
যেইক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে	ধারা ১৭৩ এর অধীন কোনো কর পরিশোধ করা হয় নাই
যেইক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই	উপকর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত করের ন্যূনতম ১০% (দশ শতাংশ) কর পরিশোধ করা হয় নাই:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আপিলকারী আপিল দায়েরের পূর্বে তাহার রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করিয়া থাকেন এবং আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সন্তোষজনক কারণে আপিলকারী রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর পরিশোধ করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ শুনানির জন্য আপিল গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮৭। **আপিল দায়েরের ফরম, পদ্ধতি এবং সময়সীমা।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ২৮৬ এর অধীন প্রত্যেক আপিল নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে করিতে হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) ইলেক্ট্রনিক্যালি বা অন্য কোনো যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত আপিল দায়েরের ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) আপিলকারীকে আপিল দায়েরের তারিখে বা উহার পূর্বে ২০০ (দুইশত) টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) আপিলকারীকে উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে হইবে, যদি-

(ক) কর নির্ধারণ বা দণ্ড সংক্রান্ত হইলে, উক্তরূপ কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, দণ্ড সংশ্লিষ্ট করদাবি নোটিশ জারির তারিখ হইতে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়, তাহা জারির তারিখ হইতে।

(৫) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও আপিল গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপিলকারীর আপিল দায়েরকরণে ব্যর্থ হইবার পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল।

২৮৮। **আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ আপিল শুনানির জন্য তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, এবং তৎসম্পর্কিত একটি নোটিশ আপিলকারী ও সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে প্রদান করিবেন।

(২) আপিলকারী এবং উপকর কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আপিল শুনানিতে অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে, সময় সময়, আপিল শুনানি মূলতবি রাখিতে পারিবেন।

(৪) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ শুনানিকালে বা তৎপূর্বে আবেদনে উপস্থাপিত কারণ ছাড়াও আপিলের অন্যান্য কারণ অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, যদি কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিল আবেদন ফরমে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কারণসমূহ বাদ দেওয়া হয় নাই এবং উক্তরূপ বাদ পড়া অযৌক্তিক ছিল না।

(৫) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ আপিল নিষ্পত্তির পূর্বে যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ তদন্ত সম্পাদন করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজন বিবেচনা করিলে আপিলের কারণ সম্পর্কিত তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক বিষয়টি সম্পর্কে অধিকতর তদন্ত সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৬) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ আপিল শুনানি চলাকালে এইরূপ কোনো দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা উপকর কমিশনারের নিকট সময়মত উপস্থাপন করা হয় নাই, যদি না তাহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ দলিলাদি বা সাক্ষ্য প্রমাণ যুক্তিসঙ্গত কারণে উপকর কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না।

২৮৯। **আপিলের সিদ্ধান্ত।—** (১) কোনো আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ -

- (ক) কর নির্ধারণী আদেশের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণ চূড়ান্তকরণ, হ্রাস, বর্ধিত, নাকচ বা রদ করিতে পারিবে;
- (খ) জরিমানা আরোপের আদেশ সংক্রান্ত মামলায়, এইরূপ আদেশ চূড়ান্তকরণ, নাকচ বা বাতিল অথবা ভিন্ন পন্থায় জরিমানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে; এবং
- (গ) অন্য যেকোনো মামলায়, কর্তৃপক্ষ যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ধারা ৩৩৫ এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতার উপর নোটিশ জারি করা হয় নাই মর্মে অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) এর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হইলে, কোনো কর নির্ধারণী বা জরিমানা আরোপের আদেশ নাকচ করা যাইবে না।

(৩) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো কর নির্ধারণীতে করের পরিমাণ বা আরোপিত জরিমানার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা কর প্রত্যাপনের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন না, যদি না আপিলকারীকে এইরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করা হয়।

(৪) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত আপিলের রায় লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে এবং নিষ্পত্তির বিষয়বস্তু, তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথাযথ কারণসমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো আপিল মামলার ফলে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়কর নির্ধারণীতে সেই অনুযায়ী সংশোধনী আনয়নের জন্য উপকর কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কোনো আপিল মামলা নিষ্পত্তির পর আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক জারীকৃত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ জারির বিষয়টি আপিলকারী, উপকর কমিশনার এবং কমিশনারকে অবহিত করিবে।

(৭) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আপিল যেই তারিখে আপিল দায়ের করা হইয়াছিল, সেই তারিখের সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির পরবর্তী ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে যদি আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ সেটির উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপিলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

২৯০। **ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—ধারা ২১৭ এর অধীন ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের জারীকৃত আদেশে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আদেশটি জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ আপিলের ক্ষেত্রে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৯১। **আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল।**—(১) যদি কোনো করদাতা ধারা ২৭২ অথবা ২৮৯ এর অধীন, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল) কর্তৃক জারীকৃত আদেশে সংক্ষুদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল করিতে পারিবেন।

(২) করদাতা, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল) এর আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর, এবং ধারা ১৭৩ অনুসারে পরিশোধযোগ্য করের মধ্যকার যে পার্থক্য হইবে, তাহার ১০% (দশ শতাংশ), কর পরিশোধ না করিয়া থাকিলে, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করিতে পারিবেন না।

(৩) আপিলকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর কমিশনার, আবেদনে উল্লিখিত কারণ তাহার নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধের বাধ্যবাধকতা শিথিল করিতে পারিবেন এবং আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) উপকর কমিশনার কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক ধারা ২৮৯ এর অধীন অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে করদাতা অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনারকে অবহিত করিবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রত্যেক আপিল দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলেও, যদি আপিল ট্রাইব্যুনাতে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যর্থতার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদপূর্তির পরও উক্ত আপিল গৃহীত হইবে।

(৬) নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল দায়ের করিতে হইবে এবং উপ-ধারা (২) এর ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপিল আবেদনের সহিত ১ (এক) হাজার টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৭) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) ইলেক্ট্রনিক্যালি বা অন্য কোনো যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত আপিল দায়ের করিবার ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯২। **আপিল ট্রাইব্যুনাতে কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি।**— (১) আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল মামলার উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর আপিলটির ক্ষেত্রে যেইরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(২) কোনো আপিল নিষ্পত্তির প্রাক্কালে আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য তলব করিতে পারিবে অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে আপিল মামলার কারণে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, অথবা ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশ নূতনভাবে করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আনীত উক্ত পরিবর্তন মোতাবেক উপকর কমিশনারকে উক্ত ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৪) কোনো আপিল মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপিল ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক জারীকৃত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশটি আপিলকারীকে এবং কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

(৫) এই অধ্যায়ে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো আপিলের বিষয়ে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা কর্তৃক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল আবেদন দাখিল করা হইলে, যে মাসে উহা দাখিল করা হইয়াছে, তৎপরবর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত আপিলের উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আপিলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে এবং যেইক্ষেত্রে ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলা শুনানি করেন এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণের কারণে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হইলে, উক্ত মেয়াদ হইবে যেই মাসে আপিল দাখিল করা হইয়াছে, তৎপরবর্তী ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) দিন।

২৯৩। **হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স।**—(১) ধারা ২৯২ এর অধীন করদাতা অথবা কমিশনার কর্তৃক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার বা করদাতা এইরূপ আদেশ হইতে উদ্ধৃত কোনো আইনি প্রশ্নে বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে হাইকোর্ট বিভাগ বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না করদাতা নিম্নবর্ণিত হারে ফি এবং কর পরিশোধ করেন, যথা:-

- (ক) করদাতার ক্ষেত্রে আবেদনের সহিত ২ (দুই) হাজার টাকা ফি সংযুক্ত করা না হয়; এবং
- (খ) যেইক্ষেত্রে করদাবি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করে, সেইক্ষেত্রে যদি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা

১৭৩ এর অধীন পরিশোধযোগ্য করের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থের ১৫% (পনেরো শতাংশ) করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়;

- (গ) যেইক্ষেত্রে করদাবি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে যদি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা ১৭৩ এর অধীন পরিশোধ্য করের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়।

(২) বোর্ড, করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ফি ব্যতীত এইরূপ পরিশোধের পরিমাণ হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন ৩ (তিন) প্রস্থে করিতে হইবে এবং এর সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) আপিল ট্রাইব্যুনালের যে আদেশে আইনগত প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সেই আদেশের সত্যায়িত ৩ (তিন) টি অনুলিপি;
- (খ) উপকর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার অথবা আপিল অতিরিক্ত বা যুগ্ম কমিশনার অথবা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপিল), এর যে আদেশ আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলের বিষয়বস্তু ছিল উহার সত্যায়িত ৩ (তিন) টি অনুলিপি, এবং
- (গ) আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে উদ্ভূত আইনগত প্রশ্ন সম্পর্কিত অন্য যেকোনো দলিলের ৩ (তিন) টি সত্যায়িত অনুলিপি, যাহা দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লিখিত আদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমে, উপকর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার অথবা কমিশনার (আপিল) অথবা ক্ষেত্রমত, আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হইয়াছিল।

(৪) যেইক্ষেত্রে করদাতা বাদী, সেইক্ষেত্রে কমিশনার বিবাদী এবং যেইক্ষেত্রে কমিশনার বাদী সেইক্ষেত্রে করদাতা বিবাদী হিসাবে গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার মৃত্যু ঘটিলে বা অন্য কেহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে বা করদাতা একটি অবসায়িত কোম্পানি হইলে আবেদন বাতিলযোগ্য হইবে না, এবং করদাতা বাদী হইলে করদাতার নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারী বা অন্য আইনানুগ প্রতিনিধি কর্তৃক, অথবা করদাতা বিবাদী হইলে, পক্ষে বা বিপক্ষে, কিংবা ক্ষেত্রমত, অবসায়ক বা প্রাপকের দ্বারা আবেদনটি সক্রিয় থাকিবে।

(৫) আবেদনটির শুনানির তারিখ ধার্য সংক্রান্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর বিবাদী কর্তৃক শুনানির অনূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে উক্ত আবেদন সংক্রান্ত একটি লিখিত জবাব দাখিল করিতে হইবে; এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট আদেশের সূত্রে বাদী কর্তৃক আইনগত প্রশ্ন সত্যিই উত্থাপিত হইয়াছিল কিনা তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত জবাবে বর্ণনা স্বীকার বা অস্বীকার করিতে হইবে।

(৬) বাদী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটি বিবাদীর মতানুসারে ত্রুটিপূর্ণ মর্মে গণ্য হইলে, যে প্রেক্ষাপটে তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে, তাহা উপর্যুক্ত জবাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদেশে কোনো আইনগত প্রশ্ন নিহিত থাকিলে প্রশ্নটি প্রকৃত অর্থে কী হইতে পারে তাহা সেই জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং জবাটি ৩ (তিন) প্রস্থে দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত উত্থাপিত প্রশ্নটির সহিত সম্পৃক্ত যাবতীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে যাহা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) অথবা (খ)-তে বর্ণিত কোনো আদেশের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রমের প্রয়োজনে উপকর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), কমিশনার (আপিল) অথবা, ক্ষেত্রমত, আপিল ট্রাইব্যুনালের বরাবর সরবরাহ করা হইয়াছিল।

(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এর section 5 প্রযোজ্য হইবে।

২৯৪। **হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত।**—(১) যেইক্ষেত্রে ধারা ২৯৩ এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা হাইকোর্ট বিভাগে আনীত হয়, সেইক্ষেত্রে অন্তত ২ (দুই) জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ইহার উপর শুনানি করিবে এবং এইক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব Code of Civil Procedure 1908 (Act No. V of 1908) এর section 98 এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ ধারা ২৯৩ এর অধীন আনীত রেফারেন্স মামলার উপর শুনানি গ্রহণের পর মামলাটিতে উত্থাপিত আইনগত জটিলতা নিরসনে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষাপট বর্ণনাক্রমে রায় প্রদান করিবে এবং আদালতের সীলমোহরাঙ্কন করিয়া রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযোগে এইরূপ, রায়ের একটি অনুলিপি আপিল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্তরূপ রায়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এইরূপ আবশ্যক গণ্য করিবে সেইরূপ আদেশ জারি করিবে।

(৩) ধারা ২৯৩ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগের রেফারেন্স মামলার ব্যয়সমূহ আদালতের স্ববিবেচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে।

(৪) ধারা ২৯৩ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা যেভাবেই গৃহীত বা দায়েরকৃত হউক না কেন, উক্ত মামলার কর আদায়ের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো স্থগিতাদেশ জারি না করিয়া থাকিলে, কর নির্ধারণীর ভিত্তিতে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২৯৫। **আপিল বিভাগে আপিল।**—(১) ধারা ২৯৪ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায়ের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ যদি উক্ত রায় আপিল বিভাগে আপিলযোগ্য মর্মে প্রত্যয়ন করে, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে আপিল করা যাইবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক Code of Civil Procedure 1908 (Act No. V of 1908) এর বিধানাবলি ডিক্রির ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, আপিল বিভাগে এই ধারার অধীন বর্ণিত আপিলের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানাবলি যতদূর সম্ভব, সেইভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই ধারা ২৯৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৪) এর বিধানাবলিকে প্রভাবিত করিয়াছে মর্মে ব্যক্ত হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, আপিল বিভাগের আদেশ হিসাবে যে ব্যাখ্যা অনুমোদিত হয়, তদসংক্রান্ত আদেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত আনীত দায়েরকৃত পিটিশন হাইকোর্ট বিভাগ উহার অধস্তন যেকোনো আদালতে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৩) সেইক্ষেত্রে এই ধারার অধীন হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় পরিবর্তিত হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ২৯৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৪) এ বর্ণিত হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকর করিবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে আপিল বিভাগের আদেশের কার্যকারিতা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ব্যয় এবং কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ২৯৪ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলায় ধারা ২৯৪ এর অধীন যেভাবে প্রয়োগ হয়, আপিল বিভাগে আপিলের ক্ষেত্রেও উক্ত বিধানসমূহ সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

২৯৬। **সংজ্ঞা**—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে,-

- (১) “অনুমোদিত প্রতিনিধি” অর্থ ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;
- (২) “বেঞ্চ” অর্থ কর আপিল ট্রাইবুনালের বেঞ্চ;
- (৩) “কমিশনারের প্রতিনিধি” অর্থ এই অধ্যায়ের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করিবার লক্ষ্যে ধারা ৪ এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্য হইতে কর কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(৪) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্ট;

(৫) “বিরোধ” অর্থ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কোনো করদাতার কোনো অভিযোগ-

(ক) রিটার্নে করদাতা কর্তৃক ঘোষিত আয়কর নিরূপণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বৎসরের আয় হইতে অধিক হইলে; অথবা

(খ) অংশ ২০ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের ফলে আয়কর নিরূপণের পরিমাণ রিটার্নে করদাতা কর্তৃক ঘোষিত আয়কর নিরূপণের পরিমাণ হইতে অধিক হইলে।

২৯৭। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।**—কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে নিষ্পত্তিাধীন কর নিরূপণ সংক্রান্ত বিরোধ এই অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ের অধীন প্রণীত বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে, এবং বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত যোগ্যতা, শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

২৯৮। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগ।**—(১) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, একজন করদাতা আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টের যেকোনো বিভাগে নিষ্পত্তিাধীন বিরোধ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্টের যেকোনো বিভাগে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তিাধীন থাকিলে, করদাতাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিলের পূর্বে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিরোধ লইয়া রিট করা হইলে উক্ত বিরোধ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন—

(ক) নির্ধারিত ফরমে, সময়ে এবং ফি প্রদানপূর্বক প্রত্যয়ন করিয়া দাখিল করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(৪) করদাতা আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, দলিলাদি এবং আইনগত ভিত্তি ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত বিবৃতি দাখিল করিবেন।

(৫) কোনো করদাতা কোনো আয়বর্ষের রিটার্ন দাখিল করিয়া থাকিলে, তিনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিলের যোগ্য হইবেন না যদি না উক্ত আয়বর্ষে ধারা ১৭৩ এর অধীন প্রদেয় কর পরিশোধ না করিয়া থাকেন।

২৯৯। **কমিশনারের প্রতিনিধি।**—(১) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আবেদনকারী করদাতার সহিত মধ্যস্থতা করিবার জন্য, উপকর কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে, অতঃপর আয়কর প্রতিনিধি বলিয়া উল্লিখিত, মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত আয়কর প্রতিনিধি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সকল মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবেন এবং মতৈক্যে উপনীত হইলে উক্ত মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৩০০। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী।**—(১) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত একজন সহায়তাকারীর মধ্যস্থতায় করদাতা এবং কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া পরিচালিত হইবে।

(২) সহায়তাকারী নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন ও নির্ধারিত ফি গ্রহণ করিবেন।

৩০১। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য করদাতার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ।**—(১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করদাতার স্বয়ং বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কমিশনারের প্রতিনিধির সহিত মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্যস্থতায় করদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত বিষয়ে আইনগত ও তথ্যগত কাগজপত্র ও দলিল সহযোগে যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) যদি কোনো সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলে করদাতাকে, উক্ত সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো করদায় আরোপিত হইলে, সম্মত সময়সীমার মধ্যে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

৩০২। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে কর বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**—(১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রাপ্তির পর, সহায়তাকারী আবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে এবং ধারা ২৯৮ এর শর্তাবলি প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তৎমর্মে সেই বিষয়ে তাহার মতামত তলব করিবেন।

(২) যদি উপকর কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত অনুলিপি প্রাপ্তির পর, ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে শর্তপূরণ সম্পর্কে তাহার মতামত প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সহায়তাকারী আবেদনে উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে পারিবেন।

(৩) সহায়তাকারী-

- (ক) আবেদনকারী এবং কর কমিশনার বা কমিশনারের প্রতিনিধিকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বিরোধ নিষ্পত্তির সভায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিতে পারিবেন;
- (খ) প্রয়োজন বিবেচনা করিলে, সময় সময়, সভা মূলতুবি করিতে পারিবেন;
- (গ) বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সভার পূর্বে বা সভায় উপকর কমিশনার বা আবেদনকারীর নিকট হইতে দলিল বা সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করিতে পারিবেন; এবং
- (ঘ) উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুসন্ধান করাইতে পারিবেন।

(৪) সহায়তাকারী আবেদনকারী করদাতাকে এবং কমিশনারের প্রতিনিধিকে আলোচনা এবং সভার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সম্মত হইবার জন্য সহায়তা প্রদান করিবেন।

৩০৩। **আপিল ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তাধীন আপিল বা রেফারেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম সাময়িক স্থগিতকরণ।**— যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা কোনো আয়বর্ষে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন এবং উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপকর কমিশনার আপিল ট্রাইব্যুনালে কোনো আপিল দায়ের করেন বা কর কমিশনার হাইকোর্ট বিভাগে কোনো রেফারেন্স প্রেরণ করেন, এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আপিল বা রেফারেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম আপাতত স্থগিত থাকিবে।

৩০৪। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত।**— (১) যেইক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই আইনের আওতাধীন বিরোধ সংক্রান্ত কোনো ঘটনা বা আইনভাবে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে উক্তকমত পোষণ করেন, সেইক্ষেত্রে মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ বিষয়টি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে করদাতা এবং কর কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়, সেইক্ষেত্রে সহায়তাকারী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মতৈক্যের বিস্তারিত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) উক্ত মতৈক্যের রেকর্ডে যেকোনো প্রদেয় বা প্রত্যাপনযোগ্য কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বিষয়াদিসহ মতৈক্যের শর্তাবলির বর্ণনা থাকিবে, এবং মতৈক্যের ভিত্তিতে ন্যায্য পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি এবং সহায়তাকারী যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও উল্লেখ থাকিবে।

(৪) যদি পরবর্তীতে উদ্ঘাটিত হয় যে, প্রতারণা ও অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মতৈক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা বাতিল হইবে।

(৫) করদাতা, কমিশনারের প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী মতৈক্যে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৬) যেইক্ষেত্রে আবেদনকারী করদাতা এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে যেকোনো পক্ষের অসহযোগিতার কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কোনো মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভবপর না হয়, বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়, সেইক্ষেত্রে সহায়তাকারী, কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া, মতভেদ হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদনকারী, বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আদালত, ট্রাইব্যুনাল, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং, ক্ষেত্রমত, আয়কর কর্তৃপক্ষকে উক্ত অসফল বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(৭) যেইক্ষেত্রে পাওনা আদায় ও প্রত্যাপনের পন্থা ও সময় নির্ধারণ করিয়া মতৈক্য হয় এবং তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হয়, সেইক্ষেত্রে সহায়তাকারী, এই আইনের বিধানাবলি পরিপালন করিয়া, মতৈক্য অনুসারে, উহা করদাতা এবং সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

(৮) যদি সহায়তাকারী, যে মাসে আবেদন করা হইয়াছিল সেই মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, মতৈক্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কোনো মতৈক্য হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) যেইক্ষেত্রে সফল মতৈক্য হয়, সেইক্ষেত্রে সহায়তাকারী মতৈক্যের অনুলিপি উপ-ধারা (৬)-এ উল্লিখিত সকল পক্ষের নিকট, যেই তারিখে সহায়তাকারী এবং পক্ষগণ মতৈক্যে স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, প্রেরণ করিবেন।

৩০৫। মতৈক্যের ফলাফল।— (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩০৪ এর উপ-ধারা (৯) এর অধীন সম্পাদিত সমঝোতা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে করদাতা বা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

(২) ধারা ৩০৪ এর অধীন নিষ্পন্নকৃত মতৈক্যের ক্ষেত্রে উহাতে উল্লিখিত বিষয় চূড়ান্ত হইবে এবং মতৈক্য বহির্ভূত কোনো বিষয়ে, এই আইনের অধীন যেকোনো কার্যধারায় পুনঃউন্মোচন করা যাইবে।

৩০৬। **মতৈক্য না হইবার ক্ষেত্রে আপিলের সীমাবদ্ধতা।**—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল বিরোধের ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ মতৈক্য হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে করদাতা-

- (ক) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের আদেশ হইতে বিরোধ উদ্ভূত হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল কর কমিশনার বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন;
- (খ) যেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপিল) এর আদেশ হইতে বিরোধ উদ্ভূত হয়, সেইক্ষেত্রে কর আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন;
- (গ) যেইক্ষেত্রে আবেদনকারী করদাতা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালত হইতে আপিল আবেদনের অনুমতি পান উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আপিল দাখিলের তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত বা আদেশ পাইবার জন্য ব্যয়িত সময় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩০৭। **মতৈক্যের পর সত্যতার প্রতিপাদন।**—(১) বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তির অগ্রগতি তদারক করিতে এবং প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং সমন্বয় সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) মতৈক্য বা মতানৈক্য সম্পর্কিত সকল প্রতিকপি বিষয়াদির অনুলিপি সহায়তাকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কমিশনার এবং বোর্ডের নিকট যাচাই এবং আইনগত বা ঘটনাগত সঠিকতা নিরূপণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) মতৈক্য বা মতানৈক্যের বিষয়াদির অনুলিপি প্রতিলিপি প্রাপ্তির পর, যদি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দায়েরকৃত মতৈক্য প্রতারণা, ভুল উপস্থাপনা বা প্রকৃত তথ্য গোপনের মাধ্যমে রাজস্বের ক্ষতি করিবে, তাহা হইলে উক্ত মতৈক্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

৩০৮। **দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় বাধা।**— বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় জড়িত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থা বা মতৈক্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাইবে না।

অংশ ২১

তথ্য সুরক্ষা

৩০৯। **বিবৃতি, আয়, ইত্যাদির গোপনীয়তা।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সংবলিত সকল বিবরণ বা তথ্য গোপনীয় থাকিবে এবং উহা প্রকাশ করা যাইবে না, যথা:-

- (ক) এই আইনের বিধানাবলির অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাববিবরণী বা দলিলাদি;
- (খ) অংশ ২২ এর অধীন গৃহীত কার্যধারা ব্যতীত এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা চলাকালীন প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত দলিলাদি; এবং
- (গ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারায় কর নির্ধারণ বা প্রত্যাপন সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম।

(২) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872), দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো রিটার্ন, হিসাব বা দলিলাদি, বা এতদসংক্রান্ত কোনো অংশ, এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কোনো রেকর্ড, প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারী কর্তৃক উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান বা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করিতে পারিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা নিম্নরূপ বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, -

- (ক) কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের অধীন কোনো অপরাধের তদন্তের লক্ষ্যে জমাকৃত প্রয়োজনীয় কোনো কাগজাদি, বা কোনো বিবৃতি, রিটার্ন হিসাব, দলিলাদি, সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত বিষয়াদি:
 - (অ) Penal Code (Act No. XLV of 1860); বা
 - (আ) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন):

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোনো কাগজাদি, বা কোনো বিবৃতি, রিটার্ন হিসাব, দলিলাদি, সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত বিষয়াদি প্রকাশ বা প্রদানের বিষয়ে আমলি আদালত আদেশ করিবে কেবল সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রয়োজনীয় কোনো কাগজাদি, বা কোনো বিবৃতি, রিটার্ন হিসাব, দলিলাদি, সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত বিষয়াদি প্রকাশ বা প্রদান করা যাইবে;

- (খ) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে জমাকৃত প্রয়োজনীয় কোনো কাগজাদি, বা কোনো বিবৃতি, রিটার্ন হিসাব, দলিলাদি, সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত বিষয়াদি;
- (গ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত কোনো বিবরণ বা তথ্য, বা সরকারের পক্ষে বা বাংলাদেশ সদস্যভুক্ত এইরূপ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় কার্যরত কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত কোনো বিষয়াদি;
- (ঘ) কোনো আইনগত প্রক্রিয়ায় কোনো বিবরণ বা তথ্য অর্জনের জন্য এই আইনের অধীন নোটিশ বা কোনো পাওনা পুনরুদ্ধারের দাবি;
- (ঙ) বোর্ড বা তদকর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তা, বা কমিশনার, সরকারের কোনো দপ্তর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, কর্পোরেশন বা অন্য কোনো সংস্থার নিকট করদাতার কর বকেয়া দাবি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কোনো কাগজাদি বিবরণী;
- (চ) এই আইন হইতে উদ্ভূত কোনো দেওয়ানি আদালত সংক্রান্ত কোনো কার্যধারার প্রয়োজনে উপস্থাপিত কোনো কাগজাদি বিবরণী এবং সরকার যাহার পক্ষভুক্ত;
- (ছ) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কোনো বিষয়াদি;
- (জ) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো কর্মকর্তা বা বোর্ড কর্তৃক কর গ্রহণ বা প্রত্যর্পণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

- (ঝ) আয়কর বিভাগের কোনো কর্মচারীর আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তকালীন সময়ে, তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি কর্ম কমিশন এইরূপ তদন্ত হইতে সৃষ্ট কার্যাদি পালনকালে তখন তাহার নিকট উপস্থাপিতব্য বিষয়াদি;
- (ঞ) আয়কর কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কর আইনজীবীর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ সংক্রান্ত কার্যধারার তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়াদি যাহা উক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিতব্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হইয়াছে;
- (ট) কোনো গণকর্মচারী কর্তৃক এইরূপ কোনো বিষয়াদি, যেখানে Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) এর অধীন অপরাধ প্রমাণিত স্ট্যাম্প ডিউটিসহ দলিলাদি দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে আইনগত কার্যসম্পাদন করিতে হয়;
- (ঠ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের সরকারের মধ্যে দ্বৈত কর পরিহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, উক্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মচারীর সহিত এবং যেইক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট তথ্য উক্ত চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য;
- (ড) সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তাকে কোনো প্রদেয় কর আদায় বা ইহার দ্বারা ধার্যকৃত কোনো কর আদায় সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে;
- (ঢ) Excise and Salt Act, 1944 (Act No. I of 1944), দান কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২২ নং আইন), Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969), মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোনো ক্ষমতা;
- (ণ) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়াদি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, যেইক্ষেত্রে কোনো সময়ের জন্য কার্যকর কোনো আইনের কোনো বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট আয়বর্ষে বা আয়বর্ষসমূহে আয়কর নির্ধারণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে;

- (ত) গণকর্মচারীর আচরণ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি তদন্তের উদ্দেশ্যে সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য;
- (থ) মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রসিকিউশন অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সংক্রান্ত তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য;
- (দ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 19 এর sub-section (2) এর অধীন কোনো আদেশের প্রয়োজন অনুসারে উক্তরূপ কোনো বিবরণ বা তথ্যাদি বা বিষয়াদি;
- (ধ) এইরূপ কোনো তথ্য যাহা করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত বা প্রদর্শিত হয় নাই কিন্তু এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যধারা চলাকালে উদ্ঘাটিত হইয়াছে;
- (ন) এই আইনের কোনো বিধানানুযায়ী কোন রিটার্ন, বিবরণী বা প্রত্যয়ন দাখিল, প্রদর্শন ও যাচাইয়ের জন্য বলা হইয়াছে;
- (প) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত সর্বোচ্চ করদাতার তালিকা।

(৪) এই ধারার কোনো বিধান কোনো আদালতে দলিলাদি, ঘোষণাপত্র বা হলফনামা দাখিল বা ধারা ১৯২ এর অধীন গণকর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বিবৃতি বা বিবৃতির জবানবন্দি প্রমাণাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তির নিকট সরবরাহকৃত কোনো তথ্য এবং কোনো ব্যক্তি বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারী উক্ত তথ্য সম্পর্কে, এইরূপ দায় সাপেক্ষে, যেন তিনি গণকর্মচারী হইলে কোনো অধিকার, বিশেষাধিকার, দায় এবং দায়িত্ব এই আইনের বিধানাবলির আলোকে যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(৬) এই উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো তথ্য প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা উক্ত বিবৃতি প্রস্তুতকারী, রিটার্ন প্রস্তুতকারী, হিসাব বা প্রস্তুতকৃত দলিলাদি, প্রদত্ত সাক্ষ্য বা হলফনামা বা উপস্থাপিত তথ্য, যাহাই হউক না কেন, স্বেচ্ছা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

অংশ ২২

ফৌজদারি অপরাধ ও বিচার

৩১০। এই অংশের বিধানসমূহ অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।—(১) এই অংশের বিধানসমূহ অন্যান্য আইনের বিধানের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া ফৌজদারি অপরাধ মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(২) এই অংশের বিধানসমূহ এই আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীতব্য অন্য কোনো আদেশের হানি না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে কার্যকর হইবে এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে আদেশ জারি না করিবার বিষয়ে তাহা প্রতিরক্ষক হইবে না।

৩১১। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা এবং কতিপয় কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার দণ্ড।—কোনো ব্যক্তি যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নিম্নরূপ তথ্য প্রদান বা কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যাহা ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি—

- (ক) ধারা ২০০, ২০১, ২০৪ বা ২০৫ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন বা প্রত্যাখ্যান করেন;
- (খ) ধারা ২০২ অনুযায়ী পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান না করেন বা কপি গ্রহণে সম্মতি প্রদান না করেন;
- (গ) ধারা ২০৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হন;
- (ঘ) ধারা ২০৫ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগকারী আয়কর কর্তৃপক্ষকে উহার কার্যসম্পাদনে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন;
- (ঙ) ধারা ১৪৭ বা ধারা ২০৬ এর অধীন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি প্রদান না করেন বা বাধা প্রদান করেন।
- (চ) ধারা ২২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;

৩১২। **কর পরিহারের চেষ্টার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কৌশলে এই আইনের অধীন প্রদেয় করদায় এড়াইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের অধীন প্রদেয় করদায় এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন, যদি তিনি-

- (ক) আয়ের বিশেষ বিবরণ গোপন করেন;
- (খ) আয়কর পরিশোধের দায়বদ্ধতা হ্রাস করিবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পত্তি, দায় এবং ব্যয় সম্পর্কে অসত্য বিবরণ প্রদান করেন;
- (গ) তাহার আয়ত্বের বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো হিসাব বা অন্যান্য দলিলাদি, যাহা এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট, এইরূপ বিষয়ে অসত্য তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করেন;
- (ঘ) হিসাব বা অন্যান্য বিবরণীতে কোনো মিথ্যা তথ্য, বা বিবৃতি, প্রস্তুত করেন বা করান;
- (ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে হিসাবসমূহের বা অন্যান্য বিবৃতির কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য বা বিবৃতি বিলুপ্ত করেন বা করান; বা
- (চ) এই আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর পরিশোধ না করিবার লক্ষ্যে অন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩১৩। **যাচাই সাপেক্ষে প্রমাণিত মিথ্যা বিবৃতির দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো হিসাব বা বিবৃতি প্রদান করেন যাহা মিথ্যা, এবং তিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে, তাহা মিথ্যা অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অর্থদণ্ডসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, দণ্ডিত হইবেন।

৩১৪। **মিথ্যা সনদপত্রের দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন এইরূপ কোনো সনদপত্র স্বাক্ষর বা জারি করেন, যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে কোনো সনদপত্র স্বাক্ষর বা জারি করিবার জন্য তিনি ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, তবে ৩ (তিন) মাসের নিম্নে নহে, দণ্ডিত হইবেন।

৩১৫। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহে ব্যর্থতা এবং তাহা সরকারি কোষাগারে জমাদানে ব্যর্থতার দণ্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যাহা ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত,

(ক) অংশ ৭ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কর আদায় বা সংগ্রহ ও পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(খ) ধারা ২২১ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে কর আদায় করিতে এবং কর প্রদানে ব্যর্থ হন।

(২) যদি কর্তনকৃত, সংগ্রহকৃত বা পরিশোধিত করের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অতিক্রম না করে তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শনাক্ত হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় উপ-ধারা (১) এর অধীন কর কর্তন করেন, নির্ধারিত সময়ে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জরিমানা এইরূপ হারে গণনা করা হইবে যাহা ধারাবাহিক ব্যর্থতাকালীন সময়ে প্রতিদিনের জন্য অনূন ১০০ (একশত) টাকার কম বা ৫০০ (পাঁচশত) টাকার অধিক হইবে না।

৩১৬। যাচাই সাপেক্ষে মিথ্যা নিরীক্ষিত বিবৃতি প্রদানের দণ্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি রিটার্নের সহিত বা তদনুসারে কোনো নিরীক্ষিত হিসাববিবরণী দাখিল করেন যাহা জাল বা মিথ্যা এবং তিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে, তাহা জাল ও মিথ্যা, বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, দণ্ডিত হইবেন।

৩১৭। করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর অসঙ্গত ব্যবহারের দণ্ড।—কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জাল বা অপর কোনো ব্যক্তির করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরের অসঙ্গত অনুচিত ব্যবহার করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১৮। আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধা প্রদানের দণ্ড।—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কার্যাবলি নির্বাহকালে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধা প্রদান করিলে তিনি অনূন ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১৯। **ক্রোক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের দণ্ড।**—কোনো সম্পত্তির মালিক, বা তাহার প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দাবিকারী ব্যক্তি কর উদ্ধারকারী কর্তৃকতার নিকট হইতে নোটিশ প্রাপ্তির পর যদি ক্রোক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো সম্পদ বিক্রয়, বন্ধক, বন্দোবস্ত, লিজ বা অন্য কোনোভাবে রফা করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২০। **ধারা ২২১ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধান পরিপালন না করিবার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, ধারা ২২১ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যাহা ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২১। **প্ররোচনার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটিত করিবার জন্য সহায়তা, প্ররোচিত করা বা উৎসাহিত, বা উদ্দীপনা প্রদান করিলে, প্রথমে উল্লিখিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যাহা ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২২। **সুরক্ষিত তথ্য প্রকাশের দণ্ড।**—কোনো গণকর্মচারী, বা সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি, বা নিয়োজিত ব্যক্তি বা এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ৩০৯ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো সুরক্ষিত দলিলাদি, বিশেষ বিবরণী বা তথ্য প্রকাশ করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২৩। **কোনো কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—(১) যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক সংঘটিত হয় সেইক্ষেত্রে—

(ক) উক্ত কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘকে কেবল জরিমানা করা হইবে; এবং

(খ) কোম্পানি বা এতদসংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা, বা ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ পরিচালনার বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থদণ্ডসহ অনধিক ৬ (ছয়) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘ এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিচারকার্য সম্পাদিত হইবে এবং তদনুসারে তাহারা দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ দণ্ডিত হইবেন না, যদি তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে-

- (ক) অপরাধ তাহার জ্ঞান, সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতি ব্যতীত সংঘটিত হইয়াছিল;
- (খ) অপরাধটি তদ্ব্যবস্থাপক কোনো অবহেলার কারণে সংঘটিত হয় নাই; এবং
- (গ) এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

৩২৪। **মামলা পরিচালনার অনুমোদন।**—কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই অংশের কোনো বিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৩২৫। **অপরাধ আপোষের ক্ষমতা।**—কমিশনার এই অংশের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো কার্যক্রম বা মামলা দায়েরের পূর্বে বা পরে প্রসিকিউশন প্রক্রিয়া শুরুর আগে বা পরে, আপোষ করিতে পারিবেন।

৩২৬। **বিশেষ জজ কর্তৃক বিচার।**—(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) বা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ধারা ৩২২ এর অধীন অপরাধ ব্যতীত, Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে, যেন উক্ত অপরাধ উক্ত Act এর তফসিলভুক্ত একটি অপরাধ।

(২) ধারা ৩২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, উপকর কমিশনার কর্তৃক লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে, বিশেষ জজ, ধারা ৩২২ এর অধীন অপরাধ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অংশ ২৩

অনুমোদিত প্রতিনিধি

৩২৭। হাজিরার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি।—(১) কোনো করদাতা, যিনি এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাতে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত বা প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে, ধারা ২২১ এর অধীন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত, অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “অনুমোদিত প্রতিনিধি” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি করদাতার পক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিতভাবে অনুমোদিত এবং যিনি-

- (ক) করদাতার পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই বা বোন;
- (খ) করদাতার কোনো পূর্ণকালীন নিয়মিত কর্মচারী;
- (গ) একজন কর আইনজীবী।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, “কর আইনজীবী” অর্থ -

- (ক) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;
- (খ) অনুশীলনকারী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট;
- (গ) অনুশীলনকারী কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট;
- (ঘ) অনুশীলনকারী চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ;
- (ঙ) উপকর কমিশনারের নিয়মে নহে এইরূপ পদে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিয়াছেন; অথবা
- (চ) বোর্ড কর্তৃক কর আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি।

(৪) প্রত্যেক কর আইনজীবীকে বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত কোনো কর আইনজীবী সমিতির সদস্য হইতে হইবে।

(৫) বোর্ড কর আইনজীবী সমিতির নিবন্ধন প্রদান করিবে এবং বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোনো আইনজীবী সমিতি কর আইনজীবী সমিতি হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৬) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) কর আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্তি ও বাতিল;
- (খ) কর আইনজীবীর আচরণ-বিধি;
- (গ) কর আইনজীবী হিসাবে প্রতিনিধিত্বের অযোগ্যতা;
- (ঘ) কর আইনজীবীর শৃঙ্খলা ও আপিল; এবং
- (ঙ) কর আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচিতিপত্র প্রাপ্তি।

অংশ ২৪

ইলেক্ট্রনিক কর ব্যবস্থাপনা

৩২৮। **ইলেক্ট্রনিক কর ব্যবস্থাপনা।**—(১) যেইক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কোনো রিটার্ন, উৎসে করের রিটার্ন, যেকোনো প্রকারের বিবৃতি, আবেদন বা দলিল কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বা কর আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিতে হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত রিটার্ন, বিবৃতি, আবেদন বা দলিল বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক, কম্পিউটারে পাঠযোগ্য বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য ফরমে ও পদ্ধতিতে দাখিল করা যাইবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে প্রেরিত কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদপত্র, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এই আইনের অধীন কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদপত্র, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) বোর্ড, এই আইনের কোনো বিধানের অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বা কর আপিল ট্রাইব্যুনালে কোনো প্রকার হাজিরা বা শুনানির বিষয়াদি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে নিশ্চিতকল্পে যেকোনো কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম উন্নয়ন, ব্যবহার ও প্রচলন করিতে পারিবে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে হাজিরা প্রদান ও শুনানির নিশ্চিত প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি শ্রেণি বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির আয়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রিটার্ন, উৎসে করের রিটার্ন, যেকোনো প্রকারের বিবৃতি, আবেদন বা দলিল কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বা কর আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

(৫) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কর পরিশোধ বা কর পরিপালন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বোর্ড বিশেষ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

অংশ ২৫

বিবিধ

৩২৯। **আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।**— সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষকে তাহাদের কর্তব্য পালনে সহায়তা প্রদান করিবে।

৩৩০। **ত্রুটি সংশোধন।**— (১) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থায়ী বিবেচনায় বা করদাতার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো আদেশে ত্রুটি দেখিতে পান, সেইক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্তরূপ ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারির তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদ শেষ হইবার পর এই উপ-ধারার অধীন কোনো সংশোধন করা যাইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা, কোনো করবর্ষের ক্ষেত্রে লিখিত আবেদন দ্বারা, উপকর কমিশনারের নিকট এই মর্মে দাবি উত্থাপন করেন যে, এই আইনের অধীন—

(ক) প্রদেয় অর্থের পরিমাণের চাহিতে অধিক পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে; বা

(খ) করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত কোনো করের ক্রেডিট প্রদান করা হয় নাই;

সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার করদাতার দাবির বৈধতা এবং সঠিকতা যাচাই করিয়া যে করবর্ষে উক্তরূপ অধিক পরিমাণ অর্থ পরিশোধিত হইয়াছিল সেই করবর্ষে উহার প্রত্যর্পণ সৃষ্টি করিবেন বা, ক্ষেত্রমত, উক্তরূপ পরিশোধিত করের ক্রেডিট প্রদান করিবেন।

(৩) কর নির্ধারণ বৃদ্ধি বা প্রত্যর্পণ হ্রাস বা অন্য কোনোভাবে করদাতার দায় বৃদ্ধি করিতে পারে এইরূপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসমূহকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো দায় সংশোধন করা যাইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ত্রুটি করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হইয়াছে এবং উক্ত ত্রুটি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার পরবর্তী অর্থবৎসরের মধ্যে সংশোধন করা না হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীন ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুসারে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো ফার্মের অংশীদারের কর নির্ধারণের পর উক্ত ফার্মের কর নির্ধারণ অনুসারে বা ধারা ২১৩, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫ বা ৩০৪ এর অধীন ফার্মের আয় হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, ফার্মের লাভ বা লোকসানের অংশ উহার অংশীদারের আয় নির্ধারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বা অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা সঠিকভাবে হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর নির্ধারণে অংশীদারের শেয়ারের, ক্ষেত্রমত, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনী এইরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি তদনুসারে কার্যকর হইবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে ধারা ২১২ এর অধীন গৃহীত কার্যধারার ফলস্বরূপ, কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের বিবেচনায় ফার্মের অংশীদারের বা, ক্ষেত্রমতে, ব্যক্তিসংঘের সদস্যের মোট আয় পরিগণনা করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এইরূপ ক্ষেত্রে মোট আয় পরিগণনা করিতে পারিবে না এবং উক্ত পরিগণনার ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন যেন উক্ত পরিগণনা এই ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি তদনুসারে কার্যকর হইবে।

৩৩১। **নিকটতম টাকায় কর গণনা।**— এই আইনের অধীন প্রদেয় অর্থ বা প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণে, টাকার কোনো ভগ্নাংশ ৫০ (পঞ্চাশ) পয়সা বা ততোধিক হইলে উহা ১ (এক) টাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৩২। **পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য প্রদত্ত প্রমাণ।**— এই আইনের অধীন পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য রশিদ প্রদান করিতে হইবে।

৩৩৩। **তামাদির মেয়াদ গণনা।**— (১) এই আইনের অধীন আপিল বা আবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, যেই তারিখে অভিযোগীয় বিষয়ে আদেশ জারি করা হইয়াছিল সেইদিন, বা করদাতাকে নোটিশ জারিকালে যদি আদেশের কপি সরবরাহ করা না হয়, তাহা

হইলে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক আদেশের কপি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দেওয়া হইবে।

(২) এই আইনের অধীন আপিল বা আবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির দিন যদি ছুটির দিন হয় তাহা হইলে আপিল বা আবেদন উক্ত ছুটির দিনের অব্যবহিত পরবর্তী দিন দাখিল করা যাইবে।

৩৩৪। **তামাদি প্রমার্জন বা সময়সীমা বৃদ্ধি, ইত্যাদির ক্ষমতা।**— এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় বিদ্যমান বলিয়া সরকারের ঘোষণা বা আদেশ রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ জারির মাধ্যমে, এই আইনের কোনো বিধান পরিপালনের সময়সীমা প্রমার্জন করিতে পারিবে বা পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩৩৫। **নোটিশ জারি।**— (১) কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণ আদেশ, কর বা প্রত্যর্পণ পরিগণনার ফরম, বা অন্য কোনো দলিল তদোল্লিখিত নামীয় ব্যক্তিকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বা প্রেরকের অফিসিয়াল ইলেক্ট্রনিক মেইল হইতে উক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেসে বা কোনো আদালত কর্তৃক Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন সমন জারির পদ্ধতিতে, জারি করা যাইবে।

(২) ধারা ৩২৭ এ উল্লিখিত অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণ আদেশ, কর বা প্রত্যর্পণ পরিগণনার ফরম, অথবা অন্য কোনো দলিল গ্রহণ করা হইলে উক্ত অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক এইরূপ গ্রহণ উক্ত ব্যক্তির নিকট বৈধ প্রেরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিতভাবে নোটিশ প্রেরণ করা যাইবে, যথা:—

- (ক) কোনো ফার্ম বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, ফার্মের কোনো সদস্য, বা ব্যবস্থাপক বা পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিকট;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানির ক্ষেত্রে, ইহার প্রধান নির্বাহী, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর নিকট;
- (গ) অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে, প্রধান নির্বাহী বা ইহার কোনো সদস্যের নিকট;
- (ঘ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বিলোপিত হইয়া গেলে অনুরূপ বিলোপিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, ক্ষেত্রমত, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের সদস্য ছিলেন এইরূপ যেকোনো ব্যক্তির নিকট;

- (ঙ) ধারা ১৯১ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ব্যবসা বন্ধ হইবার ক্ষেত্রে, যদি ব্যবসা বন্ধ থাকে তবে—
- (অ) এইরূপ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যাহার আয় নির্ধারণ করা হইবে;
- (আ) এইরূপ কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর নিকট; এবং
- (ই) এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কার্যক্রম বন্ধ হইবার সময় অংশীদার ছিলেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট;
- (চ) যেইক্ষেত্রে ধারা ১৯২ এর অধীন কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভক্ত হইবার তথ্য পাওয়া যায়, উক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের সর্বশেষ ব্যবস্থাপক ছিলেন এইরূপ ব্যক্তির নিকট অথবা যদি উক্তরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে বিভক্তির পূর্বে উক্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন এইরূপ সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিকট; এবং
- (ছ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, যাহা কোনো ব্যক্তি নহে, যিনি উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করিতেন এইরূপ ব্যক্তির নিকট।

(৪) কোনো নোটিশের অধীন রিটার্ন দাখিল বা নোটিশ পরিপালন করিবার পর উক্তরূপ নোটিশের বৈধতা বা উহা জারির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,

- (ক) “নোটিশ” অর্থে এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা চাহিদাপত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) “ইলেক্ট্রনিক মেইল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ইলেক্ট্রনিক মেইল;
- (গ) “প্রেরকের অফিসিয়াল ইলেক্ট্রনিক মেইল” অর্থ নোটিশ প্রেরণের নিমিত্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল;

(ঘ) “ব্যক্তির নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস” অর্থ ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস;

(অ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য দাখিলকৃত উক্ত ব্যক্তির রিটার্নে যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে;

(আ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট যেরূপে উক্তরূপ ব্যক্তির ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৩৬। **কতিপয় ত্রুটির জন্য কর নির্ধারণ, ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না করা।**—এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত বা নিষ্পন্নকৃত অথবা প্রণীত, জারীকৃত বা নিষ্পন্নকৃত মর্মে গণ্য হয় এইরূপ কোনো কর নির্ধারণ, আদেশ, নোটিশ, ওয়ারেন্ট বা অন্যান্য দলিল, কেবল নির্ধারিত কোনো ফর্মের অভাবে বা উহাতে কোনো ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি কারণে বাতিল বা অন্যভাবে অকার্যকর হইবে না যদি না উক্তরূপ ফর্মের অভাব, ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি করদাতাকে প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩৩৭। **কোম্পানি অবসায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি।**—কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবসায়নের আদেশপ্রাপ্ত বা সাময়িকভাবে অবসায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে, এইরূপ কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলমান রাখিতে বা কোনো কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য “লিভ অব দি কোর্ট” প্রয়োজন হইবে না।

৩৩৮। **দায়মুক্তি।**—(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ক্ষমতাবলে অপর কোনো ব্যক্তির আয় হইতে কোনো কর কর্তন, সংগ্রহ, ধারণ বা পরিশোধ করিলে, উক্তরূপ কর কর্তন, সংগ্রহ, ধারণ বা পরিশোধের জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কৃত কোনো কর নির্ধারণ নাকচ বা সংশোধনের জন্য বা অন্য কোনো আদেশের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্য বা কার্য করিবার উদ্যোগের জন্য কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইনে ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৩৯। **কর আরোপের জন্য নিষ্পন্নাদীন আইনি বিধান কার্যকরকরণ।**—যদি কোনো বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম দিন সংসদের আইন দ্বারা উক্ত বৎসরের জন্য কর আরোপের লক্ষ্যে বিধান গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সংসদে পেশকৃত বিলে প্রস্তাবিত বিধান বা পূর্ববর্তী বৎসরে কার্যকরকৃত বিধান, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা করদাতার জন্য অধিক উপযোগী, উহা এই আইনের অধীন কার্যকর থাকিবে।

৩৪০। **কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য প্রণোদনা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, নিম্নরূপ ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) বোর্ড এবং আয়কর বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসামান্য কর্মদক্ষতা, কর আদায় এবং কর ফাঁকি শনাক্তকরণের জন্য;
- (খ) কোনো অর্থবৎসরে রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বোর্ড, এবং আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে; অথবা
- (গ) কর ফাঁকি শনাক্তকরণের লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহকারী অন্য কোনো ব্যক্তিকে।

৩৪১। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।**—বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের কোনো তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো প্রকার কর আরোপ বা করহার বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৩৪২। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, বোর্ড, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে, আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বিজ্ঞপ্তি, স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অতঃপর রহিত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন—

- (ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

- (গ) প্রণীত কোনো বিধি বা প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালা বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত ইন্সট্রুমেন্ট, উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে; এবং
- (ঘ) কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

৩৪৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম ভফসিল

বিনিয়োগে বিশেষ করহার

[ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন

১। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিনিয়োগ প্রদর্শন।—(১) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ বা ক্রয়ে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করিলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত বিনিয়োগ সম্পন্ন হওয়া সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণীর পূর্বে করদাতা নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর পরিশোধ করেন:

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির বর্ণনা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত অনধিক ২ ০ ০ (দুইশত) বর্গমিটার প্লিন্থ আয়তন (plinth area) বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৪ (চার) হাজার টাকা
২.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ২ ০ ০ (দুইশত) বর্গমিটারের অধিক প্লিন্থ আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৬ (ছয়) হাজার টাকা
৩.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কারওয়ান বাজার, বনশ্রী, বিজয় নগর, ওয়ারী, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশী, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত অনধিক ৩৩৩ (দুইশত) বর্গমিটার প্লিন্থ আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩ (তিন) হাজার টাকা

(১)	(২)	(৩)
৪.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কারওয়ান বাজার, বনশ্রী, বিজয় নগর, ওয়ারী, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশী, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত ২০০ (দুইশত) বর্গমিটারের অধিক প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩ (তিন) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
৫.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত অনধিক ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা
৬.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ১ (এক) হাজার টাকা
৭.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ২০০ (দুইশত) বর্গমিটারের অধিক প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ১ (এক) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
৮.	কোনো জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত অনধিক ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা
৯.	কোনো জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক ২০০ (দুইশত) বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
১০.	কোনো জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত ২০০ (দুইশত) বর্গমিটারের অধিক প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা
১১.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় অবস্থিত অনধিক ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ২০০ (দুইশত) টাকা
১২.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় অবস্থিত ১২০ (একশত বিশ) বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক ২০০ (দুইশত) বর্গমিটার প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা

১৩.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় অবস্থিত ২০০ (দুইশত) বর্গমিটারের অধিক প্লিন্স আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ৫ ০ ০ (পাঁচশত) টাকা।

(২) এইরূপ বিনিয়োগ সম্পন্নের পূর্বে করদাতা কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইতোমধ্যে কোনো বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট এর মালিক হইয়া থাকিলে অথবা করদাতা দুই বা ততোধিক বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করিলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত করহার ২ ০ % (বিশ শতাংশ) অধিক হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত করহার ১ ০ ০ % (একশত শতাংশ) অধিক হইবে যেইক্ষেত্রে—

- (ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৭১ এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়; বা
- (গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৪) এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না যেইক্ষেত্রে এইরূপ বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ—

- (ক) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত হয়; বা
- (খ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ধৃত না হয়।

২। **অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা।—**

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত যেকোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলে অথবা বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২২ এর অধীন ঘোষিত হাইটেক পার্কে কোনো কোম্পানি কর্তৃক ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প স্থাপনা নির্মাণে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করা হইলে, উক্তরূপ বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য

রিটার্ন দাখিল করিবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর পরিশোধ করা হয়।

অংশ - ২

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।— (১) কোনো ব্যক্তি—

- (ক) যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হয় নাই এবং যিনি উক্ত এক বা একাধিক বৎসরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল করেন নাই, তিনি তাহার রিটার্নে চলতি করবর্ষের আয়ের সহিত তাহার উক্ত আয় খাতওয়ারি প্রদর্শন করিতে পারিবেন; বা
- (খ) যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হইয়াছে; তবে এইরূপ আয় নির্ধারণের সময় কোনো আয় বাদ পরিয়াছে অথবা নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণ প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি তাহার রিটার্নে চলতি করবর্ষের আয়ের সহিত উক্ত অপ্রদর্শিত আয় খাতওয়ারি প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি—

- (ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে—
 - (অ) এইরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং
 - (আ) অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;
- (খ) ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং
- (গ) রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়—
 - (অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;
 - (আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং
 - (ই) ঘোষিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।

(৩) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

- (ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানির উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- (ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয়-
 - (অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা
 - (আ) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয়; বা
- (ঙ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যেকোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথা:-

- (ক) শিল্পোদ্যোগ ও তাহার সম্প্রসারণ;
- (খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
- (গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;
- (ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা
- (ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।

দ্বিতীয় তফসিল

অনুমোদিত তহবিলসমূহ

[ধারা ২ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

অনুমোদিত বার্ষিক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল

১। বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের শর্তাবলি।—নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে, বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে হইবে;
- (খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তাহার পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা এইরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা এইরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে, তবে তাহাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলে একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;
- (গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে;
- (ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল বার্ষিক অনুদান, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে;
- (ঙ) তহবিলটি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর কমিশনার, অতঃপর এই অংশে কমিশনার বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদনের লক্ষ্যে অন্য কোনো শর্ত প্রয়োগ যথার্থ বিবেচনা করিলে, উক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে,

উক্তরূপ তহবিল বা উহার অংশবিশেষ হইতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:—

- (অ) তহবিলের বিধান থাকা সত্ত্বেও, তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা নির্ধারিত কতিপয় আকস্মিক খরচ নির্বাহের জন্য ফেরত গ্রহণের ক্ষেত্রে;
- (আ) পূর্বে উল্লিখিত এককালীন অর্থ প্রদান তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হইবার বিধান থাকা সত্ত্বেও, যদি এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে উহা একমাত্র উদ্দেশ্য না হইয়া থাকে; অথবা
- (ই) যে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সহিত উল্লিখিত তহবিল সম্পর্কিত সেই ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনা কেবল আংশিকভাবে বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও।

২। অনুমোদনের পদ্ধতি।—(১) বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের যেকোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তাহার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবেন।

(৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবেন।

(৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যর্থতায়, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
- (খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ; এবং
- (গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

৩। **অনুমোদন প্রত্যাহার।**—(১) যদি কমিশনার বিবেচনা করেন যে, যে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ হয় নাই, সেইক্ষেত্রে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে সেই বিষয়ে অবহিত করিতে হইবে—

- (ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং
- (খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়।

৪। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিলের বিনিয়োগ অথবা আমানত হইতে উপার্জিত আয় এবং এইরূপ তহবিলের মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি আয় আয়কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর উদ্দেশ্যে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

৫। তহবিলের অনুমোদন বিলুপ্তিতে ট্রাস্টির দায়দায়িত্ব।—যদি কোনো কারণে কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিলের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে তহবিলের ট্রাস্টির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পরিশোধের জন্য করদায় বর্তাইবে—

- (ক) ফেরত প্রদত্ত চাঁদা (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে);
- (খ) বার্ষিক এককালীন ভাতার বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রদত্ত অর্থ; এবং
- (গ) তহবিলের বিলুপ্তি হইবার পূর্বে তহবিল বা তহবিলের অংশবিশেষের জন্য পরিশোধকৃত অর্থ।

৬। বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।—উপকর কমিশনার, নোটিশ দ্বারা, কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল এর ট্রাস্টি বা বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল-এ চাঁদা প্রদানকারী নিয়োগকর্তাকে নিম্নবর্ণিত বিবরণ দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিযোগে একটি রিটার্ন-
 - (অ) তহবিল হইতে বার্ষিক অনুদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও আবাসিক ঠিকানা;
 - (আ) প্রত্যেক প্রাপককে পরিশোধযোগ্য বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ;
 - (ই) নিয়োগকর্তাকে অথবা কর্মচারীকে ফেরত প্রদত্ত চাঁদার (সুদসহ চাঁদা, যদি থাকে) বিবরণাদি; এবং
 - (ঈ) বার্ষিক অনুদানের বিনিময়ে বা পরিবর্তে পরিশোধিত অর্থের বিবরণাদি; এবং
- (খ) তহবিলের হিসাববিবরণী প্রেরণের নোটিশ সরবরাহের পূর্বের শেষ দিন পর্যন্ত তহবিলের জন্য প্রণীত হিসাববিবরণী এবং ইহার সহিত বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ অন্যান্য তথ্য ও বিবরণ।

৭। ব্যাখ্যা।— এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “নিয়োগকর্তা”, “কর্মচারী”, “চাঁদা” এবং “বেতন” অভিব্যক্তিসমূহ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল-এর ক্ষেত্রেও সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে; এবং
- (খ) “বার্ষিক সাধারণ চাঁদা” অর্থ নির্ধারিত পরিমাণের বার্ষিক চাঁদা অথবা তহবিলের সদস্যগণের উপার্জন, চাঁদার পরিমাণ অথবা সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর পরিমাণকৃত নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা।

অংশ ২

অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল

১। অনুমোদনের শর্তাবলি।—(১) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আনুতোষিক তহবিল অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে—

- (ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইবে এবং উক্ত ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার অনূন ৯০% (নব্বই শতাংশ) কর্মচারী বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে হইবে;
- (খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তৎপরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা এইরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা এইরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে তাহাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;
- (গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে; এবং
- (ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) বোর্ড যেই তারিখে লিখিতভাবে তহবিলের ট্রাস্টিকে কোনো অনুমোদন প্রদান বা উহা প্রত্যাহারের আদেশ অবহিত করিবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে।

২। **অনুমোদনের পদ্ধতি।**—(১) আনুতোষিক তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের কোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতার কর নির্ধারণ হয় সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবে।

(৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যর্থতায়, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
- (খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;
- (গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।

(৭) যেইক্ষেত্রে অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদনের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(৮) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

৩। **অনুমোদন প্রত্যাহার।**—(১) যদি কমিশনার বিবেচনা করেন যে, সংশ্লিষ্ট আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ করা হয় নাই, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে উহা অবহিত করিতে হইবে—

(ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং

(খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হইলে, ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে।

৪। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**—নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

৫। **পুনঃপরিশোধিত চাঁদার ব্যবস্থাপনা।**—যেইক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তার পরিশোধিত চাঁদা (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, অন্তর্ভুক্ত হইবে) উক্ত নিয়োগকর্তাকে পুনরায় পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে করবর্ষে নিয়োগকর্তা উক্তরূপ ফেরত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৎসরে উক্ত ফেরত প্রাপ্ত অর্থ তাহার কর নির্ধারণীতে তাহার আয় হিসাবে পরিগণনা করা হইবে।

৬। **আনুতোষিক তহবিলের জন্য যে সকল তথ্য দাখিল করিতে হইবে।**—উপকর কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের ট্রাস্টি এবং কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের চাঁদা প্রদান করিয়াছেন এইরূপ নিয়োগকর্তাকে নোটিশের মাধ্যমে কোনো রিটার্ন, বিবরণী, বিবৃতি অথবা তথ্যসমূহ দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত ট্রাস্টি বা নিয়োগকর্তা নোটিশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে উহা উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে।

৭। **এই অংশের বিধানাবলি তহবিলের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাইবে।**—যেইক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের কোনো প্রবিধানের সহিত এবং এই অংশের কোনো বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বোর্ড যেকোনো সময় আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। **ব্যাখ্যা।**—এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ‘চাঁদা’, ‘কর্মচারী’, ‘নিয়োগকারী’, ‘তহবিলের প্রবিধান’ এবং ‘বেতন’ অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;

অংশ ৩

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল

১। **অপ্রযোজ্যতা।**—এই অংশের বিধানাবলি Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে পূরণীয় শর্তাবলি।**— কোনো ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক স্বীকৃতি গ্রহণ এবং স্বীকৃতি বহাল রাখিবার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে—

(ক) সকল কর্মচারীর নিয়োগ বাংলাদেশের মধ্যে হইতে হইবে অথবা নিযুক্ত কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তার ব্যবসার মুখ্য স্থান বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকৃত কর্মচারীগণের অনধিক ১০% (দশ শতাংশ) বাংলাদেশের বাহিরে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, কর কমিশনার (অতঃপর এই অংশে “কমিশনার” হিসাবে উল্লিখিত) যদি শর্তসাপেক্ষে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উক্ত শর্ত সাপেক্ষে, কোনো নিয়োগকর্তা

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাহিরে হওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিচালিত তহবিলকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে;

- (খ) কোনো বৎসর একজন কর্মচারীর বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তাহার বার্ষিক বেতন হইতে নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হইবে, এবং সেই বৎসর কর্মচারীর বেতন হইতে যেই হারে চাঁদা পরিশোধ্য ছিল সেই হারের নিরিখে প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক কিস্তিতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাঁদা কর্তন করা হইবে এবং তহবিলে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে উক্ত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে;
- (গ) কোনো বৎসরের জন্য কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য চাঁদার পরিমাণ সেই বৎসরের জন্য কর্মচারীর প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না, এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক সেই অর্থ কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অনধিক ১ (এক) বৎসরের ব্যবধানে জমা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, কোনো বিশেষ তহবিলের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই দফার বিধান শিথিল করিতে পারিবেন—

- (অ) যে কর্মচারীর মাসিক বেতন অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা, এইরূপ প্রতিটি কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক অধিক চাঁদা জমাদানের অনুমতি প্রদান; এবং
- (আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সাময়িক বা পর্যায়ক্রমিক বোনাস বা আকস্মিক প্রকৃতির চাঁদা প্রদানের অনুমতি প্রদান, যেইক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানমালা অনুসারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় এইরূপ বোনাস ও অন্যান্য চাঁদা পরিগণনা ও পরিশোধ করা হয়;
- (ঘ) উপরি-উল্লিখিত চাঁদাসমূহ এবং ট্রাস্টি কর্তৃক গৃহীত দান, যদি থাকে, তাহার পুঞ্জীভূত অর্থের সুদ, জমাকৃত অর্থ এবং এইরূপ অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সিকিউরিটি এবং তহবিলের মূলধনি সম্পদের বিক্রয়, বিনিময়

বা হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি অর্জন দ্বারা তহবিলটি গঠিত হইবে, এবং এই অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে না;

(ঙ) তহবিলটি কোনো ট্রাস্টের অধীন দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি বা অফিসিয়াল ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা উক্ত ট্রাস্টের সকল সুবিধাভোগীর সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তনযোগ্য হইবে না;

(চ) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যগত কারণ বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণ ব্যতীত অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হন, অথবা তহবিলের প্রবিধানমালায় চাকরির নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা তহবিল বাবদ কোনো অর্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কোনোভাবে আদায় করিবার অধিকারী হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানমালা অনুসারে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত চাঁদা ও পরিশোধিত চাঁদাসহ পুঞ্জীভূত অর্থের উপর উপচিত সুদ বাবদ কোনো অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক তহবিল হইতে আদায় করা পর্যন্ত তাহার ক্ষমতা সীমিত থাকিবে;

(ছ) কোনো কর্মচারীকে তহবিলে তাহার পুঞ্জীভূত স্থিতি সেইদিন পরিশোধ করিতে হইবে, যেইদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন তহবিল পরিচালনা হইতে বিরত হইবে;

(জ) দফা (ছ) এর বিধান অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ অনুসরণ ব্যতীত, কোনো কর্মচারীকে তাহার অনুকূলে জমাকৃত স্থিতির কোনো অংশ পরিশোধ করিবে না;

(ঝ) তহবিল বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করিবে।

৩। **অনুমোদনের পদ্ধতি।**—(১) ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তাহার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবেন।

(৩) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপে সিদ্ধান্ত প্রদান না করিলে, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
- (খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;
- (গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।

(৬) যে অর্থবৎসরে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইবে, অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ সেই অর্থবৎসরের শেষ তারিখের পরের কোনো তারিখে হইবে না।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নিয়োগকর্তা কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

৪। **অনুমোদন প্রত্যাহার।-** (১) যদি কমিশনার এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক এই অংশের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পরিপালন করা হয় নাই, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিবেন না।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে উহা অবহিত করিতে হইবে—

- (ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং
- (খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং ট্রান্সিট কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তহবিলের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরও তহবিলের স্বীকৃতি বহাল রহিয়াছে মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৫। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**—(১) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে সুদ বা অন্য কোনো নামে তহবিল হইতে, চাঁদার অংশ ব্যতীত, কোনো আয় গ্রহীত হয়, সেইক্ষেত্রে—

(অ) অনধিক K পরিমাণ অর্থ কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাইবে, যদি $K < (X \times 33\%)$;

(আ) $K - (X \times 33\%)$ এর সমপরিমাণ অর্থ গ্রহীতার আয়ের সহিত যুক্ত হইবে, যদি $K > (X \times 33\%)$,

যখন—

K = আয়বর্ষে তহবিল হইতে উদ্ধৃত অর্থের পরিমাণ,

X = আয়বর্ষে বেতন হইতে আয় (উক্ত আয় বাদে)।

৬। **পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর কর।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তাহার নিয়োগকর্তার অধীন একাধিক্রমে অন্তত ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি অব্যাহত রাখেন, এবং উক্ত কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি তাহার প্রতি পরিশোধ্য হয়, সেইক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এইরূপ পুঞ্জীভূত স্থিতি কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং এইরূপ স্থিতি তাহার মোট আয়ের হিসাববহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনারের বিবেচনা করেন যে, কর্মচারীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কিংবা নিয়োগকর্তার ব্যবসার সংকোচন বা বন্ধের ফলে কিংবা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণের ফলে, উক্ত কর্মচারীর চাকরির অবসান হওয়ায়, তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার অধীন ৫ (পাঁচ)

বৎসরের কম সময় চাকরি করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত স্থিতির উপর কর অব্যাহতি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধ হইলেও উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শর্ত পূরণ না হইবার কারণে কোনো কর অব্যাহতি প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার প্রতিটি সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য কর্মচারীর যেই পরিমাণ মোট আয় প্রদেয় হয় তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপে নির্ধারিত কর এবং কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বৎসরগুলোতে পরিশোধিত করের পার্থক্য, যে আয়বর্ষে পুঞ্জীভূত স্থিতি কর্মচারীকে প্রদেয় হইবে সেই আয়বর্ষে, কর্মচারী কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

(৩) পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে কোনো পরিশোধ কর কর্তন সাপেক্ষ হইবে যদি না উক্ত পরিশোধ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৪) উৎসে কর্তনকৃত অর্থ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে—

- (ক) পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে পরিশোধ বেতন হিসাবে বিবেচিত হইবে;
- (খ) গড় হার অনুসরণ করিতে হইবে;
- (গ) কর্তন ও পরিশোধ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৭। **স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসমূহের হিসাব।**—(১) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাব তাহার ট্রাস্টিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও মেয়াদে এবং বিবরণাদি সহযোগে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেকোনো উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শনের জন্য হিসাব উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টিগণ কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে হিসাবের সারসংক্ষেপ উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৮। **বিদ্যমান স্থিতিসহ ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ভবিষ্য তহবিলকে বিদ্যমান স্থিতিসহ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টিগণ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে তহবিলের একটি হিসাববিবরণী প্রণয়ন করিবে বা করিবার ব্যবস্থা করিবে—

- (ক) স্বীকৃতি-পূর্ব মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত হিসাববিবরণী প্রণয়ন করিতে হইবে;

(খ) হিসাববিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হইবে—

- (অ) উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীর জমাকৃত অংশের স্থিতির পরিমাণ, স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;
- (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত জমার স্থিতির পরিমাণ, অতঃপর স্থানান্তরিত স্থিতি হিসাবে উল্লিখিত;
- (ই) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে বর্তমান পর্যন্ত অস্থানান্তরিত স্থিতির পরিমাণ;
- (ঈ) স্থানান্তরিত স্থিতি এবং অস্থানান্তরিত স্থিতিতে উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;
- (উ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

(২) যে তারিখ হইতে স্বীকৃতি কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে স্থানান্তরিত স্থিতি জমার স্থিতি হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান তহবিলে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির যে অংশ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তর করা হয় নাই, উহা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাববিবরণী হইতে বাদ রাখিতে হইবে, এবং এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে তাহার উপর করদায় কার্যকর হইবে, এবং এই অংশের বিধানাবলি উক্ত স্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে স্থানান্তরিত স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশ উভয়ই থাকে, সেইক্ষেত্রে চাঁদা বিহীন অংশের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) তহবিলটি স্বীকৃতি লাভের আয়বর্ষে কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) একজন কর্মচারী উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন নিরূপিত করের অর্থ পরিশোধে সক্ষম হইবার লক্ষ্যে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলটিতে তাহার অনুকূলে স্থিতি হইতে অর্থ উত্তোলনের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে স্বীকৃতি প্রাপ্ত নহে এইরূপ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনাকারী বা তহবিলের সহিত লেনদেনকারী কোনো ব্যক্তির অথবা স্থিতি জমাদানকারী কোনো কর্মচারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

৯। **নিয়োগকর্তা কর্তৃক ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত তহবিল সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**—(১) যেইক্ষেত্রে একজন নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণে কোনো ভবিষ্য তহবিল, স্বীকৃত বা অস্বীকৃত যাহাই হউক না কেন, পরিচালনা করেন এবং উক্ত তহবিল বা তাহার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত না হয়, সেইক্ষেত্রে কর্মচারীদের অংশগ্রহণকৃত উক্তরূপ তহবিল বা তাহার অংশবিশেষ ট্রাস্টের ট্রাস্টিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত হস্তান্তরিত অর্থ মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে তহবিলে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মচারীকে পুঞ্জীভূত স্থিতির অর্থ পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় উক্ত স্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো অর্থের অংশবিশেষ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত হইলে (সুদ যোগ না করিয়া এবং কর্মচারীর চাঁদা বাবদ জমা ও উক্ত জমার সুদ ব্যতীত) নিয়োগকর্তা যদি উক্ত কর্মচারীকে তাহার প্রাপ্য অংশের অর্থ পরিশোধের আগে সংশ্লিষ্ট অংশের উপর প্রদেয় কর উৎসে কর্তনের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যেই আয়বর্ষে কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধ করা হইয়াছিল, সেই বর্ষের জন্যে উহা ধারা ৪৯ দফা (ফ) অনুযায়ী ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

১০। **তহবিলের প্রবিধানের উপর এই অংশের বিধানাবলির প্রাধান্য।**—যেইক্ষেত্রে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের কোনো প্রবিধানের সহিত এই অংশের কোনো বিধানাবলি বা এর অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু অকার্যকর গণ্য হইবে; এবং কমিশনার যেকোনো সময় তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। **আপিল।**—(১) কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান কিংবা স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তা এইরূপ আদেশ জারির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল আবেদনটি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

১২। **ব্যাখ্যা।**—এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “পরিশোধ্য পুঞ্জীভূত স্থিতি” অর্থ কোনো কর্মচারীর নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তহবিলে কর্মচারীর এই তহবিলের প্রবিধানের অধীন তাহার দ্বারা দাবিকৃত জমাকৃত স্থিতি বা তাহার অংশবিশেষ, যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন কর্মচারী নহে;

(খ) “বার্ষিক প্রবৃদ্ধি” অর্থ একজন কর্মচারীর জমাকৃত স্থিতির অর্থের এক বৎসরের প্রদত্ত চাঁদা এবং সুদ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পরিমাণ;

- (গ) “জমার স্থিতি” অর্থ কোনো কর্মচারীর যেকোনো সময় ভবিষ্য তহবিলে তাহার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সর্বমোট অর্থ;
- (ঘ) “চাঁদা” অর্থ কোনো কর্মচারী কর্তৃক বা তাহার অনুকূলে তাহার বেতন হইতে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব অর্থ হইতে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ, তবে সুদ হিসাবে এইরূপ জমাকৃত কোনো অর্থ চাঁদার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (ঙ) “চাঁদার অংশ” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদার সমষ্টি;
- (চ) “চাঁদা বিহীন অংশ” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ব্যতীত পুঞ্জীভূত হওয়া অর্থ;
- (ছ) “কর্মচারী” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোনো কর্মচারী, তবে ব্যক্তিগত কর্মচারী বা গৃহভৃত্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (জ) “নিয়োগকর্তা” অর্থ—
- (অ) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, অন্যান্য ব্যক্তি সংঘ, কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বা কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যদি এইরূপ ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত হয় যাহার মুনাফা বা অর্জন ‘ব্যবসা হইতে আয়’ খাতের অধীন কর নির্ধারিত হয়, তাহার এবং তাহার কর্মচারীদের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে; অথবা
- (আ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো কূটনৈতিক, কনসুলার অথবা বাণিজ্য মিশন অথবা আন্তঃদেশীয় সংস্থার কোনো কার্যালয়, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং ইহার কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে;
- (ঝ) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এই অংশের বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন আছে এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিল;
- (ঞ) “তহবিলের প্রবিধান” অর্থ নির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রণীত বিশেষ প্রবিধিমালার সমষ্টি; এবং
- (ট) “বেতন” অর্থ মহার্য ভাতা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি চাকরির শর্তে উহা বিধৃত হয়, তবে অন্য কোনো ভাতা বা পারকুইজিট ইহার আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

তৃতীয় তফসিল

অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেশন

[খারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

অবচয় ভাতা পরিগণনা

১। কৃষিতে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয় ভাতা।—(১) কোনো করদাতা কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তাহার মালিকানাধীন কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো বাবদ অবচয় ভাতা, অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে প্রদত্ত হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	মূলধনি পরিসম্পদ	অবচয়ের হার (শতাংশ)
(১)	(২)	(৩)
১।	ইট, কনক্রিট, ইস্পাত বা সমজাতীয় উপকরণ দ্বারা নির্মিত ইमारত বা কাঠামো	৫
২।	টিন, বাঁশ, খড় বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা নির্মিত ঘরবাড়ি	১০
৩।	স্থায়ী বেড়া	১০
৪।	নলকূপ	১০
৫।	ট্যাঙ্ক	১০
৬।	সেচের কুয়া, চ্যানেল, পাইপ	১০
৭।	কাঠ বা বাঁশের তৈরি কৃষি সরঞ্জাম	২০
৮।	ওজন মাপার যন্ত্র	১০
৯।	ট্রাক্টর, তেলের ইঞ্জিন এবং হালকা যন্ত্র	১০

ক্রমিক নং	মূলধনি পরিসম্পদ	অবচয়ের হার (শতাংশ)
১০।	ট্রাক, ডেলিভারি ভ্যান এবং অন্যান্য মোটরযান	১০
১১।	পাইবার পাম্পিং যন্ত্রপাতি	২০
১২।	অযান্ত্রিক ভ্যান	১৫
১৩।	বাম্প ইঞ্জিন	১০
১৪।	কারখানার যন্ত্রপাতি	১৫
১৫।	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সাধারণ যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, প্লান্ট ও অন্যান্য পরিসম্পদ	১০

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে করদাতার কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

২। ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা।—(১) কোনো করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য অবচয় ভাতা এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার এবং সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, প্রদত্ত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত অবচয় ভাতা হইবে করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য সাধারণ অবচয় ভাতা এবং প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা, এবং উহা উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার, সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রদত্ত হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয়

ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যেই পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা প্রদেয় হইবে না, যদি না করদাতার রিটার্নে উক্ত পরিসম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার দাবি প্রতিফলিত হয়।

(৫) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্য পরিগণনা করিবার ক্ষেত্রে, পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) কোনো পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত মোট বিয়োজন উক্ত পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের অধিক হইবে না।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানির মালিকানাধীন এবং অপর কোনো ব্যক্তির নিকট লিজ প্রদত্ত পরিসম্পদের অবচয় কেবল উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্ধৃত লিজ ভাড়া বাবদ আয়ের বিপরীতে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন ফাইনান্স লিজ প্রদানকারী (lessor) কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এইরূপ কোনো যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, যানবাহন বা আসবাবপত্রের উপর কোনো ভাতা প্রদেয় হইবে না যাহা কোনো লিজগ্রহীতাকে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না যদি—

(অ) রিটার্ন দাখিল করিবার সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণাদি অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করা না হয়; এবং

(খ) অনুরূপ পরিসম্পদ বিবেচ্য আয়বর্ষে ব্যবহৃত না হয়।

(১০) এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ‘নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানি’ অর্থ কোনো লিজিং কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা লিজিং ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত।

৩। কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ।—(১) কোনো করদাতার কোনো মোটরযানের ক্রয়মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উক্ত অবচয় ভাতা প্রদেয় মোটরযান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পরিবহণে নিয়োজিত বাস বা মিনিবাস ব্যতীত কোনো যাত্রীবাহী মোটরযান হয়।

(২) কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত কোনো মঞ্জুরি, ভর্তুকি, রেয়াত বা কমিশন এবং সহায়তা (সুদসহ বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত) এর মূল্য বাদ যাইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে করদাতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত পরিসম্পদ ব্যতীত কোনো ব্যবহৃত পরিসম্পদ অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য তাহার ন্যায্য বাজার মূল্যের অধিক হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সহিত বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করিবার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হইবে, যথা:—

(ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করিয়া;

(খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করিয়া।

৪। সাধারণ অবচয় ভাতার হার।—কোনো পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে সাধারণ অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
(১)	(২)	(৩)
১।	ইমারত (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলে)	৫
২।	কারখানা ভবন	১০
৩।	আসবাবপত্র ও ফিটিংস	১০
৪।	অফিসের সরঞ্জাম	১০
৫।	যন্ত্রপাতি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলে)	১০

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
৬।	সমুদ্রগামী জাহাজ	
	(ক) নূতন	৫
	(খ) পুরাতন ক্রয়ের সময় যাহার বয়স-	
	(অ) অনধিক ১০ বৎসর	১০
	(আ) ১০ বৎসর বা ততোধিক	২০
৭।	এক্স-রে, ইলেক্ট্রোথেরাপিউটিক ও উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি	২০
৮।	ব্যাটারি চালিত এ্যাপারেটাস ও রিচার্জেবল ব্যাটারি	৩০
৯।	অডিও-ভিজুয়াল পণ্য উৎপাদন ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	২০
১০।	ভাড়ায় চালিত ব্যতীত সকল প্রকার মোটরযান	১০
১১।	ভাড়ায় চালিত সকল প্রকার মোটরযান	২০
১২।	প্রিন্টার, মনিটর ও আনুষঙ্গিক আইটেমসহ কম্পিউটার হার্ডওয়ার	২৫
১৩।	প্রফেশনাল ও রেফারেন্স বই	২৫
১৪।	এয়ারক্রাফ্ট, এ্যারোইঞ্জিন ও এরিয়াল ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি	৩০
১৫।	কাঁচ বা গ্লাসটিক পণ্য বা কনক্রিট পাইপ তৈরিতে ব্যবহৃত হাঁচ	৩০
১৬।	খনিজতেল সম্পর্কিত	
	(ক) মাটির নীচে স্থাপিত সরঞ্জামাদি	১০০
	(খ) বহনযোগ্য বয়লার, খনন যন্ত্র, ওয়েলহেড ট্যাংক ও রিগসহ মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি	২৫
১৭।	সেতু	২

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
১৮।	রাস্তা	২
১৯।	ফ্লাইওভার	২
২০।	পেভমেন্ট রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে	২.৫
২১।	এ্যাপ্রোন, টারম্যাক	২.৫
২২।	বোর্ডিং ব্রিজ	১০
২৩।	যোগাযোগ ও অনুসন্ধান সহায়ক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম	৫
২৪।	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সকল ভৌত পরিসম্পদ	১০%

৫। প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা।—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ভবন নবনির্মিত হইয়াছে অথবা যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিসম্পদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে কোনো প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না, যথা:—

(ক) ভাড়ায় খাটানো হয় নাই এইরূপ মোটরযান, এবং

(খ) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ যেকোনো যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা।

(৩) কোনো করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে কোনো পরিসম্পদ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে আয়বর্ষে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, এই ২ (দুই) এর মধ্যে যাহা পরে ঘটে, সেই আয়বর্ষের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	পরিসম্পদ	প্রারম্ভিক অবচয়ের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	যেকোনো ধরনের ইমারত	১০%
২।	ভাড়ায় চালিত জাহাজ বা মোটরযান ব্যতীত “যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা” এর আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ	২৫%

৬। যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা—(১) যেইক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো শিল্প স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(২) শিল্প স্থাপনাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বৎসর হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর আয়বর্ষ	ত্বরান্বিত অবচয়ের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রথম আয়বর্ষ	৫০%
২।	দ্বিতীয় আয়বর্ষ	৩০%
৩।	তৃতীয় আয়বর্ষ	২০%

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি, সীমা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনার মালিকানাধীন এবং পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় নাই;

(খ) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা—

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বডি কর্পোরেট কর্তৃক পরিচালিত যাহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যাহার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন কমপক্ষে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) শিল্প স্থাপনাটি—

(অ) টিআইএন ধারী;

(আ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ই) স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ঈ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে রিটার্ন দাখিল করে;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, যথা:—

(অ) বোর্ডের নিকট, বিধিবদ্ধ ফরম ও পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাসের শেষ দিন হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতার জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(আ) আবেদনপত্রের সহিত এই মর্মে একটি ঘোষণা সংযুক্ত করিতে হইবে যে, শিল্প স্থাপনাটি এই আইনের কোনো ধারার অধীন কর অব্যাহতি পায় নাই, এবং কর অব্যাহতির জন্য বোর্ডের নিকট কোনো আবেদন করে নাই এবং করিবে না।

(৫) কোনো আয়বর্ষে কোনো পরিসম্পদের ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইলে উক্ত পরিসম্পদের অনুকূলে এই আইনের অধীন কোনো সাধারণ বা প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৭। পরিসম্পদের বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা।—
যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই অংশের অধীন উক্ত আয়বর্ষে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৮। ব্যাখ্যা।— এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

- (১) “পরিসম্পদ” অর্থ কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন স্পর্শযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি (পতিত ভূমি ব্যতীত), বা স্থাবর সম্পত্তিতে কাঠামোগত উন্নয়ন-
 - (ক) যাহার স্বাভাবিক ব্যবহার উপযোগী আয়ু ১ (এক) বৎসরের অধিক;
 - (খ) স্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে যাহার মূল্য হ্রাস পায় বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়; এবং
 - (গ) যাহার জন্য এই আইনের কোনো বিধানের অধীন অবচয় ভাতা ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা অনুমোদিত নহে;
- (২) “আসবাবপত্র” অর্থে ফিটিংস অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৩) “স্থাপনা” অর্থে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, যানবাহন, বই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, এবং সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “জাহাজ” অর্থে কোনো স্টিমার, মোটর চালিত জলযান, সেইল, টাগ বোট, কার্গোর জন্য ইস্পাত বা লোহার পাটাতন, কাঠের কার্গো বোট, মোটর লঞ্চ ও স্পিড বোট অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫) “কাঠামোগত উন্নয়ন” (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত), অর্থে কোনো ইमारত, রাস্তা, ড্রাইভওয়ে, কার পার্ক, রেলওয়ে লাইন, পাইপ লাইন, সেতু, টানেল, এয়ারপোর্ট রানওয়ে, ক্যানেল, ডক, ওয়ার্ফ, খারক প্রাচীর, বেড়া, বিদ্যুৎ লাইন, পানি বা পানি নিষ্কাশন পাইপ, নালা, ল্যান্ডস্কাপিং বা ড্যাম অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) “অবলোপিত মূল্য” অর্থ—

- (ক) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি কোনো আয়বর্ষে অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ অনুমোদিত কোনো প্রারম্ভিক ভাতা বাদ দিয়া সম্পদটির ক্রয়মূল্য;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সম্পদটির ক্রয়মূল্য হইতে পূর্ববর্তী আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের কর নির্ধারণীতে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত অবচয় ভাতাসমূহের সমষ্টির বিয়োগফল।

অংশ ২

অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা

১। পরিগণনা।—এই অংশের অধীন অ্যামর্টাইজেশন ভাতা সরল রৈখিক পদ্ধতিতে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। লাইসেন্স ফি-এর অ্যামর্টাইজেশন।—(১) কেবল সরকার অনুমোদিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই বা ততোধিক বৎসর ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো নিবাসী কোম্পানি করদাতা, লাইসেন্স ফি হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে, উহা করদাতার উক্ত ব্যবসার আয় হইতে লাইসেন্সের মেয়াদের শেষ বৎসর পর্যন্ত আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদিত হইবে।

২। প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।—প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশনের হার ২০% (বিশ শতাংশ) হইবে।

৩। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।—গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে।

৪। কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনের অ্যামর্টাইজেশন।—ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনের অ্যামর্টাইজেশনের হার নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদিত হইবে, যথা:

- (ক) বাংলাদেশে তৈয়ারকৃত কোনো সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ২০% (বিশ শতাংশ);
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ১০% (দশ শতাংশ)।

৫। **অননুমোদিত ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।**—এই আইনের অধীন কর নির্ধারণকালে করদাতা কর্তৃক দাবিকৃত কোনো ব্যয় মূলধনি প্রকৃতির বলিয়া অননুমোদিত হইলে করদাতার উক্ত ব্যয় পরবর্তী করবর্ষগুলোতে ১০% (দশ শতাংশ) হারে অ্যামর্টাইজেশন ভাতা হিসাবে অননুমোদিত হইবে।

৬। **ব্যখ্যা।**—(১) এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “**প্রাক-প্রারম্ভিক**” ব্যয় অর্থ বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাহকৃত কিন্তু তৃতীয় তফসিলের অন্যান্য বিধানাবলির আওতায় অননুমোদিত নহে এইরূপ সকল ব্যয়কে বুঝাইবে এবং ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, মডেল বা প্রটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ব্যয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কোনোভাবেই প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে না এবং পূর্বে কোনোভাবে অননুমোদিত হইলে পুনঃঅনুমোদিত হইবে না;

(খ) “**গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়**” অর্থ ধারা ২ এর দফা ৩৩ এ সংজ্ঞায়িত গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং

(গ) “**লাইসেন্স ফি**” অর্থ কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত স্পেস্ট্রাম এসাইনমেন্ট ফি অথবা বিশেষায়িত সেবা সরবরাহে নিয়োজিত কোনো কোম্পানির কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিশোধিত অন্য যেকোনো লাইসেন্স ফি।

চতুর্থ ভূমিকা

বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

[ধারা ৪৭ দ্রষ্টব্য]

১। জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।—কোনো আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে কোনো ব্যক্তি জীবন বিমার ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকিলে, উহা হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ তাহার অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা।—পেনশন এবং অ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত জীবন বিমা ব্যবসার সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি হইতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের বিয়োগফল; অথবা
- (খ) যেই বৎসরের জন্য কর নির্ধারণ করা হইবে সেই বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বের সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়ন সময়ের জন্য জন্য অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন হইতে প্রাপ্ত উদ্ভূত বা ঘাটতি সমন্বয়ের পর, নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্ভূত, যাহা হইতে পূর্ববর্তী যেকোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ে নির্ণীত যেকোনো উদ্ভূত বা ঘাটতি অথবা কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৩ এর বিধানাবলির অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয়, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, উহা বাদ যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিম্নবর্ণিত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না, যথা:—

- (অ) একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ), এর সহিত যোগ হইবে;
- (আ) প্রথম বৎসরে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা ১২ (বারো) টির কম এইরূপ অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে অথবা ১২ (বারো) বৎসরের কম সময়ব্যাপী বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য এইরূপ জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে এইরূপ

প্রতিটি প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আয়বর্ষের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ), এর সহিত যোগ হইবে;

(ই) অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের ৯০% (নব্বই শতাংশ), ইহার সহিত যোগ হইবে;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের ১২% (বারো শতাংশ)।

৩। পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ পরিগণনা।—পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে বিবেচিত হইবে অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (খ) এ নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্ধৃত।

৪। বিয়োজন।—উদ্ধৃত গণনার ক্ষেত্রে—

(ক) জীবন বিমা ব্যবসায় অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (খ) এর অধীন পলিসি হোল্ডারগণের পক্ষে পরিশোধিত বা তাহাদের সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন উদ্ধৃত গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে পরিশোধিত বা সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থ ৩/৪ (তিন-চতুর্থাংশ) বাদ দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে—

(১) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো উদ্ধৃতির জন্য প্রথম গণনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ের জন্য কোনো উদ্ধৃত বা পরিশোধকৃত কোনো অর্থের জের টানা যাইবে না;

(২) পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত কোনো অর্থের সংরক্ষণ বন্ধ হইলে, এবং পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে অর্থ পরিশোধ বা ব্যয় করা না হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের অর্ধেক বা ৩/৪ তিন-চতুর্থাংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ ইতঃপূর্বে বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হইলে, উক্ত অর্থের সংরক্ষণ যে সময়ের জন্য বন্ধ ছিল উক্ত সময়ের জন্য উহা উদ্ধৃতির অংশ হিসাবে গণ্য হইবে;

- (খ) কোনো সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সময় কোনো অবচয় বা ক্ষতি হইলে, উহা পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো হিসাব বা অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন স্থিতিপত্রে সংরক্ষিত বা উহা হইতে বাতিলকৃত কোনো অর্থ উদ্ধৃত গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যাইবে এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদ হস্তান্তরের সময় অর্জিত কোনো বৃদ্ধি বা লাভ অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়িত স্থিতিপত্রে জমা হইলে উহা উদ্ধৃতের অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্ত করিয়া এবং বিমা নিয়ন্ত্রকের সহিত পরামর্শক্রমে এবং অংশগ্রহণকারী পলিসি হোল্ডারগণের জন্য বোনাস ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যৌক্তিক বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয় বিবেচনাপূর্বক উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সুদের হার বা বিমার অন্যান্য দায়দেনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত বিষয়াদি সিকিউরিটি এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্যায়নের সহিত বাস্তবিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং ইহার ফলে কৃত্রিমভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত হাস পাইতেছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যতটুকু ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইবে ততটুকু উদ্ধৃত বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যমান বৃদ্ধি বা অবচয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;

- (গ) উদ্ধৃত সুদের উপর কর আরোপযোগ্য হইবে না এইরূপ শর্তে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত কোনো সুদ বিবেচিত হইবে না।

৫। উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের সমন্বয়।—কোনো বৎসরে ১২ (বারো) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য আন্তঃমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশিত বার্ষিক গড় উদ্ধৃতের ভিত্তিতে কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভের উপর কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্ত বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য কর গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত আয়বর্ষে প্রদেয় করের জন্য ধারা ১৫৮ অনুসারে ক্রেডিট প্রদান করা যাইবে না, তবে উক্ত সময়ের জন্য সিকিউরিটি বা অন্যান্য উৎসের সুদ হইতে উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে ক্রেডিট প্রদান করা যাইবে।

৬। অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা।—(১) জীবন বিমা ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রকার বিমা ব্যবসার মুনাফার স্থিতি, যাহা বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর বিধানাবলি অনুসারে বার্ষিক হিসাববিবরণীতে প্রদর্শন করা হইয়াছে, উক্ত বিমা ব্যবসার মুনাফা

এবং লাভ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৩ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রকার খরচ বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থিতির সমন্বয়সাধন করিতে হইবে এবং জীবন বিমা ব্যবসার জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী বিনিয়োগ হইতে উদ্ধৃত লাভ ও ক্ষতি এবং অবচয় বা প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মুনাফার স্থিতিতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) কোনো বৎসরে, পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে কর্তনকৃত বা সঞ্চিত অর্থ (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ বা সঞ্চিত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হাসকৃত অর্থ) সহ, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয় বা উক্ত বৎসরের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত গড় আয়, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানো ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ হইতে কোনো অর্থ পরিশোধিত, পৃথকীকৃত বা স্থানান্তরিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরের জন্য উহা করা হইয়াছে, সেই বৎসরে কোম্পানির অন্যান্য প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয়সহ উক্ত অর্থ কোম্পানির উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয় হিসাবে গণ্য হইবে; এবং যেইক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়ন বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হয় (যেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য), যাহা পূর্বে ঘটে, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরে কোম্পানির অবসায়ন শুরু বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হইয়াছিল, সেই বৎসরে কোম্পানির অন্যান্য আয় সহ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থের সমষ্টি (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হাসকৃত অর্থ) উক্ত বৎসরের উক্ত কোম্পানির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

- (ক) “ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি” অর্থ কোনো বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের গড়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ক্ষতি বা উক্ত বৎসরের পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় প্রিমিয়াম আয়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ), এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক এবং কোনো কোম্পানির মোট বিশ্ব আয় যদি বাংলাদেশ হইতে উদ্ধৃত উহার প্রিমিয়াম আয়ের আনুপাতিক হারে হয়, তাহা হইলে উক্ত আয় উক্ত কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
- (খ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এইরূপ কোনো বাংলাদেশি অনিবাসী জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করিতে হইবে।

৭। **অনিবাসী ব্যক্তির মুনাফা এবং লাভ।**—বাংলাদেশে নিবাসী নহে এইরূপ কোনো বিমা কোম্পানির বাংলাদেশস্থ শাখাগুলোর মুনাফা ও লাভ, নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতার ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানির মোট বৈশ্বিক আয়ের এইরূপ অনুপাতে নির্ণীত হইতে পারে, যে অনুপাত বাংলাদেশ হইতে উদ্ভূত প্রিমিয়াম আয় এবং কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এইরূপ কোনো বাংলাদেশে অনিবাসী জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার জন্য এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হইবে।

৮। **মিউচুয়াল বিমা অ্যাসোসিয়েশন।**—মিউচুয়াল বিমা অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসার মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯। **ব্যাখ্যা।**—এই তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) “**সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি**” অর্থ সুদ, লভ্যাংশ, জরিমানা ও ফি এবং যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত এইরূপ সকল অর্থ ও আয় (পলিসি হোল্ডারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম এবং অ্যানুইটি ফান্ডের সুদ ও লভ্যাংশ ব্যতীত), এবং সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি এবং বিক্রয় বা অ্যানুইটির অনুমোদন হইতে প্রাপ্ত মুনাফাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হইবেনা:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার দখলাধীন সম্পত্তির যৌক্তিক আয়সমূহ, যাহা ধারা ৪৭ এর বিধান না থাকিলে ধারা ৩৬ অনুসারে করারোপিত হইতো, পূর্বোক্ত ধারার বিধানাবলির ভিত্তিতে গণনা করা হইবে এবং উক্ত মোট আয় হইতে উক্ত ধারার অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ অনুমোদন করা হইবে;

(খ) “**ব্যবস্থাপনা ব্যয়**” অর্থ জীবন বিমা ব্যবসার ব্যবস্থাপনার জন্য একান্তভাবে ব্যয়কৃত কমিশনসহ সমুদয় অর্থ, এবং কোনো কোম্পানি জীবন বিমা ব্যবসাসহ অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকিলে, উক্তরূপ সমগ্র ব্যবসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়কৃত অর্থের ন্যায়সঙ্গত আনুপাতিক অংশও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। বোনাস বা পলিসি হোল্ডারগণকে পরিশোধ করা হইয়াছে বা এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো অর্থ, এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদের অবচয় ও অর্থ আদায়ে ক্ষতিসমূহ এবং কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৮ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে না;

- (গ) “জীবন বিমা ব্যবসা” অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ (২) এ সংজ্ঞায়িত লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা;
- (ঘ) “সিকিউরিটি” অর্থে স্টক ও শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঙ) “পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসা” অর্থ কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের ট্রাস্টির সহিত চুক্তি সম্পর্কিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসা, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি—
- (অ) কেবল উক্ত তহবিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং
- (আ) চুক্তির বিপরীতে উদ্ধৃত দায় হইতে নিরাপদ রাখিবার লক্ষ্যে যেভাবে চুক্তিটি হইয়াছে, সেইভাবে বিমা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি উক্ত সমুদয় দায় মানিয়া ব্যবসাটি পরিচালনা করিতেছেন।

পঞ্চম তফসিল

কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

[ধারা ৪৭ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ

১। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা পরিগণনা।—যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন ব্যবসা পরিচালনা করেন বা সরকারের সহিত চুক্তির আওতায় পরিচালনা করেন মর্মে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচালিত অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। মুনাফা পরিগণনা।—ধারা ৪৯ এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত খরচ অনুমোদনের পর অনুচ্ছেদ ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুনাফা ও লাভ পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, বা পেট্রোলিয়ামের মজুদ আবিষ্কার বা পরীক্ষা বা উক্ত স্থানে প্রবেশের লক্ষ্যে কোনো ব্যয় বহন করিয়াছেন, তবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের পূর্বেই উক্ত অনুসন্ধান বা আবিষ্কার কার্য বা তদন্ত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সারেন্ডার এলাকা বা শুষ্ক কূপ খননের জন্য ক্ষতি হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া উক্ত ব্যয় উক্ত সারেন্ডার এলাকা ও শুষ্ক কূপ খনন কার্যের মধ্যে বন্টন করা হইবে; উক্তরূপ ক্ষতির একটি অংশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন নিম্নবর্ণিত যেকোনো একটি উপায়ে অনুমোদন প্রদান করা হইবে, যথা:—

(অ) যেকোনো বৎসরের উল্লিখিত ক্ষতির উক্ত অংশ উক্ত বৎসরের ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত ব্যবসার অন্য যেকোনো আয়, মুনাফা বা লাভের সহিত সমন্বয় করা হইবে। এই পদ্ধতিতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত

বৎসরের আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে একই পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে তাহার পরবর্তী বৎসরে সংশ্লিষ্ট জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবে জের টানা অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনোভাবেই ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক এইরূপ ক্ষতির জের টানা যাইবে না;

(আ) কোনো বৎসরের উল্লিখিত ক্ষতির অংশ যেই আয়বর্ষে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে উক্ত আয়বর্ষের ব্যবসার আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে। যদি উক্ত বৎসরের একই ব্যবসায়ের মুনাফার বিপরীতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণ সমন্বয় অসম্ভব হয়, তবে উক্ত ক্ষতির অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত করদাতার উক্ত বৎসরের এইরূপ কোনো ব্যবসার মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে উহা পরবর্তী বৎসরে জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবে জের টানা অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনোভাবেই ১০ (দশ) বৎসরের অধিক উক্তরূপ ক্ষতির জের টানা যাইবে না;

(খ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর, তাহার পূর্ববর্তী সকল ব্যয় দফা (ক) এর অধীন ক্ষতি হিসাবে গণ্য না হইলে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার সময়ের ব্যবহারাধীন বাস্তব সম্পদের আওতা বহির্ভূত হইলে, উহা বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদিত হইবে; কোনো বৎসরে উক্তরূপ বাদযোগ্য খরচের কতটুকু অংশ, যাহা বাদযোগ্য অর্থের সমষ্টির ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক নহে, অনুমোদন দেওয়া হইবে, সেই পরিমাণ করদাতা কর্তৃক নিরূপিত হইবে;

(গ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উৎপাদন ও অনুসন্ধানের সহিত সম্পর্কিত ব্যয়ের অর্থ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য রহিয়াছে এইরূপ সম্পত্তির উপর ব্যয় বাদযোগ্য হইবে না এবং চতুর্থ তফসিলের বিধান

অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির উপর অবচয় অনুমোদন করা যাইবে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখের পূর্বে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাস্তব সম্পদ অর্জিত হইলে উহা যদি উক্ত তারিখে ব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সময় প্রকৃত মূল্যের বিনিময়ে নতুনভাবে অর্জন করা হইয়াছিল মর্মে গণ্য করিয়া উক্তরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বাদযোগ্য সুবিধা অনুমোদন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পূর্বে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপরি-উল্লিখিত প্রকৃত মূল্য হইতে উক্ত অনুমোদিত অবচয় ভাতার সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হইবে;

- (ঘ) যদি, কোনো বৎসর, ধারা ৪৯-৫৩ এর অধীন এবং এই অনুচ্ছেদের উপরি-উক্ত দফা (খ) ও (গ) এর অধীন অনুমোদিত বিয়োজন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের বিক্রয়লব্ধ মোট প্রাপ্তির অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ভিন্ন অন্যান্য আয়ের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে, এবং ধারা ৭০ ও ৭১ এই বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং শর্ত সাপেক্ষে, জের টানা যাইবে।

৩। নিঃশেষ ভাতা (Depletion allowance)।—বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখের পরের যেকোনো সমাপ্ত বৎসরের জন্য মুনাফা ও লাভ গণনা করিবার ক্ষেত্রে, এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যবসা বা উক্ত ব্যবসার অংশবিশেষের উৎপাদনের উপর ওয়েলহেড মূল্য হিসাবে যে মোট প্রাপ্তি অর্জিত হয়, উহার ১৫% (পনেরো শতাংশ) অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ভাতা কর্তন না করিয়া যে মুনাফা বা লাভ গণনা করা হয়, উক্ত ভাতা তাহার অর্ধেকের অধিক হইতে পারিবে না।

৪। সরকারকে পরিশোধযোগ্য অর্থ ও করসমূহ।—এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যবসা বা ব্যবসার অংশ হইতে অর্জিত মুনাফা বা লাভ হইতে উদ্ধৃত আয়ের ক্ষেত্রে, যেকোনো করবর্ষে সরকারকে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ এবং আয়কর, করদাতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে নিরূপিত হইবে।

৫। সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করসমূহের সমন্বয়।—যদি কোনো বৎসরের আয়ের উপর করদাতা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করের সমষ্টি অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থের অধিক বা কম হয়, তাহা হইলে সরকারের সহিত তাহার চুক্তির শর্তাবলিতে বর্ণিত

আয়ের জন্য যেই পরিমাণ অর্থ সরকারকে প্রদেয় হয়, তাহার সহিত প্রদেয় করের সমষ্টির সমতা বিধানার্থে উক্ত করদাতার করদায় সমন্বয় করা হইবে।

৬। **অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জের টানা।**—যদি কোনো বৎসর সরকারের নিকট পরিশোধিত কোনো অর্থের পরিমাণ, অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থের যেই পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত কোনো কর বা লেভির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ পরবর্তী বৎসরের জের টানা যাইবে এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

৭। **তেলের বিক্রয় মূল্য।**—এই অংশের অধীন আয় গণনার ক্ষেত্রে, “ওয়েলহেড মূল্যকে” তেলের বিক্রয়মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

৮। **ব্যাখ্যা।**—এই অংশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে,-

- (ক) “বাণিজ্যিক উৎপাদন” অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন;
- (খ) “পেট্রোলিয়াম” অর্থ The Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act No. LXIX of 1974) এ সংজ্ঞায়িত পেট্রোলিয়াম, তবে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (গ) “সমর্পণ” অর্থ কোনো এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার এবং কোনো চুক্তির শর্তাধীনে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো অধিকারের সমাপ্তি;
- (ঘ) “সমর্পণকৃত এলাকা” অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সমর্পণ বা স্বত্ব ত্যাগ বা ব্যবসা সমাপ্তির মাধ্যমে কোনো এলাকার উপর তাহার অধিকারের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে এইরূপ এলাকা;
- (ঙ) “ওয়েলহেড মূল্য” অর্থ করদাতা ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যে অর্থ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই অর্থ ওয়েলহেড মূল্য এবং উক্ত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত করা না হইলে, পেট্রোলিয়াম (উৎপাদন) বিধিমালা, ১৯৪৯ এই সংজ্ঞায়িত অর্থ ওয়েলহেড মূল্য;
- (চ) “সরকারকে অর্থ পরিশোধ” অর্থ সরকারকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ অথবা বাংলাদেশে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, বাংলাদেশে নির্দিষ্টভাবে তেল উৎপাদন বা আহরণ শিল্পের জন্য বা উক্তরূপ সকল শিল্পের জন্য, বা উহাদের যেকোনটির জন্য আরোপিত যেকোনো কর বা লেভির ক্ষেত্রে, এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যাবলির জন্য সাধারণভাবে আরোপিত নহে।

অংশ ২

**বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার
মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা**

১। **খনিজ মজুদ অনুসন্ধান ও আহরণ হইতে অর্জিত মুনাফার পৃথক হিসাব।**—বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অনবায়নযোগ্য খনিজ মজুদ অনুসন্ধান বা আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত মুনাফা ও লাভের হিসাব তাহার অন্যান্য ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভ হইতে পৃথকভাবে হিসাব করিতে হইবে; এবং উক্ত ব্যবসা, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, অতঃপর এই অংশে উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, বিবেচিত হইবে।

২। **মুনাফা পরিগণনা।**—(১) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ, এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ৪৯-৫৩ এর বিধান অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ, ধারা ৭০ অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে; যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষে তাহার অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে অংশ সমন্বয় করা সম্ভব হয় নাই উহা পরবর্তী আয়বর্ষে জের হিসাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে সমন্বয় অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনো ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষ হইতে পরবর্তী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সমন্বয় করা যাইবে।

(৪) তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইবার পর, খনিজ আকরিক আহরণের জন্য ক্রয়কৃত বা অর্জিত যন্ত্রপাতি ও স্থাপনার উপর, যে বৎসর উহা প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই বৎসরের মুনাফা ও লাভের বিপরীতে এইরূপ সম্পদের প্রকৃত ব্যয়ের সমান হারে অবচয় ভাতা অনুমোদন করা যাইবে; যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে মুনাফা বা লাভ অর্জিত না হইবার বা অর্জিত মুনাফা বা লাভ অবচয় ভাতা অপেক্ষা কম হইবার কারণে এইরূপ ভাতা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করা সম্ভব হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত

অপরিশোধিত অবচয় ভাতা বা তাহার অংশবিশেষ পরবর্তী বৎসরের অবচয় ভাতার সহিত যুক্ত হইবে এবং পরবর্তী বৎসর গুলিতেও একই নিয়মে অব্যাহত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কোনো ক্ষতি জের হিসাবে টানা হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত জেরের সমন্বয় পূর্বে করিতে হইবে।

৩। নিঃশেষ ভাতা।—(১) কোনো বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত খরচ, অতঃপর এই অনুচ্ছেদে নিঃশেষ ভাতা বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন করা যাইবে যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ), (উক্তরূপ ভাতা বিয়োজনের পূর্বে) বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ), (এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধান অনুসারে উক্তরূপ মূলধন হিসাব করিয়া), এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হইবে না, যদি না নিঃশেষ ভাতার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতির হিসাবে বিয়োজন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হয়, এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা হিসাবে যে পরিমাণ খরচ অনুমোদিত হইয়াছিল, উহা ভুলক্রমে অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় পুনর্গণনা করিতে পারিবেন এবং যতদূর সম্ভব উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ২১২ ও ১৯৭ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং যেই বৎসর উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ধারা ১৯৭ এ নির্ধারিত সময় গণনা করা হইবে।

৪। মজুদ খনিজ পদার্থ পরিশোধন বা ঘনীভবন কার্য হইতে উদ্ধৃত মুনাফার উপর কর অব্যাহতি।—(১) যেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হইতে আহরণকৃত খনিজ পদার্থ বাংলাদেশেই পরিশোধন বা ঘনীভবন করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিক্রম না করিয়া এইরূপ মুনাফা ও লাভের অংশ আয়কর অব্যাহতি পাইবে; এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এইরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হিসাব করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে এইরূপ ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এইরূপভাবে গণনা করা হয়, যাহার মেয়াদ ১ (এক) বৎসরের কম বা অধিক, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কর অব্যাহতি

প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভের পরিমাণ ১ (এক) বৎসর মেয়াদের বিবেচ্য সময়ের জন্য বর্ণিত মুনাফা ও লাভের অর্থের সমানুপাতিক হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ যে ব্যবসার মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে উহা অংশ ৫ এর পঞ্চম অধ্যায়ের বিধান অনুসারে হিসাব করা হইবে।

(৪) এই দফার বিধানাবলি যে আয়বর্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের পরবর্তী বৎসরের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন ক্ষতি অথবা অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন অনুমোদিত কোনো ভাতা পূর্ণ সমন্বয় বা কর্তনের ক্ষেত্রে, যাহা পরে ঘটে, এবং পরবর্তী ৪ (চার) বৎসরের জন্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ তফসিল**কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট****[ধারা ৭৬ দ্রষ্টব্য]****অংশ ১****মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ**

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে, যথা:—

- (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ইহার কোনো কর্মচারীর আয়;
- (২) নিম্নবর্ণিত যেকোনো আয়-
 - (ক) কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাম্বেসাদার, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের এইরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;
 - (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ট্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নহেন এইরূপ বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;
 - (গ) দফা (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত কোনো কর্মচারীর কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে

কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকরিতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং উক্তরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে;

- (৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;
- (৪) সরকারি পেনশন তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;
- (৫) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;
- (৬) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল-
 - (ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং
 - (খ) হইতে উহাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যাহা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না;

- (৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ধৃত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়;
- (৮) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পন অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

- (৯) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ফ্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;
- (১০) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত সন্তানসমূহ কর্তৃক অর্জিত যেকোনো আয়, যথা:
- (ক) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund);
- (খ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল (Alternative Investment Fund);
- (গ) রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (Real Estate Investment Trust);
- (ঘ) একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Exchange Traded Fund);
- (১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়—
- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা
- (খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং—
- (অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;
- (আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।

(১২) ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা যাহা কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি ধর্মীয় ট্রাস্টের মোট আয়ের যে অংশ জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করে না, অনুচ্ছেদ ১৭ বা ১৮ এর কোনো কিছুই মোট আয়ের সেই অংশকে এই আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না;

(১৩) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত যেকোনো সার্ভিস চার্জ যদি উহা—

(ক) কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে রিভলভিং হইয়া থাকে;

(খ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ অর্জনে ব্যবহৃত না হয়; এবং

(গ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ে পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়;

ব্যাখ্যা।— এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকাণ্ডের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা পরিশোধ্য যেকোনো আর্থিক চার্জ, বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেনো;

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি—

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

- (১৫) কোনো অংশীদারী ফার্মের অংশীদার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক মূলধনি আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে;
- (১৬) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;
- (১৭) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যাহা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছেন;
- (১৮) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়;
- (১৯) রাজামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যাহা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছে;
- (২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি—
- (ক) পেশায় একজন কৃষক হন;
- (খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;—
- (অ) জমি চাষাবাদ হইতে উদ্ভূত আয়;
- (আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।
- (২১) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তির আয়, যথা;—
- (ক) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট;
- (খ) সফটওয়্যার বা এ্যাপ্লিকেশন কাস্টমাইজেশন;

-
- (গ) নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন);
- (ঘ) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট;
- (ঙ) ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট;
- (চ) ওয়েবসাইট সার্ভিস;
- (ছ) ওয়েব লিস্টিং;
- (জ) আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং;
- (ঝ) ওয়েবসাইট হোস্টিং;
- (ঞ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;
- (ট) ডিজিটাল ডাটা এন্ড্রি ও প্রসেসিং;
- (ঠ) ডিজিটাল ডাটা এনালিটিক্স;
- (ড) গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (জিআইএস);
- (ঢ) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;
- (ণ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;
- (ত) কল সেন্টার সার্ভিস;
- (থ) ওভারসিজ মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন;
- (দ) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্ভিস;
- (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;
- (ন) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;
- (প) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস;

- (ফ) ক্লাউড সার্ভিস;
- (ব) সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন;
- (ভ) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম;
- (ম) ই-বুক পাব্লিকেশন;
- (য) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস; এবং
- (র) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং;
- (২২) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;
- (২৩) বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধান নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ;
- (২৪) যে কোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়, যাহার-
- (ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হইলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;
- (২৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;
- (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

- (২৬) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এইরূপ কোনো আয় যাহা “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত নহে এবং যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন করে-
- (ক) সরকারের এমপিওভুক্ত (মাসিক পে অর্ডার এর জন্য তালিকাভুক্ত) হয়;
- (খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;
- (গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়;
- (২৭) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যাহা কম;
- (২৮) কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট্রাক্শন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) কর্তৃক গৃহীত সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত অন্য কোনো আয়;
- (২৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;
- (৩০) সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;
- (৩১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;
- (৩২) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টিত কর পরিশোধিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে;
- (৩৩) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে আনীত হইলে অনুরূপ আয়।

অংশ ২

মোট আয় হইতে বিয়োজন

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় হইতে বিয়োজিত হইবে, যথা:-

- (১) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে-
 - (ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন বা এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো তহবিলে নিম্নবর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপেক্ষে দানকৃত কোনো আয়, যথা:-
 - (অ) কোনো কোম্পানির আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ৮ (আট) কোটি টাকা, দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;
 - (আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতার আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ১ (এক) কোটি টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;
 - (খ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে দানকৃত আয়; এবং
 - (গ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দানকৃত আয়;
- (২) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দানকৃত আয়।

অংশ ৩

সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

১। প্রয়োগ।—এই অংশ কোনো নিবাসী স্বাভাবিক করদাতা, এবং অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য এইরূপ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়।—নিম্নবর্ণিত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(১) করদাতা কর্তৃক তাহার নিজের জন্য অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” পরিচালনা করিবার জন্য পরিশোধিত কোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) ১০% (দশ শতাংশ);

(২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা এইরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” এর জন্য পরিশোধিত অর্থ বাংলাদেশে পরিশোধ না করা হইলে, এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না;

(৩) কোনো ব্যক্তিশেষের প্রতি সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণের অর্থ হইতে চাকরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না;

(৪) Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(৫) দ্বিতীয় তফশিলের অংশ ৩ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা বা তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যাহা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে;

(৬) অনুমোদিত কোনো বার্ষিক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ;

(৭) কোনো আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত কোনো অর্থ, যথা:-

(ক) অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার কোনো সরকারি সিকিউরিটিজ;

(খ) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা সম্পদ ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট

সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;

(গ) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বা মাসিক সঞ্চয় স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ১ (এক) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার টাকা;

(৮) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের অধীন পরিচালিত কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ;

(৯) করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত কোনো দান, যাহা এইরূপ অর্থ পরিশোধের ১ (এক) বৎসর পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে;

(১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি এইরূপ সংগঠন উক্ত দানের এক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

(১১) করদাতা কর্তৃক যাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫ নং আইন) দ্বারা বা ইহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(১২) স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কারো সুবিধা প্রতিবিধানার্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমা স্কিমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ যদি এইরূপ তহবিল অথবা স্কিম বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়;

(১৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ;

(১৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

(১৫) জাতির পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

অংশ ৪

কর অবকাশ

১। **কর অবকাশের জন্য যোগ্য শিল্প স্থাপনা।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কোনো অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা কর অবকাশের জন্য যোগ্য হইবে, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত পণ্য উৎপাদন বা তৈরি, যথা:—

- (১) এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট এবং রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস;
- (২) কৃষি যন্ত্রপাতি;
- (৩) স্বয়ংক্রিয় ইট;
- (৪) অটোমোবাইল;
- (৫) ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ও রাবার ল্যাটেক্স;
- (৬) ইলেক্ট্রনিক্সের মৌলিক উপাদান (অর্থাৎ রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ইনটিগ্রেটেড সার্কিট, মাল্টিপ্লেয়ার পিসিবি);
- (৭) বাই-সাইকেল, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
- (৮) বায়ো-ফার্টিলাইজার/জৈব-সার;
- (৯) বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক কৃষি পণ্য/এগ্রো প্রডাক্ট;
- (১০) বয়লার উহার খুচরা যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামসহ;
- (১১) কম্প্রেসার, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
- (১২) কম্পিউটার হার্ডওয়ার;
- (১৩) আসবাবপত্র;
- (১৪) গৃহ-সামগ্রী বা হোম এ্যাপলিয়েনসেস (ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ইনডাকশন কুকার, ওয়াটার ফিল্টার);
- (১৫) কীটনাশক ও বালাইনাশক;
- (১৬) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য;
- (১৭) এলইডি টিভি;

- (১৮) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ;
- (১৯) মোবাইল ফোন;
- (২০) পেট্রোকেমিক্যালস;
- (২১) ফার্মাসিউটিক্যালস;
- (২২) প্লাস্টিক রিসাইকলিং;
- (২৩) টেক্সটাইল মেশিনারি;
- (২৪) টিসু গ্রাফটিং;
- (২৫) খেলনাসামগ্রী উৎপাদন বা টয় ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (২৬) টায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (২৭) ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রান্সফরমার;
- (২৮) কৃত্রিম তন্তু/ফাইবার বা মানবতৈরি তন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (২৯) অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ বা পার্টস ও উপাদান ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (৩০) অটোমেশন ও রোবোটিক্স ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, উহার পার্টস ও উপাদানসহ;
- (৩১) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সিস্টেম ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (৩২) ন্যানোটেকনোলজি ভিত্তিক পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং;
- (৩৩) এয়ারক্রাফট হেলি মেনটেন্যান্স সার্ভিস, খুচরা যন্ত্রাংশ ম্যানুফ্যাকচারিংসহ;
- (খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ;
- (গ) টিসু গ্রাফটিং, জৈব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং রেডিও একটিভ (ডিফিউশন) এপ্লিকেশন ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন (অর্থাৎ পলিমারের মান উন্নয়ন বা পলিমারের ক্ষয়সাধন বা খাদ্য সংরক্ষণ বা চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ);
- (ঘ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো সেক্টর বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো কার্য সম্পাদনকারী সত্তা।

(২) অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে এবং জুলাই, ২০২০ হইতে জুন, ২০২৫ এর মধ্যে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করিতে হইবে।

২। অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত সন্তাসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়।—(১) অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তার অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত ব্যবসা হইতে অর্জিত আয় উপানুচ্ছেদ (৪) অনুসারে কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয় এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৩) কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকা বা জেলা সদরের পৌরসভাসমূহ, রাজ্যমাটি, বান্দরবান, ও খাগড়াছড়ি জেলায় পরিচালিত অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত আয়কর অব্যাহতির জন্য যোগ্য হইবে না।

(৪) কর অব্যাহতির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) যদি অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগ এবং রাজ্যমাটি, বান্দরবান বা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত অন্য কোনো জেলায় (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত) অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে ১০ (দশ) বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা:-

সারণী

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বৎসর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বৎসর	৯০% (নব্বই শতাংশ)
দ্বিতীয় বৎসর	৯০% (নব্বই শতাংশ)
তৃতীয় বৎসর	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)
চতুর্থ বৎসর	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)
পঞ্চম বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
ষষ্ঠ বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
সপ্তম বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
অষ্টম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
নবম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
দশম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ);

- (খ) যদি অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত) অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর অবকাশ প্রাপ্ত হইবে, যথা:—

সারণী

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বৎসর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বৎসর	৯০% (নব্বই শতাংশ)
দ্বিতীয় বৎসর	৮০% (আশি শতাংশ)
তৃতীয় বৎসর	৬০% (ষাট শতাংশ)
চতুর্থ বৎসর	৪০% (চল্লিশ শতাংশ)
পঞ্চম বৎসর	২০% (বিশ শতাংশ)।

৩। কর অবকাশ প্রাপ্তির যোগ্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ।—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপানুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামো সুবিধা সরবরাহের জন্য স্থাপিত কোনো অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা কর অবকাশের জন্য যোগ্য হইবে, যথা:—

- (ক) গভীর সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র বন্দর বা নদী বন্দর;
- (খ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;
- (গ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল;
- (ঘ) ফ্লাইওভার;
- (ঙ) টোলরোড ও ব্রিজ;
- (চ) গ্যাস পাইপ লাইন;
- (ছ) আইসিটি পার্ক, জোন বা ভিলেজ;
- (জ) হাইটেক পার্ক;
- (ঝ) অনুমোদিত পানি শোধনাগার;
- (ঞ) পানি সরবরাহ বা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা;
- (ট) তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল এবং সংশ্লিষ্ট লাইন;
- (ঠ) মনো-রেল ও সাবওয়েসহ রেলওয়ে;
- (ড) নবায়নযোগ্য জ্বালানি;
- (ঢ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি।

(২) ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে এবং জুন, ২০২৪ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করিতে হইবে।

৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত সন্তানসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়।—(১) অনুচ্ছেদ ৩ এই উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাদি হইতে উদ্ধৃত ব্যবসা হইতে অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তার অর্জিত আয় উপানুচ্ছেদ (৩) অনুসারে কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাদি ব্যতীত, অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয় এই অংশের আওতাভুক্ত হইবে না।

(৩) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে ১০ (দশ) বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথা:-

সারণী

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বৎসর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বৎসর	৯০% (নব্বই শতাংশ)
দ্বিতীয় বৎসর	৯০% (নব্বই শতাংশ)
তৃতীয় বৎসর	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)
চতুর্থ বৎসর	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)
পঞ্চম বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
ষষ্ঠ বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
সপ্তম বৎসর	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)
অষ্টম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
নবম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
দশম বৎসর	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)।

সপ্তম তফসিল

বিশেষ করহার

[ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য]

১। এই আইনের অধীন “মূলধনি আয়” হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে—

- (ক) কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);
- (খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে-
 - (অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;
 - (আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।

২। ধারা ২ এর দফা (৮১) এ সংজ্ঞায়িত “লভ্যাংশ” হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে-

- (ক) কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ২০% (বিশ শতাংশ);
- (খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে এইরূপ লভ্যাংশ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার।

৩। লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তির উপর ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হইবে।

অষ্টম তফসিল

বিশেষ বিধান

[ধারা ২৫ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

ব্যবসা পুনর্গঠন

১। বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনোরূপ ব্যবসায়িক পুনর্গঠন হইলে উহা হইতে উদ্ভূত করদায় এই অংশের বিধানানুসারে নির্ধারিত হইবে।

২। একীভূতকরণ স্কিমের অধীন (in the scheme of amalgamation) মূলধনি পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি আয় এই আইনের অধীন করারোপিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, একীভূতকরণ স্কিমের অধীন একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূত কোম্পানির শেয়ার ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কোনো পণ (consideration) গ্রহণ করিলে উহা করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং প্রযোজ্য হারে করারোপিত হইবে।

৩। ধারা ৭০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, একীভূতকরণ স্কিমের অধীন গঠিত একীভূত কোম্পানি একীভূতকরণাধীন কোম্পানির পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিশ্চিত অবচয় ভাতা নিজের পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিশ্চিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে সমন্বয় করিতে ও জের টানিতে পারিবে যেন উক্ত পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিশ্চিত অবচয় ভাতা একীভূত কোম্পানি বরাবর, সময় সময়, উদ্ভূত হইয়াছিল।

৪। একীভূতকরণ স্কিমের অধীন গঠিত একীভূত কোম্পানির মূলধনি পরিসম্পদের মূল্য একীভূতকরণাধীন কোম্পানির হিসাববহিতে প্রদর্শিত মূলধনি পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইবে না এবং মূলধনি পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলে, পুনর্মূল্যায়িত উদ্ধৃত্তের (revaluation surplus) উপর কোনো প্রকার অবচয় বা অ্যামর্টাইজেশন ভাতা দাবি করা যাইবে না।

৫। ডিমার্জারের ফলে ডিমার্জড কোম্পানি হইতে ফলশ্রুত কোম্পানিতে মূলধনি পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি আয় এই আইনের অধীন করারোপিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ার ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কোনো গণ গ্রহণ করিলে অথবা ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত শেয়ারের মূল্য ডিমার্জড কোম্পানির আনুপাতিক শেয়ারের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে যতটুকু অধিক উহা করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং প্রযোজ্য হারে করারোপিত হইবে।

৬। ধারা ৭০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ডিমার্জারের ক্ষেত্রে ডিমার্জড কোম্পানির পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা নিম্নবর্ণিতভাবে ফলশ্রুত কোম্পানির পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে পরিগণিত হইবে—

- (ক) ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত উদ্যোগের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানি তাহার নিজের পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে দাবি করিতে পারিবে যেন পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানির বরাবর, সময় সময়ে, উদ্ভূত হইয়াছিল;
- (খ) ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত উদ্যোগের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত নহে এইরূপ পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা প্রথমে ডিমার্জড কোম্পানি ও ফলশ্রুত কোম্পানির মধ্যে কোনো উদ্যোগের পরিসম্পদের ধারণের অনুপাতে বিভাজিত হইবে এবং পরবর্তীতে অনুপাতিক পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানি তাহার নিজের পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে দাবি করিতে পারিবে যেন পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানির বরাবর, সময়ে সময়ে, উদ্ভূত হইয়াছিল।

৭। ডিমার্জারের ক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানির মূলধনি পরিসম্পদের মূল্য ডিমার্জারের বৎসরে ডিমার্জড কোম্পানির হিসাববহিতে প্রদর্শিত মূলধনি পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইবে না এবং মূলধনি পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলে, পুনর্মূল্যায়িত উদ্ভূতের উপর কোনো প্রকার অবচয় বা অ্যামর্টাইজেশন ভাতা দাবি করা যাইবে না।

৮। এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(১) “উদ্যোগ” অর্থ—

- (ক) কোনো উদ্যোগের কোনো অংশ;
- (খ) কোনো উদ্যোগের কোনো ইউনিট বা বিভাগ;
- (গ) কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড; বা
- (ঘ) কোনো উদ্যোগের এইরূপ কোনো পরিসম্পদ বা দায় বা উহাদের কোনো সম্মিলন যাহা কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড গঠন করে;

(২) “একীভূত কোম্পানি” অর্থ—

- (ক) কোনো কোম্পানি যাহার সহিত একীভূতকরণাধীন কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ একীভূত হয়; অথবা
- (খ) দুই বা ততোধিক কোম্পানির একীভূতকরণের ফলে গঠিত কোনো কোম্পানি;

(৩) “একীভূতকরণ (amalgamation)” অর্থ, কোম্পানির ক্ষেত্রে এইরূপ প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক কোম্পানির অন্য কোম্পানির সহিত একীভূত হওয়া অথবা দুই বা ততোধিক কোম্পানি একীভূত হইয়া নূতন কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়া, যাহার ফলে—

- (ক) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে একীভূতকরণাধীন (merging) কোম্পানির সকল সম্পত্তি একীভূত (merged) কোম্পানির সম্পত্তি হইবে;
- (খ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির সকল দায় একীভূত কোম্পানির দায়ে পরিণত হইবে; এবং
- (গ) যেইক্ষেত্রে একীভূত কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির অনূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু (Value of Share) ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে; অথবা যেইক্ষেত্রে একীভূত কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বাংলাদেশি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারী একীভূতকরণাধীন বিদেশি কোম্পানির অনূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূতকরণের ফলে একীভূত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে,—

- (অ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে কোনো একীভূত কোম্পানি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে; এবং
- (আ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে কোনো একীভূত কোম্পানির সাবসিডিয়ারি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে;

(৪) “একীভূতকরণাধীন কোম্পানি” অর্থ—

- (ক) কোনো কোম্পানি যা অপর কোনো কোম্পানির সহিত একীভূত হয়; অথবা
- (খ) কোনো কোম্পানি যা নূতন কোনো কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যে অপর কোনো কোম্পানির সহিত একীভূত হয়;

(৫) “ডিমার্জড কোম্পানি” অর্থ এইরূপ কোম্পানি যাহার কোনো উদ্যোগ ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত হইয়াছে;

(৬) “ডিমার্জার (demerger)” অর্থ এইরূপ কোনো বন্দোবস্ত যাহার মাধ্যমে কোনো ডিমার্জড (demerged) কোম্পানি তাহার এক বা একাধিক উদ্যোগ (undertakings) কোনো ফলশ্রুত (resulting) কোম্পানিতে এইরূপভাবে স্থানান্তর করে যে—

- (ক) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল সম্পত্তি ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির সম্পত্তিতে পরিণত হয়;
- (খ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল দায় ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির দায়ে পরিণত হয়;
- (গ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল সম্পত্তি ও দায় ডিমার্জড কোম্পানির হিসাববহিতে উল্লিখিত মূল্যে ফলশ্রুত কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়;
- (ঘ) যেইক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে ডিমার্জড কোম্পানির অনূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু (Value of Share) ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে; অথবা যেইক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বাংলাদেশি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডকারী ডিমার্জড বিদেশি কোম্পানির অনূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে
- (ঙ) ফলশ্রুত কোম্পানিতে স্থানান্তরিত সম্পত্তি এবং দায় ফলশ্রুত কোম্পানিতে সক্রিয় ব্যবসা হিসাবে স্থানান্তরিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে,—

- (অ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোনো ফলশ্রুত কোম্পানি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোনো ফলশ্রুত কোম্পানির সাবসিডিয়ারি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে।

(৭) “ফলশ্রুত কোম্পানি” অর্থ—

- (ক) এইরূপ কোনো কোম্পানি যাহার নিকট ডিমার্জারের ফলে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগ হস্তান্তরিত হয়; বা
- (খ) ডিমার্জারের ফলে গঠিত কোনো ফলশ্রুত কোম্পানি;

(৮) “ব্যবসা পুনর্গঠন” অর্থ—

- (ক) একীভূতকরণ; এবং
- (খ) ডিমার্জার।

অংশ ২

স্টার্টআপ স্যান্ডবক্স

১। এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো স্টার্টআপের গ্রোথ বর্ষের “ব্যবসা হইতে আয়” নিরূপণের ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ ও ধারা ৫৬ প্রযোজ্য হইবে না।

২। কোনো গ্রোথবর্ষে কোনো নিবন্ধিত স্টার্টআপ লোকসান করিলে এবং উক্ত লোকসান সংশ্লিষ্ট করবর্ষে সমন্বয় না করা গেলে পরবর্তী ৯ (নয়) বৎসর পর্যন্ত উহার জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে।

৩। কোনো গ্রোথবর্ষে কোনো নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম করহার ০.১% (দশমিক এক শতাংশ) হইবে।

৪। কোনো স্টার্টআপ তার সিস্টেমে বা হিসেবের খতিয়ানে আয়কর কর্তৃপক্ষকে স্থায়ী প্রবেশাধিকার বা অ্যাকসেস প্রদান করিলে কেবল ধারা ১৬৬ এবং ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল ব্যতীত তাহার অন্য কোনো রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

৫। কোনো স্টার্টআপকে স্যান্ডবক্সের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৬। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো স্টার্টআপ নিবন্ধনের উপযুক্ত হইবে না—

- (ক) যদি ১ জুলাই, ২০১৭ এর পূর্বে নিগমিত (incorporated) হয়; অথবা
- (খ) ১ জুলাই, ২০১৭ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে নিগমিত এবং ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত (registered) হইতে ব্যর্থ হয়; অথবা
- (গ) ১ জুলাই ২০২৩ এর পর নিগমিত এবং নিগমিত হইবার বৎসরের পরের বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে এই ধারার অধীন নিবন্ধিত হইতে ব্যর্থ হয়।

৭। এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) “গ্রোথবর্ষ (growth years)” অর্থ—

- (অ) ১ জুলাই ২০১৭ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে নিগমিত (incorporated) ও ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসর; বা
- (আ) ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে বা উক্ত তারিখের পরে নিগমিত এবং নিগমিত হইবার পরের বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে এই ধারার অধীন নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য নিগমিত হইবার বৎসরের শেষ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর;

(খ) “উদ্ভাবন (innovation)” অর্থ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা বা সমস্যাগুচ্ছের অভিনব সমাধান প্রদানের মাধ্যমে বা বিদ্যমান সমাধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধনের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া;

(গ) “স্টার্টআপ” অর্থ এইরূপ কোনো কোম্পানি যার বার্ষিক টার্নওভার কোনো অর্থবৎসরে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বে নহে এবং যাহা-

- (অ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিগমিত; এবং
- (আ) উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রযুক্তি বা মেধাস্বত্ব চালিত নূতন পণ্য, প্রক্রিয়া বা সেবার বিস্তারে বা বাণিজ্যিকীকরণে নিয়োজিত; এবং
- (ই) একীভূতকরণ বা ডিমার্জার স্কিমের অধীন সৃষ্ট কোনো কোম্পানি নহে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.২৫.২৩

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আয়কর পরিপত্র ২০২৩-২০২৪

বিষয়: আয়কর আইন, ২০২৩; অর্থ আইন, ২০২৩; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টিকরণ।

২২ জুন ২০২৩ তারিখে আয়কর আইন, ২০২৩ এর গেজেট প্রকাশিত হয়। অর্থ আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ এবং ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎসে করহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৩; নূতন প্রবর্তিত আয়কর আইন, ২০২৩; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ ও সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানসমূহ করদাতাগণকে সহজভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো:-

১। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার

অর্থ আইন, ২০২৩ এর তফসিল-২ তে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য করহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের করহার

অর্থ আইন, ২০২৩ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

	মোট আয়	করহার
(ক)	প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%

	মোট আয়	করহার
(গ)	পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(ঘ)	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঙ)	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(চ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে, উল্লিখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	ন্যূনতম করের হার (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য হারে ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

এছাড়া, কোনো করদাতা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হলে এবং উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে করদাতার উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে:

	বিবরণ	রেয়াতের হার
(১)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বছরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নয়	উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%
(২)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বছরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক	উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%

১.২ কোম্পানি ব্যতীত নির্দিষ্ট শ্রেণির করদাতাদের করহার

(১)	কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%
(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫% তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক

		সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%

১.৩ কোম্পানির করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	৩০%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়

মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) ২.৫% সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

১.৪ রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করে প্রদেয় আয়করের হার নিম্নোক্তভাবে ধার্য করা হয়েছে-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

উক্ত হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা পেতে হলে **রপ্তানিকারককে** নিম্নোক্ত শর্তাবলি পরিপালন করতে হবে-

- (অ) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হতে হবে;
- (আ) এ প্রজ্ঞাপনের অধীন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

- (ই) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হবে;
- (ঈ) সকল প্রকার Transportation Service, Mobile Telecommunication Service এবং Internet and Internet Related Service এর জন্য এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
- (উ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো বিধান বা অন্য কোনো প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো করদাতা কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হলে এ প্রজ্ঞাপনের বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

হাসকৃত করহারের এই সুবিধা ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে আরম্ভ করবর্ষ হতে শুরু করে ৩০ জুন ২০২৮ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের একই খাতে দেশীয় ও রপ্তানি আয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক আয় ও ব্যয় বিভাজন প্রযোজ্য হবে।

১.৫ সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিসিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিসিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানির উল্লিখিত শিল্পের ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হাস করে ১৫% (পনের শতাংশ) ধার্য করা হয়েছে-

- (ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে;
- (খ) এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পেতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (গ) কোন আয়বর্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে;

হাসকৃত করহারের এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১.৬ হাঁস মুরগীর খামার, হাঁস মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা হাঁস মুরগীর খামার, হাঁস মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে, যথা:-

আয়ের পরিমাণ	আয়করের হার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২। সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করার উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোন্স্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। পরিবেশ সারচার্জ

কোন করদাতার (অর্থাৎ কোম্পানিসহ সকল প্রকারের করদাতা) নামে একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর	৩,৫০,০০০

	গাড়ির জন্য	

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (খ) গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ করবেন;
- (গ) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে যে অর্থবর্ষে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তার পরবর্তী অর্থবর্ষগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (ঘ) কোন করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে $k + x'$ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হবে, যেখানে-
- k = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,
- x' = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে তা আদায় করবেন;
- (চ) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না;
- (ছ) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

উদাহরণ ১

মিজ অরুণ অহমের ১৫০০ সিসির একটি সেডান কার এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের একটি টেসলা কার রয়েছে। দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে? গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?

কোনো করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যতটি গাড়ি থাকবে ততটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। মিজ অরণ্য অহমের দুটো গাড়ি রয়েছে। তাঁকে কেবল একটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হতে পারে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির জন্য প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সিসির একটি সেডান গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। এ দুটি গাড়ির মধ্যে ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা অধিক হওয়ায় করদাতা কর্তৃক পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে ২,০০,০০০ টাকা প্রদেয় হবে। এ-চালানের মাধ্যমে উক্ত সারচার্জের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে এ-চালানের কপি গাড়ির ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

৪। আয়কর আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ স্পষ্টিকরণ

প্রশ্ন- ক: ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, 1984 এর অধীন সম্পন্ন হবে?

উত্তর: ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ এবং অর্থ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার তারিখ হতে পরবর্তীকালে সকল কার্যবিধি- যেমন, নোটিশ জারি, শুনানীর তারিখ নির্ধারণ, কর নির্ধারণের ধারা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

তবে, আয় নিরূপণের যে সকল ক্ষেত্রে পরিপালনজনিত ব্যর্থতার কারণে কোনো খরচ অননুমোদনের বিধান আয়কর আইন, ২০২৩ এ রয়েছে কিন্তু Income-tax Ordinance, 1984-এ ছিলো না সে সকল বিধান ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। যেমন, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫তে “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হবার উল্লেখ রয়েছে। ধারা ৫৫তে উল্লেখিত যেসকল ক্ষেত্রসমূহ নূতনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে অর্থাৎ Income-tax Ordinance, 1984 এর ধারা ৩০-এ ছিলো না সে সকল বিধান ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ২

“ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে বেতন-ভাতাদি খাতে খরচ হিসাবে কোনো কর্মচারীকে মাসিক গ্রস বেতন ২০,০০০ টাকা বা তার অধিক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে তা Income-tax Ordinance, 1984 এর ধারা 30(i) অনুযায়ী খরচ হিসেবে অননুমোদিত হত। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫(ট) অনুযায়ী কর্মচারীর “চাকরি হইতে আয়” বলে বিবেচিত এরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ করা না হয় তবে তা “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে বেতন-ভাতাদি খাতে খরচ হিসাবে

অননুমোদিত হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? আয়কর আইনের ধারা ৫৫(ট) এর বিধান নাকি Income-tax Ordinance, 1984 এর ধারা 30(i) প্রযোজ্য হবে? এক্ষেত্রে Income-tax Ordinance, 1984 এর ধারা 30(i) প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন- খ: ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে ক্ষতির জেরটানা ও সমন্বয় আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, 1984 এর বিধান প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন- গ: ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ বা মুনাফা এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফা “অন্যান্য উৎসের আয়” নাকি “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর: যেহেতু ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের আয় পরিগণনা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী করতে হবে সেহেতু লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ বা মুনাফা এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফা “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন- ঘ: ২০২২-২০২৩ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, 1984 এর অধীন সম্পন্ন হবে?

উত্তর: ২০২২-২০২৩ করবর্ষের কর নিরূপণ Income-tax Ordinance, 1984 এবং অর্থ আইন, ২০২২ এর অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার তারিখ হতে পরবর্তীকালে সকল কার্যবিধি- যেমন, নোটিশ জারি, শুনানীর তারিখ নির্ধারণ, কর নির্ধারণের ধারা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্ন- ঙ: আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার পূর্বের তারিখ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অডিট মামলাসমূহ নিম্নে আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, 1984 অনুসরণ করতে হবে?

উত্তর: আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার পূর্বের তারিখ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অডিট মামলাসমূহ Income-tax Ordinance, 1984 এ বর্ণিত বিধানানুসারে নিষ্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন- চ: আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে যে সকল উৎস হতে কর্তৃত কর নূতন করে ন্যূনতম করের আওতায় আনা হয়েছে তা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে নাকি ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে?

উত্তর: আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে যে সকল ক্ষেত্রে নূতন করে ন্যূনতম করের বিধান আনয়ন করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে যদি পূর্ব হতেই পৃথক হিসাব

সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকে কেবল তখন-ই ন্যূনতম করের বিধান প্রযোজ্য হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩(২)(গ) অনুযায়ী ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৭২ এর বিধানাবলী অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। যেহেতু নিয়মিত হিসাব বহি সংরক্ষণের মতো পরিপালনযোগ্য শর্তের ভূতাপেক্ষ প্রয়োগ বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু এসকল বিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিপালন ২০২৪-২০২৫ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩

ন লিঃ একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি ব্যবসার জামানত হিসেবে ন লিমিটেড কে বাণিজ্যিক ব্যাংকে নির্ধারিত অর্থ গচ্ছিত রাখতে হয়। ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরে অনুরূপ জমা থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান ২০ কোটি টাকা উপার্জন করেছে যা থেকে ব্যাংক ২০% শতাংশ হারে ৪ কোটি টাকা কর্তন করেছে। ন লিঃ এর আয় এবং কর পরিগণনা কেমন হবে?

জামানতের টাকা ব্যাংকে রাখা ঠিকাদারি ব্যবসার শর্ত। তা সত্ত্বেও যেহেতু অর্থের লেনদেন বা গ্রাহক জমার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানটির মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম নয় অর্থাৎ ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মতো নয় সেহেতু অনুরূপ জামানত থেকে আয় ন লিঃ এর ব্যবসা খাতের আয় হিসেবে গণ্য হবে না। এটি আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর্থিক পরিসম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের হিসাব বরাবরই পৃথকভাবে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা ছিল। এ কারণে ন লিঃ ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যাংক জমার অর্থ থেকে অর্জিত আয়ের জন্য ধারা ১৬৩ এর বিধানাবলী ২০২৩-২৪ করবর্ষ থেকেই প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন- ছ: আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অগ্রিম কর পরিশোধের ব্যর্থতায় সৃষ্ট ঘাটতির উপর সরল সুদ উদ্ভূত হলে তা কি ২০২৩-২০২৪ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অগ্রিম কর পরিশোধের ব্যর্থতায় সৃষ্ট ঘাটতির উপর সরল সুদ উদ্ভূত হলে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে তা প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন- জ: আয়কর আইনের কোন বিধানগুলি ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) এবং কোন বিধানগুলি ভূতাপেক্ষ (retrospective) প্রয়োগ হবে?

উত্তর: কোনো ব্যক্তির কোনো আয়বর্ষের আয়ের উপর কর পরিগণনা বা কর নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য করহার যেমন: অর্থ আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত করহার বা ন্যূনতম করহার ভূতাপেক্ষ (retrospective) প্রয়োগ হবে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেমন: পরিপালন সম্পর্কিত সকল বিধানাবলি বা পরিপালন ব্যর্থতা হতে উদ্ভূত দায় সৃষ্টি করে এমন সকল বিধানাবলি বা উৎসে কর আদায় বা সংগ্রহ সম্পর্কিত

বিধানাবলি বা রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধানাবলি বা জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত বিধানাবলি ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) প্রয়োগ হবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে কোন বিধানগুলো তাৎক্ষণিক প্রযোজ্য বা কোন বিধানগুলো পরবর্তী করবর্ষ হতে প্রযোজ্য। যেমন, রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত যেকোনো বিধান ১ জুলাই তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে। আবার কোনো প্রকারের ব্যয় অনুমোদন বা অননুমোদন সংক্রান্ত বিধানগুলো পরবর্তী করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। একইভাবে উৎসে করের পরিপালন সংক্রান্ত কোন বিধানের লঙ্ঘনে অংশ-৭ অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপের বিধান ১ জুলাই তারিখ হতেই কার্যকর হবে।

৫। আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রদত্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা:

৫.১ করদিবস

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী “করদিবস” অর্থ-

- (ক) কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন; (অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট ও তহবিলের জন্য কর দিবস হচ্ছে ৩০ নভেম্বর)।
- (খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিন অথবা যেইক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন;
- (গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;
- (ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-
 - (অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
 - (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;
- (ঙ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ)তে উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস;

বিদেশে অবস্থানরত অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তির জন্য, যিনি বৈধ ভিসা ও পারমিটধারী, বাংলাদেশে আগমনের দিন হতে ৯০তম দিন করদিবস হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি ছুটিতে বা স্বল্পকিছু দিনের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন তার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেকোনো মুহূর্তেই বা যে কয়দিনের জন্যই প্রত্যাবর্তন করুন না কেন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০তম দিনই করদিবস হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫.২ ব্যক্তির সংজ্ঞা

আয়কর আইনের প্রয়োগ, করহার নির্ধারণ, পরিপালন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ, লভ্যাংশ হতে কর আহরণ, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী দাখিলসহ নানাবিধ প্রয়োগের জন্য “ব্যক্তি” মর্যাদা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Income-tax Ordinance, 1984 এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা কর যাক। Income-tax Ordinance, 1984 এর section 2(46) তে “ব্যক্তি” এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিলো-

“person” includes an individual, a firm, an association of persons, a Hindu undivided family, a trust, a fund, a local authority, a company, an entity and every other artificial juridical person.

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৬৯) এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

“ব্যক্তি” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ক্রমিক নং	Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী ব্যক্তি	আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যক্তি
১।	an individual	স্বাভাবিক ব্যক্তি
২।	a firm	ফার্ম
৩।	an association of persons	ব্যক্তিসংঘ
৪।	a Hindu undivided family	হিন্দু অবিভক্ত পরিবার
৫।	a trust	ট্রাস্ট
৬।	a fund	তহবিল
৭।	a company	কোম্পানি
৮।	a local authority	কোম্পানি'র সংজ্ঞাভুক্ত
৯।	an entity	
১০।	every other artificial juridical person	

অর্থাৎ আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোনো সভা এবং অন্য কোনো কৃত্রিম ব্যক্তির স্বতন্ত্র অবস্থান নেই।

আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা হতে সুস্পষ্ট যে ব্যক্তি দুই ধরনের, যথা:

১। স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person or individual);

২। কৃত্রিম ব্যক্তি (artificial person)।

ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তির প্রকারভেদ মাত্র। নিম্নে “ব্যক্তি” বা person উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো, যথা:

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
১।	স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual)	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি বা natural person। যিনি কৃত্রিম ব্যক্তি নন। যেমন: জনাব সলিল সজল একজন বাংলাদেশি। ব্যক্তি হিসেবে তার মর্যাদা স্বাভাবিক ব্যক্তি।
২।	ফার্ম (firm)	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৫৮) অনুযায়ী “ফার্ম” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ফার্ম; ক। The Partnership Act, 1932 এর ধারা 8 অনুসারে- "Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name"। খ। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি- স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যা-ই হোক না কেন, কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের জন্য সম্মত হলে সে সম্পর্ককে যৌথ বা অংশীদারি কারবার বা "Partnership" বলে। "Partnership" এর জন্য এরূপে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে অংশীদার এবং সমষ্টিগতভাবে ফার্ম হিসেবে গণ্য হন। গ। ফার্ম নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হতে পারে। ঘ। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩১) এ প্রদত্ত

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		“কোম্পানি” এর সংজ্ঞানুসারে ফার্মের কোন একজন অংশীদার যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা হয় তবে উক্ত ফার্ম কোম্পানি মর্যাদাভুক্ত হবে এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এর সকল উদ্দেশ্যে কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩।	ব্যক্তিসংঘ (association of persons)	ক। ব্যক্তিসংঘ তা যেকোনো প্রকারের হতে পারে। তবে যেহেতু আয়কর আইন, ২০২৩ এ কতিপয় ব্যক্তিসংঘকে আলাদা মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তাই তারা সরাসরি ব্যক্তিসংঘ হিসেবে গণ্য হবে না; যেমন- ফার্ম, কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফান্ড, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার। খ। জয়েন্ট ভেঞ্চার, কনসোর্টিয়াম (প্রযোজ্যক্ষেত্রে), অনিবন্ধিত ক্লাব, অনিবন্ধিত সমিতি অথবা অনিবন্ধিত বা অন্য কোনভাবে আইনী সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি নেই এমন যেকোন সংঘ যাদের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রযোজ্যতা রয়েছে। গ। ব্যক্তিসংঘের সদস্যগণ “সদস্য” হিসেবে গণ্য হন। ঘ। জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে কনসোর্টিয়ামসহ অন্যান্য ব্যক্তিসংঘ যাদের কোন সদস্য যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা হয় তবে উক্ত জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে কনসোর্টিয়ামসহ অন্যান্য ব্যক্তিসংঘ কোম্পানি মর্যাদাভুক্ত হবে এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এর সকল উদ্দেশ্যে কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত হবে।
৪।	হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (Hindu undivided family)	ক। হিন্দু আইনের অধীনে একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের (a common ancestor) অধঃস্তন বংশধর পুরুষ, অবিবাহিত কন্যা ও অধঃস্তন বংশধর পুরুষগণের স্ত্রীগণের সমন্বয়ে গঠিত অবিভক্ত পরিবার। খ। হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কোন চুক্তির অধীন সৃষ্টি হতে পারবে না।

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		গ। অধঃস্তন বংশধর পুরুষগণ আবশ্যিকভাবে সমাংশী বা coparcenary হবেন। ঘ। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ যিনি একজন সমাংশী তিনি সাধারণতঃ কর্তা হিসেবে গণ্য। কর্তা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের আইনগত প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হন। ঙ। যতদিন পর্যন্ত সহ-উত্তরাধিকারীগণ বা coparceners অবিভক্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত হিন্দু অবিভক্ত পরিবার একটি একক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবে।
৫।	ট্রাস্ট (trust)	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩৮) “ট্রাস্ট” অর্থ Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর অধীন গঠিত ট্রাস্ট এবং Specific Relief Act, 1877 (Act No. II of 1877) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাস্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট কোনো কোম্পানি বা তহবিল গঠনের পূর্বশর্ত অথবা কোম্পানি বা তহবিল পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি বা, ক্ষেত্রমত, তহবিল করযোগ্য সত্তা হইবে এবং ট্রাস্ট করযোগ্য সত্তা হিসাবে বিবেচিত হইবে না। ট্রাস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: ক। “ট্রাস্ট” বলতে The Trust Act, 1882 এর অধীন গঠিত ট্রাস্ট বুঝাবে। The Trust Act, 1882 ধারা ৩ অনুসারে- অ। A “trust” is an obligation annexed to the ownership of property, and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner, or declared and accepted by him, for the benefit of another, or of another and the owner: আ। the person who reposes or declares the confidence is called

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		the “author of the trust”: ই। the person who accepts the confidence is called the “trustee”: ঈ। the person for whose benefit the confidence is accepted is called the “beneficiary”: উ। the subject-matter of the trust is called “trust-property” or “trust-money”: উ। the “beneficial interest” or “interest” of the beneficiary is his right against the trustee as owner of the trust-property; and ঋ। the instrument, if any, by which the trust is declared is called the “instrument of trust”। খ। আবার Specific Relief Act, 1877 এর ধারা ৩ অনুযায়ী- অ। "obligation" includes every duty enforceable by law; আ। "trust" includes every species of express, implied, or constructive fiduciary ownership; ই। "trustee" includes every person holding, expressly, by implication, or constructively, a fiduciary character; গ। The Trust Act, 1882 এর ধারা ৫ এবং The Registration Act, 1908 এর ধারা ১৭ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল ট্রাস্ট দলিল বা “instrument of trust” নিবন্ধিত বা registered হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্ট গঠিত হবে না।

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		ঘ। The Trust Act, 1882 এর অধীন সৃষ্ট “ট্রাস্ট” এর কেবলমাত্র ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী পরিচালিত হলে এবং অন্যকোন উদ্দেশ্যে বা ভিন্ন কোন সত্তার প্রয়োজনে সৃষ্ট না হলে তা আয়কর আইন, ২০২৩ এর উদ্দেশ্যে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ এর মর্যাদা হবে ট্রাস্ট। ঙ। ট্রাস্ট কোনো কোম্পানি বা তহবিল গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে গঠিত হলে অথবা কোম্পানি বা তহবিল পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি বা, ক্ষেত্রমত, তহবিল করযোগ্য সত্তা হবে এবং ট্রাস্ট করযোগ্য সত্তা হিসাবে বিবেচিত হইবে না। যেমন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা মিউচুয়াল ফান্ড বা অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলের জন্য ট্রাস্ট গঠনের আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ট্রাস্ট করযোগ্য সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবে না কেননা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোম্পানি হিসেবে করযোগ্য সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবে। একইভাবে মিউচুয়াল ফান্ড বা অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিল আয়কর আইন, ২০২৩ এ তহবিল হিসেবে স্বীকৃত হবে।
৬।	তহবিল (fund)	ক। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৪২) অনুযায়ী “তহবিল” অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা বিধির অধীন সৃষ্ট বা স্বীকৃত কোনো তহবিল। অর্থাৎ আয়কর আইন, ২০২৩ এর উদ্দেশ্যে তহবিল এর মর্যাদা হচ্ছে তহবিল। খ। The Provident Funds Act, 1925; The Labor Act, 2006; The Trust Act, 1882; The Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993; Bangladesh Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules-2001; Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		The Bangladesh Securities and Exchange (Capital Market Stabilization Fund) Rules, 2021 ইত্যাদি আইন ও বিধিমালায় অধীন সৃষ্ট বা স্বীকৃত ফান্ড বা তহবিল আয়কর আইন, ২০২৩ এর উদ্দেশ্যে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।
৭।	কোম্পানি (company)	ক। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩১) অনুযায়ী “কোম্পানি” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে- (ক) বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের লিয়াজৌ অফিস, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস; (খ) যেকোনো বিদেশি সত্তা বা ব্যক্তির স্থায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান; (গ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংঘ বা সংস্থা; (ঘ) যেকোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (ঙ) যেকোনো শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন, ফাউন্ডেশন, সমিতি, সমবায় সমিতি এবং যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সহিত নিবন্ধিত কোনো প্রতিষ্ঠান; (ছ) কোনো ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, জয়েন্ট ভেঞ্চার বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তিবর্গের কেহ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা হয়;

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		(জ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সায়তশাসিত সংস্থা; (ঝ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা; (ঞ) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল ব্যতীত অন্য সকল সত্তা; (ট) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশি সংঘ বা সংস্থা যাহা, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোম্পানি হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে; খ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) অনুযায়ী "সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো- ১। জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সবুক বোর্ড, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও দিনাজপুর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বোর্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া, কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট, বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		(বিআইডিএস), কৃষিগবেষণা কাউন্সিল (বার্ক), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, পরমাণু শক্তি কমিশন, কৃষিউন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), সেরিকালচার বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সেতু কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ, রাজশাহী), রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা), টেক্সাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি), চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, শিপিং কর্পোরেশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, জুট মিলস কর্পোরেশন, সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, চা বোর্ড, পর্যটন কর্পোরেশন, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), চট্টগ্রাম ওয়াসা, ঢাকা ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ টেলি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; এসএমই ফাউন্ডেশন; সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; ২। বেজা, বেপজা, বিইপিজেড, বিসিআইসি,

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		সিইজিআইএস, ইপিবি; ৩। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি; সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ; ৪। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন; বাপেক্স, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন; সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন; ৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বন্দর কর্তৃপক্ষ; ৬। সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। গ। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৯১) অনুযায়ী “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ; ঘ। আয়কর আইন, ২০২৩ এর উদ্দেশ্যে সকল ক্ষেত্রেই কোম্পানি অর্থ ধারা ২(৩১) তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানি। তবে, কোথাও যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানির উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে থাকে কেবল সেক্ষেত্রেই তা ভিন্নভাবে প্রযোজ্য হবে। যেমন: লভ্যাংশের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত কোম্পানি বলতে আয়কর আইনের ধারা ২(৩১) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানি বুঝাবে। (ঙ) কোন করদাতার মর্যাদা স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল না হলে তার মর্যাদা কোম্পানি হিসেবে নির্ধারিত

ক্রমিক নং	ব্যক্তি'র ধরণ	বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ
		হবে।

৬। আয়কর আইন, ২০২৩ এর অধীন আয়ের খাত ও মোট আয় পরিগণনা

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী আয়ের খাতসমূহ নিম্নরূপ:

- (ক) চাকরি হইতে আয়;
- (খ) ভাড়া হইতে আয়;
- (গ) কৃষি হইতে আয়;
- (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
- (ঙ) মূলধনি আয়;
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

৬.১ চাকরি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) চাকরি হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;
- (খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়;
- (গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা
- (ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:

- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হাট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা
- (খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।

এখানে উল্লেখ্য, যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত হতে হবে। যদি কোন অংশ ব্যয়িত না হয় এবং ফেরত দেয়া না হয় তবে তা বেতন খাতের আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

উদাহরণ ৪

মিজ দৌলত আকতার মালা কোনো আয়বর্ষে তার নিয়োগকর্তার নিকট হতে যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা হিসেবে মোট ৩,৬০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে তিনি ২,৫০,০০০ টাকা চাকরির কাজে ব্যয় করেন এবং বাকী ১,১০,০০০ টাকা তিনি খরচ করেন নি এবং নিয়োগকর্তাকে ফেরত প্রদান করেন নি। উক্ত ১,১০,০০০ টাকা প্রযোজ্য করবর্ষে মিজ মালার চাকরি হইতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১।	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২।	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩।	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

উদাহরণ ৫

জনাব অনুভব ইসলাম একটি ফার্মে কর্মরত একজন চাকুরীজীবী। তিনি প্রতিদিন ফার্মের গাড়িতে করে অফিসে আসা-যাওয়া করেন। এই গাড়িতে তার অন্যান্য সহকর্মীগণও যাতায়াত করেন। এর বাইরে তিনি কোনো প্রকারের গাড়ি সুবিধা প্রাপ্ত হন না। করদাতাকে এই গাড়িতে করে অফিসে যাতায়াতের জন্য করদাতার কোনো প্রকারের পারকুইজিট পরিগণনা করতে হবে কিনা? করদাতার এই প্রকারের সুবিধা অর্থাৎ পিক এন্ড ড্রপ সুবিধা মোটর গাড়ি সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪ অনুযায়ী কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ক - খ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে-

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে ক - খ নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

উদাহরণ ৬

জনাব মাহির হোসেন কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন তার নিয়োগকর্তা কোম্পানি ক লিঃ এর ১০০টি শেয়ার প্রাপ্ত হলেন। শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা এবং ন্যায্য বাজার মূল্য ১০০০ টাকা। জনাব হোসেন ১০০ টি শেয়ার প্রাপ্তি জন্য ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করলেন। উক্ত ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের পরিশোধ জনাব হোসেনকে করতে হয়নি। প্রতিটি শেয়ারের ন্যায্য বাজারমূল্য ১০০০ টাকা হিসাবে ১০০ টি শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। জনাব হোসেন ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের শেয়ার অর্জনে ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করছেন। অর্থাৎ কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের ফলে তার বেতন হইতে আয়ের সাথে (১,০০,০০০ – ৪০,০০০) টাকা বা ৬০,০০০ টাকা যোগ হবে।

জনাব হোসেন যদি পরবর্তীকালে ১০০টি শেয়ার প্রতিটি ১৫,০০০ টাকা দামে হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরকালে তার মূলধনি আয়ের পরিমাণ হবে (১,৫০,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা বা ৫০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ৭

জনাব আজমান একটি প্রতিষ্ঠানের একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা। তিনি ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে তার কোম্পানির ৫০০ টি শেয়ার ক্রয় করেন। উক্ত প্রতিটি শেয়ারের ক্রয়মূল্য বাবদ তিনি ২০০ টাকা পরিশোধ করেন। ৩০ জুন তারিখে প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য ছিলো ৩৫০ টাকা। কর্মচারী শেয়ার স্কিম এর আওতায় করদাতার করযোগ্য আয় কত?

দেখা যায়, জনাব আজমান তার প্রতিষ্ঠানের ৫০০টি শেয়ার ক্রয় করেছেন। কিন্তু উক্ত শেয়ার ক্রয় তিনি কোনো প্রকারের কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীনে করেননি। তাই, এক্ষেত্রে কর্মচারী শেয়ার স্কিম এর আওতায় কোনো প্রকারের আয় পরিগণিত হবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি শেয়ার ক্রয় করেছেন মাত্র, বিক্রয় করেননি। ফলে কোনো প্রকার মূলধনি আয়ের সুযোগ নেই।

উদাহরণ ৮

জনাব রিয়াদ হোসেন কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন তার নিয়োগকর্তা কোম্পানি খ লিঃ এর ১০০টি শেয়ার পাওয়ার জন্য যোগ্য হয়েছেন। প্রত্যেকটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা এবং ন্যায্য বাজার মূল্য ১০০০ টাকা। কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন প্রাপ্ত এই সুযোগ জনাব হোসেন চাইলে তিনি নিজে গ্রহণ করতে পারবেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট তিনি হস্তান্তর করতে পারবেন। জনাব হোসেন সরাসরি শেয়ার না কিনে তার শেয়ার ক্রয়ের অধিকার জনাব জসিমের নিকট ২০,০০০ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করলেন। কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার ক্রয়ের অধিকার হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত এই ২০,০০০ টাকা প্রযোজ্য করবর্ষে তার চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ করমুক্ত থাকবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ (reimbursement) যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(২৭) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম।

উদাহরণ ৯

মিজ সুরাইয়া ইয়োহেনসন বাংলাদেশি নন এরূপ অনিবাসী একজন করদাতা। তিনি বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানি ঘ লিঃ এর একজন কর্মচারী। ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে তিনি বাংলাদেশে ১৮৩ দিনের কম সময়কাল অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি বাংলাদেশে ৬ মাস কর্মরত ছিলেন। তার চাকরি হতে প্রাপ্তি সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) মাসিক মূল বেতনের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনি কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত ফ্ল্যাটে অবস্থান করেন। উক্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া মূল্য হিসাবে কোম্পানি ফ্ল্যাটের মালিককে প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ করে;

- (গ) তিনি কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ২৭৫০ সিসির একটি গাড়ি ব্যবহার করেন;
- (ঘ) ৫ লক্ষ টাকা তালিকাভুক্ত কোম্পানি ক-৭ পিএলসি এর শেয়ারে বিনিয়োগ করেন;
- (ঙ) ৫ লক্ষ টাকা খনিট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট শেয়ারে বিনিয়োগ করেন;

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী ২৫০০ সিসির অধিক এরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫,০০০ টাকা করে পারকুইজিট হিসাব করতে হবে। ফলে, করদাতার বার্ষিক চাকরি হইতে আয় হবে $\{(২,০০,০০০ + ৭৫,০০০ + ২৫,০০০) \times ৬\}$ টাকা বা মোট ১৮,০০,০০০ টাকা। ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৭) অনুযায়ী “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম তা করমুক্ত হওয়ায় নিজ সুরাইয়ার চাকরি হতে নিট করযোগ্য আয় হবে $(১৮,০০,০০০ - ৪,৫০,০০০)$ টাকা বা ১৩,৫০,০০০ টাকা। ৩০% হারে তৈর প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৪,০৫,০০০ টাকা।

যেহেতু করদাতা বাংলাদেশি নন এরূপ অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তাই তিনি ধারা ৭৮ অনুযায়ী বিনিয়োগ জনিত সাধারণ কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না।

৬.২ ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৬ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ভাড়া হইতে আয় হিসেবে গণ্য হবে, যথা:

- (ক) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য সর্বমোট খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই;
- (খ) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, সম্পত্তির উক্ত অংশের আয় ভাড়া হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে না;
- (গ) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন আয় পরিগণনা করতে হবে।

“সম্পত্তি” অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিল্মার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আজিলা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যা ভাড়া প্রদান করা যায়।

“ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান
অর্ন্তভুক্ত হবে না;

“বার্ষিক মূল্য” অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে-

(ক) বৎসরান্তে সম্পত্তির যুক্তিসংগত ভাড়া; বা

(খ) যেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ উপ-দফা (ক) অনুযায়ী নিরূপিত অঙ্কের
অধিক হয়, সেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া;

উদাহরণ ১০

কোম্পানি ও ভবন নির্মাণ করে উক্ত ভবন আবাসিক ফ্ল্যাট এবং হোটেল হিসাবে
ভাড়া প্রদান করে। কোম্পানির এ ধরনের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার ব্যবসা
নেই। কোম্পানির ভবন ভাড়া হতে আয় এই অধ্যায়ের অধীন ভাড়া হইতে আয়
হিসেবে পরিগণিত হবে।

উদাহরণ ১১

জনাব অনন্ত ওসমানের একটি ২ তলা আবাসিক ভবন রয়েছে যার একটি তলা তিনি
ব্যবহার করেন এবং অন্যটি প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকায় ভাড়া দেন। ভাড়াগ্রহীতা
ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে জনাব ওসমানের ব্যাংক হিসাবে ভাড়া প্রেরণ করেন।
ভাড়াগ্রহীতা হতে জনাব ওসমান কোনো প্রকারের অগ্রিম গ্রহণ করেননি। তিনি সমন্বয়
অযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন।
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স হিসাবে ১২,০০০ টাকা জনাব ওসমান পরিশোধ করেছেন।

বিবরণ	টাকা
বাড়িভাড়া হতে আয় (৫০,০০০ × ১২)	৬,০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ	
ভাড়ামূল্যের ২৫%	(১,৫০,০০০)
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স (হারাহারি)	(৬,০০০)
মোট করযোগ্য আয়	৪,৪৪,০০০

সিকিউরিটি ডিপোজিট করদাতার দায় বিধায় এটি মোট করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত
হবে না। এছাড়াও ধারা ৩৯(২) মোতাবেক আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক
হারে আংশিক খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

৬.৩ কৃষি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিত হবে। ষষ্ঠ
তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের
আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা:-

(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় করদাতা হিসাব সংরক্ষণ করছেন না, যে ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:

- (ক) করদাতা নিয়মিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন না;
- (খ) করদাতা এরূপ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন যার ভিত্তিতে করদাতার আয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় বলে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে;
- (গ) করদাতা হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; বা
- (ঘ) করদাতা যে হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করেছেন তা যাচাইযোগ্য নয়।

তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

উদাহরণ ১২

জনাব অভয় অনিক ২০ একর কৃষি জমির মালিক। তিনি ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে ১২ একর জমিতে নিজেই কৃষি কাজ করেন। অবশিষ্ট ৮ একর জমি অপর একজন কৃষকের নিকট তিনি বর্গা দেন। জনাব অনিকের নিজস্ব উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য ২৪,০০,০০০ লক্ষ টাকা। তিনি ৮ একর জমির বর্গা হতে প্রাপ্ত হন ৮,০০,০০০ টাকা। জনাব অনিক কোন প্রকার হিসাব বহি সংরক্ষণ করেন না। এমতাবস্থায় তার নিজস্ব উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপরীতে আয়ের পরিমাণ হবে (২৪,০০,০০০ – ২৪,০০,০০০ × ০.৬) টাকা বা ৯,৬০,০০০ টাকা। অর্থাৎ জনাব অনিকের কৃষি হইতে আয় হবে (৮,০০,০০০ + ৯,৬০,০০০) টাকা বা ১৭,৬০,০০০ টাকা।

৬.৪ ব্যবসা হইতে আয়

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

- (ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;
- (ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

“ব্যবসা” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

- (ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
- (খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;
- (গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা
- (ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫-তে কতিপয় বিয়োজনকে সুস্পষ্টভাবে অননুমোদিত বিয়োজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তার তালিকা নিম্নরূপ:

- (ক) যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ যার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের অংশ ৭ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি;
- (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যকে প্রদত্ত সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক;
- (গ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান;
- (ঘ) আয়কর আইনের ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক;
- (ঙ) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি, কারিগরি সহায়তা ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ নির্বাহকৃত সমপ্রকৃতির অন্য যেকোনো ফি বাবদ মোট ব্যয়সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (চ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক নির্বাহকৃত হেড অফিস অথবা ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর ক্ষেত্রে

আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;

- (ছ) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অতিরিক্ত অঙ্ক:

তবে, করদাতা সরকারকে কোনো সেবা প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ করলে সেক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না: এবং

এই দফার অধীন পরিগণিত অতিরিক্ত অঙ্কের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে এবং তার বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা প্রমাণিত হলে এই দফায় প্রদত্ত সীমা প্রযোজ্য হবে না;

- (জ) আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক-

(অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ৪% (চার শতাংশ); এবং

(আ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বাদে পরবর্তী অঙ্কের ২% (দুই শতাংশ);

- (ঝ) ফ্রি স্যাম্পল বিতরণে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক-

(অ) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে-

(১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই শতাংশ) হারে;

(২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;

(৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;

(আ) খাদ্য, প্রসাধনী ও সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে-

(১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ১% (এক শতাংশ) হারে;

(২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;

(৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;

(ই) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে-

(১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;

(২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;

- (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ) হারে;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক অঙ্ক;
- (ট) কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলে বিবেচিত এরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;
- (ঠ) কোনো পরিশোধ যা ভাড়া হতে আয় বলিয়া বিবেচিত তা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ড) কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক;
- (ঢ) দফা (ট), (ঠ) ও (ড) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অতিরিক্ত অঙ্ক ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ণ) ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে বাধ্য এরূপ কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত কোনো অঙ্ক, যদি অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়;
- (ত) মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত কোনো ব্যয়;
- (থ) যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নহে;
- (দ) ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ সকল প্রকার ব্যয়;
- (ধ) International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use (RoU) বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন:
- তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করতে হবে;
- (ন) ধারণাগত পরিসম্পদ অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss);
- (প) বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ;
- (ফ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের বিধান পরিপালন না হলে প্রমাণকরী সকল খরচ।

“নীট ব্যবসায় মুনাফা” অর্থ কোনো সত্তা কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত ব্যবসায়িক মুনাফা, তবে কোনো সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট বা জয়েন্ট ভেঞ্চার হতে অর্জিত মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

“প্রচারণামূলক ব্যয়” অর্থ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো বস্তু, অর্থ বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধার প্রদানের বিপরীতে দাবিকৃত ব্যবসায়িক খরচ দাবি, তবে বিজ্ঞাপন ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উদাহরণ ১৩

মিজ ইমাকে তার নিয়োগকারী কোম্পানি বেতন পরিশোধ ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে থাকে। ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে মূল বেতন ব্যতীত প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাদি নিম্নরূপ:

- (ক) সন্তানের স্কুলের বেতন বাবদ মাসিক ৩০,০০০ টাকা;
- (খ) গৃহকর্মীর বেতন বাবদ মাসিক ১৫,০০০ টাকা;
- (গ) ড্রাইভারের বেতন বাবদ মাসিক ৪০,০০০ টাকা;
- (ঘ) যৌথ বিমার কিস্তি বাবদ মাসিক ১২,০০০ টাকা;
- (ঙ) বাসা ভাড়া বাবদ বার্ষিক প্রদান করা হয় ১২,০০,০০০ টাকা;
- (চ) বার্ষিক চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয় ১,২০,০০০ টাকা;
- (ছ) লিভ ফেয়ার ভাতা (এলএফএ) বাবদ বার্ষিক ১০,০০,০০০ টাকা;
- (জ) বার্ষিক মহার্ঘ ভাতা ৪,০০,০০০ টাকা;
- (ঝ) এককালীন ইনসেন্টিভ বোনাস ৮,০০,০০০ টাকা; এবং
- (ঞ) আয়কর পরিশোধ বাবদ ২,০০,০০০ টাকা।

মিজ ইমার চাকরি হইতে আয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মোট করযোগ্য পারকুইজিট এবং নিয়োগকারী কোম্পানির জন্য ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য পারকুইজিট নির্ধারণ করতে হবে।

২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে মিজ ইমা কর্তৃক গৃহীত করযোগ্য সুবিধাধির মোট পরিমাণ:

ক্রমিক নং	পারকুইজিটের ধরণ	টাকা
(ক)	সন্তানের স্কুলের বেতন বাবদ পরিশোধ (৩০,০০০ × ১২)	৩,৬০,০০০
(খ)	গৃহ কর্মীর বেতন বাবদ পরিশোধ (১৫,০০০ × ১২)	১,৮০,০০০
(গ)	ড্রাইভারের বেতন বাবদ পরিশোধ (৪০,০০০ × ১২)	৪,৮০,০০০
(ঘ)	যৌথ বিমার কিস্তি বাবদ পরিশোধ (১২,০০০ × ১২)	১,৪৪,০০০
(ঙ)	বাসা ভাড়া বাবদ বার্ষিক প্রদান	১২,০০,০০০
(চ)	বার্ষিক চিকিৎসা ভাতা	১,২০,০০০
(ছ)	লিভ ফেয়ার ভাতা (এলএফএ)	১০,০০,০০০
(জ)	বার্ষিক মহার্ঘ ভাতা	৪,০০,০০০
(ঝ)	ইনসেন্টিভ বোনাস	৮,০০,০০০
(ঞ)	নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত আয়কর (আয়কর এস,আর, ও নং ১৮২-আইন-৯৯, তারিখ: ১ জুলাই, ১৯৯৯)	-

	ইং দ্বারা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত)	
	মিজ ইমার পারকুইজিট বাবদ আয়	৪৬,৮৪,০০০

মিজ ইমাকে প্রদত্ত পারকুইজিটের জন্য আয়কর আইনের ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী কোম্পানির অননুমোদনযোগ্য অতিরিক্ত পারকুইজিট নির্ণয়:

ক্রমিক নং	পারকুইজিটের ধরণ	টাকা
(ক)	সন্তানের স্কুলের বেতন বাবদ পরিশোধ (৩০,০০০ x ১২)	৩,৬০,০০০
(খ)	গৃহ কর্মীর বেতন বাবদ পরিশোধ (১৫,০০০ x ১২)	১,৮০,০০০
(গ)	ড্রাইভারের বেতন বাবদ পরিশোধ (৪০,০০০ x ১২)	৪,৮০,০০০
(ঘ)	যৌথ বিমার কিস্তি বাবদ পরিশোধ (১২,০০০ x ১২)	১,৪৪,০০০
(ঙ)	বাসা ভাড়া বাবদ বার্ষিক প্রদান	১২,০০,০০০
(চ)	বার্ষিক চিকিৎসা ভাতা	১,২০,০০০
(ছ)	লিভ ফেয়ার ভাতা (এলএফএ)	১০,০০,০০০
(জ)	বার্ষিক মহার্ঘ ভাতা	৪,০০,০০০
(ঝ)	ইনসেন্টিভ বোনাস	৮,০০,০০০
(ঞ)	কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত আয়কর	২,০০,০০০
	মোট পারকুইজিট	৪৮,৮৪,০০০
	বাদ: অননুমোদনযোগ্য পারকুইজিট	(১০,০০,০০০)
	অননুমোদনযোগ্য অতিরিক্ত পারকুইজিট	৩৮,৮৪,০০০

উদাহরণ ১৪

ছ লিঃ রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা, পরিচালন খরচ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। উক্ত বছরে তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:

মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে নগদায়িত ও অনগদায়িত লাভের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা। বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হইতে নগদায়িত লাভ ৩০ হাজার টাকা।

ছ লিঃ করপূর্ব নিট মুনাফা:

বিক্রয়	২০,০০,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	(১৫,০০,০০০)
মোট মুনাফা	৫,০০,০০০
বাদ: পরিচালন খরচ	(২,২০,০০০)
পরিচালন মুনাফা	২,৮০,০০০

যোগ: মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ (accrual basis)

মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে:

নগদায়িত লাভ	১০,০০০
অনগদায়িত লাভ	২০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ	
ক্রয় হতে নগদায়িত লাভ	<u>৩০,০০০</u>

৬০,০০০

করপূর্ব মুনাফা

৩,৪০,০০০

ছ লিঃ করদায় নির্ণয়:

করপূর্ব মুনাফা	৩,৪০,০০০
বাদ: মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ	<u>(৬০,০০০)</u>
	২,৮০,০০০
যোগ: মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে নগদায়িত লাভ	<u>১০,০০০</u>

২,৯০,০০০

১২% হারে কর (২,৯০,০০০ × ১২%)

৩৪,৮০০

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে লাভ বা ক্ষতি উদ্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে পরিচালন মুনাফা (operating income) নির্ধারণ করতে হবে। এরপর পরিচালন মুনাফার সাথে IFRS মেনে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে উদ্ভূত লাভ যোগ করে অথবা ক্ষতি বিয়োগ করে করপূর্ব মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত করপূর্ব মুনাফা হতে IFRS অনুসারে উদ্ভূত লাভ বাদ বা ক্ষতি যোগ করে কেবল নগদায়িত লাভ যোগ বা নগদায়িত ক্ষতি বিয়োগ করতে হবে।

ধারা ৪৫(চ) অনুযায়ী মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ ব্যবসা হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু অনগদায়িত লাভ ব্যবসা হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে না।

তৃতীয় তফসিল- অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোন পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করিবার পর কোন পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হবে, যথা: -

- (ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি, অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে;
- (খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করে।

বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা হলে অর্জনমূল্যের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ বা ক্ষতি সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার

বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ উক্ত সম্পদের মূল্য থেকে বিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও কর অবচয় পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হলো না।

উদাহরণ ১৫

জ লিঃ আমদানি ও ট্রেডিং ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৫ লক্ষ টাকা, পরিচালন খরচ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

উক্ত বছরে তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:

মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে নগদায়িত ও অনগদায়িত ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা। বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হইতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০ হাজার টাকা।

জ লিঃ এর করপূর্ব নিট মুনাফা:

বিক্রয়	২০,০০,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	(১৫,০০,০০০)
মোট মুনাফা	৫,০০,০০০
বাদ: পরিচালন খরচ	(২,২০,০০০)
পরিচালন মুনাফা	২,৮০,০০০
বাদ: মুদ্রা বিনিময় হইতে ক্ষতি	
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে:	
নগদায়িত ক্ষতি	১০,০০০
অনগদায়িত ক্ষতি	২০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে	
সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত	৩০,০০০
ক্ষতি	
	(৬০,০০০)
করপূর্ব মুনাফা	২,২০,০০০

জ লিঃ এর করদায় নির্ণয়:

করপূর্ব মুনাফা	২,২০,০০০
যোগ: মুদ্রা বিনিময় হতে ক্ষতি	৬০,০০০
	২,৮০,০০০
বাদ: মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি	(১০,০০০)

২,৭০,০০০

৩০% হারে কর (২,৭০,০০০ × ৩০%)

৮১,০০০

বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা হলে অর্জনমূল্যের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ বা ক্ষতি সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হতে নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি উক্ত সম্পদের মূল্যের সাথে যোগ করতে হবে। এছাড়াও কর অবচয় পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হলো না।

উদাহরণ ১৬

ঝা লিঃ স্টেশনারী ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তার করপূর্ব মুনাফা ছিল ২০ লক্ষ টাকা। উক্ত বছরে দেড় লক্ষ টাকায় ৫ টি চেয়ার কিনে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখানো হয়।

ঝা লিঃ এর করদায় নির্ণয়:

করপূর্ব মুনাফা	২০,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারায় অনুমোদন অযোগ্য ব্যয়	<u>১,৫০,০০০</u>
নিট করযোগ্য আয়	২১,৫০,০০০
করহার @ ২৭.৫%	
প্রদেয় কর	৫,৯১,২৫০

ধারা ৫৫(ত) অনুযায়ী মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

তৃতীয় তফসিল – অংশ ২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী কর নির্ধারণকালে করদাতা কর্তৃক দাবিকৃত কোনো ব্যয় মূলধনি প্রকৃতির বলিয়া অননুমোদিত হলে করদাতার উক্ত ব্যয় পরবর্তী করবর্ষগুলোতে ১০% হারে অ্যামর্টাইজেশন ভাতা হিসাবে অনুমোদিত হবে।

উদাহরণ ১৭

ঞা লিঃ স্টেশনারী ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তার করপূর্ব মুনাফা ছিল ১০ লক্ষ টাকা। উক্ত বছরে কুখণ সঞ্চিতি হিসাবে ১,০০,০০০ টাকা চার্জ করা হয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয়।

ঞা লিঃ এর করদায় নির্ণয়:

করপূর্ব মুনাফা	১০,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারায় অনুমোদন অযোগ্য ব্যয়	<u>১,০০,০০০</u>
করযোগ্য আয়	১১,০০,০০০

ধারা ৫৫(খ) অনুযায়ী যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হবে না।

উদাহরণ ১৮

ঠ কোম্পানি লিঃ সেবা ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তার করপূর্ব মুনাফা ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। উক্ত বছরে Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা দেখানো হয় ১,২০,০০০ টাকা এবং সুদ বিয়োগ করা হয় ২০,০০০ টাকা। লিজ বাবদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা।

ঠ লিঃ এর করদায় নির্ধারণ:

করপূর্ব মুনাফা		১৫,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারায় অনুমোদন অযোগ্য ব্যয়		
অবচয় RoU asset	১২০,০০০	
সুদ খরচ RoU asset	<u>২০,০০০</u>	১,৪০,০০০
		১৬,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়- লিজ বাবদ পরিশোধ		<u>(১,০০,০০০)</u>
নিট করযোগ্য আয়		১৫,৪০,০০০
প্রদেয় কর @ ২৭.৫%		৪,২৩,৫০০

ধারা ৫৫(খ) অনুযায়ী IFRS মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোন অবচয় ভাতা বা সুদ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হবে না। তবে, প্রকৃত পরিশোধিত অংক অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ ১৯

চ লিঃ কোম্পানি খাদ্য উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২২ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৬০,০০,০০,০০০ টাকা এবং করপূর্ব মুনাফা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। করদাতা কাঁচামাল ক্রয় বাবদ দুটি লেনদেন ব্যতীত অন্য সকল লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। এছাড়াও করদাতার নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করেন:

- ১। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব রহিমকে ৫,০০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়;
- ২। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ দেওয়া হয়:

- (অ) কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত একটি বাসভবন যার বার্ষিক মূল্য ১৮,০০,০০০ টাকা, এবং আবাসন ভাড়া বাবদ কোম্পানিকে প্রধান নির্বাহী পরিশোধ করেন বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা;
- (আ) চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসিক ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
- (ই) বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
- (ঈ) যাতায়াত ভাতা হিসাবে ১,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
- (উ) ইনসেন্টিভ বোনাস হিসাবে ১২,০০,০০০ প্রদান করা হয়;
- ৩। রয়্যালটি ফি বাবদ ৭০,০০,০০০ টাকা খরচ হিসাবে দাবী করা হয়;
- ৪। উক্ত বছরে কোম্পানির ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় ৮০,০০,০০০ টাকা;
- ৫। বিদেশ ভ্রমণ বাবদ ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা, যথাযথ নথি সংরক্ষণ করা হয়নি;
- ৬। আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে ১৫,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে;
- ৭। ফ্রী স্যাম্পল হিসাবে ৬,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে;
- ৮। প্রচারণামূলক ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, যা বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত নয়;
- ৯। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা করে দুটি নগদ লেনদেন করা হয়;
- ১০। ৫,০০,০০০ টাকায় ৫০ টি চেয়ার কিনে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখানো হয়;
- ১১। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান ৫০,০০০ টাকা, যা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত নয়;
- ১২। Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা দেখানো হয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বিয়োগ করা হয় ২০০,০০০ টাকা; প্রকৃত লিজ বাবদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৯০০,০০০ টাকা;
- ১৩। পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss) দেখায় ৫,০০,০০০ টাকা;
- ১৪। অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা;
- ১৫। উক্ত বছরে তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:
- (অ) মজুদ পণ্য ক্রয় হইতে নগদায়িত ও অনগদায়িত ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০,০০,০০০ এবং ২০,০০,০০০ টাকা;
- (আ) বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হইতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা;
- ১৬। হিসাব বইতে অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৩০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অননুমোদিত অবচয় ভাতা ৪০,০০,০০০ টাকা;
- করদাতার ব্যবসা হইতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

চ লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫,০০,০০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
রয়্যালটি ফি	৭০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ	৫০,০০,০০০	
আপ্যায়ন	১৫,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয়	৫,০০,০০০	
Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা	১০,০০,০০০	
Right of Use asset বাবদ সুদ খরচ	২,০০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত ক্ষতি- টীকা ৯	<u>৬০,০০,০০০</u>	
		<u>৩,২৮,০০,০০০</u>
		৮,২৮,০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
রয়্যালটি ফি - টীকা ১	৫০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টীকা ২	৫০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ - টীকা ৩	৩০,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল - টীকা ৪	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয় - টীকা ৫	৫,০০,০০০	
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি - টীকা ৯	১০,০০,০০০	
লিজ বাবদ প্রদান	৯,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা	<u>৪০,০০,০০০</u>	
		<u>২,০০,০০,০০০</u>
		৬,২৮,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারানুযায়ী অননুমোদিত অন্যান্য ব্যয়		

শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
চেয়ার ক্রয় – টীকা ৮	৫,০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টীকা ৬	২৫,৪০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টীকা ৭	২০,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss)	৫,০০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	<u>৫,০০,০০০</u>	
		<u>৬৫,৯০,০০০</u>
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পূর্ব ব্যবসা হইতে আয়		৬,৯৩,৯০,০০০
বাদ: অননুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়- টীকা ১০		<u>(১৪,০৭,৮০০)</u>
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পরবর্তী ব্যবসা হইতে আয়		৬,৭৯,৮২,২০০
বাদ: ধারা ৫৬ (বিশেষ ব্যবসায় আয় পরিগণনা)		
রয়্যালটি ফি - টীকা ১	২০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টীকা ২	৩০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ - টীকা ৩	২০,০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টীকা ৬	২৫,৪০,০০০	
চেয়ার ক্রয় - টীকা ৮	৫,০০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টীকা ৭	২০,০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - টীকা ১০	৯২,২০০	
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss)	৫,০০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫,০০,০০০	১,৩৬,৮২,২০০
ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়		৫,৪৩,০০,০০০
বিশেষ ব্যবসায় আয়		১,৩৬,৮২,২০০

টীকা ১: অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি নির্ধারণ	
দাবীকৃত রয়্যালটি ফি বাবদ খরচ	৭০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৫,০০,০০,০০০ × ১০%) [ধারা ৫৫(ঙ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য; এটি সন্দেহাতীতভাবে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% এবং কোনোভাবেই কর পরবর্তী মুনাফার ১০% নয়।]	৫০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৭০,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০)	২০,০০,০০০
টীকা ২: অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৫,০০,০০,০০০ × ১০%) [ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	৫০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৮০,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০)	৩০,০০,০০০
টীকা ৩: অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়	৫০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) [ধারা ৫৫(ছ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	৩০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৫০,০০,০০০ - ৩০,০০,০০০)	২০,০০,০০০
টীকা ৪: অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	৬,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.২৫%) = ১৫,০০,০০০ [ধারা ৫৫(ঝ)(আ)(৩) অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে]	৬,০০,০০০

আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়		০
টীকা ৫: অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় নির্ধারণ		
দাবীকৃত প্রচারণামূলক ব্যয়		৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) = ৩০,০০,০০০ [ধারা ৫৫(এ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয়		০
টীকা ৬: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট ব্যয় নির্ধারণ		
বাড়ি ভাড়া (১৮,০০,০০০ – ২,৪০,০০০)	১৫,৬০,০০০	
চিকিৎসা ভাতা (৩০,০০০ × ১২)	৩,৬০,০০০	
বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা	৩,০০,০০০	
যাতায়াত ভাতা	১,২০,০০০	
ইনসেন্টিভ বোনাস	১২,০০,০০০	
		৩৫,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট [ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক অনুমোদনযোগ্য]		(১০,০০,০০০)
অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট		২৫,৪০,০০০
টীকা ৭: কাঁচামাল বাবদ নগদ পরিশোধ		
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ		২০,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ড) অনুযায়ী কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক]		
অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		২০,০০,০০০

টাকা ৮: চেয়ার ক্রয়		
অনুমোদনযোগ্য		৫,০০,০০০
অ্যামর্টাইজেশন টাকা ৫০,০০০ পরবর্তী বছর থেকে ১০% হারে অনুমোদনযোগ্য হইবে।		
অনুমোদনযোগ্য অ্যামর্টাইজেশন (৫,০০,০০০ * ১০%) = ৫০,০০০		
টাকা ৯: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত লাভ বা ক্ষতি		
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয়]		১০,০০,০০০
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অনগদায়িত ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অনগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়]		২০,০০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা [তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হবে, যথা:- (ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে; (খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করে। তাই উক্ত ব্যয় পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের সাথে সমন্বয়ের পর মোট অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।]		৩০,০০,০০০
টাকা ১০: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়		
আপ্যায়ন ব্যয়		১৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		
প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা মুনাফা	৪০,০০০	

পর্যন্ত (১০,০০,০০০ × ৪%)		
পরবর্তী অঙ্কের জন্য (৬,৮৩,৯০,০০০ × ২%)	১৩,৬৭,৮০০	
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে]		
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		(১৪,০৭,৮০০)
অননুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		৯২,২০০

উদাহরণ ২০

ম ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক কোম্পানি ভ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের জন্য প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ৫,৫০,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

- ১। বেতনের মধ্যে একজন পরিচালককে দেওয়া ৩,৩০,০০০ টাকা রয়েছে। উক্ত অর্থ প্রদানের সময় উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ২। হেড অফিসের খরচ বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে, কিন্তু হেড অফিসের অডিট সার্টিফিকেট সরবারহ করা হয়নি; [ধারা ৫৫(চ)]
- ৩। আয় বিবরণীতে শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য ১১,০০০ টাকা জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৪। কোম্পানি তার একটি পরিবেশককে ১০,০০,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর বিধানাবলি পরিপালন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ৫। একটি বয়েজ বা বালক বিদ্যালয়ে ৫০,০০০ টাকা দান করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৬। বেতনের মধ্যে ৭,৫০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিটের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৫(ঘ)]
- ৭। সুদ ব্যয় হিসাবে ৩৩,৫০,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। কোম্পানির বকেয়া ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২,১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি বাংলাদেশে তার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে ৭৫,০০,০০০ টাকা;

[ধারা ৫২]

- ৮। ৩,০০,০০০ টাকা সুদ খরচ যা ২০১৯-২০ অর্থ বছর হতে এখন পর্যন্ত অপরিশোধিত রয়েছে এবং উক্ত খরচ ইতঃপূর্বে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল; [ধারা ৪৬ (৭)]
- ৯। কোম্পানির ৪,০০,০০০ টাকার ট্রেডিং দায় ২ বছরের মধ্যে মওকুফ হয়েছে কিন্তু আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি; [ধারা ৪৬(৮)]
- ১০। কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ১১। কোম্পানি এই বছরে ৫,০০,০০০ টাকায় একটি সরঞ্জাম বিক্রয় করে, যার অর্জন মূল্য ছিল ৪,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবলোপিত মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি আয় বিবরণীতে এ বাবদ ৩,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করেছে; [ধারা ৪৬(২), ৫৮(২)]
- ১২। কোম্পানির বিল্ডিং এর একটি বর্ধিত অংশ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে গিয়েছে যার অর্জন মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানির নিকট হতে ২,৫০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে; [ধারা ৪৬(৩)]
- ১৩। কোম্পানি একটি নতুন মেশিন ক্রয় করে এবং এর বিপরীতে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা হিসাবে ৫,০০,০০০ দাবী করে; [ধারা ৫০(১)(খ), তৃতীয় তফসিল]
- ১৪। কর্মচারীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কোম্পানি কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনো চার্জ না নিয়েই এই স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করেছে; [ধারা ৪৯(ফ)]
- ১৫। হিসাব বইয়ের বিগত বছরের অবচয় ২৫,০০,০০০ টাকা কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কর অবচয় ৩০,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা ব্যতীত; [তৃতীয় তফসিল]
- ১৬। ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে ৬৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। [৫৫(ঝ) (অ)]
- ১৭। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ সফরের জন্য ২,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; [ধারা ৪৯ (ধ)]
- ১৮। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, যা বোর্ডের দ্বারা স্বীকৃত একটি পেশাদার সংগঠন, তাতে বার্ষিক সদস্যপদ ফি বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে; [৪৯ (দ)]
- ১৯। আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৩৫,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(জ)]

- ২০। সানরাইজ ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনে ৭০,০০০ টাকা স্পন্সর করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ২১। শেয়ারে বিনিয়োগ হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী লভ্যাংশ প্রাপ্তি ৮,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১১৭, ৬২(১)(ঘ), সপ্তম তফসিল – অনুচ্ছেদ ২]
- ২২। ব্যাংক হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী প্রাপ্ত সুদ ৪,৮০,০০০ টাকা। যা উৎসে কর্তন পরবর্তী। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা; [ধারা ৬২ (১) (গ), ১০২]
- ২৩। একটি মেশিনের পুস্তকমূল্য ছিল ৫০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু IFRS অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য অনুসরণ করিয়া উক্ত সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য ধারা হয় ৮০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৭]
- ২৪। স্থায়ী আমানত হতে সুদ উদ্ধৃত হয়েছে ৪,০০,০০০ টাকা যা এখনো প্রাপ্ত হয়নি; [ধারা ৬৩]
- ২৫। চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি ৩,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৬৭(৫)]
- ২৬। কোম্পানি বাণিজ্যিক ভবন ভাড়া হতে উক্ত আয়বর্ষে ৪০,০০,০০০ টাকা ভাড়া প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত আয়বর্ষের জুলাই মাসে ভবনের লিজ গ্রহীতার নিকট হতে অসম্বয়যোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করে ৫০,০০,০০০ টাকা যা ইজারার মেয়াদ শেষে ফেরতযোগ্য; [ধারা ৩৬, ৩৭]
- ২৭। কোম্পানির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিভিন্ন কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়। কোম্পানিকে সরবরাহকৃত পণ্য হতে উৎসে কর্তনের পরিমাণ ১,২৫,০০,০০০;
- ২৮। কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত উৎসে করের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১২০]
- ২৯। কোম্পানি চারটি সমান কিস্তিতে ৮০,০০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করে। [ধারা ১৫৫]

ম ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা	৫,৫০,০০,০০০	
বিয়োগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	(৩,০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	(১,৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]	(১০,০০,০০০)	
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]	(৬,০০,০০০)	

স্থায়ী আমানত হতে সুদ	(৪,০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি	(৩,০০,০০০)	
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২৮,০০,০০০)	
		(৫৫,৩০,০০০)
		৪,৯৪,৭০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
হেড অফিস খরচ	৬০,০০,০০০	
সুদ ব্যয় [টীকা - ২]	৩৩,৫০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	২৫,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬৫,০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - [টীকা ৬]	৩৫,০০,০০০	
		২,১৮,৫০,০০০
		৭,১৩,২০,০০০
যোগ: ৪৬ ধারায় ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	২,০০,০০০	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	৫০,০০০	
অপরিশোধিত সুদ	৩,০০,০০০	
ট্রেডিং দায় মওকুফ	৪,০০,০০০	
		৯,৫০,০০০
		৭,২২,৭০,০০০
যোগ: অননুমোদনযোগ্য ব্যয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)	৭,৫০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
		২৪,১১,০০০

		৭,৪৬,৮১,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]	৪৯,৪৭,০০০	
সুদ ব্যয় - [টীকা ২]	২১,৫৩,৫৭১	
প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা	৫,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬০,০০,০০০	
		<u>(১,৬৬,০০,৫৭১)</u>
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা ব্যতীত ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৮০,৮০,৪২৯
বাদ: আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]		<u>১১,৮১,৬০৯</u>
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা পরবর্তী ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৬৮,৯৮,৮২০
বাদ: ৫৬ ধারায় বিবেচ্য বিশেষ আয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]	১০,৫৩,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)	৭,৫০,০০০	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৫,০০,০০০	
আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]	<u>২৩,১৮,৩৯১</u>	
		<u>(৬২,৮২,৩৯১)</u>
৫৫ ধারায় অননুমোদিত ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয়		<u>৫,০৬,১৬,৪২৯</u>

		মোট	১৬৩ (২) আয়	১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়
৫৫ ধারায় অননুমুদিত ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় এর বিভাজন [টীকা ১০]		৫,০৬,১৬,৪২৯	১,০৬,২৯,৪৫০	৩,৯৯,৮৬,৯৭৯
ভাড়া হইতে আয়				
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]		২৮,০০,০০০		২৮,০০,০০০
মূলধনি আয়				
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]		১,০০,০০০		
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]		<u>৮০,০০০</u>		
		১,৮০,০০০		১,৮০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ		১০,০০,০০০		
ব্যাংক সুদ		<u>৬,০০,০০০</u>		
		১৬,০০,০০০	১৬,০০,০০০	
অন্যান্য উৎস হইতে আয়		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০
৫৫ ধারার অননুমোদনযোগ্য আয় বাদে মোট করযোগ্য আয়		৫,৫৪,৯৬,৪২৯	১,২২,২৯,৪৫০	৪,৩২,৬৬,৯৭৯
	করহার	আয়কর	১৬৩ (২) আয়	১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়
প্রদেয় কর				

নির্ধারণ				
ব্যবসা হইতে আয়				
[১] ব্যবসা হতে কর	২৭.৫০%		৩৩,৬৩,০৯৯	১,১৮,৯৮,৪১৯
[২] ন্যূনতম কর (ধারা ১৬৩ (২))			১,২৫,০০,০০০	
আয়কর (১, ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		২,৪৩,৯৮,৪১৯	১,২৫,০০,০০০	১,১৮,৯৮,৪১৯
ভাড়া হইতে আয়	২৭.৫০%	৭,৭০,০০০		৭,৭০,০০০
মূলধনি আয়	১৫%	২৭,০০০		২৭,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ	২০.০০%		২,০০,০০০	
ব্যাংক সুদ	২৭.৫০%		১,৬৫,০০০	
(১) মোট			৩,৬৫,০০০	
(২) ন্যূনতম কর (উৎসে কর্তন)			৩,২০,০০০	
করদায় (১ ও ২ এর মধ্যে যেটি		৩,৬৫,০০০		

বেশি)				
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	২৭.৫০%	৮২,৫০০		৮২,৫০০
মোট করদায়		২,৫৬,৪২,৯১৯		
[২] ন্যূনতম কর (-ধারা ১৬৩ (৫))- [টীকা ১১]		৭২,৩০,৭৮০		
		২,৫৬,৪২,৯১৯		
৫৫ ধারায় পরিগণিত বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর প্রদেয় কর	২৭.৫০%	১৭,২৭,৬৫৮		
মোট প্রদেয় আয়কর		২,৭৫,৭০,৫৭৭		
বাদঃ অগ্রিম কর				
৮৯ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		১,২৫,০০,০০		
১১৭ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		২,০০,০০০		

১০২ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		১,২০,০০০		
১২০ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		৫০,০০,০০০		
১৫৫ ধারায় পরিশোধিত অগ্রিম কর		৮০,০০,০০০		
		(২,৫৮,২০,০০০)		
নীট করদায়		১৭,৫০,৫৭৭		
টীকা ১: হেড অফিস খরচ -				
হেড অফিস খরচ				৬০,০০,০০০
নিট ব্যবসায় মুনাফা নির্ণয়				
করপূর্ব নীট মুনাফা				৫,৫০,০০,০০০
বিয়োগ: অন্যান্য আয়				
পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ - [টীকা ৩]		(৩,০০,০০০)		
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৫]		(১,৩০,০০০)		
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]		(১০,০০,০০০)		
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]		(৬,০০,০০০)		
স্থায়ী আমানত হইতে সুদ		(৪,০০,০০০)		
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি		(৩,০০,০০০)		
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]		(২৮,০০,০০০)		
				(৫৫,৩০,০০০)
নিট ব্যবসায় মুনাফা				৪,৯৪,৭০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (৪,৯৪,৭০,০০০ x ১০%)				৪৯,৪৭,০০০
অননুমোদনযোগ্য				১০,৫৩,০০০
[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]				

টীকা ২: সুদ ব্যয়		
সুদ খরচ		<u>৩৩,৫০,০০০</u>
ব্যাংক লোন		২,১০,০০,০০০
সুদমুক্ত ঋণ প্রদান		<u>(৭৫,০০,০০০)</u>
		<u>১,৩৫,০০,০০০</u>
অনুমোদনযোগ্য (৩৩,৫০,০০০*((১,৩৫,০০,০০০/২,১০,০০,০০০))		২১,৫৩,৫৭১
অননুমোদনযোগ্য		<u>১১,৯৬,৪২৯</u>
		<u>৩৩,৫০,০০০</u>
[ধারা ৫২(২) মোতাবেক অর্থলগ্নী করা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় কর্তৃক ধারকৃত কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যেই অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।]		
টীকা ৩: পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ		
বিক্রয়মূল্য		৫,০০,০০০
বাদঃ অবলোপিত মূল্য		<u>(২,০০,০০০)</u>
মোট আয়		৩,০০,০০০
ক্রয়মূল্য		৪,০০,০০০
মূলধনি আয় (বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য)		১,০০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		২,০০,০০০
[ধারা ৪৬(২) মোতাবেক বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয়মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।]		
টীকা ৪: বিমা কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ		
প্রাপ্তমূল্য	২,০০,০০০	

পূঞ্জিভূত অবচয়	(৫০,০০০)	
অবলোপিত মূল্য		১,৫০,০০০
ক্ষতিপূরণ	২,৫০,০০০	
ক্ষ্যাপ মূল্য (ধ্বংসাবশেষ বিক্রি হতে প্রাপ্ত)	৩০,০০০	
		<u>২,৮০,০০০</u>
মোট আয়		১,৩০,০০০
মূলধনি আয় (২,৮০,০০০ - ২,০০,০০০)		৮০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		৫০,০০০
[ধারা ৪৬(৩) মোতাবেক পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।]		
টাকা ৫: ফ্রি স্যাম্পল		
ফ্রি স্যাম্পল		৬৫,০০,০০০
টার্নওভার		১,২০,০০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (১২০,০০,০০,০০০ * ০.৫০%)		৬০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য		৫,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঝা)(আ)(১) অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		
টাকা ৬: আপ্যায়ন		
আপ্যায়ন		৩৫,০০,০০০
<u>অনুমোদনযোগ্য:</u>		
প্রথম ১০০০০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ * ৪%)		৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৫,৭০,৮০,৮২৯*২%)		<u>১১,৪১,৬০৯</u>
অনুমোদনযোগ্য		১১,৮১,৬০৯
অননুমোদনযোগ্য		২৩,১৮,৩৯১
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত]		

নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে।			
টাকা ৭: লভ্যাংশ			
প্রাপ্তি			৮,০০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৮,০০,০০০)			২,০০,০০০
লভ্যাংশ আয়			১০,০০,০০০
টাকা ৮: ব্যাংক সুদ			
প্রাপ্তি			৪,৮০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৪৮,০০,০০০)			১,২০,০০০
লভ্যাংশ আয়			৬,০০,০০০
টাকা ৯: ভাড়া হইতে আয়			
(খ) বার্ষিক ভাড়া			৪০,০০,০০০
(গ) বাদ: অনুমোদিত ব্যয় ভাড়ামূল্যের ৩০%			১২,০০,০০০
করযোগ্য ভাড়া আয়			২৮,০০,০০০
সিকিউরিটি ডিপোজিট			৫০,০০,০০০
[সিকিউরিটি ডিপোজিট করদাতার দায় বিধায় এটি মোট করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এছাড়াও করদাতার ধারা ৩৮ (ঘ) মোতাবেক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তির উপর ৩০% খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।]			
টাকা ১০: ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক আয়ের বিভাজন			
কোম্পানিকে সরবরাহ	২৫,০০,০০,০০০	অনুপাত	২১%
কোম্পানি বাদে খুচরা ব্যবসায়ীকে সরবরাহ	৯৫,০০,০০,০০০		৭৯%
মোট বিক্রয়	১,২০,০০,০০,০০০		
নোট ১১: নূন্যতম কর			
টার্নওভার (১)			১,২০,০০,০০,০০০

পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০		
ভাড়া হইতে আয়	২৮,০০,০০০		
মূলধনি আয়	১,৮০,০০০		
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	১৬,০০,০০০		
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৩,০০,০০০		
অন্যান্য প্রাপ্তি (২)			৫১,৩০,০০০
মোট গ্রস প্রাপ্তি (১)+(২)			১,২০,৫১,৩০,০০০
গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর নির্ণয়			
	টাকা	হার	কর
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ী আয় হতে ন্যূনতম কর	১,২০,০০,০০,০০০	০.৬০%	৭২,০০,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০	০.৬০%	১,৫০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ভাড়া হতে প্রাপ্য আয়ের ন্যূনতম কর	২৮,০০,০০০	০.৬০%	১৬,৮০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী মূলধনি আয় হতে ন্যূনতম কর	১,৮০,০০০	০.৬০%	১,০৮০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(সুদ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	৬,০০,০০০	০.৬০%	৩,৬০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(লভ্যাংশ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	১০,০০,০০০	০.৬০%	৬,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য আয় হতে ন্যূনতম কর	৩,০০,০০০	০.৬০%	১,৮০০
	১,২০,৫১,৩০,০০০		৭২,৩০,৭৮০

ধারা ৪৬ (৭) অনুযায়ী যদি কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং যে আয়বর্ষে বিয়োজিত হয়েছে তা শেষ হবার পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তা হলে বর্ণিত ৩ বছর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে উক্ত সুদ বা মুনাফার অপরিশোধিত অঙ্ক করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা ৪৬(৮) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে আয় পরিগণনায় যদি করদাতার ট্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি ট্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তা হলে সে সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত ট্রেডিং দায় মডকুফের পরিমাণ আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি, সেহেতু করযোগ্য আয় নিরূপনের সময় এটিকে আয় হিসাবে যোগ করতে হবে।

ধারা ৪৯(দ) মোতাবেক কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা এবং ধারা ৪৯ (খ) মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যবসায় হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন যা ইতোমধ্যে করপূর্ব নীট মুনাফা পরিগণনার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।

৬.৫ মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা।

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিহ্নিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

“পরিসম্পদের অর্জন মূল্য” বলতে-

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

- (১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;
- (২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং
- (৩) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

- (১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;
 - (২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;
 - (৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;
 - (৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা
 - (৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,
- সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

“মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ-

- (ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;
- (খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;
- (গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

- (অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;
- (আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ট্রেড করে অর্জিত মূলধনি আয় স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার হাতে করমুক্ত। তবে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ব্রোকার কোম্পানি এর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের আয় করযোগ্য। এছাড়াও আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে

কোনো করদাতার কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ১০% অধিক শেয়ার থাকলে ঐ কোম্পানির শেয়ার বিক্রি হতে অর্জিত আয়ও করযোগ্য হবে।

উদাহরণ ২১

২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ড লিঃ এর একটি স্থাবর সম্পত্তি ১,০০,০০,০০০ টাকা থেকে ২,৫০,০০,০০০ টাকায় পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১,৫০,০০,০০০ টাকা অন্যান্য আয়ের বিবৃতিতে (statement of other comprehensive income) পুনর্মূল্যায়ন লাভ (revaluation gain) হিসাবে দেখানো হয়েছে। করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে পুনর্মূল্যায়ন লাভ (revaluation gain) ১,৫০,০০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত নয়। ড লিঃ কর নির্ধারণকালে কেবল করপূর্ব মুনাফা ৫,০০,০০,০০০ টাকার উপর কর নির্ধারণ করতে হবে। কেননা IAS অথবা IFRS অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

উদাহরণ ২২

২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ঢ লিঃ এর একটি স্থাবর সম্পত্তি ১,০০,০০,০০০ টাকা। ঢ লিঃ উক্ত সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে থাকে। অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি থেকে ঢ লিঃ এর ভাড়া আয় রয়েছে। উক্ত আয়বর্ষে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি ২,৫০,০০,০০০ টাকায় পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১,৫০,০০,০০০ টাকা আয়ের বিবৃতিতে (statement of comprehensive income) পুনর্মূল্যায়ন লাভ (revaluation gain) হিসাবে দেখানো হয়েছে। করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা এবং এর মধ্যে পুনর্মূল্যায়ন লাভ (revaluation gain) ১,৫০,০০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত। ঢ লিঃ কর নির্ধারণকালে কেবল করপূর্ব মুনাফা (৫,০০,০০,০০০ – ১,৫০,০০,০০০) টাকা বা ৩,৫০,০০,০০০ টাকার উপর কর নির্ধারণ করতে হবে। কেননা IAS অথবা IFRS অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে না। তাছাড়া উক্ত পুনর্মূল্যায়ন লাভ করপূর্ব মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী উক্ত ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

উদাহরণ ২৩

মিজমাহফুজা সুলতানা ঢাকার গুলশান থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ব্যবসা হতে ২০,০০,০০০ টাকা নিট মুনাফা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও তিনি ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ও লেনদেন সম্পন্ন করেন, যথা:

১। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনি ২,৪০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করেন;

- ২। মিজমাহফুজার ক্যাপিটাল মার্কেটে বেনেফিশিয়ারি হিসাবে নগদায়িত অর্জন রয়েছে ১০,০০,০০০ টাকা এবং অনগদায়িত অর্জন রয়েছে ৩০,০০,০০০ টাকা;
- ৩। বিবেচ্য আয়বর্ষে তিনি ৫০,০০,০০০ টাকার সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন;
- ৪। ২৩ জুন ২০২২ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। যার হস্তান্তর মূল্য ছিলো ১০০ কোটি টাকা। হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৪ কোটি টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন এবং হস্তান্তর জনিত অন্যান্য সকল খরচ ক্রেতা পরিশোধ করেন;
- ৫। হস্তান্তরিত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দালিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ কোটি টাকার উল্লেখ রয়েছে;
- ৬। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনি একটি গাড়ির ক্রয়ের নিমিত্ত ১,০০,০০,০০০ টাকা অগ্রিম পরিশোধ করেন এবং পরবর্তীকালে গাড়ি ডেলিভারির ব্যর্থতায় ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হন। একই অর্থবছরে তিনি ১,৫০,০০,০০০ টাকা দিয়ে নূতন একটি গাড়ি ক্রয় করেন।

করদাতার অন্য কোনো প্রকার আয় নেই।

করদাতার ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের আয় ও কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ:

করদাতার করযোগ্য মোট আয় নিম্নরূপ			
ক্রমিক নং	আয়ের খাত	মোট	করযোগ্য মোট আয়
১।	ব্যবসা হতে নীট আয়		২০,০০,০০০
২।	বেনেফিশিয়ারি হিসেবে নগদায়িত মূলধনি আয় [অনগদায়িত মূলধনি আয় করযোগ্য নয়]		১০,০০,০০০
৩।	জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয়	(১০০,০০,০০,০০০- ২৫,০০,০০,০০০)	৭৫,০০,০০,০০০
৪।	অন্যান্য উৎস হইতে আয়		১৮,০০,০০০
মোট আয়			৭৫,৮৮,০০,০০০

ক। করদায় পরিগণনা			
মূলধনি আয় ব্যতীত করদাতার করযোগ্য আয় = ৩৮,০০,০০০			
১।	প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
২।	পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%	৫,০০০
৩।	পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৩০,০০০

৪।	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%	৬০,০০০
৫।	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%	১,০০,০০০
৬।	পরবর্তী ২১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%	৫,২৫,০০০
(মূলধনি আয় ভিন্ন ভিন্ন হারে করারোপিত বিধায় আলাদাভাবে পরিগণনা করতে হবে)			
৭।	বেনেফিশিয়ারি হিসেবে নগদায়িত মূলধনি আয় ১০,০০,০০০ টাকা এস. আর. ও নং ১৯৬-আইন/আয়কর/২০১৫ তারিখ: ৩০ জুন ২০১৫ দ্বারা করমুক্ত		০
৮।	জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৭৫,০০,০০,০০০ টাকার উপর এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা চূড়ান্ত করদায়		৪,০০,০০,০০০
গ্রস করদায়			৪,০৭,২০,০০০
খ। করদাতার কর রেয়াত নির্ধারণ			
(অ)	$০.০৩ \times ৩৮,০০,০০০$	১,১৪,০০০	
(আ)	$০.১৫ \times ৫০,০০,০০০$	৭,৫০,০০০	
(ই)	১০,০০,০০০		
মোট রেয়াতে পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম =			(১,১৪,০০০)
প্রদেয় করদায়			৪,০৬,০৬,০০০
গ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১।	অগ্রিম কর	২,৪০,০০০	
২।	উৎসে পরিশোধিত কর	৪,০০,০০,০০০	
		৪,০২,৪০,০০০	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৪,০২,৪০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ			৩,৬৬,০০০

৬.৬ আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ।

তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত হবে না।

“সিকিউরিটিজ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৩ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যে আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন বা যে আয়বর্ষে তার হিসাবে উক্ত আয় জমা হবে, এর মধ্যে যা পূর্বে ঘটে, সে আয়বর্ষে তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধারা ৬৪ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ নিম্নরূপ, যথা:

“আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা: -

(ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;

(খ) কেবল “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ)তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

উদাহরণ ২৪

একটি স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা রেকগনাইজডপ্রভিডেন্ট ফান্ড ১ জুলাই ২০২১ তারিখে ৩ বছর মেয়াদি একটি এফডিআর (এফ- ১) এ ৫০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে যার সুদের হার ১১% এবং এই সুদসহ আসল ৩ বছর পর মেয়াদান্তে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে প্রদেয়। জুন ২০২৩ সালের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় IFRS অনুযায়ী (এফ- ১) এর সুদ আয় নির্ধারণ করা হয় ৬,১০,৫০০ টাকা। ১ জুলাই ২০২০ তারিখে অপর একটি এফডিআর (এফ- ২) এ ৬০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে যার সুদের হারও ছিল ১১% এবং এই সুদসহ আসল ৪ বছর পর মেয়াদান্তে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে প্রদেয়। জুন ২০২৩ সালের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় IFRS অনুযায়ী accrual basis এ (এফ- ২) এর সুদ আয় নির্ধারণ করা হয় ৮,১৩,১৮৬ টাকা। এফ- ৩ নামক অন্য একটি এফডিআর হতে জুন ৩০, ২০২৩ মেয়াদান্তে তহবিলটি ২২,০৫,৭৮৬ টাকা সুদ প্রাপ্ত হয় যার বিপরীতে উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ১,১০,২৮৯ টাকা। এফ-৩ হতে উদ্ধৃত সুদ পূর্বে করারোপিত হয়নি। ২০২৩-২৪ করবর্ষে ফান্ডের আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় কত?

		টাকা	টাকা
	আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী উপচিত আয় (৬,১০,৫০০ + ৮,১৩,১৮৬)	১৪,২৩,৬৮৬	
যোগ:	৬৩ ধারা অনুযায়ী এফ-৩ হতে নগদায়িত সুদ	২২,০৫,৭৮৬	
বাদ:	৬৩ ধারা অনুযায়ী নগদায়িত আয় না হওয়ায় উপচিত আর্থিক পরিসম্পদের বয়োজন	(১৪,২৩,৬৮৬)	
	করযোগ্য আয়		২২,০৫,৭৮৬
	কর @২৭.৫%		৬,০৬,৫৯১
বাদ:	১০২ ধারায় কর্তৃত কর @ ৫%		১,১০,২৮৯
	১৭৩ ধারায় প্রদেয় কর		৪,৯৬,৩০২

এখানে উল্লেখ্য, যে সকল ফান্ডের অর্থবছর ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে তারা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ এই ৬ মাসের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে পারবে। তবে, এক্ষেত্রে জুলাই- জুন মেয়াদের জন্য আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে।

তহবিল আয়কর আইন, ২০২৩ অনুসারে একটি করযোগ্য সত্তা। সকল প্রকারের তহবিলের করারোপ এই আইনের অধীন দু'ভাবে নির্ধারণ করা হয়। মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড

কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকারের আয় করমুক্ত। কিন্তু এ সকল ফান্ডের বেনেফিসিয়ারীদের বরাবর ফান্ড কর্তৃক বিতরণকৃত লভ্যাংশ প্রযোজ্য হারে করযোগ্য।

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকারের আয়ের উপর তহবিলের কর পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বেনেফিসিয়ারীদের হাতে করমুক্ত। নিম্নবর্ণিত সারণী প্রযোজ্য বিধানাবলি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হলো, যথা:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১।	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর বিনিয়োগকারী কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন কিনা?	হ্যাঁ। ষষ্ঠ তফসিলের অংশ- ২ অনুযায়ী স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর বিনিয়োগকারী কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। উদাহরণ ২৫ জনাব সাদ্দাম হোসেন ইমরান ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে ৫০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। তার পক্ষে তার নিয়োগকর্তা ৫০০০ টাকা উক্ত তহবিলে বিনিয়োগ করেন। জনাব ইমরানের হাতে ১০,০০০ টাকা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ করদাতা উক্ত অর্থের উপর কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।
২।	কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হতে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক গৃহীত কোনো চাঁদা	না। ষষ্ঠ তফসিলের অংশ- ১ অনুযায়ী কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হতে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং

	এই তহবিলসমূহের হাতের করযোগ্য কিনা?	অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক গৃহীত কোনো চাঁদা এই তহবিলসমূহের হাতের করযোগ্য নয়। উদাহরণ ২৬ জনাব জাহিদ হোসেন ২০২২- ২০৩ আয়বর্ষে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে ৫০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। তার পক্ষে তার নিয়োগকর্তা ৫০০০ টাকা উক্ত তহবিলে বিনিয়োগ করেন। জনাব জাহিদ ও তাঁর নিয়োগকর্তা কর্তৃক তহবিলে বিনিয়োগকৃত অংক ১০,০০০ টাকার উপর তহবিলকে কোনো প্রকারের কর পরিশোধ করতে হবে না।
৩।	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে কোনো কর্মচারী বা সুবিধাভোগী যদি কোনো আয় প্রাপ্ত হন তবে তা করযোগ্য কিনা?	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে কোনো কর্মচারী বা সুবিধাভোগী যদি কোনো আয় প্রাপ্ত হন তবে তা কর্মচারীর বা সুবিধাভোগীর হাতে করযোগ্য নয়। উদাহরণ ২৭ ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে জনাব জাহাজীর শাহ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল হতে উনার পুঞ্জিভূত বিনিয়োগ ৫,০০,০০০ টাকা এবং সুদ আয় ১,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। জনাব শাহ কি উক্ত ১,০০,০০০ টাকার উপর কর

		পরিশোধ করবেন? না। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল হতে অর্জিত অর্থের উপর কোনো প্রকার কর পরিশোধ করতে হবে না।
৪।	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল একটি করযোগ্য সত্তা হিসেবে করমুক্ত কিনা?	না। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল একটি করযোগ্য সত্তা হিসেবে করমুক্ত নয়। অর্থ আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী এ সকল ফান্ডের করহার ২৭.৫%। উদাহরণ ২৮ ক এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ড ফান্ড ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ১,০০,০০০ টাকা সুদ এবং মুনাফা বাবদ নগদে প্রাপ্ত হয়। উক্ত আয়ের উপর তহবিলকে ২৭.৫% হারে কর পরিশোধ করতে হবে।
৫।	স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের আয়ের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে কিনা?	হ্যাঁ। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের আয়ের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।
৬।	মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকারে আয় করমুক্ত কিনা?	হ্যাঁ। ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ অনুযায়ী মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকারে আয় করমুক্ত।

৭।	মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডের আয়ের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে কিনা?	না। মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড কর্তৃক অর্জিত আয়ের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।
৮।	মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর ফান্ডের বিনিয়োগকারীদের কর পরিশোধ করতে হবে কিনা?	মিউচুয়াল ফান্ড, বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর ফান্ডের বিনিয়োগকারীদের কর পরিশোধ করতে হবে। উদাহরণ ২৯ কথগ মিউচুয়াল ফান্ড হতে মিজ দীপা ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ১০,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রাপ্ত হন। উক্ত লভ্যাংশ আয়ের উপর মিজ দীপাকে কর পরিশোধ করতে হবে কিনা? হ্যাঁ। মিজ দীপাকে উক্ত লভ্যাংশ আয়ের উপর কর পরিশোধ করতে হবে। এ লভ্যাংশ মিজ দীপার আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।
৯।	ফান্ডের করদিবস কোন দিন?	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে করদিবস হচ্ছে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০তম দিন। যেহেতু ফান্ড বা তহবিল একটি স্বতন্ত্র করযোগ্য সত্তা সেহেতু ফান্ডের জন্য করদিবস হচ্ছে নভেম্বর মাসের ৩০তম

		দিন।

উদাহরণ ৩০

জনাব তাপস হাসান ১ জুলাই ২০২২ সালে ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রে ৫০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন যার সুদের হার বাৎসরিক ১১%। ২০২৩ সালের ৩০ জুন তারিখে প্রথম বছরের মুনাফা বাবদ ৪ কিস্তিতে ৫৫,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন যার থেকে ১০৫ ধারায় উৎসে কর্তনকৃত করে পরিমাণ ৫,৫০০ টাকা। জনাব তাপস ১ জুলাই ২০২১ তারিখে ৩ বছর মেয়াদি একটি এফডিআর এ ৫০,০০,০০০ টাকা রাখে যার সুদের হার ১১% এবং এই সুদসহ আসল ৩ বছর পর মেয়াদান্তে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে প্রদেয়। ৩০ জুন ২০২৩ সালে তার বরাবরে ৬,১০,৫০০ টাকা সুদ আয় উদ্ভূত হয় কিন্তু এই আয় তার হিসাবে ক্রেডিট হয়নি। ১ মে ২০২৩ তারিখে ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রে ৬,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন যার সুদের হার বাৎসরিক ১১%। ২০২৩ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে তিনি এই সঞ্চয়পত্র হতে কোন মুনাফা পান নি। ২০২৩-২৪ করবর্ষে জনাব তাপসের আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় নির্ধারণ করতে হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৩ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে জনাব তাপস কেবল সঞ্চয়পত্র হতে আয় প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এফডিআর হতে কোন আয় প্রাপ্ত হননি (তার বরাবরে উদ্ভূত হয়েছে), তাই ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব তাপসের আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়ের পরিমাণ হবে ৫৫,০০০ টাকা।

৬.৭ অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা: -

- (ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতিত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;
- (খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;
- (গ) আয়কর আইনের ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয়।

কোনো উৎসের আয় হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়। যেমন: একজন করদাতার ব্যাংক হিসাবে উৎসে ১০ টাকা কর কর্তনের পর ৯০ টাকা ক্রেডিট হলো।

করদাতা ৯০ টাকা নয় বরং ১০০ টাকাই ব্যাংক সুদ হতে প্রাপ্তি হিসেবে প্রদর্শন করবেন।

৭। সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন

যেক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা তার অন্য কোনো সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেনে জড়িত থাকে এবং যদি উপকর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয়নি; এবং

(খ) এই ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম হয়েছে,

সেক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হয়েছে তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা উক্ত আয়বর্ষের জন্য "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে শ্রেণিভুক্ত হবে।

উদাহরণ ৩১

দ কোম্পানি লিঃ তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ধ কোম্পানি লিঃ থেকে ৫০০ ইউনিট মোটর বাইক ক্রয় করেন প্রতিটি ২,০০,০০০ টাকা দরে। ধ কোম্পানি লিঃ এর আয়ের উপর আগামী ১০ বছর কর অব্যাহতি রয়েছে। বাজার পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, প্রতিটি মোটর বাইকের ন্যায্য বাজার মূল্য ১,৫০,০০০ টাকা। ধ কোম্পানি লিঃ এর প্রদর্শিত নিট মুনাফা ৪৮,০০,০০০ টাকা হলে ধারা ৮৩(১) এর বিধানের ফলে করযোগ্য অন্যান্য উৎসের আয়ের পরিমাণ কত হবে?

ক্রয়মূল্য এবং ন্যায্য বাজারমূল্যের পার্থক্য ধ কোম্পানি লিঃ এর অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে যোগ হবে, যথা: (ক্রয় মূল্য- ন্যায্য বাজার মূল্য) × ইউনিট
= (২,০০,০০০-১,৫০,০০০) × ৫০০
= ৫০,০০০ × ৫০০
= ২,৫০,০০,০০০ টাকা

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৩(১) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা তার অন্য কোনো সহযোগী সত্তার সহিত লেনদেনে জড়িত থাকে এবং উপকর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, -

(ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয় নি; এবং

(খ) এ ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম হয়েছে;

সেক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হয়েছে তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা উক্ত আয়বর্ষের জন্য “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হবে।

৮। কর পরিশোধ: উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ

৮১ সংজ্ঞাসমূহ যা উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

(১) “অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি” বলতে-

(অ) “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বয়ং নিয়োগকর্তা বা যেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এবং এদের প্রধান কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হবে;

উদাহরণ ৩২

জনাব নীলাভ রবি একটি প্রোপাইটারশিপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি বেতন-ভাতাদি ব্যয় হিসাবে বার্ষিক ২ কোটি টাকা পরিশোধ করেন। তিনি কি অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি? হ্যাঁ। তিনি অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। জনাব নীলাভ রবিকে কি ধারা ৮৬ অনুযায়ী পরিশোধিত অর্থ হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে? হ্যাঁ। তাঁকে ধারা ৮৬ অনুযায়ী পরিশোধিত অর্থ হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

(আ) “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্ত আর্থিক পরিসম্পদ ইস্যুকারী কোনো সংস্থা, কোম্পানি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা উক্ত সংস্থা, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা; এবং

(ই) এই আইনের অধীন করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত অন্য কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে বা এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, স্বয়ং অর্থ প্রদানকারী অথবা অর্থ প্রদানকারী কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হলে, এর প্রধান কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হবে;

(২) “চুক্তি” অর্থে উপ-চুক্তি, উপ-উপ-চুক্তি, অনুযাত (subsequent) চুক্তি, কোনো সমঝোতা (agreement) বা বন্দোবস্ত (arrangement) যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৩) “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” অর্থ-

- (ক) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল;
- (খ) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ;
- (গ) কোনো বিদেশি ঠিকাদার, বিদেশি এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংঘ বা সংস্থা;
- (ঘ) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার;
- (ঙ) বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যাহা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নহে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
- (চ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি;
- (ছ) কৃষক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহে জড়িত।

অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যদি নিম্নবর্ণিত কোনো সত্তার মালিক হন বা নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করেন তবে তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন, যথা:

- (ক) কোনো বিদেশি ঠিকাদার;
- (খ) বিদেশি এন্টারপ্রাইজ;
- (গ) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার;
- (ঘ) বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি;
- (ঙ) তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহে জড়িত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। তবে, কৃষক এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেভাবে চেনা যাবে

ক্রমিক নং	ক্ষেত্রসমূহ	নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবে কিনা?
১।	কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল কি তাদের টার্নওভার নির্বিশেষে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে?	হ্যাঁ। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে টার্নওভার নির্বিশেষে কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল

		নির্দিষ্ট হিসেবে পরিগণিত হবে। কোম্পানি অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩১) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিকে বুঝাবে।
২।	জনাব শূভ বারই একটি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির মালিক এবং তার ব্যবসায়িক টার্নওভার বার্ষিক ১ কোটি টাকার অধিক নয়। তিনি কি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন?	না। তবে, তাঁর ব্যবসায়িক টার্নওভার ১ কোটি টাকার অধিক হলে তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করবেন।
৩।	জনাব সীমান্ত মাগুরা জেলায় মাগুরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল নামে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতালের মালিক। তিনি কি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন?	হ্যাঁ। হবেন। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও টার্নওভার নির্বিশেষে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন।
৪।	জনাব সাজিদ মাহমুদ একটি তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানির তামাক পাতা সরবরাহকারী। তাঁর মাধ্যমে কোম্পানি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে থাকে এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর জন্য অগ্রিম পরিশোধ করে থাকে। তিনি কি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন?	হ্যাঁ। তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন।

(৪) “পরিশোধ” বলতে স্থানান্তর, ক্রেডিট, পরিশোধের সমন্বয় বা কোনো পরিশোধ করিবার আদেশ বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত হবে;

উদাহরণ ৩৩

মিজশাহীন সুলতানা তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ এর একজন সরবরাহকারী। তিনি তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ কে ১০ কোটি টাকার পণ্য সরবরাহ করেছেন। তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ তানিহার ইনকুনামক প্রতিষ্ঠানকে শাহীন সুলতানা বরাবরে অর্থ পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশনা

প্রদান করেছে। প্রাপ্ত পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী তানবির ইনক্মিজশাহীন সুলতানার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করে। এক্ষেত্রে তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ সরবরাহ গ্রহণকারী এবং সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশনা প্রদানকারী। পেমেন্টের অর্থানুযায়ী এক্ষেত্রে তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ প্রকৃতপক্ষে পেমেন্ট করেছে। তাই, তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ হচ্ছে উৎসে কর কর্তন ও জমার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সে মোতাবেক তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ কে উৎসে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উৎসে কর কর্তন ও জমার যেকোনো প্রকার ব্যত্যয়ের জন্য তানিহা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ দায়ী হবে।

(৫) “ভিত্তিমূল্য” বলতে নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে যা অধিক তাকে বুঝাবে-

(অ) চুক্তি মূল্য;

(আ) বিল বা ইনভয়েসের অঙ্ক; বা

(ই) পরিশোধ।

ভিত্তিমূল্য কর কর্তনের নিমিত্ত করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তি মূল্য, বিল বা ইনভয়েস অংক এবং পরিশোধ — এ তিনটির মধ্যে যেটি বেশি তাই হবে উৎস করহার নির্ধারণের ভিত্তি অংক। তবে, ভিত্তিমূল্য যদি মূল্য সংযোজন করসহ (মুসকসহ) মূল্য হয় তবে কর কর্তনের পূর্বে মুসক বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংক ভিত্তিমূল্য হবে।

উদাহরণ ৩৪

টি পেট্রোলিয়াম লিঃ একটি ইপিসি কন্ট্রাক্টের জন্য জিরকন কনসোর্টিয়ামকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করে। সেখানে মুসকসহ চুক্তি মূল্য ২০০ কোটি টাকা। উৎসে কর কর্তনকালে উক্ত চুক্তি মূল্য হতে প্রথমে মুসক বাদ দিতে হবে এবং অতপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করতে হবে।

(৬) “নিবাসী” অর্থ কোনো আয়বর্ষে-

(ক) এরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ দিন বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা

সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ দিন অথবা ততোধিক দিন;

- (খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে;
- (গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে সংঘটিত হয়েছে; এবং
- (ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্তা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যাহাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন হইয়াছে বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে;

“অনিবাসী” অর্থ নিবাসী নন এরূপ কোনো ব্যক্তি।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য নিবাসী এবং অনিবাসী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ অতিব জরুরি। কেননা অনিবাসী ব্যক্তি হতে কর কর্তনের জন্য কেবল একটি ধারা প্রযোজ্য হবে। কোনো অনিবাসীর আয় হতে উৎসে কর কর্তন করতে হলে কেবল ধারা ১১৯ প্রযোজ্য হবে।

৮.২ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে করহার নির্ধারণ

ধারা ১৪২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে। তবে, এ বিধান ধারা ১১৯ এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

এছাড়াও, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে।

৮.৩ কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ

যেক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করতে হবে, যথা:-

গ = $(১০০ \times ক)/(১০০-খ)$, যেখানে-

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

উদাহরণ ৩৫

টি এ লিঃ জনাব তোফায়েল আহমেদ এর সাথে ১০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সরবরাহের নিমিত্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী টি এ লিঃ উক্ত পণ্য সরবরাহের বিপরীতে উদ্ধৃত মুসক ও উৎসে প্রযোজ্য কর পরিশোধ করবে। জনাব আহমেদ যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ করে। পণ্য সরবরাহের বিপরীতে টি এ কোম্পানি জনাব আহমেদকে ১০ কোটি টাকা ব্যাংক মাধ্যমে ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ করে এবং জনাব আহমেদ হতে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ গ্রহণ করে। কোম্পানি উৎসে কর পরিশোধের নিমিত্ত ১০ কোটি টাকাকে কি গ্রস-আপ করতে হবে? গ্রস-আপ কিভাবে করতে হবে? উৎসে কর কর্তনের হার ৭%।

যেহেতু কোম্পানি পণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর পরিশোধের জন্য সম্মত হয়েছে সেহেতু কোম্পানিকে কর কর্তনের নিমিত্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪১ অনুযায়ী পেমেন্ট গ্রস-আপ করতে হবে। গ্রস-আপ নিম্নবর্ণিতভাবে করতে হবে, যথা:

$$\text{গ্রস-আপকৃত অংক} = (১০০ \times ১০,০০,০০,০০০)/(১০০ - ৭)$$

$$= ১০,৭৫,২৬,৮৮২$$

অর্থাৎ উক্ত ১০,৭৫,২৬,৮৮২ টাকার উপর ৭% হারে কর কর্তন পূর্বক অর্থ সরকারি কোষাগারে এ চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

তবে, যদি দেখা যায় জনাব আহমেদ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন সেক্ষেত্রে ধারা ১৪২ অনুযায়ী কর কর্তনের হার ১০.৫% হবে এবং নিম্নবর্ণিতভাবে গ্রস-আপ করতে হবে, যথা:

$$\text{গ্রস-আপকৃত অংক} = (১০০ \times ১০,০০,০০,০০০)/(১০০ - ১০.৫)$$

$$= ১১,১৭,৩১,৮৪৪$$

অর্থাৎ উক্ত ১১,১৭,৩১,৮৪৪ টাকার উপর ১০.৫% হারে কর কর্তন পূর্বক অর্থ সরকারি কোষাগারে এ চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

আবার, যদি দেখা যায় জনাব আহমেদ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত ১০ কোটি টাকা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেননি, সেক্ষেত্রে ধারা

১৪২ অনুযায়ী কর কর্তনের হার ১৪% হবে এবং নিম্নবর্ণিতভাবে গ্রস-আপ করতে হবে, যথা:

$$\text{গ্রস-আপকৃত অংক} = (১০০ \times ১০,০০,০০,০০০)/(১০০ - ১৪)$$

$$= ১১,৬২,৭৯,০৬৯$$

অর্থাৎ উক্ত ১১,৬২,৭৯,০৬৯ টাকার উপর ১৪% হারে কর কর্তন পূর্বক অর্থ সরকারি কোষাগারে এ চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

এক্ষেত্রে, পরিশোধিত করের অংক টি এ লিঃ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শন করতে পারবে এবং তা ধারা ৪৯ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।

৮.৪ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এমন উৎসের নাম, কর্তনের হার, কর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য কিনা তা নিম্নবর্ণিত সারণীতে বর্ণনা করা হলো; তবে, কোনো ক্ষেত্রে যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কলাম (৩) এ সংশ্লিষ্ট ধারা ও উৎসে কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৩ হতে জেনে নিতে হবে:

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	চাকরির আয়	৮৬	চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকরি হইতে আয়"	৮৬(৩)	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও)		
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী	৮৭	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
৩।	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৮৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪।	ঠিকাদার,	৮৯	অর্থ পরিশোধের	পরিশিষ্ট	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ		জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১ দ্রষ্টব্য	
৫।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ	৯০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৬।	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০% ও ১২% (ভিত্তি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে)	হ্যাঁ
৭।	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয়	৯২	নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
৮।	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত	৯৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	না
৯।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি	৯৪	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১.৫%, ৩%, ৫%, ১০%	হ্যাঁ
১০।	ট্রাভেল এজেন্টে	৯৫	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	০.৩%	হ্যাঁ
১১।	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৬	ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১২।	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৭	ঋণদাতা, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩%, ২%, ১%	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৩।	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের	৯৮	কোম্পানির প্রধান নির্বাহী	১০%	না
১৪।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ	৯৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১৫।	বিমার কমিশনের অর্থ	১০০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
১৬।	সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি	১০১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
১৭।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা	১০২	সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%, ১০%, ৫%	হ্যাঁ
১৮।	পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর	১০৩	আয়কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	না
১৯।	নিবাসীর সুদ আয়	১০৪	নির্ধারিত ব্যক্তি	১০%	না
২০।	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা	১০৫	মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২১।	সিকিউরিটিজের সুদ	১০৬	সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
২২।	বাংলাদেশ ব্যাংক	১০৭	ছাড় বা কর্তনের	সর্বোচ্চ	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়		জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	হারে	
২৩।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	১০৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	১.৫%, ৭.৫%	হ্যাঁ
২৪।	ভাড়া হইতে	১০৯	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	না
২৫।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	হ্যাঁ
২৬।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ	১১১	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬%, ৩%	হ্যাঁ
২৭।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকি	১১২	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২৮।	পরিবহণ মাসুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন	১১৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
২৯।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে	১১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি	৬%	হ্যাঁ
৩০।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার)	১১৫	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড)	১৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়		ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তি		
৩১।	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬	ব্যাংক	১০%	হ্যাঁ
৩২।	লভ্যাংশ	১১৭	বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী)	১০%/১৫ %	হ্যাঁ
৩৩।	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়	১১৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%	হ্যাঁ
৩৪।	অনিবাসীদের আয়	১১৯	অর্থ প্রদানকারী	অনধিক ৩০% পারিশিষ্ট ১দ্রষ্টব্য	ধারা ১১৯(৩) অনুযা য়ী ন্যূনতম কর
৩৫।	আমদানিকারকদে র নিকট হইতে	১২০	কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা	অনধিক ২০% পারিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৩৬।	জনশক্তি রপ্তানি	১২১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক	১০%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩৭।	ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১২২	কমিশনার, কাস্টমস	১০%	হ্যাঁ
৩৮।	রপ্তানি আয়	১২৩	রপ্তানিকারক	১%	হ্যাঁ
৩৯।	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয়	১২৪	ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%, ৭.৫%	হ্যাঁ
৪০।	জমির হস্তান্তর ক্ষেত্রে	১২৫	দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৪১।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী	১২৬	ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৪২।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১২৭	পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪৩।	সম্পত্তির ইজারা	১২৮	Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের	৪%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
			জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত		
৪৪।	সিগারেট উৎপাদনকারী	১২৯	ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪৫।	ইট প্রস্তুতকারকের	১৩০	অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৪৫ হাজার, ৭০ হাজার, ৯০ হাজার, ১ লক্ষ ৫০ হাজার	না
৪৬।	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন	১৩১	নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার	না
৪৭।	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা	১৩২	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ	৩%, ৫%	হ্যাঁ
৪৮।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি	১৩৩	পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%, ১%	হ্যাঁ
৪৯।	শেয়ার হস্তান্তর	১৩৪	কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
৫০।	প্লেসমেন্ট শেয়ারসহ	১৩৫	শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক	৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর		বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক		
৫১।	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫%	হ্যাঁ
৫২।	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০.০৫%	হ্যাঁ
৫৩।	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান	১৩৮	মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ	পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৫৪।	নৌযান পরিচালনা	১৩৯	Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ

৮.৫ শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৪)

ধারা ১৩৪ অনুযায়ী নিবাসী কোনো ব্যক্তি হতে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট তালিকাভুক্ত নয় এরূপ কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তর নিবন্ধন করবেন না, যদি না হস্তান্তরকারী নিবাসী ব্যক্তি হস্তান্তরিত শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর জমা প্রদানের চালান নিবন্ধনের আবেদনের সাথে সংযুক্ত করেন।

এখানে,

- (ক) “অভিহিত মূল্য” অর্থ ইস্যুকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত কোনো অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তা-
 - (অ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; এবং
 - (আ) করদাতার আয়কর রিটার্নে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়;
- (খ) “ন্যায্য মূল্য” অর্থ শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে কৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (valuation report) পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer) দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য;
- (গ) “পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer)” বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাবে।

উদাহরণ ৩৬

মিজ তপমিতা চন্দ তনুশা একটি অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির ১,০০০ টি শেয়ারের মালিক। মিজ তনুশা প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ক্রয় করেছিলেন। তিনি এই ১,০০০ টি শেয়ার ৫০০ টাকা দরে একটি বিদেশি কোম্পানির নিকট বিক্রি করছেন। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৪ অনুযায়ী শেয়ারের মালিকানা পরিবর্তনের সময়, নিবন্ধক পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করতে বললে, এতে দেখা যায়, প্রতিটি শেয়ারের বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে ৫৫০ টাকা। এমতাবস্থায়, মিজ তনুশার করদায় নিম্নরূপে নিরূপিত হবে:

$$\begin{aligned}\text{উৎসে কর্তৃত কর} &= (\text{পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট মোতাবেক মূল্য} - \text{ক্রয় মূল্য}) \times \text{শেয়ার সংখ্যা} \times ১৫\% \\ &= (৫৫০ - ১০০) \times ১০০০ \times ১৫\% \\ &= ৬৭,৫০০ \text{ টাকা}\end{aligned}$$

৯। ন্যূনতম কর

- (১) আয়ের খাত নয় বরং আয়ের উৎস ও করদাতা বিবেচনায় ন্যূনতম কর আরোপিত হয়। কোন কোন ধরনের আয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর আরোপিত হবে তা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ তে বলা হয়েছে। ধারা ১৬৩ (২) এর আওতায় উৎসে কর্তৃত্ব বা আদায়কৃত কর শ্রেণি নির্বিশেষে সকল করদাতার ক্ষেত্রে কর্তন বা সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উৎস বা উৎসসমূহের জন্য করদাতার ন্যূনতম করদায় বলে বিবেচিত হবে এবং নিম্নে এর তালিকা প্রদান করা হলো:

ধারা	আয়ের উৎস
৮৮	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হতে উৎসে কর্তন
৮৯	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
৯০	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন
৯১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন
৯২	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন
৯৪	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ
৯৫	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১০০	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন
১০১	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন
১০২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন
১০৫	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন
১০৬	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন
১০৮	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
১১০	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন
১১১	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন
১১৩	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন
১১৪	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন
১১৫	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১১৬	বিদেশী ফ্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হতে কর কর্তন
১১৭	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন
১১৮	লটারি, ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১২০	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২১	জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ
১২২	ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ

১২৩	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ
১২৪	কোন সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন
১২৫	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ
১২৬	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২৭	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কাটিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ
১২৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ
১২৯	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর সংগ্রহ
১৩০	কোন নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ
১৩১	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ
১৩২	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৩	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৪	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৫	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১৩৬	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ
১৩৭	নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ

তবে, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হতে কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর, ধারা ১৬৩(২) এর উদ্দেশ্যে ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে না, যথা:

(ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর-

(অ) কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার;

(আ) পেট্রোল পাম্প স্টেশন ব্যতীত তৈল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও তার ডিলার বা এজেন্ট;

(ই) তৈল পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(খ) সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর;

(২) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য আয়কর আইনের ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করতে হবে;

- (৩) ধারা ১৬৩(২) মোতাবেক ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করতে হবে; যদি এরূপে পরিগণনাকৃত কর সারণীতে উল্লেখিত ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তা হলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হবে;
- (৪) ধারা ১৬৩(২)(ঘ) অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সাথে সমন্বয় করা যাবে না।
- (৫) ধারা ১৬৩(২) এর আওতায় নিয়মিত পদ্ধতিতে মোট আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে খরচ দাবী আনুপাতিক হবে। অর্থাৎ গ্রস প্রাপ্তির আনুপাতিক হারে খরচ চার্জ করা যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের অন্যান্য ধারার প্রয়োগ যথাযথভাবে করতে হবে, যেমন ধারা ৪৯ বা ৫৫ বা ৫৬ এর প্রয়োগ। কেবল Back calculation করে আয় নিরূপণ করা যাবে না। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ পূর্বক আয় নিরূপণ করতে হবে। অন্যথায় আয়কর আইনের প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণে কোন প্রকারের বাধা থাকবে না।
- (৬) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হতে আয় করেন, সেক্ষেত্রে-
- (ক) নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হবে;
- (খ) উক্ত করদাতার করদায় হবে ধারা ১৬৩(২) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত করের সমষ্টি।
- (৭) কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানির ন্যূনতম কর (টার্নওভারের উপর) হবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) একজন করদাতা-
- (অ) অনূন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তি;
- (আ) অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ; বা
- (ই) কোনো কোম্পানি,
- কোনো করবর্ষে কোনো কারণে তার মুনাফা বা ক্ষতি যাই হউক না কেন, যাতে ধারাবাহিক ক্ষতি, বিগত এক বা একাধিক বর্ষে ক্ষতির সমন্বয় বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত ভাতা (অবচয় ভাতাসহ) বা বিয়োজন দাবি অন্তর্ভুক্ত, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে কোনো করবর্ষে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবে যথা:-

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)

১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ	গ্রস প্রাপ্তির ৫% (পাঁচ শতাংশ)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ)
৫।	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ):
* এস.আর.ও নং ২৫৯-আইন/আয়কর-০৮/২০২৩, তারিখ:২৯ আগস্ট ২০২৩ মোতাবেক, ন্যূনতম করহার ৫% এর স্থলে কার্বোনেটেড বেভারেজ উৎপাদনকারীদের জন্য ৩% ন্যূনতম কর নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদনকারী ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম করহার ক্রমিক নং ৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।		

তবে, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ বৎসরের জন্য, উক্ত হার হবে এরূপ প্রাপ্তির ০.১%।

- (খ) যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিচালনা করতে হবে, যথা-
- (অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করতে হবে এরূপ উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩(৫)(ক) এর সারণীতে উল্লেখিত হার প্রয়োগ করে ন্যূনতম কর হিসাব করতে হবে;
- (আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে ধারা ১৬৩(৫)(ক) এর সারণীতে উল্লেখিত হার হ্রাস করে ন্যূনতম কর হিসাব করতে হবে;
- (ই) উপ-উপানুচ্ছেদ (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন ন্যূনতম কর হইবে।

- (৮) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হবে-
- (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা
- (খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক।
- (৯) ধারা ১৬৩ এর অধীন পরিশোধকৃত ন্যূনতম কর ফেরতযোগ্য হবে না অথবা পূর্ববর্তী এক বা একাধিক বর্ষে ফেরতযোগ্য বকেয়া বা কোনো উৎস হতে কোনো করবর্ষের ফেরতযোগ্য বকেয়ার বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হবে না।
- (১০) যেক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এ আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে তা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হবে।
- (১১) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হবে।
- (১২) ধারা ১৬৩ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-
- (ক) “নিয়মিত উৎস” অর্থ এরূপ কোনো উৎস যার ক্ষেত্রে, ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নয়;
- (খ) “নিয়মিত কর” অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করে নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;
- (গ) “নিয়মিত করহার” অর্থ এরূপ করের হার যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হাসকৃত করহার অনুমোদিত না হলে প্রযোজ্য হবে।
- (ঘ) “গ্রস প্রাপ্তি” অর্থ-
- (অ) পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সকল প্রাপ্তি (উপচিতির বা **accrual** ভিত্তিতে);
- (আ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;
- (ই) আয়ের যেকোনো খাত হতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।
- (১৩) ধারা ১৬৩(২)(ক) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসেবে পরিগণিত হয় এমন কতিপয় উৎসে কর্তৃত কর কতিপয় সুনির্দিষ্ট শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে ঐ সকল উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এ সকল উৎসের আয়ের বিপরীতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত কোনো কর পরিশোধ করতে হবে না।

এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগষ্ট ২০২৩ এবং এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণকে চূড়ান্ত করদায়

হিসেবে নির্ধারণ করে উক্ত উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ভূত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে অর্জিত সুদ বা মুনাফা	১০২	ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত করদাতাগণ
২।	সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা	১০৫	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা
৩।	রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি	১১২	সকল করদাতা
৪।	সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা

উদাহরণ ৩৭

প লিঃ একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিং পণ্য আমদানি করে। আমদানি পর্যায়ে ধারা ১২০ এবং উৎসে কর বিধিমালা এর বিধি ৭ অনুযায়ী কর পরিশোধ করেছে। প লিঃ কে আমদানি ও আমদানির বিপরীতে অর্জিত আয়ের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। ধারা ৭২-৭৩ অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। কোনো প্রকারের back calculation বা সংক্ষিপ্ত হিসাব দাখিলের সুযোগ নেই। অর্থাৎ কোনরূপ back calculation করে অনুমিত (presumptive) মোট আয় নিরূপণ করা যাবে না। কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ধারা ৭২-৭৩ প্রযোজ্য হবে সেভাবে হিসাবরক্ষণ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

উদাহরণ ৩৮

জনাব শাকুর পারফিউম আমদানি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি মোট ৫০,০০,০০০ টাকার পারফিউম আমদানি করেন

এবং আমদানি পর্যায়ে তিনি ১০,০০,০০০ টাকা কর পরিশোধ করেন। করদাতা উক্ত পণ্য ১,৫০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। তিনি দুটি প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন। করদাতা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে উক্ত ব্যবসা হতে ৩০,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করে রিটার্ন দাখিল করেন। করদাতার অন্য কোন প্রকারের আয় নেই। করদাতার কর নিম্নরূপে পরিগণনা করতে হবে, যথা:

করদাতা কর্তৃক নিরুপিত আয়: ৩০,০০,০০০ টাকা

নিয়মিত হারে পরিগণিত কর: ৫,৩২,৫০০ টাকা

উৎসে কর্তৃত কর: ১০,০০,০০০ টাকা

ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ন্যূনতম কর বিধায় করদাতার ন্যূনতম করদায় হবে ১০,০০,০০০ টাকা। করদাতার গ্রস প্রাপ্তি ১,৫০,০০,০০০ টাকা বিধায় ধারা ১৬৩(৫) প্রযোজ্য হবে না। করদাতা দুটি প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন বিধায় করদাতাকে পরিবেশ সারচার্জ ও সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। সারচার্জ ও পরিবেশ সারচার্জ অবশ্যই ১০,০০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রদেয় হবে। অর্থাৎ করদাতাকে (ন্যূনতম কর ১০,০০,০০০ টাকা + সারচার্জ + পরিবেশ সারচার্জ) পরিশোধ করতে হবে।

উদাহরণ ৩৯

জনাব ঋষভ ঋনয় বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক পণ্য আমদানি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি মোট ৫০,০০,০০০ টাকার আমদানি করেন এবং আমদানি পর্যায়ে তিনি ২,৫০,০০০ টাকা কর পরিশোধ করেন। উক্ত আয়বর্ষে করদাতার বিক্রয় হতে গ্রস প্রাপ্তি ১,৪৫,০০,০০০ টাকা। তিনি দুটি প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন। করদাতা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে উক্ত ব্যবসা হতে ২৪,৫০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করে রিটার্ন দাখিল করেন। করদাতার অন্য কোনো প্রকারের আয় নেই। করদাতার কর নিম্নরূপে পরিগণনা করতে হবে, যথা:

করদাতা কর্তৃক নিরুপিত আয়: ২৪,৫০,০০০ টাকা

নিয়মিত হারে পরিগণিত কর: ৩,৯৫,০০০ টাকা

উৎসে কর্তৃত কর: ২,৫০,০০০ টাকা

নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত কর ৩,৯৫,০০০ টাকা ধারা ১৬৩(২)(ক) এর ন্যূনতম কর হিসেবে পরিগণিত ২,৫০,০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক বিধায় ধারা ১৬৩(২)(ঘ) অনুযায়ী করদাতার করদায় হবে ৩,৯৫,০০০ টাকা। করদাতার গ্রস প্রাপ্তি ১,৪৫,০০,০০০ টাকা বিধায় ধারা ১৬৩(৫) প্রযোজ্য হবে না। করদাতা দুটি প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন বিধায় করদাতাকে পরিবেশ সারচার্জ ও সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। সারচার্জ ও পরিবেশ সারচার্জ অবশ্যই ৩,৯৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রদেয় হবে। অর্থাৎ করদাতাকে (কর ৩,৯৫,০০০ টাকা + সারচার্জ + পরিবেশ সারচার্জ) পরিশোধ করতে হবে।

উদাহরণ ৪০

২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে মিজ সখিঃতা শুব্রার চাকরি হইতে আয়ের পরিমাণ ৭,০০,০০৫ টাকা। সঞ্চয়পত্রের মুনাফা রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। তিনি ঢাকার বনানী আবাসিক এলাকায় ০.২৫ কাঠা ভূমি দলিলে উল্লেখিত মূল্য ৭৫,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। জমির মালিকানা হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনকালে তিনি ৩,০০,০০০ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। মিজ শুব্রার রিটার্নে উক্ত জমির অর্জনমূল্য প্রদর্শিত রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। ব্যাংক সুদ আয় রয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। চাকরি হইতে আয়ের উৎসে ৫,০০০ টাকা কর কর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার আয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। তিনি এ আয়বর্ষে রেয়াতযোগ্য কোনো বিনিয়োগ করেন নি। করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনের একটি গৃহ সম্পত্তির মালিক। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে মিজ শুব্রার করযোগ্য আয় ও করদায় নির্ধারণ করতে হবে।

কর নির্ধারণ:

(ক)	চাকরি হইতে আয় [চাকরি হতে গ্রস প্রাপ্তি ৭,০০,০০৫ টাকা; ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-১ এর দফা (২৭) অনুযায়ী ৭,০০,০০৫ টাকার এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করমুক্ত; ফলে চাকরি হইতে করযোগ্য আয় হবে ৪,৬৬,৬৭০]	৪,৬৬,৬৭০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় [৫,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০]	৮,৫০,০০০
(গ)	মূলধনি আয় [৭৫,০০,০০০ – ৫,০০,০০০]	৭০,০০,০০০
	মোট আয়	৮৩,১৬,৬৭০
কর পরিগণনা:		
(ক)	এখানে মিজ শুব্রার নিয়মিত উৎসের আয় কেবল মাত্র চাকরি হইতে অর্জিত আয়। এর বিপরীতে করদায়-	৩,৩৩৩
(খ)	চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয় চূড়ান্ত করদায় নয় বিধায় এই দুই খাতের আয় (৪,৬৬,৬৭০ + ৩,৫০,০০০) টাকা বা ৮,১৬,৬৭০ উপর করদায়-	৩৭,৫০০
চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) অনুযায়ী কর নিরূপণ:		
(১)	ব্যাংক সুদের উপর করদাতার করদায় (৩৭,৫০০ – ৩,৩৩৩) টাকা বা ৩৪,১৬৭ টাকা। ব্যাংক সুদের বিপরীতে কর্তিত	৩৮,৩৩৩

	করের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা। তাই ধারা ১৬৩(৩) অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের প্রক্ষিপ্ত করদাতার করদায় হবে (৩,৩৩৩ + ৩৫,০০০) টাকা বা ৩৮,৩৩৩ টাকা		
চূড়ান্ত করদায় নিরূপণ:			
(২)	এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগষ্ট ২০২৩ এবং এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা যথাক্রমে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয় এবং ভূমি হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত কর স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত। ফলে এই দুই উৎসের বিপরীতে মোট করের পরিমাণ $(৫,০০,০০০ \times ১০\% + ৭৫,০০,০০০ \times ৪\%)$ টাকা বা ৩,৫০,০০০ টাকা	৩,৫০,০০০	
	করের পরিমাণ [(১)+(২)]	৩,৮৮,৩৩৩	
সারচার্জ নির্ধারণ			
	করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনে গৃহসম্পত্তি থাকায় করদাতাকে ৩,৮৮,৩৩৩ টাকার উপর ১০%	৩৮,৮৩৩	
	মোট প্রদেয় করের পরিমাণ		৪,২৭,১৬৬
উৎসে কর্তৃত করের ক্রেডিট			
১।	চাকরি হইতে আয়	৫,০০০	
২।	ব্যাংক সুদ হতে আয়ের বিপরীতে	৩৫,০০০	
৩।	সঞ্চয়পত্রের মুনাফার বিপরীতে	৫০,০০০	
৪।	ভূমি হস্তান্তরের বিপরীতে	৩,০০,০০০	
			(৩,৯০,০০০)
	রিটার্ন দাখিলের সময় আয়কর আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী প্রদেয় কর		৩৭,১৬৬

উদাহরণ ৪১

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে খাদ্য উৎপাদনকারী একটি কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তি ছিলো ১,৭৫,০০,০০০ টাকা। তার মধ্যে ৩০% করহার প্রযোজ্য এমন আয়ের

উৎসের গ্রস প্রাপ্তি ছিলো ৫৫,০০,০০০ টাকা; ১০% করহার প্রযোজ্য হয় এমন রপ্তানি আয়ের উৎসের গ্রস প্রাপ্তি ছিলো ৯৫,০০,০০০ টাকা; লভ্যাংশ আয় ছিলো ১৫,০০,০০০ টাকা। তিনি আলোচ্য আয়বর্ষে ৫০,০০,০০০ টাকার একটি মেশিনারিজ বিক্রয় করেন যার ক্রয়মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকা। যার প্রেক্ষিতে মূলধনি আয় ১০,০০,০০০ টাকা। করদাতা কোম্পানির ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী ন্যূনতম করের পরিমাণ নিম্নরূপে নির্ধারণ করতে হবে, যথা:

নিয়মিত হারে করারোপযোগ্য গ্রস প্রাপ্তির ন্যূনতম কর নির্ধারণ	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য গ্রস প্রাপ্তির ন্যূনতম কর নির্ধারণ
নিয়মিত হারে করারোপযোগ্য গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ (৫৫,০০,০০০ + ১৫,০০,০০০ + ১০,০০,০০০) টাকা বা ৮০,০০,০০০ টাকা। ১৬৩(৫) অনুযায়ী ন্যূনতম কর = (৮০,০০,০০০ × ০.৬%) টাকা বা ৪৮,০০০ টাকা	রপ্তানি আয়ের উৎসের গ্রস প্রাপ্তি ছিলো ৯৫,০০,০০০ টাকা। ১৬৩(৫) অনুযায়ী ন্যূনতম কর = [(৯৫,০০,০০০ × ০.৬%) × ১০/৩০] টাকা বা ১৯,০০০ টাকা
১৬৩(৫) অনুযায়ী মোট ন্যূনতম করের পরিমাণ (৪৮,০০০ + ১৯,০০০) টাকা বা ৬৭,০০০ টাকা।	

উদাহরণ ৪২

২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে জনাব শাহরিয়ার হাসান ৫০,০০,০০০ টাকার ট্রেডিং পণ্য আমদানি করেন। আমদানি পর্যায়ে উক্ত পণ্যের উপর উৎসে ৫% হারে কর কর্তন করা হয়। উক্ত পণ্য তিনি ৭০,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন এবং ১০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি প্রদর্শন করেন। একই সময়ে তিনি ৩,০০,০০,০০০ টাকার সবজি রপ্তানি করেন। সবজি রপ্তানি হতে তিনি ৪৫,০০,০০০ টাকা মুনাফা করেন। রপ্তানি প্রসিড ব্যাংকে জমার সময় ১% হারে কর কর্তন করা হয়। তিনি সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। জনাব হাসান ঢাকার বনানী আবাসিক এলাকায় ০.২৫ কাঠা ভূমি দলিলে উল্লেখিত মূল্য ৭৫,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। রিটার্নে উক্ত জমির অর্জনমূল্য প্রদর্শিত রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। ব্যাংক সুদ আয় রয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার আয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। তিনি এ আয়বর্ষে রেয়াতযোগ্য কোনো বিনিয়োগ করেন নি। করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনের একটি গৃহ সম্পত্তির মালিক। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব শাহরিয়ার হাসানের করযোগ্য আয় ও করদায় নিরূপণ করতে হবে।

কর নির্ধারণ:

(ক)	ব্যবসা হইতে আয় [ধারা ৭০(৩) অনুযায়ী কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাইবে না। ফলে হ্রাসকৃত হারে করারোপিত রপ্তানি আয়ের সাথে আমদানি ব্যবসার লোকসান সমন্বয় হবে না। এছাড়াও রপ্তানি ব্যবসা হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০% স্বাভাবিক করদাতার হাতে করমুক্ত বিধায় রপ্তানি হতে অর্জিত আয় ৪৫,০০,০০০ এর ৫০% অর্থাৎ ২২,৫০,০০০ টাকা করযোগ্য হবে]	২২,৫০,০০০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় [৫,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০]	৮,৫০,০০০
(গ)	মূলধনি আয় [৭৫,০০,০০০ – ৫,০০,০০০]	৭০,০০,০০০
	মোট আয়	১,০১,০০,০০০
কর পরিগণনা:		
(ক)	কেবল ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় (২২,৫০,০০০ + ৩,৫০,০০০) টাকা বা ২৬,০০,০০০ টাকার বিপরীতে নিয়মিত করদায় ৪,৩২,৫০০ টাকা এবং ন্যূনতম করদায় (৩,০০,০০,০০০ × ০.০১ + ৩,৫০,০০০ × ০.১) টাকা বা ৩,৩৫,০০০ টাকা। ধারা ১৬৩(২)(ঘ) অনুযায়ী করদায় হবে ৪,৩২,৫০০ টাকা বা ৩,৩৫,০০০ টাকা- এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক	৪,৩২,৫০০
(খ)	আমদানি ব্যবসার লোকসানের বিপরীতে ন্যূনতম কর আমদানি পর্যায়ে কর্তিত উৎসে কর = ৫০,০০,০০০ × ৫%	২,৫০,০০০
চূড়ান্ত করদায় নিরূপণ:		
(গ)	এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগষ্ট ২০২৩ এবং এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা যথাক্রমে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয় এবং ভূমি হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য চূড়ান্ত করদায়	৩,৫০,০০০

	হিসেবে বিবেচিত। ফলে এই দুই উৎসের বিপরীতে মোট করের পরিমাণ $(৫,০০,০০০ \times ১০\% + ৭৫,০০,০০০ \times ৪\%)$ টাকা বা ৩,৫০,০০০ টাকা		
	করের পরিমাণ [(ক)+(খ)+(গ)]	১০,৩২,৫০০	
ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ			
(অ)	আমদানি ব্যবসার গ্রস প্রাপ্তি ও ব্যাংক সুদের উপর নিয়মিত করহার প্রযোজ্য বিধায় $(৭০,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০)$ বা ৭৩,৫০,০০০ এর বিপরীতে ন্যূনতম কর = $৭৩,৫০,০০০ \times ০.২৫\%$	১৮,৩৭৫	
(আ)	রপ্তানি ব্যবসার গ্রস প্রাপ্তির বিপরীতে ন্যূনতম কর = $৩,০০,০০,০০০ \times ০.২৫\% \times ৫০\%$	৩৭,৫০০	
	ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন পরিগণিত মোট ন্যূনতম কর হবে (অ) ও (আ) এর যোগফল	৫৫,৮৭৫	
মোট প্রদেয় কর নির্ধারণ:			
	ধারা ১৬৩(২) এর অধীন পরিগণিত কর ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন পরিগণিত কর অপেক্ষা অধিক হওয়া ধারা ১৬৩(২) এর অধীন পরিগণিত কর ন্যূনতম কর হবে। এছাড়া চূড়ান্ত করদায় চূড়ান্ত হওয়ার এর উপর ধারা ১৬৩(৫) এর প্রযোজ্যতা থাকবে না। অর্থাৎ করদাতার আয়ের বিপরীতে মোট কর	১০,৩২,৫০০	
সারচার্জ নির্ধারণ			
	করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনে গৃহসম্পত্তি থাকায় করদাতাকে ৮,০৭,৫০০ টাকার উপর ১০%	১,০৩,২৫০	
	মোট প্রদেয় করের পরিমাণ	১১,৩৫,৭৫০	
উৎসে কর্তৃত করের ক্রেডিট			
১।	ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে $(৩,০০,০০০ + ২,৫০,০০০)$ টাকা বা	৫,৫০,০০০	

	৫,৫০,০০০ টাকা		
২।	ব্যাংক সুদ হতে আয়ের বিপরীতে	৩৫,০০০	
৩।	সঞ্চয়পত্রের মুনাফার বিপরীতে	৫০,০০০	
৪।	ভূমি হস্তান্তরের বিপরীতে	৩,০০,০০০	
			(৯,৩৫,০০০)
	রিটার্ন দাখিলের সময় আয়কর আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী প্রদেয় কর		২,০০,৭৫০

উদাহরণ ৪৩

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে প লজিস্টিক লিঃ পরিচালন মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা প্রদর্শন করে। কোম্পানি বিবেচ্য সময়কালে ব্যবসায়ের গ্রস প্রাপ্তি ছিলো ৩,০০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি লভ্যাংশ বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। কোম্পানি বনানী আবাসিক এলাকায় ০.২৫ কাঠা ভূমি দলিলে উল্লেখিত মূল্য ৭৫,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। রিটার্নে উক্ত জমির অর্জনমূল্য প্রদর্শিত রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির ব্যাংক সুদ আয় রয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। কোম্পানি লভ্যাংশ আয়, মূলধনি আয় এবং সুদ আয়ের বিপরীতে যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা, ৩,০০,০০০ টাকা এবং ৭০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। করদাতা ব্যবসায়ের প্রাপ্তিসমূহ নগদ ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করে। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে প লজিস্টিক লিঃ এর করযোগ্য আয় ও করদায় নিরূপণ করতে হবে।

কর নির্ধারণ:

(ক)	ব্যবসা হইতে আয়		২,০০,০০০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় [৫,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০]		৮,৫০,০০০
(গ)	মূলধনি আয় [৭৫,০০,০০০ – ৫,০০,০০০]		৭০,০০,০০০
		মোট আয়	৮০,৫০,০০০
নিয়মিত হারে কর পরিগণনা:			
(ক)	ব্যাংক সুদ ও ব্যবসা হইতে আয় (২,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০) টাকা বা ৫,৫০,০০০ টাকার ৩০%	১,৬৫,০০০	
(খ)	লভ্যাংশ ৫,০০,০০০ টাকার ২০%	১,০০,০০০	
(গ)	মূলধনি আয় ৭০,০০,০০০ টাকার ১৫%	১০,৫০,০০০	
	করের পরিমাণ [(ক)+(খ)+(গ)]	১৩,১৫,০০০	
ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ			
(অ)	ব্যবসা, ব্যাংক সুদ, লভ্যাংশ	৪,৭০,০০০	

	আয় ও মূলধনি আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর (০+৭০,০০০ + ১,০০,০০০ + ৩,০০,০০০)			
(আ)	ব্যবসা, ব্যাংক সুদ, লভ্যাংশ আয় ও মূলধনি আয়ের উপর নিয়মিত কর	১৩,১৫,০০০		
	অর্থাৎ ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী করের পরিমাণ		১৩,১৫,০০০	
ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ				
	ব্যবসার গ্রস প্রাপ্তি, আর্থিক পরিসম্পদের গ্রস প্রাপ্তি ও ভূমি হস্তান্তরের বিপরীতে গ্রস প্রাপ্তিসহ মোট (৩,০০,০০,০০০ + ৮,৫০,০০০ + ৭০,০০,০০০) টাকা বা ৩,৮৩,৫০,০০০ টাকার বিপরীতে ন্যূনতম কর = ৩,৮৩,৫০,০০০ × ০.৬%	২,২৭,১০০		
মোট প্রদেয় কর নির্ধারণ:				
	ধারা ১৬৩(২) এর অধীন পরিগণিত কর ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন পরিগণিত কর অপেক্ষা অধিক হওয়া ধারা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন পরিগণিত কর করদাতা প্রদেয় কর হবে-		১৩,১৫,০০০	
উৎসে কর্তৃত করের ক্রেডিট				
১।	লভ্যাংশের বিপরীতে		১,০০,০০০	
২।	ব্যাংক সুদ হতে আয়ের বিপরীতে		৭০,০০০	
৩।	ভূমি হস্তান্তরের বিপরীতে		৩,০০,০০০	
				(৪,৭০,০০০)
	রিটার্ন দাখিলের সময় আয়কর আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী প্রদেয় কর		৮,৪৫,০০০	

উদাহরণ ৪৪

গ সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ একটি সিমেন্ট প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে কোম্পানির করপূর্ব মুনাফা ছিল ৩০,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত সময় কোম্পানির মোট লভ্যাংশ আয় ৫০,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর কর্তন পূর্বক বাকী টাকা কোম্পানির

ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে। কোম্পানির ৫টি স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ ২৫,০০,০০০ টাকা। যার মধ্যে একটি এফডিআর হতে অর্জিত সুদ ১০,০০,০০০ টাকা যা উক্ত এফডিআর হিসাবে ক্রেডিট হয়। উক্ত ক্রেডিটকৃত এফডিআর হতে ব্যাংক ২,০০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করে। অবশিষ্ট ৮,০০,০০০ টাকা কোম্পানির এফডিআর হিসাবে জমা হয়। বাকী ১৫,০০,০০০ টাকা কোম্পানি accrual basis এ তার হিসাব বিবরণীতে রেকর্ড করে। উক্ত ১৫,০০,০০০ টাকা কোম্পানির এফডিআর হিসাবসমূহে ক্রেডিট হয়নি। করদাতা চারটি সমকিস্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করে। প্রতি কিস্তিতে ৫০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করে।

উক্ত সময়ে কোম্পানি ১২০,০০,০০,০০০ টাকার কাঁচামাল আমদানি করে। ২০,০০,০০০ টাকার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানি করে। কাঁচামাল ও প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানির বিপরীতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়। বিবেচ্য আয়বর্ষে কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৮০,৫০,০০,০০০ টাকা।

গ সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর কর নির্ধারণ

	করপূর্ব মুনাফা		৩০,০০,০০,০০০	
বাদ:	আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়			
	লভ্যাংশ	৫০,০০,০০০		
	স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ (Accrual Basis)	<u>২৫,০০,০০০</u>	<u>(৭৫,০০,০০০)</u>	
	(ক) ব্যবসা হইতে আয়		২৯,২৫,০০,০০০	
	(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	(অ) লভ্যাংশ (আয়)	৫০,০০,০০০		
	(আ) স্থায়ী আমানতের সুদ (নগদ ভিত্তিতে গ্রহীত)	<u>১০,০০,০০০</u>	৬০,০০,০০০	
কর পরিগণনা				
	উৎসের নাম	আয়ের পরিমাণ	টাকা	করের পরিমাণ
(১)	ব্যবসা হইতে আয় @ ২৭.৫%	২৯,২৫,০০,০০০	৮,০৪,৩৭,৫০০	
(২)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর		৬,০১,০০,০০০	

	$(120,00,00,000 + 20,00,000) \times 5\%$			
	(১) ও (২) এর মধ্যে যেটি অধিক			৮,০৪,৩৭,৫০০
	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	লভ্যাংশ @ ২০%	৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের সুদ @ ২৭.৫%	১০,০০,০০০	২,৭৫,০০০	
(ক)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে মোট আয়	৬০,০০,০০০	১২,৭৫,০০০	
(খ)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর $(10,00,000 + 2,00,000)$		১২,০০,০০০	
	(ক) ও (খ) এর মধ্যে যেটি অধিক			১২,৭৫,০০০
(অ)	কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে করদায় = $৮,০৪,৩৭,৫০০ + ১২,৭৫,০০০$		৮,১৭,১২,৫০০	
(আ)	ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী নির্ধারিত করদায় = $180,50,00,000 \times .6\%$		১,০৮,৩০,০০০	
	ধারা ১৬৩(৫) বিবেচনার পর করদাতার কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে মোট করদায় =			৮,১৭,১২,৫০০

	(অ) ও (আ) এর মধ্যে যেটি অধিক			
বাদ:	অগ্রিম ও উৎসে কর			
	অগ্রিম কর		২,০০,০০,০০০	
	আমদানির বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর		৬,০১,০০,০০০	
	লভ্যংশের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর		১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর		২,০০,০০০	
	মোট			৮,১৩,০০,০০০
	প্রদেয় কর			৪,১২,৫০০

উদাহরণ ৪৫

ত সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ একটি সিমেন্ট প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে কোম্পানির করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩০,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত সময় কোম্পানির মোট লভ্যাংশ আয় ৫০,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর কর্তন পূর্বক বাকী টাকা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে। কোম্পানির ৫টি স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ ২৫,০০,০০০ টাকা। যার মধ্যে একটি এফডিআর হতে অর্জিত সুদ ১০,০০,০০০ টাকা যা উক্ত এফডিআর হিসাবে ক্রেডিট হয়। উক্ত ক্রেডিটকৃত এফডিআর হতে ব্যাংক ২,০০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করে। অবশিষ্ট ৮,০০,০০০ টাকা কোম্পানির এফডিআর হিসাবে জমা হয়। বাকী ১৫,০০,০০০ টাকা কোম্পানি accrual basis এ তার হিসাব বিবরণীতে রেকর্ড করে। উক্ত ১৫,০০,০০০ টাকা কোম্পানির এফডিআর হিসাবসমূহে ক্রেডিট হয়নি।

উক্ত সময়ে কোম্পানি ১২০,০০,০০,০০০ টাকার কাঁচামাল আমদানি করে। ২০,০০,০০০ টাকার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানি করে। কাঁচামাল ও প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানির বিপরীতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়। বিবেচ্য আয়বর্ষে কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৮০,৫০,০০,০০০ টাকা।

ত সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর কর নির্ধারণ

	করপূর্ব মুনাফা		(৩০,০০,০০,০০০)	
বাদ:	আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়			
	লভ্যাংশ	৫০,০০,০০০		
	স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ (Accrual Basis)	২৫,০০,০০০	(৭৫,০০,০০০)	
	(ক) ব্যবসা হইতে আয়		(৩০,৭৫,০০,০০০)	
	(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	(অ) লভ্যাংশ (আয়)	৫০,০০,০০০		
	(আ) স্থায়ী আমানতের সুদ (নগদ ভিত্তিতে গৃহীত)	১০,০০,০০০	৬০,০০,০০০	
কর পরিগণনা				
	উৎসের নাম	আয়ের পরিমাণ	টাকা	করের পরিমাণ
(১)	ব্যবসা হইতে আয় @ ২৭.৫%	(৩০,৭৫,০০,০০০)	০	
(২)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর (১২০,০০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০) × ৫%		৬,০১,০০,০০০	
	(১) ও (২) এর মধ্যে যেটি অধিক			৬,০১,০০,০০০
	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	লভ্যাংশ @ ২০%	৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের সুদ @ ২৭.৫%	১০,০০,০০০	২,৭৫,০০০	
(ক)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে মোট আয়	৬০,০০,০০০	১২,৭৫,০০০	

(খ)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর (১০,০০,০০০ + ২,০০,০০০)		১২,০০,০০০	
	(ক) ও (খ) এর মধ্যে যেটি অধিক			১২,৭৫,০০০
(অ)	কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে করদায় = ৬,০১,০০,০০০ + ১২,৭৫,০০০		৬,১৩,৭৫,০০০	
(আ)	ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী নির্ধারিত করদায় = ১৮০,৫০,০০,০০০ × .৬%		১,০৮,৩০,০০০	
	ধারা ১৬৩(৫) বিবেচনার পর করদাতার কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে মোট করদায় = (অ) ও (আ) এর মধ্যে যেটি অধিক			৬,১৩,৭৫,০০০
বাদ:	অগ্রিম ও উৎসে কর			
	আমদানির বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর		৬,০১,০০,০০০	
	লভ্যংশের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর		১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের		২,০০,০০০	

	বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর			
	মোট			৬,১৩,০০,০০০
	প্রদেয় কর			৭৫,০০০

উদাহরণ ৪৬

থ সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ একটি সিমেন্ট প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে কোম্পানির করপূর্ব মুনাফা ছিল ৩০,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত সময় কোম্পানির মোট লভ্যাংশ আয় ৫০,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর কর্তন পূর্বক বাকী টাকা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে। কোম্পানির ৫টি স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ ২৫,০০,০০০ টাকা এরমধ্যে কোম্পানি একটি স্থায়ী আমানত নগদায়ন করেছে এবং উক্ত স্থায়ী আমানত হতে উৎসে কর্তিত কর পরবর্তী সুদ আয়ের পরিমাণ ৮,০০,০০০ টাকা। করদাতা চারটি সমকিস্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করে। প্রতি কিস্তিতে ৫০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করে।

উক্ত সময়ে কোম্পানি ১২০,০০,০০,০০০ টাকার কাঁচামাল আমদানি করে। ২০,০০,০০০ টাকার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানি করে। কাঁচামাল ও প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানির বিপরীতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়। বিবেচ্য আয়বর্ষে কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৮০,৫০,০০,০০০ টাকা।

উক্ত সময়ে কোম্পানি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিলে ৩০,০০,০০০ টাকা; সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত মহিলা কলেজে ২৫,০০,০০০ টাকা; সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ৩,৭৫,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করে যা ব্যয় হিসেবে মোট আয় হতে বাদ দিয়ে করপূর্ব মুনাফা নির্ধারণ করে।

থ সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর কর নির্ধারণ

	করপূর্ব মুনাফা		৩০,০০,০০,০০০
যোগ:	তিনটি তহবিলে অনুদানকৃত মোট অর্থের পরিমাণ (৩০,০০,০০০ + ২৫,০০,০০০ + ৩,৭৫,০০,০০০) টাকা		৪,৩০,০০,০০০
	অনুদান পূর্ববর্তী প্রদর্শিত মোট আয়		৩৪,৩০,০০,০০০
বাদ:	অনুমোদনযোগ্য অনুদান (টাকা দ্রষ্টব্য)		৩,৪৩,০০,০০০
	অনুদান পরবর্তী মোট আয়		৩০,৮৭,০০,০০০
বাদ:	আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়		
	লভ্যাংশ	৫০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানত হতে উদ্ধৃত সুদের পরিমাণ (Accrual Basis)	২৫,০০,০০০	(৭৫,০০,০০০)
	ব্যবসা হইতে আয়		৩০,১২,০০,০০০

	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	(অ) লভ্যাংশ (আয়)	৫০,০০,০০০		
	(আ) স্থায়ী আমানতের সুদ (নগদ ভিত্তিতে গৃহীত)	১০,০০,০০০		৬০,০০,০০০
করপরিগণনা				
	উৎসের নাম	আয়ের পরিমাণ	টাকা	করের পরিমাণ
(১)	ব্যবসা হইতে আয় @ ২৭.৫%	৩০,১২,০০,০০০	৮,২৮,৩০,০০০	
(২)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর (১২০,০০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০) × ৫%		৬,০১,০০,০০০	
	(১) ও (২) এর মধ্যে যেটি অধিক			৮,২৮,৩০,০০০
	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
	লভ্যাংশ @ ২০%	৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের সুদ @ ২৭.৫%	১০,০০,০০০	২,৭৫,০০০	
(ক)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে মোট আয়	৬০,০০,০০০	১২,৭৫,০০০	
(খ)	ধারা ১৬৩(২) ধারায় আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে ন্যূনতম কর (১০,০০,০০০ + ২,০০,০০০)		১২,০০,০০০	
	(ক) ও (খ) এর মধ্যে যেটি অধিক			১২,৭৫,০০০
(অ)	কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে করদায় =		৮,৪১,০৫,০০০	

	৳,২৮,৩০,০০০ + ১২,৭৫,০০০			
(আ)	ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী নির্ধারিত করদায় = ১৮০,৫০,০০,০০০ × .৬%		১,০৮,৩০,০০০	
	ধারা ১৬৩(৫) বিবেচনার পর করদাতার কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার বিপরীতে মোট করদায় = (অ) ও (আ) এর মধ্যে যেটি অধিক			৳,৪১,০৫,০০০
বাদ:	অগ্রিম ও উৎসে কর			
	অগ্রিম কর		২,০০,০০,০০০	
	আমদানির বিপরীতে উৎসে কর্তৃত কর		৬,০১,০০,০০০	
	লভ্যংশের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত কর		১০,০০,০০০	
	স্থায়ী আমানতের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত কর		২,০০,০০০	
	মোট			৳,১৩,০০,০০০
	প্রদেয় কর			২৮,০৫,০০০
টাকা				
	অনুদান	টাকা	বাদযোগ্য সীমা	অনুমোদনযোগ্য অনুদান
	(১) ৬ষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর	৩০,০০,০০০		

	অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিলে: (ক) প্রকৃত অনুদান			
	(খ) কোম্পানির আয়ের ১০% = (৩০,০০,০০,০০০ × ১০%)	৩,০০,০০,০০০		
	(গ)	৮,০০,০০,০০০		
	(ক), (খ) ও (গ) এই তিনটির মধ্যে যেটি কম		৩০,০০,০০০	
	(২) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে অনুদান		২৫,০০,০০০	
	(৩) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কারগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে অনুদান		৩,৭৫,০০,০০০	
	মোট অনুদান		৪,৩০,০০,০০০	
	ধারা ৭৭(২) অনুযায়ী বাদযোগ্য অনুদানের পরিমাণ অনুদান পূর্ববর্তী প্রদর্শিত মোট আয়ের ১০% এর অধিক হবে না। অর্থাৎ বাদযোগ্য অনুদানের পরিমাণ			৩,৪৩,০০,০০০

	(৩৪,৩০,০০,০০০ × ১০%) বা ৩,৪৩,০০,০০০ টাকার এর অধিক হবে না। সুতরাং অনুমোদনযোগ্য অনুদান			

উদাহরণ ৪৭

ঢ় কনস্ট্রাকশন লিঃ কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় নিয়োজিত একটি কোম্পানি। কোম্পানিটি বাংলাদেশ সরকারের সাথে ১০০ কোটি টাকার একটি কনস্ট্রাকশন এবং ইনস্টলেশন প্রজেক্টের কনট্রাক্টর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তিমূল্য ভিত্তিমূল্য হিসেবে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৯ এবং প্রযোজ্য বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনের হার ৭%। উক্ত প্রজেক্ট থেকে কোম্পানি আগামী ৪ বছরের ১ম বছর ১০ কোটি টাকা, ২য় বছর ৩০ কোটি টাকা, ৩য় বছর ৪০ কোটি টাকা এবং ৪র্থ বছর ২০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হবে। উক্ত অর্থের হতে উৎসে কর কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ কোম্পানিকে প্রদান করা হবে। যদিও কোম্পানির ক্রময়োজিত কার্য সম্পাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১ম বছর শেষে ০%, ২য় বছরের শেষে ২০%, ৩য় বছরের শেষে ৬০%, এবং ৪র্থ বছরের শেষে ১০০%। ঢ় কনস্ট্রাকশন লিঃ এর নীট করপূর্ব মুনাফা যথাক্রমে ১ম বছর ০ টাকা, ২য় বছর ৫ কোটি টাকা, ৩য় বছর ৯ কোটি টাকা এবং ৪র্থ বছর ১৫ কোটি টাকা

ঢ় কনস্ট্রাকশন লিঃ এর আগামী ৪ বছরের সমন্বয়যোগ্য কর এবং অগ্রিম করের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

(কোটি টাকায়)									
বর্ষ	প্রাপ্ত অর্থ	উৎস কর কর্তন (৩) = (২) × ৭%	পূর্ববর্তী বছরে অসম্বিত উৎস করের জের	ধারা ৭৪ অনুযায়ী টার্নওভার	করযোগ্য মুনাফা	নিয়মিত কর (৭) = (৬ × ২৭.৫%)	বর্তমান বছরে উৎসে কর হতে আনুপাতিক হারে সমন্বয়যোগ্য কর (৮) = ৫ × ৭%	সমন্বয় পরবর্তী নীট করদায় (৯) = ৭-৮	পরবর্তী বছরের আয়করের সাথে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম কর (১০) = (৩+৪-৮)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১	১০	০.৭	০	-	০	০	০	০	০.৭
২	৩০	২.১	০.৭	২০	৫	১.৩৭৫	১.৪	*০	১.৪
৩	৪০	২.৮	১.৪	৪০	৯	২.৪৭৫	২.৮	**০	১.৪
৪	২০	১.৪	১.৪	৪০	১৫	৪.১২৫	২.৮	১.৩২৫	++
*	৮৯ ধারায় কর্তনকৃত ১.৪ কোটি টাকা ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ন্যূনতম কর								
**	৮৯ ধারায় কর্তনকৃত ২.৮ কোটি টাকা ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ন্যূনতম কর								
++	পরবর্তী বছরে সমন্বয়যোগ্য করদায় নেই।								

উদাহরণ ৪৮

ম কোম্পানি লিঃ আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবসায়ে নিয়োজিত। ২০২২ সালের জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানি ১,০০০টি ফ্রিজ আমদানি করে। প্রতিটি ফ্রিজের আমদানি মূল্য ৪০,০০০ টাকা। আমদানিকালে আমদানি মূল্যের বিপরীতে উক্ত কোম্পানি হতে উৎসে ২০,০০,০০০ টাকা কর সংগ্রহ করা হয়। কোম্পানি ২০২২ - ২০২৩ অর্থ বছরে আমদানিকৃত এই ১,০০০টি ফ্রিজ হতে ৯০০টি ফ্রিজ বিক্রয় করে। প্রতিটি ফ্রিজের বিক্রয়মূল্য ছিলো ৬০,০০০ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে কোম্পানির হাতে ১০০টি ফ্রিজ অবিক্রীত রয়েছে। উক্ত বিক্রয়ের বিপরীতে কোম্পানির পরিচালন ব্যয় ছিলো ৫০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ ব্যয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের করদায় নির্ধারণ করতে হবে।

বিক্রয় (৯০০ x ৬০,০০০)	৫,৪০,০০,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (৯০০ x ৪০,০০০)	(৩,৬০,০০,০০০)
গ্রস মুনাফা	১,৮০,০০,০০০
বাদঃ পরিচালন ব্যয়	(৫০,০০,০০০)
পরিচালন মুনাফা	১,৩০,০০,০০০
বাদ: সুদ বাবদ ব্যয়	(৩০,০০,০০০)
করপূর্ব মুনাফা	১,০০,০০,০০০
(ক) নিয়মিত হারে পরিগণিত করদায় (৩০%)	৩০,০০,০০০
(খ) ১৬৩(২) ধারা অনুসারে ন্যূনতম কর (২০,০০,০০০/১০০০ x ৯০০)	১৮,০০,০০০
মোট করদায়: (ক) ও (খ) এর মধ্যে যেটি অধিক	৩০,০০,০০০
বাদ: উৎসে পরিশোধিত অগ্রিম কর (বিক্রীত পণ্যের উপর)	(১৮,০০,০০০)
নিট করদায়	১২,০০,০০০

ম কোম্পানি লিঃ তার অবিক্রীত পণ্যের উপর পরিশোধিত (২০,০০,০০০/১০০০ x ১০০) টাকা বা ২,০০,০০০ টাকা পরবর্তী বছরে উক্ত পণ্য বিক্রয়ের প্রদেয় আয়কর এর সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

পরবর্তী বছর ম কোম্পানি লিঃ ২,০০০টি ফ্রিজ আমদানি করে। প্রতিটি আমদানি মূল্য ৫০,০০০ টাকা। আমদানিকালে আমদানি মূল্যের বিপরীতে উক্ত কোম্পানি হতে উৎসে ৫০,০০,০০০ টাকা কর সংগ্রহ করা হয়। কোম্পানি ২০২৩ -২০২৪ অর্থ বছরে আমদানিকৃত এই ২,০০০টি ফ্রিজ হতে ১৬০০ টি ফ্রিজ এবং পূর্ববর্তী বছরের ১০০টি ফ্রিজসহ মোট ১৭০০টি ফ্রিজ বিক্রয় করে। প্রতিটি ফ্রিজের বিক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে কোম্পানির হাতে ৪০০টি ফ্রিজ অবিক্রীত রয়েছে। উক্ত বিক্রয়ের বিপরীতে কোম্পানির পরিচালন ব্যয় ছিলো ৭০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ ব্যয়ের

পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের করদায় নির্ধারণ করতে হবে।

বিক্রয় (১৭০০ × ৬০,০০০)	১০,২০,০০,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (৫০,০০০ × ১৬০০) + (১০০ × ৪০,০০০)	(৮,৪০,০০,০০০)
গ্রস মুনাফা	১,৮০,০০,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়	(৭০,০০,০০০)
পরিচালন মুনাফা	১,১০,০০,০০০
বাদ: সুদ বাবদ ব্যয়	(৫০,০০,০০০)
করপূর্ব মুনাফা	৬০,০০,০০০
(ক) নিয়মিত হারে পরিগণিত করদায় (৩০%)	১৮,০০,০০০
(খ) ১৬৩(২) ধারা অনুসারে ন্যূনতম কর (৫০,০০,০০০/২০০০ × ১৬০০) + (২০,০০,০০০/১০০০ × ১০০)	৪২,০০,০০০
মোট করদায়: (ক) ও (খ) এর মধ্যে যেটি অধিক	৪২,০০,০০০
বাদ: উৎসে পরিশোধিত অগ্রিম কর (এ বছরের আমদানির বিপরীতে বিক্রিত পণ্যের উপর; ৫০,০০,০০০/২০০০ × ১৬০০)	(৪০,০০,০০০)
বাদ: বিগত বছরের অবিক্রিত ফ্রিজ বিপরীতে পরিশোধিত করের সাথে এ বছরের বিক্রিত ফ্রিজের বিপরীতে পরিশোধিত করের সমন্বয় (২০,০০,০০০/১০০০ × ১০০)	(২০০,০০০)
নিট করদায়	-

ম কোম্পানি লিঃ তার অবিক্রিত পণ্যের উপর পরিশোধিত (৫০,০০,০০০/২০০০ × ৪০০) টাকা বা ১০,০০,০০০ টাকা পরবর্তী বছরে উক্ত পণ্য বিক্রয়ের প্রদেয় আয়কর এর সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

এখানে উল্লেখ্য, ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করতে হবে।

১০। রিটার্ন দাখিল

আয়কর আইন, ২০২৩ এ রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত সারণীতে উপস্থাপন করা হলো, যথা:

ক্রমিক নং	রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিষয়াদি

১।	রিটার্ন কী?	আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট একজন করদাতার বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলী নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে রিটার্ন। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতার শ্রেণিভিত্তিক এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপে রিটার্ন নির্ধারণ করতে পারবে। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে।
২।	রিটার্ন দাখিল কে করবেন?	ধারা ১৬৬(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক, যথা: (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তার আয় এই আইনের অধীন করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করে; (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কোনো বৎসর তার কর নির্ধারণ করা হয়; (গ) উক্ত ব্যক্তি একটি কোম্পানি, কোনো শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী, কোনো ফার্ম, কোনো ফার্মের অংশীদার, কোনো ব্যক্তিসংঘ, কোনো ব্যবসায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকের পদধারী কোনো কর্মচারী, কোনো গণকর্মচারী হন বা কোনো অনিবাসী হন যার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা রয়েছে; (ঘ) উক্ত ব্যক্তি, কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে এরূপ কোনো আয় প্রাপ্ত হন, যা অংশ ৬ এর প্রথম অধ্যায়ের অধীন কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার সুবিধাপ্রাপ্ত; (ঙ) ধারা ২৬১ অনুসারে করদাতা হিসাবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি; বা

		(চ) উক্ত ব্যক্তির ধারা ২৬৪ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
৩।	রিটার্ন দাখিল কার কার জন্য বাধ্যতামূলক নয়?	ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়, যথা: (ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- (অ) যা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং (আ) যার ইংরেজি ভার্সন কারিকুলাম নাই; (খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়; (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক; (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; (ঙ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, যার সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই; (চ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা যাদের সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই; (ছ) সরকারি ভবিষ্য তহবিল এবং সরকারি পেনশন তহবিল; (জ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (fixed base) নাই; বা (ঝ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।
৪।	কোন ব্যক্তি করমুক্ত সত্তা হলে রিটার্ন	না। করমুক্ত সত্তা হলে রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে না। রিটার্ন দাখিল হতে

	দাখিল হতে অব্যাহতি পাবেন কি?	অব্যাহতি প্রাপ্ত হতে হলে ১৬৬(২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হতে হবে অথবা এই ধারার অধীন সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হতে হবে।
৫।	রিটার্ন দাখিলের সময় কখন?	ধারা ১৭১ অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে করদিবসের মধ্যে বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।
৬।	কোথায় রিটার্ন দাখিল করা যাবে?	প্রত্যেক করদাতা তার জন্য নির্ধারিত অধিক্ষেত্র মোতাবেক রিটার্ন দাখিল করবেন। করদাতাগণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইনেও রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। কোনো অনিবাসি বাংলাদেশি করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে তার রিটার্নের ভিত্তিতে করদায় পরিশোধের প্রমাণাদিসহ রিটার্ন নিকটস্থ বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করতে পারবেন এবং মিশন তার দাপ্তরিক সিলসহ উক্ত রিটার্নের একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করবে এবং রিটার্নটি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করবে।
৭।	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?	হ্যাঁ। করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করা যাবে।
৮।	করদাতা স্বেচ্ছায় করদিবসের পরে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন কি না?	হ্যাঁ। করদিবসের পর করদাতা স্বেচ্ছায় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।
৯।	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে কর অব্যাহতি সুবিধা পাওয়া যাবে কি?	না। ধারা ৭৬(৫) অনুযায়ী করদিবসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না যদি তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, যথা:- (ক) করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল; বা (খ) ধারা ১৬৬ এবং ১৭১ এর বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক রিটার্ন দাখিল; বা (গ) উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমা বা এতদসংক্রান্ত রিটার্ন দাখিল এবং অংশ ৭

		এর বিধানাবলির পরিপালন; বা (ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো খাত হতে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণে: তবে, যেক্ষেত্রে প্রাপ্তির খাত “কৃষি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত এবং কোনো আয়বর্ষে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে নয় সেক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বিধান প্রযোজ্য হবে না;
১০।	কর অব্যাহতি বলতে কী বুঝায়?	ধারা ২(২৬) অনুযায়ী “কর অব্যাহতি” অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো করদায় হতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:- (ক) রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি; (খ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা (গ) মোট আয় পরিগণনা হতে কোনো আয় বাদ দেয়া।
১১।	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কোন ধারা অনুযায়ী কর পরিগণনা করতে হবে?	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিগণনা ও কর পরিশোধ করতে হবে। উদাহরণ ৪৯ মিজ সুহাসিনীর ব্যবসা হইতে আয় রয়েছে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, তার গ্রস করদায় ২০,০০০ টাকা। কর রেয়াতে পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। উৎসে পরিশোধিত করের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা। রিটার্নের সাথে মিজ সুহাসিনীকে কি পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে? ধারা ১৭৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে করদায় নির্ধারণ ও পরিশোধ করতে হবে, যথা: প্রদেয় করদায় = ২০,০০০-৫,০০০ = ১৫,০০০ টাকা রিটার্নের সাথে এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে (১৫,০০০-১৫,০০০) টাকা বা ০ টাকা।

		অর্থাৎ রিটার্ন দাখিলের সাথে করদাতাকে আর কোন প্রকারের অর্থ পরিশোধ করতে হবে না।
১২।	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কোন ধারা অনুযায়ী কর পরিগণনা করতে হবে?	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর পরিগণনা ও কর পরিশোধ করতে হবে।
১৩।	১৭৪ ধারায় কি বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয়?	না। ১৭৪ ধারায় কোনো প্রকারের বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয় না। কোনো করদাতা করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে তার করদায় নির্ধারণের নিয়ম-ই হচ্ছে ১৭৪ ধারানুসারে কর পরিগণনা।
১৪।	১৭৪ ধারার অনুসারে কিভাবে কর পরিগণনা করতে হবে?	ধারা ১৭৪ হচ্ছে করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিল করা হলে করদায় পরিগণনার নিয়ম। করদাতা স্বয়ং কর দিবসের পর স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৪ অনুসারে কর পরিগণনাপূর্বক রিটার্ন দাখিল করবেন। করদিবসের পর সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার এ ধারা অনুসারে কর পরিগণনা করবেন। কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:- গ = ক × (১ + ০.০৪ × থ), যেখানে,- গ = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেক্ষেত্রে- (অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা (আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন, ক = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অঙ্ক, তবে এক্ষেত্রে-

		(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং (আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, খ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:- (অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ হবে; এবং (আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হবে। উদাহরণ ৫০ মিজ সুহাসিনীর ব্যবসা হইতে আয় রয়েছে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, তার গ্রস করদায় ২০,০০০ টাকা। কর রেয়াতে পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। উৎসে পরিশোধিত করের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা। তিনি করদিবস অতিক্রান্ত হবার ২ মাস ২৮ দিন পর রিটার্ন দাখিল করবেন। রিটার্নের সাথে মিজ সুহাসিনীকে কি পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে? ধারা ১৭৪ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভাবে করদায় নির্ধারণ ও পরিশোধ করতে হবে, যথা: $\text{প্রদেয় করদায়} = ২০,০০০ \times (১ + ০.০৪ \times ৩)$ $= ২২,৪০০ \text{ টাকা}$ রিটার্নের সাথে এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে (২২,৪০০-১৫,০০০) টাকা বা ৭,৪০০ টাকা। উদাহরণ ৫১ ২০২১-২০২২ আয়বর্ষে মিজ শিরিন আক্তারের

		সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হতে আয় ৮,০০,০০০ টাকা। এছাড়াও উক্ত আয়বর্ষে তার জমি বিক্রয় হতে মূলধনি আয় রয়েছে ১০,০০,০০০ টাকা। উভয় উৎস হতে করদাতার উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,৮০,০০০ টাকা। করদাতার অন্যকোনো প্রকারের কোনো আয় নেই। করদাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য রিটার্ন দাখিল করবেন। প্রশ্ন হলো আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর অধীন উক্ত করদায় চূড়ান্ত করদায় হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ এর করদায় পরিগণনা করে কর পরিশোধ করতে হবে কিনা? না। যেহেতু করদাতার উক্ত উৎসসমূহ হতে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮-তে বিবেচিত তাই এটিকে কোনোভাবেই কর অব্যাহতি বলার সুযোগ নেই। ফলে, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে বিবেচিত উক্ত করদায়ের উপর সারচার্জ ব্যতীত অতিরিক্ত কর আরোপ বা আদায়ের সুযোগ নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ এর প্রয়োগের সুযোগ নেই। উদাহরণ ৫২ ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে মিজ আরিশা সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হতে আয় ৮,০০,০০০ টাকা। এছাড়াও উক্ত আয়বর্ষে তার জমি বিক্রয় হতে মূলধনি আয় রয়েছে ১০,০০,০০০ টাকা। উভয় উৎস হতে করদাতার উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,৮০,০০০ টাকা। করদাতার অন্যকোনো প্রকারের কোনো আয় নেই। করদাতা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন কর দিবসের মধ্যে দাখিলে না ১৭৪ ধারা অনুযায়ী কর পরিগণনা কি প্রযোজ্য হবে? হ্যাঁ হবে। যেহেতু সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ সকল উৎস হতে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করে উক্ত উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ভূত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তাই এ ক্ষেত্রে ১৭৪ ধারা প্রযোজ্য হবে।

১৫।	কর দিবসের পর স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি না?	যেকোনো করদাতা যেকোনো সময় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।
১৬।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতি দাখিল বলতে কি বুঝায়?	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও কর নির্ধারণ করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয় ও কর পরিশোধের সপক্ষে সকল প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকর কমিশনার রিটার্ন কোনো গাণিতিক ত্রুটি লক্ষ্য করলে রিটার্ন প্রসেস করে করদাতার বরাবরে অতিরিক্ত অংক পরিশোধের জন্য বলতে পারেন এবং একই সাথে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের জন্যও বলতে পারেন।
১৭।	সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও করপরিগণনা করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। তবে, এক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনারের কর্তৃক পুনঃ কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল করেন।
১৮।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতি দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?	হ্যাঁ। ধারা ১৭০ অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে ধারা ১৮০ মোটাবেক অর্থাৎ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তবে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় (অর্থাৎ তারা সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন), যথা: ১। এক ব্যক্তি কোম্পানি, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি; এবং ২। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তি।
১৯।	রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল	ধারা ১৬৯ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি প্রদান করে নির্ধারিত তফসিলসমূহ, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট

	করতে হবে? কোন রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচিত হবে? বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে, রিটার্ন সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে কিনা?	বা দলিলাদিসহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদাতা যদি কোম্পানি হন অথবা করদাতার যদি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় থাকে তবে রিটার্নের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে, যথা: (ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী; (খ) যাচাইয়ের নিমিত্ত বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণের প্রমাণ; এবং (গ) আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত লাভ-ক্ষতি এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাখ্যাসহ একটি পৃথক পরিগণনা পত্র। কোনো আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন থাকলে এরূপ কোনো সত্তার ক্ষেত্রে, ধারা ২৩৮ এর অধীন আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। উল্লেখিত বিধানাবলির পরিপালনের ব্যর্থতায় একটি রিটার্নকে অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচনা করা যাবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে রিটার্নটি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।
২০।	কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় রয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?	ধারা ৭৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে, যথা: ১। আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি ২। ৩ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার রহিয়াছে এইরূপ ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, তহবিল এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি
২১।	রিটার্নের সাথে কিভাবে নিরীক্ষিত	রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং স্থিতিপত্রের একটি অনুলিপি এ

	আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে?	মর্মে প্রদান করতে হবে যে- (ক) উক্ত করবর্ষের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হয়েছে; (খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড (যেমন: Data Verification System বা DVS) অনুসরণ করা হয়েছে; এবং (গ) International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
২২।	রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে কি?	বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রিটার্ন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:- (ক) কোনো স্বাভাবিক করদাতার ক্ষেত্রে, করদাতা স্বয়ং; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, তার অভিভাবক কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি; (খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি; (গ) কোনো কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের

		ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা; (ঘ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, তার যেকোনো অংশীদার; (ঙ) অন্য কোনো সংঘের ক্ষেত্রে, সংঘের কোনো সদস্য বা মুখ্য কর্মকর্তা; এবং (চ) অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি।
২৩।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী বা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনের ব্যর্থতায় কী কী পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে? স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত কোন রিটার্নকে উপকর কমিশনার সাধারণ হিসাবে গণ্য করতে পারবেন কি না?	দাখিলকৃত রিটার্ন অসম্পূর্ণ হলে বা করদাতা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৭৬(২) অনুযায়ী কারণ উল্লেখপূর্বক, করদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাচাইকরণ, বিবৃতি বা দলিলাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিল করার জন্য নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন। উক্ত নোটিশে প্রেক্ষিতে করদাতা নোটিশের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করলে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। করদাতা উক্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার ধারা ১৮০(১) এর শর্ত অনুযায়ী দাখিলকৃত রিটার্নকে সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য করে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য হলে উপকর কমিশনার করদাতাকে ১৮৩ ধারায় শুনানী সুযোগ দিয়ে কর নির্ধারণ করবেন। ধারা ১৮৩ অনুযায়ী করদাতা শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার ধারা ১৮৪ অনুযায়ী সর্বোত্তম বিচার ভিত্তিক (বা এক তরফা) কর নির্ধারণ করবেন।
২৪।	উপকর কমিশনার করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে	হ্যাঁ। উপকর কমিশনার ধারা ১৭২ অনুযায়ী যেকোনো সময়, কোনো ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তার আয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য

	রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ করতে পারবে কি না?	নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন, যদি- (ক) ধারা ১৬৬ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হয়; বা (খ) উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হয়। এক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের জন্য উপকর কমিশনার অনূন্য ২১ দিন সময় দিবেন। এছাড়াও তিনি যেরূপ বর্ধিত সময় অনুমোদন করবেন সেবূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করবর্ষ পরবর্তী যেকোনো সময় উপকর কমিশনারের নিকট যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি এবং তার ও কোনো কর নির্ধারণ করা হয়নি ফলে ঐ ব্যক্তি কর বা অন্যান্য অংক পরিশোধ এড়িয়ে গিয়েছেন তবে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করতে পারবেন।
২৫।	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে, নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি না?	হ্যাঁ। ধারা ১৭২ বা ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে। তবে, এটি কেবল বকেয়া রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
২৬।	২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন কি স্বনির্ধারণী হবে?	না। ২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত বলে গণ্য হবেনা।
২৭।	কোনো করবর্ষে কোনো করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট	করদাতা যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করলেন উক্ত করবর্ষে যদি উপকর কমিশনারের নিকট কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য থাকলে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী পুনঃউন্মোচন করতে পারবেন।

	তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউল্লেখ করতে পারবেন কিনা?	
২৮।	করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বাতিল করা যাবে কি না?	না। ধারা ১৭৬ এবং ধারা ১৮০(১) এক সঙ্গে বিবেচনা করলে দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বাতিলের কোনো সুযোগ নেই। সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য করে কর নির্ধারণ করতে হবে।
২৯।	সংশোধিত রিটার্ন কী?	করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে কোন উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধ করে রিটার্ন দাখিল-ই সংশোধিত রিটার্ন। সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের মাধ্যমে কম পরিগণিত কর পরিশোধ করা যাবে অথবা প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে অধিক কর পরিগণনা করা হলে সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবি করা যাবে।
৩০।	সংশোধিত রিটার্ন কখন দাখিল করা যাবে?	নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে, যথা: ১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ১৮০তম দিনের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে; ২। রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে; ৩। ২১২ ধারার অধীন উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে; ৪। ১৮২ ধারার অধীন অডিট প্রতিবেদন অনুসারে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের নোটিশের প্রেক্ষিতে; ৫। সাধারণ রিটার্ন দাখিল হয়েছে কিন্তু কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের অনূন ৬ মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখের পূর্বে, যেটি আগে ঘটে।
৩১।	কখন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না?	নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা: ১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের

		ক্ষেত্রে- (ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ দিন শেষ হবার পর; (খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা (গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হবার পর। ২। সাধারণ রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে- (ক) কোনো প্রদর্শিত দায় হ্রাস করে; (খ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের ৬ মাসের মধ্যে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখে বা তারপর।
৩২।	উৎসে করের রিটার্ন কী? কখন দাখিল করতে হবে?	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণাদি সংবলিত রিটার্ন উৎসে করের রিটার্ন। এটি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি রিটার্ন। উৎসে কর বিধিমালায় এই রিটার্নটি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটেও (www.nbr.gov.bd) এই রিটার্ন পাওয়া যাবে। উৎসে করের রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে, যথা:- (ক) প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন দাখিল করতে হবে; এবং (খ) যেক্ষেত্রে কোনো মাসের ১৫ তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি কোনো ছুটির দিন সেক্ষেত্রে পরবর্তী অফিস খোলার দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যেমন, অক্টোবর, ২০২৩ মাসে কর্তিত উৎসে কর নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ১৪ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে এবং অক্টোবর, ২০২৩ মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎসে করের রিটার্ন নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে। তবে, করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপকর

		কমিশনার রিটার্ন দাখিলের সময় নির্ধারিত তারিখ হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিন বা উক্ত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।
৩৩।	কে কে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন?	নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন, যথা: ১। আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি; তবে, উক্ত সংজ্ঞাভুক্ত কোম্পানিসমূহের নিম্নবর্ণিত কোম্পানিসমূহ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত, যথা: (ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; (খ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা; (গ) সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ; (ঘ) বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; বা (ঙ) মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি; ২। ফার্ম; ৩। ব্যক্তিসংঘ; ৪। বেসরকারি হাসপাতাল; ৫। ক্লিনিক; এবং ৬। ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

১১। করদাতা নিবন্ধন ও নিবন্ধন বাতিল

আয়কর আইন, ২৬১ ধারানুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিজেকে করদাতা হিসাবে নিবন্ধন করবেন, যদি তিনি-

- (ক) করদাতা হন;
- (খ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন জমা দিতে বাধ্য হন;
- (গ) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে বাধ্য হন;
- (ঘ) কর প্রদান করতে অথবা রিটার্ন দাখিল করতে ইচ্ছুক হন।

ধারা ২৬২ অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করতে পারবে, যথা:

- (ক) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে আর বাধ্য না হন এবং-

- (অ) ধারা ২ এর দফা ২২ এর অধীন করদাতা হিসাবে আর সংজ্ঞায়িত না হন;
- (আ) পরপর বিগত ৩ বছর করযোগ্য আয় শূন্য হন এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ভবিষ্যতে কোনো করযোগ্য আয় শূন্য থাকবেন; বা
- (ই) ধারা ১৬৬ এর অধীন আর রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন নাই;
- (খ) মৃত্যু, অবসায়ন, অবলুপ্তি (dissolution) বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে অস্তিত্বহীন হয়ে যান;
- (গ) স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশে আয় উপার্জন কোনো কর্মকাণ্ড করবেন না;
- (ঘ) ডুপ্লিকেট (duplicate) নিবন্ধন বা ভুল নিবন্ধন পেয়ে থাকেন;
- (ঙ) আইনি মর্যাদা পরিবর্তন করেন;
- (চ) অন্য কোনো আইনানুগ কারণ প্রদর্শন করেন।

১২। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা, পণ্য ক্রয়সহ নানাবিধ ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১২.১ PSR কী এবং এটি কার্যকর করার আইনি দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কারা?

রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) বলতে নিম্নবর্ণিত দলিলাদিকে বুঝাবে, যথা:

- (ক) রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়ন বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র;
- (খ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; বা
- (গ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন।

নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যথা:

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
১।	করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;	১। বাংলাদেশ ব্যাংক; ২। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের জন্য আবেদনকালে
২।	কোন কোম্পানির	১। RJSC	পরিচালক হিসেবে

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
	পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হতে হলে	২। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি	অন্তর্ভুক্তিকালে
৩।	আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১। সনদ প্রদান ও নবায়নকালে ২। প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
৪।	ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে	১। সিটি কর্পোরেশন ২। পৌরসভা	১। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নকালে
৫।	সমবায় সমিতির নিবন্ধন	সমবায় অধিদপ্তর	নিবন্ধনকালে
৬।	সাধারণ বিমার সার্ভেয়ার হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১। তালিকাভুক্তির সময়; ২। লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের সময়
৭।	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন	রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	রেজিস্ট্রেশনের সময়
৮।	ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	ব্যাংক	১। ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তিতে ২। প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
৯।	চিকিৎসক, দত্ত চিকিৎসক, আইনজীবী,	১। বাংলাদেশ মেডিকেল ও	১। সনদ প্রাপ্তির আবেদনের সময়

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
	চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কন্সট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	ডেন্টাল কাউন্সিল ২। আইসিএবি, বাংলাদেশ ৩। আইসিএমএবি, বাংলাদেশ ৪। দ্যা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স ৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ৬। অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন	২। প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১০।	The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (LII of 1974) এর অধীনে নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখিতে;	নিবন্ধন অধিদপ্তর	১। লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের সময় ২। প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১১।	ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	সংশ্লিষ্ট সকল ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থা	১। সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদনের সময়

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
			২। প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১২।	ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই	লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের সময়
১৩।	যেকোন এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে	সংশ্লিষ্ট সকল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি	১। সংযোগ প্রাপ্তির আবেদনের সময় ২। সংযোগ বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১৪।	লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোন প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	১। সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আবেদনের সময় ২। সার্টিফিকেট বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১৫।	ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর	ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও লাইসেন্স নবায়নের সময়
১৬।	ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে	সকল ইংরেজি মাধ্যম স্কুল	স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তির সময়

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
১৭।	সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে	বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সকল প্রতিষ্ঠান	১। সংযোগ প্রাপ্তির আবেদনের সময় ২। সংযোগ বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১৮।	কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রদানকারী সকল কোম্পানি	১। এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রদানের সময় ২। এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
১৯।	আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১। লাইসেন্স প্রাপ্তির সময় ২। লাইসেন্স বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
২০।	আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খুলতে	ব্যাংক	আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার সময়
২১।	৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে	ডাক বিভাগ	পাঁচ লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সময়
২২।	১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে	সকল ব্যাংক	১। দশ লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত ব্যাংক

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
			হিসাব খোলার সময় বা মেয়াদী হিসাবে জমার পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা হলে। ২। মেয়াদী হিসাব বহাল রাখতে প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশেষ করবর্ষের PSR নিতে হবে
২৩।	৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সময়
২৪।	পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে	১। নির্বাচন কমিশন ২। জেলা প্রশাসন ৩। উপজেলা প্রশাসন	মনোনয়নপত্র দাখিল ও যাচাই-বাছাইকালে
২৫।	মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে	শেয়ারড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজের প্ল্যাটফর্মস্বা পি-টু- পি প্ল্যাটফর্মস্	মোটরযান, স্পেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের সময়।
২৬।	ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে	নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান	বেতনাদি পরিশোধকালে
২৭।	গণকর্মচারীর বেতন-	১। সংশ্লিষ্ট সকল	বেতনাদি

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
	ভাতাদি প্রাপ্তিতে	ডিডিও ২। iBAS++	পরিশোধকালে
২৮।	মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্যকোন অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে	১। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ২। টেলিকম কোম্পানিসমূহ	মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা সমজাতীয় অন্যকোন অর্থ পরিশোধকালে
২৯।	অ্যাডভাইজরি বা কম্পালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোন কোম্পানি হতে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে	সংশ্লিষ্ট সকল সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধকালে
৩০।	Monthly Payment Order বা এমপিওভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে মাসিক ১৬,০০০ টাকার উর্ধ্বে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক ২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান	বেতনাদি পরিশোধকালে
৩১।	বীমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নকালে
৩২।	দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস	বিআরটিসি	মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
	নবায়নকালে		
৩৩।	এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওতে বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় বিদেশি অনুদান ছাড় করিতে	১। এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো ২। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	বিদেশি অনুদান ছাড়ের সময়
৩৪।	বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে	১। বিটিআরসি ২। বাংলাদেশ ব্যাংক	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয় অনুমোদনে; বা বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের বরাবরে অর্থ প্রেরণকালে
৩৫।	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে	সংশ্লিষ্ট ক্লাব	সদস্যপদ লাভের আবেদনের সময়
৩৬।	পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;	১। সিপিটিইউ ২। অন্যান্য সকল কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান	টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে
৩৭।	কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা	১। আয়কর আইন, ২০২৩ এ কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত	যেকোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
	সরবরাহ গ্রহণকালে;	সকল ব্যক্তি ২। সকল ফার্ম	
৩৮।	পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে	ব্যাংক	বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে
৩৯।	ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনে	১। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ২। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), ৩। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), ৪। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) ৫। গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৬। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ৭। সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা ৮। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে।
৪০।	স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেতর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করতে এবং বহাল রাখিতে	স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেতরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন,	নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করা কালে অথবা বহাল রাখিতে

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
		লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে জেলা রেজিস্টার	
৪১।	ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখিতে	সকল ব্যাংক	অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং চালু রাখতে
৪২।	কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের	(ক) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল, (খ) পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশীপ, (গ) কোনো বিদেশি ঠিকাদার, বিদেশি এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংঘ বা সংস্থা, (ঘ) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, (ঙ) বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স	বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
		প্ল্যাটফর্ম, যাহা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নহে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, (চ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, (ছ) কৃষক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহে জড়িত;	
৪৩।	কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর	(ক) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট বা তহবিল, (খ) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ, (গ) কোনো বিদেশি ঠিকাদার, বিদেশি এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংঘ বা	পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে

ক্রমিক নং	PSR দাখিলের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়নকারী	কখন PSR দাখিল করতে হবে?
		সংস্থা, (ঘ) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, (ঙ) বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যাহা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নহে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, (চ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, (ছ) কৃষক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহে জড়িত;	

১২.২ PSR সংক্রান্ত প্রণিধানযোগ্য বিধানাবলি:

- (ক) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা হইতে অব্যাহতি দিতে পারবে।
- (খ) যেসকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক সেসকল ক্ষেত্রে কোনো নমিনেশন, মনোনয়ন বা আবেদন যাচাই-বাচাই, কোনো লাইসেন্স অনুমোদন, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, ঋণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল ব্যতীত কোনো প্রকার যাচাই-বাচাই, অনুমোদন, অনুমতি, মঞ্জুর, ইস্যু, ছাড়, সম্পাদন বা পেমেন্ট প্রদান হতে বিরত থাকবেন।
- (গ) যে ব্যক্তির নিকট রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা হইবে, সেই ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন দাখিলের প্রমাণাদির সঠিকতা যাচাই করিবেন।
- (ঘ) যেসকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক সেসকল ক্ষেত্রে কোনো নমিনেশন, মনোনয়ন বা আবেদন যাচাই-বাচাই, কোনো লাইসেন্স অনুমোদন, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, ঋণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং দাখিলকৃত রিটার্ন দাখিলের প্রমাণাদির সত্যতা যাচাইয়ে ব্যর্থ হলে উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপকর কমিশনার অনধিক ১০ লক্ষ টাকার জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।
- (ঙ) যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে ধারা ২৬৩ এর অধীন জরিমানা আরোপ করা যাবে না।
- (চ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য যেকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আইন বা আইনি ক্ষমতা রয়েছে এরূপ কোনো দলিলের অধীন নিগমিত, নিবন্ধিত বা গঠিত তিনি নিম্নবর্ণিত বৎসরসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের পরিবর্তে নাম ও টিআইএন সংবলিত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন-
- (অ) নিগমন, নিবন্ধন বা গঠনের বৎসর; এবং
- (আ) নিগমন, নিবন্ধন বা গঠনের বৎসরের পরের বৎসর।

১৩। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ অনুযায়ী এ আইনের অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ করদাতা যার ব্যবসা হইতে আয় রয়েছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করবেন।

কোনো করদাতা উল্লেখিত বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হলে, অনূন ৫ হাজার টাকা এবং অনধিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা পরিশোধ করতে হতে পারে।

এ পরিপত্রে অন্য কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে ধারা ও উপধারা বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ও উপধারা, তফসিল বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর তফসিল এবং বোর্ড বলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কে বুঝাবে।

২০২৩-২০২৪ সালের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এবং নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ স্পষ্টিকরণের উদ্দেশ্যে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ অনুসারে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

এ পরিপত্রের কোনো বক্তব্য বা উপস্থাপনা আয়কর আইন, ২০২৩ অথবা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ অথবা জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোনো মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অর্থ আইন, ২০২৩, আয়কর আইন, ২০২৩, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এবং মূল প্রজ্ঞাপনসমূহের ভাষ্য প্রাধান্য পাবে।

(ড. মোঃ কাওসার আলী)

প্রথম সচিব (করনীতি)

পরিশিষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২০৬-আইন/আয়কর-০১/২০২৩।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই বিধিমালা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আইন” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);
- (খ) “অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;
- (গ) “চুক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত চুক্তি;
- (ঘ) “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি;
- (ঙ) “ব্যাংক ট্রান্সফার” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৭২) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক ট্রান্সফার;
- (চ) “পরিশোধ” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত পরিশোধ;
- (ছ) “ভিত্তিমূল্য” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ভিত্তিমূল্য;
- (জ) “ধারা” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো ধারা।

৩। ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন।—

(১) আইনের ধারা ৮৯ এর অধীন উৎসে আয়কর কর্তনের হার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) দফা (খ) এর সাপেক্ষে, ধারা ৮৯ এর অধীন অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ পরিশোধের উপর নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন করিতে হইবে:

সারণী-১

ক্রমিক নং	পরিমাণ	হার
১।	যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক নহে	৩%
২।	যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২ কোটি টাকার অধিক নহে	৫%
৩।	যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক	৭%

তবে শর্ত থাকে যে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ যেকোনো ধরনের তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে;

(খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সারণী-২ এ উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর আয়কর কর্তন করিতে হইবে:

সারণী-২

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
১।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
২।	পেট্রোল পাম্প স্টেশন ব্যতীত তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৩।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
৪।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির	৩%

	ক্ষেত্রে	
৫।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
৬।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
৭।	এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৮।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	০.৫%
৯।	স্থানীয়ভাবে ত্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
১০।	চাল, গম, আলু, [মাছ, মাংস,] পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা, সুতা এবং সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে	২%
১১।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১২।	খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট ট্রেডিং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	৫%
১৩।	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৪%

২[(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন কর পরিশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ খ-ক নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

^১ এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩। তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা সন্নিবেশিত

^২ এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩, তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ $\text{খ} - \text{ক}$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে -

ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইত:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “খ” নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে-

$\text{খ} = \{ \text{ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} \} \times ৭\% \times ৫\%।$

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৪। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।—

কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নোক্ত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:-

সারণী

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ	হার
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শ	১০%
২।	পেশাদার সেবা (Professional service), প্রযুক্তিগত সেবা ফি (technical services fee), বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)	১০%
৩।	(ক) ক্যাটারিং;	

	(খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (থ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে	১০% ২%
৪।	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে	১০% ০.৬৫%
৫।	ইভেন্টিং কমিশন	৮%
৬।	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী	১০%
৭।	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদানকারী ৩[***]	১২%
৮।	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	১০%
৯।	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ	৮%
১০।	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড	৮%
১১।	শিপিং এজেন্সি কমিশন	৮%
১২।	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন ৪[টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর] (১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০% ৫%

^৩ এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩, তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩ দ্বারা বিলুপ্ত

^৪ এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩, তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

	(২) মোট বিল এর উপরে	
১৩।	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া ^৫ [ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা] (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম	৫%
১৪।	বিদ্যুত সঞ্চালনায় নিয়োজিত হইলিং চার্জ	৩%
১৫।	ইন্টারনেট	১০%
১৬।	^৬ [মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন]	১০%
১৭।	উপরে উল্লিখিত নয় এবং কোনো ব্যাংক, ইস্যুরেস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান নয় এমন কোনো সেবা	১০%

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সারণীর ক্রমিক নং ৩ ও ৪ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:

‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট কর প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর; এবং

‘খ’ অর্থ $\text{ঙ} \times \text{চ} \times \text{ছ}$, এইক্ষেত্রে

ঙ = গ্রস বিলের পরিমাণ

চ = ক্রম ৩ এর ১০% এবং ক্রম ৪ এর ২.৫%, এবং

ছ = কমিশন বা ফি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার।

- (২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৫। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ।—

^৫ এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩, তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

^৬ এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩, তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

- (১) যেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা	হার
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শ	২০%
২।	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন	২০%
৩।	পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (Professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)	২০%
৪।	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন	২০%
৫।	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি	২০%
৬।	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া	২০%
৭।	আইনি সেবা	২০%
৮।	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা	২০%
৯।	কমিশন	২০%
১০।	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	২০%
১১।	সুদ	২০%
১২।	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%
১৩।	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং	১৫%
১৪।	বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন	৭.৫%
১৫।	কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট	৭.৫%
১৬।	সরবরাহ	৭.৫%
১৭।	মূলধনি মুনাফা	১৫%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা	হার
১৮।	বীমা প্রিমিয়াম	১০%
১৯।	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া	১৫%
২০।	লভ্যাংশ (১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট (২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি	২০% ৩০%
২১।	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়ার	৩০%
২২।	বেতন বা পারিশ্রমিক	৩০%
২৩।	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	৫.২৫%
২৪।	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা	২০%
২৫।	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি	৫.২৫%
২৬।	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা	৫.২৫%
২৭।	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%
২৮।	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%
২৯।	অন্য কোনো পরিশোধ	২০%

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি আয় উদ্ভূত হয়, তবে, ক্ষেত্রমোতাবেক, উক্ত হস্তান্তর বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না যদি না উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর কর পরিশোধ করা না হয়।

- (২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক করা যাইবে।

৭।৬। সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর আদায়।—

- (১) আইনের ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর

^৭ এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩। তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারি নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	মোজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৪।	ঢাকা জেলার,	দলিলে	দলিলে	দলিলে	দলিলে	দলিলে

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাজ্জীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, বৃপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					
৬।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক

সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%
৩।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%

- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-
- (ক) শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক; এবং
- (খ) শ্রেণি-ঙ তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক;
- (৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-
- (ক) “ক-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;
- (খ) “খ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;
- (গ) “গ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;
- (ঘ) “ঘ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;
- (ঙ) “ঙ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;
- (চ) “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে; এবং

(ছ) “কাঠা” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে।]

৮[৬ক। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।-(১) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৬০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৪০০ টাকা	৪,০০০ টাকা

৮ এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩, তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
দ্বারা প্রতিস্থাপিত

৪।	ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৩০০ টাকা	৩,৫০০ টাকা
৫।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার, আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যাতিত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা	৭০০ টাকা	২,০০০ টাকা

৬।	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এমন সকল এলাকায়	৩০০ টাকা	১,০০০ টাকা

- (২) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
১।	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ),
২।	অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)

- (৩) এই বিধির উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে, “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে।]
- ৭। **আমদানীকারকদের নিকট হতে কর সংগ্রহ-**

- (১) আইনের ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করিবেন:
- (ক) দফা (খ), দফা (গ), দফা (ঘ), দফা (ঙ), দফা (চ), দফা (ছ), দফা (জ) এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (খ) নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
2.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

(গ) নিম্নবর্ণিত সারণী-২ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে:-

সারণী-২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.03	0703.20.90	Garlic : Other
2.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
4.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			in animal feeding other: other
5.	25.23	2523.10.20	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
6.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
7.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
8.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type
9.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirits
10.	27.10	2710.12.20	spirit type jet fuel
11.	27.10	2710.12.31	White spirit
12.	27.10	2710.12.32	Naphtha
13.	27.10	2710.12.39	Other
14.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
15.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
16.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
17.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
18.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
19.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
20.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
21.	27.10	2710.12.69	Other
21.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
23.	27.10	2710.19.19	Other
24.	27.11	2711.12.00	Propane
25.	27.11	2711.13.00	Butanes
26.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
27.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
28.	41.02	4102.10.00	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
29.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
30.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
31.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins- of reptiles
32.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins Other
33.	72.13	All H.S Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel
34.	72.14	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
35.	72.15	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
36.	72.16	All H.S Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
37.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
38.	84.08	8408.90.90	Other
39.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
40.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
41.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
42.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set
43.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৩ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রতি টনের উপর পঁচ শত টাকা হারে:-

সারণী-৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	72.03	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
2.	72.04	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
3.	72.06	7206.10.00	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)-Ingots
4.	72.07	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
5.	89.08	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up:

(ঙ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৪ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৪

ক্রমিক ক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals. Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species <i>Gallus</i> domesticus: Parent stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10.	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
11.	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12.	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)-Fry
13.	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (<i>Anguilla spp.</i>)-Fry
14.	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)-Fry
15.	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16.	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (<i>Palinurus spp.</i> ,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			<i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>): Fry
17.	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (<i>Homarus spp.</i>): Fry
18.	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19.	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold- water shrimps and prawns (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon</i> <i>crangon</i>): Fry (New created)
20.	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21.	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22.	05.11	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969, unfit for human consumption.
23.	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24.	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
25.	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26.	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27.	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
28.	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29.	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30.	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31.	07.03	0703.10.19	Onions: Other
32.	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33.	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34.	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
35.	07.13	0713.90.90	Other: Other
36.	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37.	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38.	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39.	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40.	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
41.	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
42.	10.05	1005.10.10	Maize (corn).

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43.	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other
44.	12.01	1201.10.90	Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
45.	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
46.	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
47.	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
48.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
49.	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
50.	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
51.	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
52.	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
53.	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
54.	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (<i>poa pratensis L.</i>) seeds
55.	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>) seeds
56.	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
57.	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
58.	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
59.	12.09	1209.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
60.	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
61.	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Refined
62.	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Other
63.	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
64.	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
65.	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
66.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			Other
67.	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
68.	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
69.	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
70.	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
71.	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
72.	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned upto 2.5 kg
73.	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
74.	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
75.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
76.	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
77.	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
78.	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
79.	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
80.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
81.	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
82.	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of cotton seeds
83.	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of linseed
84.	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of sunflower seeds
85.	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
86.	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Other
87.	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of coconut or copra
88.	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			Of palm nuts or kernels
89.	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969. Other
90.	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
91.	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
92.	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
93.	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
94.	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
95.	23.09	2309.90.19	Other
96.	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
97.	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
98.	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
99.	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
100.	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
101.	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
102.	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refined borax): Other
103.	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine]
104.	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
105.	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
106.	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
107.	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
108.	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
109.	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
110.	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
111.	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
112.	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
113.	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
114.	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
115.	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
116.	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
117.	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
118.	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			potassium
119.	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
120.	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
121.	31.05	3105.90.00	Other
122.	39.07	3907.61.10	Poly(ethylene terephthalate) : Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
123.	39.07	3907.61.90	Poly(ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
124.	39.07	3907.69.10	Poly(ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
125.	Chapter 47 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
126.	49.02	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			advertising material.
127.	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
128.	52.02	5202.99.90	Other
129.	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
130.	55.01	5501.30.10	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
131.	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
132.	55.03	5503.20.00	Of polyesters
133.	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
134.	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
135.	55.04	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
136.	55.05	All H.S code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
137.	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
138.	55.06	5506.20.00	Of polyesters
139.	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic
140.	55.06	5506.90.00	Other
141.	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
142.	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			cleaved or bruted
143.	7108	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
144.	7108	7108.12.90	Other
145.	71.08	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
146.	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
147.	84.07	8407.90.90	Other
148.	84.08	8408.90.90	Other
149.	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
150.	84.43	8443.32.10	Computer printer
151.	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
152.	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
153.	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
154.	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving apparatus
155.	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
156.	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
157.	85.23	8523.29.12	Database; operating systems; development tools;

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			productivity; communication or collaboration software
158.	85.23	8523.29.90	Other
159.	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
160.	85.23	8523.49.90	Other
161.	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
162.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
163.	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other
164.	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
165.	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
166.	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
167.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
168.	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
169.	87.13	8713.90.00	Wheel Chair]
170.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
			aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
171.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
172.	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
173.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
174.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
175.	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
176.	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
177.	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
178.	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
179.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
180.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
181.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
182.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
183.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
184.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
185.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
186.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
187.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
188.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind
189.	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
190.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
191.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.
192.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(চ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৫ এ উল্লিখিত ভুটান থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে

আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled.
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,; dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,; dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms : Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
26.	25.21	2521.00.91	Boulder limestone
27.	25.21	2521.00.99	Other
28.	38.16	3816.00.90	Other
29.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
30.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
31.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour.
32.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
33.	72.07	7207.19.00	Other:

(ছ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৬ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে:-

সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	25.06	2506.20.00	Quartzite
2.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
3.	25.21	2521.00.10	Lime Stone only used for cement manufacturing
4.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
5.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
6.	27.04	2704.00.00	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
7.	53.05	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media
8.	72.08	7208.39.20	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
9.	79.01	7901.11.90	Zink, Not Alloyed, $\geq 99.99\%$ Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

(জ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৭ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে:-

সারণী-৭

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength $\geq 80\%$ By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits Of Any

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits From Distilled Grape Wine or Grape Marc
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum And Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin And Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs And Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes And Toilet Waters

(২) যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য” বলিতে বুঝাইবে Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর ধারা ২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।

৮। উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা।—

আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংকসমূহ সরকারী কোষাগারে নিম্নরূপভাবে জমা প্রদান করিতে হইবে:-

ক্রমিক নং	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারী কোষাগারে জমাদানের তারিখ
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ//	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে

গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য যেকোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন
ঘ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবেসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন]

৯/ উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি।—

এই আইনের অংশ ৭ এর আওতাধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৮ এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর এ-চালান বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১০/ কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারী।—

- (১) যেইক্ষেত্রে “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ পরিশোধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল ২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- (২) যেইক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল ৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) যেইক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল ৪ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।
- (৫) যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।
- (৬) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।

* এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩। তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা সন্নিবেশিত

- (৭) “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১১। **কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ।—**

- (১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

গ = $(১০০ \times ক)/(১০০-খ)$, যেখানে-

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

- (২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক,-

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ‘খ’ আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

- (৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “কর ব্যতীত পরিশোধ” অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১২। **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান।—**

- (১) ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও আইনের অংশ ৭ এ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

- (২) ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৩। **উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল।—**

আইনের এর ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল ১ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল
করিতে হইবে।

তফসিল-১

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr.gov.bd

উৎসে কর রিটার্ন

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

মৌলিক তথ্যাদি

০১	অর্থবর্ষ ২ ০ -	০২	মাসের জন্য প্রযোজ্য
০৩	রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তির নাম:		
০৪	ব্যক্তির মর্যাদা (একটি টিক দিন):		
০৪ক	কোম্পানি	০৪খ	ব্যক্তি সংঘ
০৪গ	ফার্ম	০৪ঘ	অন্যান্য ব্যক্তি
০৫	টিআইএন:	০৬	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
০৭	সার্কেল:	০৮	কর অঞ্চল:
০৯	ঠিকানা:	১০	ফোন নং:
১১	ফ্যাক্স:	১২	ইমেইল:
১৩	মূল ব্যবসা (খাত):		
১৪	লিয়াজেঁ বা শাখা অফিস এর ক্ষেত্রে:		

১৪ক	মূল কোম্পানির নাম
১৪খ	মূল কোম্পানির ট্যাক্স রেসিডেন্স

অংশ ২
উৎসে কর কর্তনের বিবরণ

১৫	উৎসে কর্তিত করের উৎস ও পরিমাণ					
ক্রমিক নং	উৎস	ধারা	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ	___ মাস পর্যন্ত উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ	
(১)	চাকরি হইতে আয় (সংযুক্ত তফসিল গ দেখুন)	৮৬				
(২)	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৮				
(৩)	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৯				
(৪)	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ক দেখুন)	৯০				
(৫)	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১				
(৬)	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে	৯২				
(৭)	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৩				
(৮)	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে	৯৪				

(৯)	ট্রাভেল এজেন্ট এর নিকট হইতে	৯৫			
(১০)	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে	৯৬			
(১১)	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে	৯৭			
(১২)	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর	৯৮			
(১৩)	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে	৯৯			
(১৪)	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে	১০০			
(১৫)	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি	১০১			
(১৬)	সুদ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ঘ দেখুন)	১০২			
(১৭)	নিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধিত সুদ হইতে কর কর্তন	১০৪			
(১৮)	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে	১০৮			
(১৯)	ভাড়া হইতে উৎসে কর	১০৯			
(২০)	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০			
(২১)	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর	১১২			
(২২)	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে	১১৩			
(২৩)	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১১৪			
(২৪)	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন	১১৫			

(২৫)	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬			
(২৬)	লভ্যাংশ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ৬ দেখুন)	১১৭			
(২৭)	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে	১১৮			
(২৮)	অনিবাসীদের আয় হইতে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ (সংযুক্ত তফসিল ৭ দেখুন)	১১৯			
(২৯)	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ	১২০			
(৩০)	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে	১২৪			
(৩১)	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর	১২৯			
(৩২)	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর	১৩২			
(৩৩)	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ	১৩৩			
(৩৪)	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৪			
(৩৫)	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৬			

অংশ ৩

উৎসে কর পরিশোধের বিবরণ

(প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)

১৬	উৎসে কর্তৃত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ

১৬ক	মোট উৎসে কর্তিত কর	ট
১৬খ	সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান	ট
১৬গ	অতিরিক্ত পরিশোধ বা ঘাটতি (যদি থাকে) ১৬এ-১৬বি	ট

১৭	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে লাইন যোগ করুন)				
	ক্রমিক নং	এ চালান নং	তারিখ	ব্যাংক	পরিমাণ ট
	(১)				
	(২)				
	(৩)				
	(৪)				
	(৫)				
	(৬)				
	(৭)				
	(৮)				
	(৯)				
	(১০)				
	(১১)				
	(১২)				
	১৭এ	সরকারি কোষাগারে মোট জমা প্রদান			

অংশ ৪
সংযুক্তি এবং যাচাইকরণ

১৮	অন্যান্য বিবৃতি, নথি, ইত্যাদি সংযুক্ত করুন (তালিকা করুন)

১৯	<u>প্রতিপাদন</u> আমি পিতা/স্বামী ইউটিআইএন/টিআইএন: সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, (ক) এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ; (খ) আমি _____ হিসাবে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই রিটার্নে স্বাক্ষর করছি এবং আমি এই রিটার্নে স্বাক্ষর করিতে এবং এটি যাচাই করিতে সক্ষম <table><tr><td>নাম</td><td rowspan="2">স্বাক্ষর</td></tr><tr><td>পদবী</td></tr><tr><td>স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>২</td><td>০</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>স্বাক্ষর এর স্থান</td></tr></table>		নাম	স্বাক্ষর	পদবী	স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>২</td><td>০</td><td></td><td></td></tr></table>					২	০			স্বাক্ষর এর স্থান
নাম	স্বাক্ষর														
পদবী															
স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>২</td><td>০</td><td></td><td></td></tr></table>					২	০			স্বাক্ষর এর স্থান						
				২	০										

শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য
রিটার্ন জমার তথ্যাদি

জমা প্রদানের তারিখ (দিন-মাস-বছর)	কর অফিস এন্ট্রি নং
২ ০	

তফসিল ক

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই অর্থবর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ -	মাস

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শ		
২	পেশাদার সেবা (Professional service), প্রযুক্তিগত সেবা ফি (technical services), বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (technical know- how or technical assistance)		
৩	ক্যাটারিং		
৪	ক্লিনিং		
৫	সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি		
৬	ইভেন্ট পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি		
৭	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা		
৮	জনবল সরবরাহ		
৯	ইন্ডেন্টিং কমিশন		
১০	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		
১১	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদানকারী বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিযুক্ত সরবরাহকারী এজেন্ট		

১২	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		
১৩	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		
১৪	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		
১৫	শিপিং এজেন্সি কমিশন		
১৬	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন		
১৭	পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া		
১৮	উপরে উল্লিখিত নয় এমন কোনো সেবা		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল খ
উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন:	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই আয়বর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ -	মাস:

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শ		
২	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		
৩	পেশাদার সেবা (Professional service), প্রযুক্তিগত সেবা ফি (technical services), বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance)		

৪	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		
৫	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		
৬	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		
৭	আইনি সেবা		
৮	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		
৯	কমিশন		
১০	রয্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		
১১	সুদ		
১২	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		
১৪	বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন		
১৫	কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট		
১৬	সরবরাহ		
১৭	মূলধনি মুনাফা		
১৮	বীমা প্রিমিয়াম		
১৯	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		
২০	লভ্যাংশ		
২১	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়ার		

২২	বেতন বা পারিশ্রমিক		
২৩	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ডিলিং		
২৪	তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা		
২৫	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা		
২৬	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ		
২৬	উপরে উল্লিখিত নয় এমন কোনোও সেবার বিপরীতে কোনোও অর্থপ্রদান		
২৭	অন্য কোনো অর্থপ্রদান		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল গ

বেতন হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

যে কর্মচারীর কাছ থেকে কর কর্তন করা হইয়াছে তার বিবরণ			
ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টিআইএন
১	২	৩	৪

বেতন বিবরণ					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রিম, ছুটি,	বাড়ি ভাড়া ভাতা	পরিবহন ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা

	ওভারটাইম				
৫	৬	৭	৮	৯	১০

অ-নগদ সুবিধার মূল্য: বাসস্থান	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: পরিবহন	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: অন্যান্য	RPF/GF/PF- এ নিয়োগকর্তার অবদান	মোট	উৎসে কর্তিত কর
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

২। উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ

চালান নং	চালান তারিখ	ব্যাংক এর নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

সাক্ষর ও সীল

নাম:

পদবী:

তারিখ:

তফসিল ঘ

সুদ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

প্রদানকারীর নাম

ক্রমিক নং	পরিশোধ কারীর নাম	পরিশোধ কারীর ঠিকানা	পরিশোধকারীর নিবাসী/অনিবাসী	পরিশোধ এর তারিখ	সুদের পরিমাণ বা মোট সুদের পরিমাণ	উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ, যদি থাকে	মন্তব্য

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

পদবী.....

তফসিল ৬

লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

নিবাসী/অনিবাসী শেয়ারহোল্ডার

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ারহোল্ডারের ঠিকানা	ডিভিডেন্ড প্রদানের তারিখ	ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রকৃতি (মধ্যবর্তী/চূড়ান্ত)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

শেয়ারহোল্ডারের অধীনে থাকা শেয়ারের সংখ্যা এবং বিবরণ	প্রদত্ত বা বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	উক্ত লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর্তনকৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

পদবী.....

দ্রষ্টব্য: আবাসিক এবং অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পৃথক ফর্ম ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল চ

বেতন পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল সেপ্টেম্বর মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা	টিআইএন	উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর
ঠিকানা:	ফোন:	ই-মেইল:

অংশ ১

	যে কর্মচারীর নিকট হইতে কর কর্তন করা হয় তাহার বিবরণ		
ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
১	২	৩	৪

বেতন আয়ের বিস্তারিত					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রীম, ছুটি নগদায়ন, ওভারটাইম	বাসা ভাড়া ভাতা	যাতায়াত ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা
৫	৬	৭	৮	৯	১০

নগদ ব্যতীত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: আবাসন	নগদ ব্যতীত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: যাতায়াত	নগদ ব্যতীত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: অন্যান্য	আরপিএফ/জিএফ/পিএফ এ নিয়োগকর্তার অবদান	অন্যান্য পরিশোধ	মোট
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

কর্তৃত্ব কর	সরকারি কোষাগারে কর জমার পরিমাণ	মন্তব্য
১৭	১৮	১৯

অংশ ২

ক। টিআইএন না থাকা কর্মচারীদের যা পরিশোধ করা হইয়াছে

ক১	টিআইএন ছাড়া কর্মচারীর সংখ্যা	
ক২	কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ	৬
ক৩	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ	৬
ক৪	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরিমাণ (শতাংশ) $(ক৩ \div ক২) \times ১০০$	

খ। বিদেশী কর্মীদের পরিশোধের পরিমাণ

খ১	বিদেশী কর্মীদের সংখ্যা	
খ২	বিদেশী কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ	৬
খ৩	বিদেশী কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ	৬
খ৪	বিদেশী কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ (শতাংশ) $(খ৩ \div খ২) \times ১০০$	

অংশ ৩

10[***]

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন	নগদ প্রদানের পরিমাণ	নগদ প্রদানের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

পেনশন	গ্রাচুইটি	অন্যান্য অবসর উত্তর সুবিধা	আরপিএফ এর সুদ	৩২ খারা অনুযায়ী চাকরি হইতে আয়
(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়	বিনিয়োগ কর রেয়াত	অনুমোদিত কর ক্রেডিট	মন্তব্য
(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)

আমি প্রত্যয়ন করছি যে-

ক। উপরোক্ত বিবৃতিতে কর্মচারীদের প্রদানকৃত মোট অর্থের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে;

খ। বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম

পদবী

১০ এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩, তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
দ্বারা বিলুপ্ত

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

তফসিল-ছ

কর্মচারীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিবরণী

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল এপ্রিল মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের
সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা:

টিআইএন:

ঠিকানা:

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
১	২	৩	৪

কর সার্কেল, কর অঞ্চল ইউনিট	রিটার্ন দাখিল এর তারিখ	রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর	মন্তব্য
৫	৬	৭	৮

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে-

ক) উপরলিখিত বিবরণীতে কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের আয়ের রিটার্ন
দাখিল করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে;

খ) বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম.....

...

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

উৎসে কর কর্তন রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র
(আলাদা কাগজে দাখিল করুন)

আয় বর্ষ ২ ০ -	মাসের জন্য প্রযোজ্য
ব্যক্তির নাম	
টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর
সার্কেল	কর অঞ্চল
জমা প্রদানের তারিখ (দিন- মাস -বছর) ২ ০	কর অফিসের এন্ট্রি নং
রিটার্ন গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর	
স্বাক্ষরের তারিখ	কর অফিসের যোগাযোগের নম্বর

তফসিল ২

[বিধি ১০ (১) দ্রষ্টব্য]

“চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়,
(যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নহে)

হইতে উৎসে কর কর্তনের বা সংগ্রহের সনদপত্র

- (১) যেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা:
- (২) যেই মেয়াদের জন্য পরিশোধটি সম্পন্ন করা হইয়াছে:
- (৩) কর্মচারীর নাম ও পদবী এবং TIN:
- (৪) পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ (যেমন- মূল বেতন, বিবিধ ভাতা এবং অন্যান্য পরিশোধ):
- (৫) প্রদত্ত সুবিধাদির মূল্য:
- (৬) ধারা ৮৬ এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তনের পরিমাণ:
- (৭) আয়, রেয়াত বা কর পরিগণনা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি:
- (৮) উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ:
- (৯) কর্তনকৃত কর সরকারী কোষাগারে জমা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সারণীতে বিবরণাদি:

সারণী

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে মোট টাকার পরিমাণ	সনদে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১.						
০২.						
মোট:						
কথায়:						

* সনদ ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম, পদবী এবং তারিখসহ স্বাক্ষর

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[বিধি ১০ (২) দ্রষ্টব্য]

বেতনাদি ব্যতীত হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি

বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

ক্রমিক নং

তারিখ:

০১।	পরিশোধকারীর নাম	
০২।	পরিশোধকারীর ঠিকানা	
০৩।	পরিশোধকারীর TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪।	১২ ডিজিটের TIN (যদি ৩নং ক্রমিকের উত্তর হ্যাঁ হয়)	
০৫।	কোনো সময়কালের জন্য পরিশোধ করা হইয়াছে [হইতে (তারিখ) - পর্যন্ত (তারিখ)]	

০৬. অর্থ পরিশোধ এবং কর কর্তনের বিবরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	পরিশোধের তারিখ	পরিশোধের বিবরণ	ধারা	পরিশোধের পরিমাণ (টঃ)	কর কর্তনের পরিমাণ (টঃ)	মন্তব্য
১.						
২.						

০৭. উৎসে কর্তিত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত পরিমাণ (টঃ)	অত্র সনদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টঃ)	মন্তব্য

১						
২						
মোট						
কথায়						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ; এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদ পত্রটি ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম:
সিল

স্বাক্ষর এবং

পদবী:

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর:

ফোন ও ই-মেইল:

তারিখ:

তফসিল ৪

[বিধি ১০ (৩) দ্রষ্টব্য]

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি

বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

নং	তারিখ
০১.	যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন করা হইয়াছে তাহার নাম
০২.	ঠিকানা:
০৩.	ব্যক্তির TIN আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪.	TIN (যদি ৩নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়)

০৫. কর সংগ্রহের বিবরণসমূহ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	কর সংগ্রহের বিবরণ	ধারা	কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য

১.					
২.					
মোট-					

০৬. সংগৃহীত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত মোট পরিমাণ (টঃ)	সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টঃ)	মন্তব্য
১.						
২.						
মোট-						
কথায়-						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ, এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদপত্র ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম:

স্বাক্ষর এবং সিল

পদবী

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

ফোন ও ই-মেইল:

তারিখ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ

সদস্য (গ্রেড-১)

(কর নীতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও.নং-২২৪-আইন/আয়কর-৬/২০২৩।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন কর পরিশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ খ-ক নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

খ= ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত।”;

(২) বিধি ৪ এ উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক নং-

(ক) ৭ এর বিপরীতে দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত “বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিযুক্ত সরবারহকারী এজেন্ট” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) ১২ এর বিপরীতে দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত “কমিশন” শব্দের পরে “/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর” চিহ্নগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) ১৩ এর বিপরীতে দ্বিতীয় কলামের ক্রমিক নং (১) এ উল্লিখিত “গাড়ি ভাড়া” শব্দগুলির পরে “,ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা” কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) ১৬ এর বিপরীতে দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত “মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট” শব্দগুলির পরিবর্তে “মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) বিধি ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“৬। সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর আদায়।— ধারা ১২৫ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা, নিম্নবর্ণিত দফা ও সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ ব্যতীত, কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না।

(ক) নিম্নবর্ণিত বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ির জন্য প্রযোজ্য করহার:

সারণী

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক এলাকার নাম	করহার
১।	ঢাকার গুলশান, বনানী, মতিঝিল, দিলকুশা, নর্থ সাউথ রোড, মতিঝিল সম্প্রসারিত এলাকাসমূহ ও মহাখালী	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২০,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
২।	ঢাকার কারওয়ান বাজার	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১২,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৩।	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ ও সিডিএ এভিনিউ	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৪।	নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বাবুয়া, সায়েদাবাদ, পোস্তগোলা এবং গেন্ডারিয়া	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৫।	ঢাকার উত্তরা, সোনারগাঁও, জনপথ, শাহবাগ,	দলিল মূল্যের ৮%

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক এলাকার নাম	করহার
	পান্থপথ, বাংলামোটর এবং কাকরাইল	বা কাঠাপ্রতি ১২,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৬।	ঢাকার নবাবপুর এবং ফুলবাড়িয়া	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে;

(খ) নিম্নবর্ণিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহার:

সারণী

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
১।	ঢাকার উত্তরা (সেক্টর ১-৯), খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (১০০ ফিট রাস্তার পাশে), আজিমপুর, রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (বিশ্ব রোডের পাশে) এবং চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, হালিশহর, পাঁচলাইশ, নাসিরাবাদ, মেহেদিবাগ	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
২।	ঢাকার গুলশান, বনানী, বনানী ডিওএইচএস, ধানমন্ডি, বারিধারা ডিওএইচএস, মহাখালী ডিওএইচএস, বসুন্ধরা (ব্লক এ-জে), নিকেতন, বারিধারা	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৩।	ঢাকার রাজউক পূর্বাচল আবাসিক মডেল টাউন, বসুন্ধরা (ব্লক কে-পি) এবং ঝিলমিল আবাসিক এলাকা	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৪।	ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড, ফকিরাপুল, আরামবাগ, মগবাজার (মূল রাস্তার একশত ফিটের মধ্যে), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, লালমাটিয়া,	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
	ক্যান্টনমেন্ট এবং চট্টগ্রামের খুলশী	
৫।	ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড (মূল রাস্তার একশত ফিটের বাহিরে)	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,৫০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৬।	গ্রীনরোড (ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার রোড নং ৩ হইতে রোড নং ৮ পর্যন্ত)	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৭।	ঢাকার উত্তরা (সেক্টর ১০-১৪), নিকুঞ্জ (দক্ষিণ), নিকুঞ্জ (উত্তর), বাড্ডা পুনর্বাসন এলাকা, গেন্ডারিয়া পুনর্বাসন এলাকা, শ্যামপুর পুনর্বাসন এলাকা, আইজি বাগান পুনর্বাসন এলাকা ও টঙ্গী শিল্প এলাকা	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,২০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৮।	ঢাকার শ্যামপুর শিল্প এলাকা, পোস্তগোলা শিল্প এলাকা, জুরাইন শিল্প এলাকা	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
৯।	ঢাকার খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (একশত ফিটের কম প্রশস্ত রাস্তার পাশে), রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (চল্লিশ ফিট ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাস্তার পাশে)	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ
১০।	ঢাকার গোড়ান (চল্লিশ ফিট রাস্তার পাশে), হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা	দলিল মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা সর্বোচ্চ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে;

(গ) নিম্নবর্ণিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ির জন্য প্রযোজ্য করহার:

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
১.	দফা (ক) এবং (খ)-তে বর্ণিত নহে এমন এলাকা যাহা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) এর আওতাধীন	দলিল মূল্যের ৮%

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
২.	গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলা [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ব্যতীত] এবং যে কোনো সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	দলিল মূল্যের ৬%
৩.	জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা	দলিল মূল্যের ৬%
৪.	অন্য যে কোনো পৌরসভা	দলিল মূল্যের ৪%
৫.	দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত নহে এমন যে কোনো এলাকা	দলিল মূল্যের ২%

(৪) বিধি ৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“৬ক। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।— ধারা ১২৬ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক কোনো ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে হস্তান্তরকারী কর্তৃক কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত, রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের দলিলাদি নিবন্ধন করিবেন না, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত এলাকায় অবস্থিত নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার:

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
১.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা এবং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা	১ (এক) হাজার ৬০০ (ছয়শত) টাকা	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা

২.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, খুলশি আবাসিক এলাকা, আগ্রাবাদ এবং নাসিরাবাদ	১ (এক) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা
৩.	ক্রমিক নং (১) এবং (২) এ বর্ণিত নহে তবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত	১ (এক) হাজার টাকা	৩ (তিন) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
৪.	অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত	৭০০ (সাতশত) টাকা	২ (দুই) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
৫.	ক্রমিক নং (১), (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত	৩০০ (তিনশত) টাকা	১ (এক) হাজার ২০০ (দুইশত) টাকা

(খ) নিম্নবর্ণিত এলাকায় অবস্থিত ভূমির ক্ষেত্রে এবং যেইসব ক্ষেত্রে Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) এর অধীন Stamp duty প্রযোজ্য সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার:

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
১.	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিল মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)।
২.	অন্য যেকোনো জেলা	দলিল মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য (গ্রেড-১)
(কর নীতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০বঙ্গাব্দ/ ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও.নং-২৮৩-আইন/আয়কর-১৪/২০২৩।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

- (১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১০ এর বিপরীতে কলাম ২-এর দফা (খ)-এ উল্লিখিত “আলু” শব্দের পর “মাছ, মাংস,” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;
- (২) বিধি ৪ এ উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক নং ৩ এর বিপরীতে কলাম ২-এর দফা (ঘ)-এ উল্লিখিত “ব্যক্তিগত নিরাপত্তা” শব্দগুলির পরিবর্তে “বেসরকারি নিরাপত্তা সেবা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩) বিধি ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“৬। সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর আদায়।- (১) আইনের ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারি নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও	দলিলে উল্লিখিত ভূমির	দলিলে উল্লিখিত ভূমির	দলিলে উল্লিখিত ভূমির	দলিলে উল্লিখিত ভূমির	দলিলে উল্লিখিত ভূমির

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৪।	ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৬।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক

সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%
৩।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক; এবং

(খ) শ্রেণি-ঙ তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক;

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) “ক-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;

(খ) “খ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;

(গ) “গ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;

(ঘ) “ঘ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;

(ঙ) “ঙ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;

(চ) “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে; এবং

(ছ) “কাঠা” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবো”;

(৪) বিধি ৬ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“৬ক। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।-(১) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৬০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৪০০ টাকা	৪,০০০ টাকা
৪।	ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, বুপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৩০০ টাকা	৩,৫০০ টাকা
৫।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার,	৭০০ টাকা	২,০০০ টাকা

	আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যাতিত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা		
৬।	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এমন সকল এলাকায়	৩০০ টাকা	১,০০০ টাকা

(২) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
১।	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ),
২।	অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে।”;

(৫) বিধি ৮ এ উল্লিখিত সারণীর সারি “গ” এরপর নিম্নরূপ সারি “ঘ” সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

ঘ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবেসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন

(৬) তফসিল-১ এর বর্ণিত উৎসে কর রিটার্ন এর তফসিল চ এর অংশ ৩ এর শিরোনাম বিলুপ্ত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ
মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিশিষ্ট-৪

বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হতে কর সংগ্রহ

১৩৮। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ।—

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করিবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সহিত দাখিল করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)

(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	১৬ (ষোল) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৩৭ (সাঁইত্রিশ) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৪।	ডাবল ডেকার বাস	১৬ (ষোল) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	১৬ (ষোল) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	২৪ (চব্বিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৬ (ষোল) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৯ (নয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৪ (চার) হাজার
১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৪ (চার) হাজার
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৪ (চার) হাজার

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

- (৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ ~~ক+খ~~ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-

- (ক) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
- (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
- (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
- (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);
- (ছ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা
- (জ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

নৌযান পরিচালনা হতে কর সংগ্রহ

১৩৯। নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত Ordinance এর section 9 এর অধীন কোনো নৌযানকে সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন না বা section 12 এর অধীন সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবেন না, যদি না সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম কর জমার চালান সংযুক্ত করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	নৌযানের বর্ণনা	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা।
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

- (৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ $k+x$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

k = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

x = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

- (৪) এই ধারায় “নৌ-যান (Inland Ship)” এবং “অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ (Inland Water)” বলিতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে “Inland Ship” এবং “Inland Water” কে বুঝাইবে।

কতিপয় প্রজ্ঞাপনের তালিকা

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	এস.আর.ও. নং-১৬৭- আইন/আয়কর/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	Income Tax Rules, 1984 এর সংশোধন
২।	এস.আর.ও. নং-১৬৮- আইন/আয়কর/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩
৩।	এস.আর.ও. নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ রহিতকরণ যথাক্রমে: (ক) এস.আর.ও. নং ৪৭এ- এল/৭৬; তারিখ: ২৯.১১.১৯৭৬ (খ) এস.আর.ও. নং ৮৮-এল/৮০; তারিখ: ০১/০৪/১৯৮০ (গ) এস.আর.ও. নং ১৮৭- এল/৮৩; তারিখ: ১২/০৬/১৯৮৩ (ঘ) এস.আর.ও. নং ১৫০- আইন/২০০৩; তারিখ: ১২/০৬/২০০৩ (ঙ) এস.আর.ও.নং ৩৩৩- আইন/আয়কর/২০১১; তারিখ: ১০/১১/২০১১; (চ) এস.আর.ও.নং ১৫৮- আইন/আয়কর/২০১৪; তারিখ: ২৬/০৬/২০১৪; (ছ) এস.আর.ও.নং ১৫৯- আইন/ভ্রমণ/২০১৪; তারিখ: ২৬/০৬/২০১৪; (জ) এস.আর.ও.নং ৩২৪- আইন/ভ্রমণ/২০১৫; তারিখ: ০৪/১১/২০১৫;
৪।	এস.আর.ও. নং-১৭০- আইন/আয়কর/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে আয়কর

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
			অব্যাহতি।
৫।	এস.আর.ও. নং-২০৬- আইন/আয়কর- ০১/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩
৬।	এস.আর.ও. নং-২০৭- আইন/আয়কর- ০২/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ (সংশোধন) ২৩মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও. নং-১৬৮- আইন/আয়কর/২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হইলো।
৭।	এস.আর.ও. নং-২০৮- আইন/আয়কর- ০৩/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানী ব্যতীত Private Power Generation কোম্পানির- আয়কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।
৮।	এস.আর.ও. নং-২০৯- আইন/আয়কর- ০৪/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	Income Tax Rules, 1984 এর সংশোধন করে Rules 10, 10A, 12, 13, 14, 16, 17A, 17H, 17II, 18A, 19, 20, 21, 21A, 22, 24A, 33 এবং 33A -33J বিলুপ্ত করা হয়েছে।
৯।	এস.আর.ও. নং-২১০- আইন/আয়কর- ০৫/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে আয়কর অব্যাহতি। (সংশোধিত)
১০।	এস.আর.ও. নং-২২৪- আইন/আয়কর- ০৬/২০২৩	১৭/০৭/২০২৩	ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর সংশোধন
১১।	এস.আর.ও. নং-২২৫- আইন/আয়কর- ০৭/২০২৩	১৭/০৭/২০২৩	অবসরকালে প্রদত্ত লাম্পগ্র্যান্টসহ কেবল কেবল সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান।
১২।	এস.আর.ও. নং-২৫৯- আইন/আয়কর- ০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	কর্বনেট বেভারেজ এর উপর নূন্যতম করহার ৫% হইতে হ্রাস করিয়া ৩% এ নির্ধারণ

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১৩।	এস.আর.ও. নং-২৫৩- আইন/আয়কর- ০৯/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত্ব করে পরিমাণকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করিয়া উক্ত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।
১৪।	এস.আর.ও. নং-২৬৬- আইন/আয়কর- ১০/২০২৩	১২/০৯/২০২৩	আয়কর রিটার্ন বিধিমালা, ২০২৩
১৫।	এস.আর.ও. নং-২৭৯- আইন/আয়কর-১১/ ২০২৩	৫/১০/২০২৩	১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার অনুদান এবং আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১০ (দশ) বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান
১৬।	এস.আর.ও. নং-২৭৮- আইন/আয়কর-১২/ ২০২৩	৫/১০/২০২৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত চিকিৎসা সেবা হইতে উদ্ধৃত আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ০৩

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
			(তিন) বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল
১৭।	এস.আর.ও. নং-২৮১- আইন/আয়কর-১৩/ ২০২৩	৩/১০/২০২৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, দেশের যে সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী Private Power Generation কোম্পানী ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে এবং যেইগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদন ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে শুরু হইবে সেই সকল Private Power Generation কোম্পানিকে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।
১৮।	এস.আর.ও. নং-২৮৩- আইন/আয়কর- ১৪/২০২৩	৩/১০/২০২৩	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন। [জমি, ফ্ল্যাট ও অবকাঠামোর রেজিস্ট্রেশনের কর হার যৌক্তিকীকরণ এবং জমি, অবকাঠামো ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টে এর মৌজাভিত্তিক কর নির্ধারণ এবং মাছ ও মাংসের সরবরাহের ক্ষেত্রে কর হার ২% হারে হ্রাস করণ এবং উৎসে কর বিধিমালার বিধি ৪ এর সারণীর ক্রমিক নং ৩ এর (ঘ) এ উল্লিখিত

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
			‘ব্যক্তিগত নিরাপত্তা’ শব্দগুলোর স্থলে ‘বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬’ এর আলোকে ‘বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা’ এবং বিধি ৫ এর সারণীর ক্রমিক নং ১৫ এ উল্লিখিত ‘কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট’ এর স্থলে ‘ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট’ শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করে আইনের যথাযথ ও সঠিক কার্যকারিতা আনয়ন করে এস, আর, ও]
১৯।	এস.আর.ও. নং-২৮২- আইন/আয়কর-১৫/ ২০২৩	৩/১০/২০২৩	আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের উক্ত প্রকল্প হইতে উদ্ধৃত বেতন ও ভাতার উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, আয়কর অব্যাহতি।

পরিশিষ্ট-৭

রহিতকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এস, আর, ও নং	তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১.	এস.আর.ও. নং ৪৭এ- এল/৭৬;	২৯/১১/১৯৭৬	শিল্প স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের বাহির হতে গৃহীত ঋণের সুদের উপর আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
২.	এস.আর.ও. নং ৮৮- এল/৮০;	০১/০৪/১৯৮০	মিউচুয়াল ফান্ডের আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৩.	এস.আর.ও. নং ১৮৭- এল/৮৩;	১২/০৬/১৯৮৩	Unit Fund of the Investment Corporation of Bangladesh-এর আয়কে আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩]

			খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে।
৪.	এস.আর.ও. নং ১৫০- আইন/২০০৩;	১২/০৬/২০০৩	বাংলাদেশে কর্মরত বিশ্ব ব্যাংক, জার্মান, কারিগরি সংস্থা ও জাপানি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এর স্টাফ তাহাদের পরিবারের সদস্যবর্গ এবং পরামর্শকদের ভ্রমণ কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৫.	এস.আর.ও.নং ৩৩৩- আইন/আয়কর/২০১১;	১০/১১/২০১১;	মিউচুয়াল ফান্ড ইস্যুকারী ব্যক্তির উক্ত মিউচুয়াল ফান্ড হইতে অর্জিত আয়কে প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৬.	এস.আর.ও.নং ১৫৮- আইন/আয়কর/২০১৪;	২৬/০৬/২০১৪;	নিম্নবর্ণিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হ্রাসকৃত করহার ২৫% এ নির্ধারণ সংক্রান্ত যথা: ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা,

			বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজশাহী), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ,

			বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণয় কর্তৃপক্ষ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৭.	এস.আর.ও.নং ১৫৯- আইন/ভ্রমণ/২০১৪;	২৬/০৬/২০১৪;	বিদেশ ভ্রমণ কর নির্ধারণ বিধিমালা, ২০১৪ [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৮.	এস.আর.ও.নং ৩২৪- আইন/ভ্রমণ/২০১৫;	০৪/১১/২০১৫;	স্থায়ীভাবে ভারতে গমনকারী ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রদেয় ভ্রমণ কর হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-১৬৯- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]
৯.	এস.আর.ও. নং-১৬৮- আইন/আয়কর/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ [এস.আর.ও নং-২০৭-

			আইন/আয়কর-০২/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে।
১০.	এস.আর.ও. নং-২১৩- আইন/আয়কর/২০১৩	০১/০৭/২০১৩	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী চত্বরাধঃব চড়বিৎ এবহবৎধঃরড়হ কোম্পানি কর অব্যাহতি সংক্রান্ত। [এস.আর.ও নং-২৮১- আইন/আয়কর-১৩/২০২৩, তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে।
১১.	এস.আর.ও. নং-১৫৮- আইন/আয়কর/২০২২	০১/০৬/২০২২	রপ্তানি হইতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে আয়কর অব্যাহতি বা হ্রাস করিয়া আয়করের হার ধারণ। [এস.আর.ও নং-২১০- আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে।
১২.	(ক) এস.আর.ও. নং- ২১১- আইন/আয়কর/২০১ ৩, তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ (খ) এস.আর.ও. নং-		কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানী ব্যতীত Private Power Generation কোম্পানি কর ও বছরের জন্য অব্যাহতি সংক্রান্ত।

০৫- আইন/আয়কর/২০২০ , তারিখ ০৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এবং (গ) এস.আর.ও. নং- ২১২- আইন/আয়কর/২০১৩ , তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত এস.আর.ও. রহিত করা হয়েছে।		[এস.আর.ও.নং-১৯৪- আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে]

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং-১৬৯-আইন/আয়কর/২০২৩।— Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, এই বিভাগের নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ রহিত করিল, যথা:-

- (ক) No. S.R.O. 417A-L/76. dated 29th November, 1976;
- (খ) No. S.R.O. 88-L/80. dated 1st April, 1980;
- (গ) No. S.R.O. 187-L/83. dated 12th June, 1983;
- (ঘ) এস, আর, ও নং ১৫০-আইন/২০০৩, তারিখ: ১২ জুন, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ;
- (ঙ) এস. আর. ও নং ৩৩৩-আইন/আয়কর/২০১১, তারিখ: ২৭ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ;
- (চ) এস. আর. ও নং ১৫৮-আইন/আয়কর/২০১৪, তারিখ: ২৬ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ;

- (ছ) এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/স্রমণ/২০১৪, তারিখ: ২৬ জুন ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ; এবং
- (জ) এস, আর, ও নং ৩২৪-আইন/স্রমণ/২০১৫, তারিখ: ০৪ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- (২) এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২০৭-আইন/আয়কর-০২/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

- (ক) “আইন” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);
- (খ) “আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী” অর্থ বিধি ৫ এর অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (গ) “কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা” অর্থ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত Tax Aptitude & Accounting Test (TAAT);
- (ঘ) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (ঙ) “যোগ্য ব্যক্তি” অর্থ আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি;
- (চ) “সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান” অর্থ বিধি ৭ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত কোনো নিবন্ধিত ফার্ম বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত কোনো কোম্পানী।

৩। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা।- আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদপ্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:-

- (ক) সরকারি চাকরিতে কর্মরত নন এইরূপ বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হইবে;
- (খ) ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে;
- (ঘ) কম্পিউটার এবং আইসিটি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকিতে হইবে;
- (ঙ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; এবং

(চ) টিআইএনধারী হইতে হইবে এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ থাকিতে হইবে।

৪। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ প্রদান।— (১) বোর্ড, সময় সময়, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ প্রদানের যোগ্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) গ্রহণ করিবে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রদান করিবে।

(২) আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড, কোনো প্রকার পরীক্ষা ব্যতিরেকে, তাহাদের যোগ্যতার সনদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি যাচাইপূর্বক আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রদান করিবে।

(৩) বোর্ড আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও প্রচার করিবে।

৫। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর তালিকাভুক্তি।— (১) বিধি ৪ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী তালিকাভুক্তির জন্য বোর্ডের নিকট সরাসরি আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনে তিনি যেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তালিকাভুক্ত হইতে আগ্রহী তাহার নাম উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ড উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাইক্রমে আবেদনকারীকে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্তির নিমিত্ত বোর্ডের সহিত নিবন্ধনপূর্বক একটি অনন্য শনাক্তকরণ সংখ্যা বা Unique Identification Number প্রদান করিবে।

(৩) একজন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী যেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তালিকাভুক্ত হইবেন সেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

৬। প্রতিনিধিত্ব।— এই বিধিমালার অধীন গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) উত্তীর্ণ ও সনদপ্রাপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীগণ কেবল আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবেন এবং কোনোভাবেই আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে গণ্য হইবেন না।

৭। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন।— (১) বোর্ড এই বিধিমালার অধীন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে, ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক এক বা একাধিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিতে পারিবে।

(২) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে আয়কর বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদানে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাইবে।

(৩) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

(৪) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের কম্পিউটার ল্যাবসহ রিটার্ন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহের সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

৮। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি।— সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কাজ করিবে এবং বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করিবে;

(খ) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের —

(অ) প্রোফাইল সংরক্ষণ করিবে;

(আ) কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিবে; এবং

(ই) দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৯। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত এবং দাখিল।**- কোনো নিবাসী যোগ্য ব্যক্তি তাহার প্রথমবারের এবং পরবর্তী সময়ের আয়কর রিটার্ন, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমে প্রস্তুত এবং দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীনে রিটার্ন দাখিল হইতে হবে;
- (খ) আইনের ধারা ১৭৫, ১৮০(২) ও ২১২ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন হইবে না;
- (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১০। **যোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য।**- যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চিত হইবেন যে-

- (ক) তাহার রিটার্ন এই বিধিমালার অধীন দাখিলযোগ্য;
- (খ) তিনি, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীকে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন;
- (গ) কর পরিগণনাসহ রিটার্নে উল্লিখিত তথ্যগুলি সঠিক ও সম্পূর্ণ;
- (ঘ) তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে কর প্রদানের চালান বুঝিয়া নিয়াছেন;
- (ঙ) তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে রিটার্ন দাখিলের সিস্টেম জেনারেটেড স্লিপ অথবা সার্টিফিকেট বুঝিয়া নিয়াছেন।

১১। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর কর্তব্য।**- আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) তিনি দায়িত্বশীলতার সহিত যোগ্য ব্যক্তির রিটার্ন প্রস্তুত করিবেন;
- (খ) তিনি রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের পূর্বে যোগ্য ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিবেন;
- (গ) তিনি রিটার্নের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করিবেন; এবং
- (ঘ) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return বা PSR) তাহার কাছে সংরক্ষণ করিবেন এবং যোগ্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

১২। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের প্রণোদনা।**- (১) বোর্ড আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর জন্য নিম্নরূপ পরিমাণ প্রণোদনা অনুমোদন করিতে পারিবে, যথা:-

সময়	আইনের ধারা ১৭৩ বা ১৭৪ এ প্রদত্ত মোট কর	প্রণোদনার হার
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় করবর্ষ	ন্যূনতম করের উপর	১০%
	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	২%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	১%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.৫%
	ন্যূনতম করের উপর	৫%

চতুর্থ ও পঞ্চম করবর্ষ	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	১%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	০.৫%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.২৫%

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী দ্বারা প্রস্তুতকৃত আয়কর রিটার্নে করদাতার ঘোষিত আয়ের উপর করদাতার রিটার্নের সাথে প্রদত্ত ১৭৩ এবং ১৭৪ ধারার করের উপর প্রণোদনা প্রদান করা হইবে;
- (খ) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনার ১০% (দশ শতাংশ) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে প্রথম বৎসরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর কোনো যোগ্য ব্যক্তি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী পরিবর্তন করিয়া নূতন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করিবেন, সেইক্ষেত্রে পরিবর্তিত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী, ক্ষেত্রমত, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের জন্য নির্ধারিত হারে প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বোর্ড, সময় সময়, উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত প্রণোদনা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।-এই বিধির উদ্দেশ্যে-

- (ক) “প্রথম করবর্ষ” অর্থ যে করবর্ষে যোগ্য ব্যক্তি তাহার আয়কর রিটার্ন প্রথমবারের মতো দাখিল করিবেন এবং উক্ত যোগ্য ব্যক্তি ইতঃপূর্বে কোনো করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করেন নাই;
- (খ) “দ্বিতীয় করবর্ষ” অর্থ প্রথম করবর্ষের পরের করবর্ষ;
- (গ) “তৃতীয় করবর্ষ” অর্থ দ্বিতীয় করবর্ষের পরের করবর্ষ;
- (ঘ) “চতুর্থ করবর্ষ” অর্থ তৃতীয় করবর্ষের পরের করবর্ষ;
- (ঙ) “পঞ্চম করবর্ষ” অর্থ চতুর্থ করবর্ষের পরের করবর্ষ;
- (চ) “১৭৩ এবং ১৭৪ ধারায় প্রদত্ত মোট কর” অর্থ যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্নের সহিত প্রদত্ত ১৭৩ এবং ১৭৪ ধারার কর এবং ইহাতে নিম্নোক্ত করাতি বা পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে না -
- (অ) কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য পরিশোধিত অতিরিক্ত কোনো কর;
- (আ) রিটার্নে দাবিকৃত প্রত্যাশনযোগ্য কর; এবং
- (ই) উৎসে পরিশোধিত কর।

১৩। পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী রিটার্ন দাখিল।- আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী একজন যোগ্য ব্যক্তির পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন দাখিলের জন্য কোনো প্রণোদনা প্রদান করা হইবে না।

১৪। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ।- সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রণোদনার ১০% (দশ শতাংশ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্য হইবে।

১৫। বিল দাখিল ও পরিশোধ।- (১) বিধি ১২ এর অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী রিটার্ন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাপ্য প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বোর্ডের নিকট আবেদন করিবে।

(২) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনা ও নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রদর্শন করিয়া সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ডের নিকট বিল দাখিল করিবে।

(৩) বোর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বিল অনুমোদন করিবে এবং পৃথকভাবে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনা ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করিবে।

১৬। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত বিবরণ রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) বোর্ড প্রত্যেক আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, তাহাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করিবে।

(২) বোর্ড, সময় সময়, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১৭। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ বাতিল।- (১) বোর্ড, কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীকে তাহার কাজের ঘাটতি ও তাহার অসদাচরণ সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারিবে এবং নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অসদাচরণের কারণে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) যদি তিনি করদাতাকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সরবরাহ করিতে অপারগ হন -

(অ) দাখিলকৃত রিটার্নের সিস্টেম জেনারেটেড একটি অনুলিপি;

(আ) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return বা PSR);

(খ) যদি তিনি তাহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত রিটার্নে সঠিকভাবে করদাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য সন্নিবেশ করিতে ব্যর্থ হন;

(গ) যদি তিনি বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতারণামূলকভাবে প্রণোদনা দাবি করেন;

(ঘ) যদি তিনি কোনো আর্থিক অনিয়ম বা জালিয়াতির সহিত জড়িত থাকেন;

(ঙ) যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রিটার্নে আয় বা আয়ের উপর পরিগণিত কর দায়বদ্ধতা অবমূল্যায়ন করিবার চেষ্টা করেন;

(চ) যদি তিনি গুরুতর প্রকৃতির অন্য কোনো অনিয়মের সহিত জড়িত থাকেন এবং বোর্ডের নিকট উহার স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়;

(ছ) যদি তিনি, সময় সময়, বোর্ডের জারি করা নির্দেশনা মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;

(জ) যদি তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রাপ্তির পর সরকারি চাকরি থেকে আয় প্রাপ্ত হন।

(২) কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী এই বিধিমালার অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবেন, যদি না-

- (ক) এই বিধিমালার অধীন তাহাকে প্রদত্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ বোর্ড কর্তৃক স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হয়; বা
- (খ) এই বিধিমালা বোর্ড দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৮। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি বাতিল।— বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে উহার যে কোনো ধরনের পরিপালনজনিত ঘাটতি ও অসদাচরণ সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারিবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে যদি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান—

- (ক) সন্তোষজনক সংখ্যক টিআরপি (Tax Return Preparer) তালিকাভুক্তকরণে ব্যর্থ হয়; বা
- (খ) অন্য কোনো কারণে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপালনে সক্ষম না হয়; বা
- (গ) রাজস্ব ও জনস্বার্থ পরিপন্থি কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত বলিয়া বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৯। গোপনীয়তা লঙ্ঘন।— কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী অথবা কোনো সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান কোনো করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করিলে, বোর্ড তাহার বিরুদ্ধে আয়কর আইনের অধীন ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। রহিতকরণ।— ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এস.আর.ও. নং-১৬৮-আইন/আয়কর/২০২৩ এর মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশিত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হইলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ

সদস্য (গ্রেড-১)

(কর নীতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং -২০৮-আইন/আয়কর-০৩/২০২৩।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি ব্যতীত, যেসকল Private Power Generation কোম্পানির-

- (১) বাণিজ্যিক উৎপাদন ০১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে আরম্ভ হইবে, সেই সকল কোম্পানিকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-
 - (ক) কোম্পানির কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর, উহাদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০৩৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত;
 - (খ) কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশি ব্যক্তিগণের আয়ের উপর, বাংলাদেশে তাহাদের আগমনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য;
 - (গ) কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদেয় সুদের উপর;
 - (ঘ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় royalties, technical know-how and technical assistance fees এর উপর; এবং
 - (ঙ) কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর;
- (২) বাণিজ্যিক উৎপাদন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে আরম্ভ হইবে, সেই সকল কোম্পানিকে নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

সারণী

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হইতে প্রথম ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত	১০০%

(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর)	
পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বৎসর)	৫০%
পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত (নবম ও দশম বৎসর)	২৫%

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত আইনের সকল বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং
- (খ) Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh এ নির্ধারিত সকল শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে এবং উক্ত Policy-তে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে কোম্পানিসমূহ পরিচালিত হইতে হইবে।
- ২। ১৯ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-১৯৪-আইন/আয়কর/২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- ৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রপ্তানি হইতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হাস করিয়া প্রদেয় আয়করের হার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করিল, যথা:-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

শর্তাবলি:

- (অ) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হইতে হইবে;
- (আ) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (ই) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হইলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২। সকল প্রকার Transportation Service, Mobile Telecommunication Service এবং Internet and Internet Related Service এর জন্য এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

৩। উক্ত আইনের কোনো বিধান বা অন্য কোনো প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো করদাতা কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হইলে এই প্রজ্ঞাপনের বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৪। ১ জুন ২০২২ তারিখ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং-১৫৮-আইন/আয়কর/২০২২ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৫। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য (গ্রেড-১)
(কর নীতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

ব্যাখ্যা: এই প্রজ্ঞাপনে—

(১) সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মচারী বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যথা:—

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,—

(অ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫, এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ই) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঈ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(উ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(উ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(গ) যিনি কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রাপ্ত হন;

(২) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে, যথা: —

(ক) অনুচ্ছেদ (১) এর উপ-অনুচ্ছেদ (ক)-তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;

(খ) অনুচ্ছেদ (১) এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ)-তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং

(গ) কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ।

২। এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-১ এর দফা (২৭) এ উল্লিখিত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৩। ২২ জুন, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৪। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ত

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট-১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৯-আইন/আয়কর-০৮/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর সারণীর ক্রমিক নং ২ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত কার্বনেটেড বেভারেজ এর উপর উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত ন্যূনতম কর হার ৫% হইতে হ্রাস করিয়া ৩% এ নির্ধারণ করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির
আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ

মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২৭৮-আইন/আয়কর-১২/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ইম্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত চিকিৎসা সেবা হইতে উদ্ভূত আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ০৩(তিন) বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ আয় কেবল ইম্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সকল শর্তাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল কর্তৃক পরিচালিত মোট শয্যার অনূন ১০ (দশ) শতাংশ শয্যা দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে ও মোট অপারেশনের ১০ (দশ) শতাংশ অপারেশন দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রদত্ত সেবার হালনাগাদ তথ্য উক্ত হাসপাতালের নোটিশ বোর্ডে দৈনিক প্রদর্শন করিতে হইবে;
- (ঘ) সমজাতীয় অন্যান্য হাসপাতালের সেবা মূল্য অপেক্ষা হ্রাসকৃত মূল্যে সেবা প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) উক্ত হাসপাতালের দৃশ্যমান কোনো স্থানে এই প্রজ্ঞাপনের সুস্পষ্ট মুদ্রিত কপি প্রদর্শন করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০বঙ্গাব্দ/ ০২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৭৯-আইন/আয়কর-১১/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার অনুদান এবং আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১০ (দশ) বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় কেবল ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এর পরিচালন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত ট্রাস্টকে উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত সকল শর্তাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং
- (গ) উক্ত ট্রাস্টে প্রাপ্ত সকল অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২৮১-আইন/আয়কর-১৩/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, দেশের যে সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী Private Power Generation কোম্পানী ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে এবং যেইগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদন ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে শুরু হইবে সেই সকল Private Power Generation কোম্পানিকে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

- (ক) কেবল উহাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়ের উপর, উহাদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) বৎসরের জন্য;
- (খ) কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশী ব্যক্তিগণের আয়ের উপর, বাংলাদেশে তাহাদের আগমনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য;
- (গ) কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদেয় সুদের উপর;
- (ঘ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় royalties, technical know-how and technical assistance fees এর উপর;
- (ঙ) কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর।

শর্তাবলি:

- (ক) কোম্পানিকে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত আইনের সকল বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং
- (খ) কোম্পানিকে Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh, 1996 এ নির্ধারিত সকল শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে এবং উক্ত Policy-তে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে কোম্পানিসমূহকে পরিচালিত হইতে হইবে।

২। ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২১৩-আইন/আয়কর/২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
আদেশক্রমে,**

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ
মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২৮২-আইন/আয়কর-১৫/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের উক্ত প্রকল্প হইতে উদ্ধৃত বেতন ও ভাতার উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে ০১/০৭/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে ৩০/০৬/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩/- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (১) এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত্ব করে পরমাণকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করিয়া উক্ত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:

সারণী

আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)	(৩)
সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নথি: ৮.০১.০০০০.০২৭.০৭.০০২.২০(অংশ-২)

তারিখ : ২০/০৮/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়: উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র আদেশ।

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ রহিত করে নিম্নরূপ আদেশ জারী করছে-

(১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩১) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি কর্তৃক উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর, অনুচ্ছেদ (২) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, তাদের কর নির্ধারণ (assessment) যে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন সে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

(২) তবে,

(ক) কোনো ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত) বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা

সংগৃহীত কর সারণী-১ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

সারণী-১

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (ধারা ১০৫)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
২	আন্তর্জাতিক ফোন কলের	সমগ্র	কর অঞ্চল-

	জন্য প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ১০৮)	বাংলাদেশ	১৫, ঢাকা
৩	স্থানীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ৯৭)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৪	রপ্তানি আয় হইতে (ধারা ১২৩)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৫	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক পরিশোধ (ধারা ১১৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৬	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১০২)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা
৭	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ৯৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৮	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় (ধারা ১২৪)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

(খ)

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে (ধারা ১৩৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩,

			চট্টগ্রাম
২	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে (ধারা ১৩৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
৩	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে (ধারা ১৩৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৩১) অনুযায়ী কোম্পানী হিসেবে সংজ্ঞায়িত কিন্তু ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এমন কোম্পানী (যেমন - রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তৃত্ব বা সংগৃহীত কর সারণী-২ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

সারণী-২

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	চাকরি আয় হইতে (ধারা ৮৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বেতনভোগী কর্মী (বসতঘরডুবব) যে কর অঞ্চল/ইউনিট এর করদাতা
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে (ধারা ৮৭)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
৩।	ঠিকাদার,	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-২,

	সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩)		ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে : (১) উপদেষ্টা পরামর্শ (২) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত পেশাগত সেবা ব্যতীত) (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫ (চলমান)	(২) পেশাগত সেবা (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম	কর অঞ্চল-২,

	(ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪)	জেলা	চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫ (চলমান)	(৩) ক্যাটারিং; ক্লিনিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৪) মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা (৫) ইন্ডেটিং কমিশন (৬) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ (১০) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন (১২) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (১৩) পরিবহন সেবা,	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল

	গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়াকিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোন প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম (১৪) বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত লাইলিং চার্জ (১৫) ইন্টারনেট (১৬) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট (১৭) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ এ সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যেকোনো সেবা (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪)		
৫ (চলমান)	(৭) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদানকারী বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিযুক্ত সরবরাহকারী এজেন্ট	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট

	অর্থ (ধারা ৯৩)		
৮।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি (ধারা ৯৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল- ১২, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৯।	ট্রাভেল এজেন্ট নিকট হইতে (ধারা ৯৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১০।	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধ (ধারা ৯৮)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১১।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোন পরিশোধ (ধারা ৯৯)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১২।	বিমার কমিশনের অর্থ (ধারা ১০০)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৩।	সাধারণ বিমা কোম্পানির জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১০১)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৪।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির হইতে	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা

	(ধারা ১০২)		
১৫।	পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের উপর সুদ (ধারা ১০৩)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৬।	নিবাসীর সুদ আয় (ধারা ১০৪)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা
১৭।	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (ধারা ১০৫)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল- ১০, ঢাকা
১৮।	সিকিউরিটিজের সুদ বা মুনাফা (ধারা ১০৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৯।	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়ের উপর (ধারা ১০৭)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
২০।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ১০৮)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল- ১৫, ঢাকা
২১।	ভাড়া হইতে (ধারা ১০৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২২।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদান (ধারা ১১০)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য	সংশ্লিষ্ট কর

		জেলা	অঞ্চল
২৩।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে (ধারা ১১১)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৪।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর (ধারা ১১২)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
২৫।	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন (ধারা ১১৩)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৬।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ (ধারা ১১৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৭।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় (ধারা ১১৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৮।	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক (ধারা ১১৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৯।	লভ্যাংশ (ধারা ১১৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩০	লটারি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১১৮)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩১।	অনিবাসীর আয়: (ধারা ১১৯) (১) উপদেষ্টা বা পরামর্শ (২) প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (৩) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (৪) আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন (৫) সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি (৬) স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

	ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া (৭) আইনি সেবা (৮) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা (৯) কমিশন (১০) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত (রহঃধঃহঃমঃনঃষঃবঃ) পরিশোধ (১১) সুদ (১২) বিজ্ঞাপন সম্প্রচার (১৩) বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং (১৪) বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন (১৫) কন্ট্রাক্ট বা সাব- কন্ট্রাক্ট (১৬) সরবরাহ (১৭) মূলধনি মুনাফা (১৮) বীমা প্রিমিয়াম (১৯) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া (২০) লভ্যাংশ ১. কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ২. কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত		

	অন্যান্য ব্যক্তি (২১) শিল্পী, গায়ক/গায়িকা, খেলোয়াড় (২২) বেতন বা পারিশ্রমিক (২৩) পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং (২৪) কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা (২৫) জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি (২৬) তেল বা গ্যাসক্ষেত্রে এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা (২৭) ব্যাল্ডউইদ বাবদ পরিশোধ (২৮) কুরিয়ার সার্ভিস (২৯) অন্য কোন পরিশোধ (ধারা ১১৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫)		
৩২।	আমদানিকারকদের নিকট হইতে (ধারা ১২০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল- ১৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম

	এর বিধি ৭)	অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৩।	জনশক্তি রপ্তানি (ধারা ১২১)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৪।	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে (ধারা ১২২)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৫।	রপ্তানি বাবদ প্রাপ্তি (ধারা ১২৩)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬।	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১২৫ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬)	ঢাকা জেলা	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৭।	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে (ধারা ১২৬) ও (উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬ ক)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৮।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৯।	সম্পত্তির ইজারা হইতে	ঢাকা জেলা	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

	(ধারা ১২৮)	চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪০।	সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪১।	ইট প্রস্তুতকারক (ধারা ১৩০)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪২।	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময় (ধারা ১৩১)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৩।	নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৪।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে (ধারা ১৩৩)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম

		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৫।	অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ১৩৪)	সমগ্র বাংলাদেশ	সংশ্লিষ্ট কোম্পানি যে কর অঞ্চলে অধিক্ষেত্রাধীন
৪৬।	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযানের অগ্রিম কর (ধারা ১৩৮)	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল
৪৭।	নৌযান পরিচালনা হতে অগ্রিম কর (ধারা ১৩৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৮।	ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিকগণের নিকট হতে অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ (ধারা ১৫৩)	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

(সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ)
সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ
ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অর্থ আইন, ২০২৩ এর তৃতীয় অধ্যায়

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন)

৮। আয়কর।—

- (১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৩ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ কর বৎসরের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-২ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।
- (২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে (লটারি আয় সংক্রান্ত), সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।
- (৩) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত তফসিল-২ এ (আয়কর হার সংক্রান্ত) বর্ণিত হার ২০২৩ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ এবং ২০২৪ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।
- (৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয়” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।
- (৫) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবাস্থলে গম্যতার ক্ষেত্রে এবং সেবা প্রদানে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে ২০২৩ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইবে।
- (৬) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (৭) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের

পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

৯। সারচার্জ।—

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর আওতায় ২০২৩ সালের ১ জুলাই হইতে আরম্ভ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

তফসিল-২

প্রথম অংশ

(অর্থ আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আরদ্ধ কর বৎসরের জন্য আয়করের হার

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	৫%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে,-

- (ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;
- (খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;
- (গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

- (ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;
- (ঙ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনো ভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

- (চ) কোনো করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবেন, যথা :-

বিবরণ

রেয়াতের হার

- (অ) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে
- সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%;
- (আ) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের
- সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%।

পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর
অধিক হয়

- (জ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার
জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে-

- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির
অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১
মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং
- (২) “সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area)” বা “স্বল্প উন্নত
এলাকা (less developed area)” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩
সনের ১২ নং আইন) এর এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সবচেয়ে
কম উন্নত এলাকা (least developed area) বা স্বল্প উন্নত এলাকা (less
developed area)।

“অনুচ্ছেদ-খ

ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল এবং কোম্পানি, যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না, সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী আয়কর আরোপিত হয়-

(১) “যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য” সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company উক্ত আয়ের ২০% :

কোম্পানির যাহাদের
পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর
অধিক শেয়ার IPO (Initial
Public Offering) এর
মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে
তাহাদের ক্ষেত্রে-

তবে শর্ত থাকে যে, সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক
ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে
ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত
করহার উক্ত আয়ের
২২.৫% হইবে;

(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company উক্ত আয়ের ২২.৫% :

কোম্পানির যাহাদের
পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা
১০% এর কম শেয়ার IPO
(Initial Public
Offering) এর মাধ্যমে
হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের
ক্ষেত্রে-

তবে শর্ত থাকে যে, সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক
ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে
ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত

করহার উক্ত আয়ের
২৫% হইবে;

(ই) এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে

উক্ত আয়ের ২২.৫%:
তবে শর্ত থাকে যে, সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক
ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে
ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত
করহার উক্ত আয়ের
২৫% হইবে;

(ঈ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির
ক্ষেত্রে যাহা publicly
traded company নহে,
এবং আয়কর আইন, ২০২৩
(২০২৩ সনের ১২ নং আইন)
এর ধারা ২(৩১) এর আওতাধীন
অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-

উক্ত আয়ের ২৭.৫%:
তবে শর্ত থাকে যে, সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক
ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে
ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত
করহার উক্ত আয়ের
৩০% হইবে;

(খ) ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
(মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত):

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির
ক্ষেত্রে যাহা publicly
traded company-

উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;

(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির

উক্ত আয়ের ৪০%;

ক্ষেত্রে যাহা publicly
traded company নহে:

(গ) মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(ঘ) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে -	উক্ত আয়ের ৪৫%:

তবে শর্ত থাকে যে,
মোবাইল ফোন অপারেটর
কোম্পানি যদি উহার
পরিশোধিত মূলধনের
ন্যূনতম ১০% শেয়ার,
যাহার মধ্যে Pre
Initial Public
Offering
Placement ৫%
এর অধিক থাকিতে
পারিবে না, স্টক
এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে
হস্তান্তর করতঃ
Publicly traded
company তে
রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে
করের হার হইবে ৪০%:

আরও শর্ত থাকে
যে, যদি এইরূপ
কোম্পানি উহার
পরিশোধিত মূলধনের
ন্যূনতম ২০% শেয়ার
Initial Public
Offering (IPO) এর
মাধ্যমে হস্তান্তর করে,
তাহা হইলে এইরূপ
কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর

সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য
আয়করের উপর ১০%
হারে আয়কর রেয়াত
লাভ করিবে;

(২) কোম্পানি এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ৩০%;

(৩) কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ৪৫%;

(৪) কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ২৭.৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।

(৫) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ১৫%;

(৬) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ১৫%:

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে “publicly traded company” বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয় বৎসর সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ

(অর্থ আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯ দ্রষ্টব্য)

সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।-

এই অনুচ্ছেদে-

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাইবে; এবং

- (২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ

(অর্থ আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯ দ্রষ্টব্য)

পরিবেশ সারচার্জের হার

কোন করদাতা যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি, অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত, থাকিলে তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

শর্তাবলি:

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইয়াছে সেই গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;
- (গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যেইক্ষেত্রে কোন করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে $\kappa + \chi$ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-
 $\kappa =$ বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
 $\chi =$ যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;
- (চ) এই অংশের অধীন প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;
- (ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
করনীতি উইং

আয়কর পরিপত্র

২০২৪-২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	শিরোনাম	১
২	২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার	১
৩	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য করহার	১
৪	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য করহার	৩
৫	ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য করহার	৪
৬	কোম্পানির জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য করহার	৫
৭	সারচার্জ	৬
৮	পরিবেশ সারচার্জ	৭
৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত	১০
১০	স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সারচার্জ	১১
১১	রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	১১
১২	কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহারের শর্তাবলি	১১
১৩	সূতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিসিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	১৩
১৪	হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	১৩
১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের করহার	১৪
১৬	অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তাবলি	১৪
১৭	অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতি শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত	১৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮	হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার	১৬
১৯	হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর কর অব্যাহতির শর্তাবলি	১৬
২০	হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত	১৭
২১	আয়কর আইন, ২০২৩ উল্লেখিত কতিপয় শব্দ ও রেফারেন্স সংশোধন	১৮
২২	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ	১৮
২৩	অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল” এবং “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” এর সংজ্ঞায় সংশোধন	১৮
২৪	“আর্থিক প্রতিষ্ঠান” এর সংজ্ঞা এর বিলোপ	১৯
২৫	“আয়” এর সংজ্ঞায় সংশোধন	১৯
২৬	“কর্মচারী” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৯
২৭	“কর কমিশনার” এর সংজ্ঞা সংযোজন	২০
২৮	“কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞা সংযোজন	২০
২৯	“চার্টার্ড সেক্রেটারি” এর সংজ্ঞা সংযোজন	২০
৩০	“দাতব্য উদ্দেশ্য” এর সংজ্ঞা সংশোধন	২০
৩১	দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্তাসমূহের করারোপণ সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণ	২১
৩২	দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনানুগ সংজ্ঞা	২২
৩৩	প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিষ্ঠানকে কি দাতব্য প্রতিষ্ঠান করে তোলে? তার ব্যাখ্যা	২২
৩৪	কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাধারণভাবে দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিন্তু আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত ‘দাতব্য উদ্দেশ্য’ পরিচালিত না হলে তাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা যাবে কি? তার ব্যাখ্যা	২২
৩৫	Non-Profit Organization কি দাতব্য প্রতিষ্ঠান	২২
৩৬	দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কি করমুক্ত	২৩
৩৭	দাতব্য উদ্দেশ্য কী	২৩
৩৮	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “দারিদ্রের জন্য ত্রাণ” এর ব্যাপ্তি	২৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৯	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “চিকিৎসা দ্রাণ” এর ব্যাপ্তি	২৫
৪০	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “শিক্ষা দ্রাণ” এর ব্যাপ্তি	২৭
৪১	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী” এর ব্যাপ্তি	২৮
৪২	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী” এর ব্যাপ্তি	৩০
৪৩	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত উদ্যোগ” এর ব্যাপ্তি	৩১
৪৪	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “গণতন্ত্র এবং সুশাসনের উদ্যোগ” এর ব্যাপ্তি	৩২
৪৫	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “মানবাধিকার বিষয়ক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি” এর ব্যাপ্তি	৩৩
৪৬	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “ধর্ম নিরপেক্ষতা” এর ব্যাপ্তি	৩৪
৪৭	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ক্ষমতায়ন” এর ব্যাপ্তি	৩৫
৪৮	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন” এর ব্যাপ্তি	৩৬
৪৯	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা” এর ব্যাপ্তি	৩৮
৫০	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ” এর ব্যাপ্তি	৩৯
৫১	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন” এর ব্যাপ্তি	৪১
৫২	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষমতায়ন” এর ব্যাপ্তি	৪২
৫৩	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সমঅধিকার ও সমান অংশগ্রহণ” এর ব্যাপ্তি	৪৩
৫৪	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন” এর ব্যাপ্তি	৪৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সামাজিক কর্মকান্ড” এর ব্যাপ্তি	৪৫
৫৬	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সাংস্কৃতিক কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৪৬
৫৭	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৪৭
৫৮	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “শিক্ষামূলক কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৪৮
৫৯	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৪৯
৬০	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বিশুদ্ধ পানি কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫০
৬১	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সুয়ারেজ সিস্টেম কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫০
৬২	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সাধারণ ত্রাণ কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫১
৬৩	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “পুনর্বাসন কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫২
৬৪	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “কৃষি কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫৩
৬৫	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৫৫
৬৬	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “অবকাঠামো উন্নয়ন” এর ব্যাপ্তি	৫৬
৬৭	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন” এর ব্যাপ্তি	৫৮
৬৮	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন” এর ব্যাপ্তি	৫৯
৬৯	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা” এর ব্যাপ্তি	৬০
৭০	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “দক্ষতা বৃদ্ধি” এর ব্যাপ্তি	৬১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭১	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি” এর ব্যাপ্তি	৬২
৭২	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বৃত্তিমূলক কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৬৩
৭৩	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “সমাজ কল্যাণ” এর ব্যাপ্তি	৬৪
৭৪	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “গবেষণা কার্যক্রম” এর ব্যাপ্তি	৬৬
৭৫	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষা” এর ব্যাপ্তি	৬৭
৭৬	সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসারের ক্ষেত্রে “বিবিধ” এর ব্যাপ্তি	৬৯
৭৭	দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহ-সম্পত্তি হতে গৃহীত ভাড়া আয় কি করমুক্ত	৬৯
৭৮	“ফাইন্যান্স কোম্পানি” এর সংজ্ঞা সংযোজন	৭০
৭৯	“লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞা সংশোধন	৭০
৮০	“স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা সংযোজন	৭১
৮১	আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এ সংশোধন	৭২
৮২	আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ৫ সংশোধন	৭২
৮৩	ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন	৭৩
৮৪	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ সংক্রান্ত ধারা ১০ সংশোধন	৭৩
৮৫	কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন	৭৩
৮৬	আয় একীভূতকরণ সংক্রান্ত ধারা ৩১ এর সংশোধন	৭৩
৮৭	ভাড়া হতে আয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিস্থাপন	৭৩
৮৮	ভাড়া হইতে আয় কী	৭৪
৮৯	সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয়-ই কী “ভাড়া হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত হবে	৭৪
৯০	সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয় কি একই নিয়মে পরিগণনা করতে হবে	৭৪
৯১	“ভাড়া প্রদান” কী	৭৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯২	“গৃহসম্পত্তি” কী	৭৫
৯৩	গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি কী	৭৫
৯৪	গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে	৭৫
৯৫	গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে	৭৬
৯৬	গৃহসম্পত্তির ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে	৮১
৯৭	গৃহসম্পত্তির ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে	৮২
৯৮	গৃহসম্পত্তির ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কোনো বিয়োজন দাবী করতে হলে বা অনুমোদিত হতে হলে তা কি অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে হতে হবে	৮২
৯৯	বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা কীভাবে করতে হবে	৮২
১০০	বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় কী কী বিয়োজন অনুমোদিত হবে	৮২
১০১	বিশেষ ভাড়া হইতে আয়ের করহার কী হবে	৮৩
১০২	ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৬ সংশোধন	৮৩
১০৩	২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কি কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা-ই বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে বা অনুমোদিত হবে	৮৩
১০৪	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে (payable) সুদ বা মুনাফা বিয়োজন অননুমোদন কি এই ধারার লঙ্ঘন হবে না	৮৪
১০৫	ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৯ সংশোধন	৮৪
১০৬	কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন	৮৫
১০৭	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন	৮৫
১০৮	ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম	৮৭
১০৯	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬২ এর সংশোধন	১০৭
১১০	অন্যান্য উৎস হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন	১০৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১১	অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন	১০৭
১১২	ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন	১০৮
১১৩	কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর সংশোধন	১০৯
১১৪	দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন	১০৯
১১৫	কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর সংশোধন	১০৯
১১৬	বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৮২ এর সংশোধন	১১০
১১৭	চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৬ এর সংশোধন	১১০
১১৮	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৮ এর প্রতিস্থাপন	১১০
১১৯	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৪ এর সংশোধন	১১১
১২০	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন	১১৪
১২১	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর সংশোধন	১১৫
১২২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন	১১৫
১২৩	কোন কোন প্রকারের সুদ বা মুনাফা হতে ধারা ১০২ এর অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে	১১৬
১২৪	ধারা ১০২ এর অধীন কোন কোনো ব্যক্তির কী কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে	১১৭
১২৫	ধারা ১০২ এর অধীন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বরাবরে উদ্ধৃত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে	১১৭
১২৬	ধারা ১০২ এর অধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা যাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই তাদের বরাবরে উদ্ধৃত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে	১১৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৭	ধারা ১০২ এর অধীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে কিনা	১১৮
১২৮	পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৩ এর বিলোপ	১১৮
১২৯	পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৩ এর বিলোপ	১১৮
১৩০	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন	১১৮
১৩১	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন	১১৯
১৩২	ধারা ১২৪ এর অধীন উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ	১১৯
১৩৩	বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে কি ধারা ১২৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে	১১৯
১৩৪	ধারা ১২৪ এর অধীন ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক বিদেশ হতে গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার নির্ধারণ	১২০
১৩৫	ধারা ১২৪ এর অধীন যে সকল ক্ষেত্রে কর কর্তন করতে হবে না	১২০
১৩৬	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন	১২২
১৩৭	ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৬ এর প্রতিস্থাপন	১২২
১৩৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৮ এর সংশোধন	১২৩
১৩৯	ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর প্রতিস্থাপন	১২৩
১৪০	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৪ এর সংশোধন	১২৫
১৪১	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর প্রতিস্থাপন	১২৫
১৪২	নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন	১২৬
১৪৩	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন	১২৬
১৪৪	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন	১২৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৫	অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন	১২৭
১৪৬	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর সংশোধন	১২৭
১৪৭	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি	১২৭
১৪৮	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি	১২৮
১৪৯	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা ৫ এর সংশোধন ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি	১২৮
১৫০	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর সংশোধন	১২৯
১৫১	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন	১২৯
১৫২	উৎসে অধিক বা কম কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ১৬৪ এর সংশোধন	১৩১
১৫৩	রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৬৫ এর সংশোধন	১৩১
১৫৪	পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৭ এর সংশোধন	১৩১
১৫৫	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন	১৩২
১৫৬	রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন	১৩২
১৫৭	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন	১৩২
১৫৮	রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর প্রতিস্থাপন	১৩২
১৫৯	করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন	১৩৩
১৬০	সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন	১৩৪
১৬১	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন	১৩৫
১৬২	উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন	১৩৭
১৬৩	হিসাব, দলিলাদি ইত্যাদি উপস্থাপন সংক্রান্ত ধারা ১৭৯ এর সংশোধন	১৩৭
১৬৪	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন	১৩৮
১৬৫	অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর সংশোধন	১৩৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬৬	পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয়ের তুলনায় ১৫% অধিক আয় প্রদর্শনের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে অডিট করা যাবে	১৩৮
১৬৭	রিটার্ন কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে	১৩৯
১৬৮	কোনো করদাতা একসাথে একাধিক বছরের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে সেগুলো কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে	১৩৯
১৬৯	উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন	১৩৯
১৭০	কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন	১৪০
১৭১	তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৯৮ এর সংশোধন	১৪০
১৭২	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন	১৪০
১৭৩	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন	১৪১
১৭৪	নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭০ এর সংশোধন	১৪১
১৭৫	রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭১ এর সংশোধন	১৪১
১৭৬	কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতাসংক্রান্ত ধারা ২৮৫ এর সংশোধন	১৪১
১৭৭	আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন	১৪১
১৭৮	আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন	১৪১
১৭৯	হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন	১৪২
১৮০	সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন	১৪২
১৮১	বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন সংক্রান্ত প্রথম তফসিলের সংশোধন	১৪২
১৮২	স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে করহার ১০০% অধিক	১৪২
১৮৩	যে সকল ক্ষেত্রে ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে	১৪২
১৮৪	অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা রহিতকরণ	১৪৩
১৮৫	অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন সংক্রান্ত অংশ ৩ সংযোজন	১৪৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬	অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিপালনীয় বিষয়াদি	১৪৫
১৮৭	যে সকল ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করা যাবে না	১৪৬
১৮৮	বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা সংক্রান্ত চতুর্থ তফসিলের সংশোধন	১৪৬
১৮৯	জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা	১৪৬
১৯০	অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা সংক্রান্ত	১৪৮
১৯১	পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ সংক্রান্ত পঞ্চম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন	১৪৮
১৯২	কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট সংক্রান্ত ষষ্ঠ তফসিলের এর সংশোধন	১৪৮
১৯৩	ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনামে সংশোধন	১৪৮
১৯৪	যে সকল দান বা অনুদান করমুক্ত	১৪৯
১৯৫	যে সকল শর্তে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত	১৪৯
১৯৬	যে সকল শর্তে ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী হাতে ট্রাস্ট বা তহবিল হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত	১৪৯
১৯৭	যে সকল শর্তে কতিপয় আইটি এনাবল্ড সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত	১৪৯
১৯৮	আইসিএবি, আইসিএমএবি ও আইসিএসবি এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনসমূহ কর্তৃক কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা	১৫১
১৯৯	সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত পেনশন করমুক্ত	১৫১
২০০	যে শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে গৃহীত দান করমুক্ত	১৫১
২০১	যে শর্তে শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত অনধিক ৫০ লক্ষ টাকার মূলধনি আয় করমুক্ত	১৫২
২০২	ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর সংশোধন	১৫২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৩	ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ অনুযায়ী কর রেয়াত কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য	১৫২
২০৪	করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ	১৫৩
২০৫	সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ	১৫৩
২০৬	কতিপয় ভৌত অবকাঠামোর কর অবকাশ সুবিধার বিলোপ	১৫৩
২০৭	বিশেষ করহার সংক্রান্ত সপ্তম তফসিলের সংশোধন	১৫৩
২০৮	কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার	১৫৩
২০৯	রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির উপর করহার	১৫৩
২১০	ভ্রমণ কর আইন, ২০২৩ এর সংশোধন	১৫৪
২১১	ভ্রমণ কর আদায়ে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ	১৫৪
২১২	ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান	১৫৪

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪	১৫৭
পরিশিষ্ট-২	এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ সংশোধন	২৪০
পরিশিষ্ট-৩	আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪	২৪৩
পরিশিষ্ট-৪	অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি	২৭০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৫	হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি	২৭৩
পরিশিষ্ট-৬	এস, আর, ও নং ২৪৬-আইন/আয়কর-৪০/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে এস, আর, ও নং ৩২৫-আইন/আয়কর/২০২১, তারিখ: ১৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ সংশোধন এবং এস, আর, ও নং ১৫৮-আইন/আয়কর-৩৩/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রহিতকরণ	২৭৬
পরিশিষ্ট-৭	এস, আর, ও নং ২৪৭-আইন/আয়কর-৪১/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে এস, আর, ও নং-২০৮-আইন/আয়কর-০৩/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন	২৭৭
পরিশিষ্ট-০৮	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত শিল্প হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার হ্রাসকরণ	২৭৯
পরিশিষ্ট-০৯	অনিবাসীর অনুকূলে উদ্ধৃত ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য অব্যাহতি	২৮০
পরিশিষ্ট-১০	এস, আর, ও, নং ০১-আইন/আয়কর-২৩/২০২৩, তারিখ: ০৩ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩২৩-আইন/আয়কর-১৯/২০২৩, তারিখ: ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ সংশোধন	২৮২
পরিশিষ্ট-১১	তাজউদ্দীন আহমদ এন্ড সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কে আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	২৮৩
পরিশিষ্ট-১২	সম্পত্তি অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের বিপরীতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হতে অব্যাহতি	২৮৪
পরিশিষ্ট-১৩	পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি বা করহার হ্রাসকরণ	২৮৫
পরিশিষ্ট-১৪	এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কেবল মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা ফি এর করহার হ্রাসকরণ	২৮৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১৫	কেবল চামড়া বা চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে গৃহীত অর্থ হতে প্রদেয় উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ	২৮৮
পরিশিষ্ট-১৬	গবেষণা অনুদান (research grants)-কে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় পরিগণনা হতে অব্যাহতি	২৮৯
পরিশিষ্ট-১৭	অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট এর সুদ বা মুনাফাকে কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি	২৯০
পরিশিষ্ট-১৮	Oncology Club, Bangladesh এবং Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB) প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর অব্যাহতি প্রদান	২৯১
পরিশিষ্ট-১৯	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল কর্তৃক অর্জিত আয়ের উপর করহার হ্রাসকরণ	২৯২
পরিশিষ্ট-২০	এস, আর, ও, নং ২৫৩-আইন/ আয়কর-৪৩/২০২৪, ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ১৯৬ আইন/আয়কর/২০১৫, তারিখ: ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে রহিতকরণ	২৯৩
পরিশিষ্ট-২১	এস, আর, ও, নং ২৫৪-আইন/আয়কর-৪৪/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে এস, আর, ও, নং নং- ১৫৭ আইন/আয়কর-৩২/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রহিতকরণ	২৯৪
পরিশিষ্ট-২২	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী	২৯৫
পরিশিষ্ট-২৩	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হতে কর সংগ্রহ	৩০৫
পরিশিষ্ট-২৪	নৌযান পরিচালনা হতে কর সংগ্রহ	৩০৭
পরিশিষ্ট-২৫	অধিক্ষেত্র ন্যস্তকরণ আদেশ	৩০৯
পরিশিষ্ট-২৬	অর্থ আইন, ২০২৪ এবং এর তফসিল-২ ও তফসিল-৩	৪১৭
পরিশিষ্ট-২৭	সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড	৪৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.২০.০০২.২৪.১০৬

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫

বিষয়: আয়কর আইন, ২০২৩; অর্থ আইন, ২০২৪; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টিকরণ।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ ও ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎসে করহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪; আয়কর আইন, ২০২৩; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ ও সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানসমূহ করদাতাগণকে সহজভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো:-

১। ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার

১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%

(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়ের সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার ঊর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.২ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.৩ ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

(১)	কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%

(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%

১.৪ কোম্পানির জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%

পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

১.৫ সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করার উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৬ পরিবেশ সারচার্জ

বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান হতে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির (any individual) একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (১) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (২) গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ করবেন;
- (৩) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে যে অর্থবর্ষে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তার পরবর্তী অর্থবর্ষগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;

(৪) কোন করদাতা শর্ত (৩) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(৫) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে তা আদায় করবেন;

(৬) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না;

(৭) “মোটর গাড়ি” বলতে পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর	
প্রশ্ন-১	: মিজ অরুণ্য অহম একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি। তাঁর ১৫০০ সিসির একটি সেডান কার এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের একটি টেসলা কার রয়েছে। দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে? গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?
উত্তর	: কোনো করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যতটি গাড়ি থাকবে ততটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। মিজ অরুণ্য অহমের দুটো গাড়ি রয়েছে। তাঁকে কেবল একটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হতে পারে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির জন্য প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সিসির একটি সেডান গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা এবং ১৭৫

		কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। এ দুটি গাড়ির মধ্যে ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা অধিক হওয়ায় করদাতা কর্তৃক পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে ২,০০,০০০ টাকা প্রদেয় হবে। এ-চালানোর মাধ্যমে উক্ত সারচার্জের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে এ-চালানোর কপি গাড়ির ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।
প্রশ্ন-২	:	পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা?
উত্তর	:	পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না।
প্রশ্ন-৩	:	পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) বা পিএসআর (PSR or Proof of Submission of Return) এর প্রযোজ্যতা রয়েছে কিনা?
উত্তর	:	না।
প্রশ্ন-৪	:	পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা?
উত্তর	:	হ্যাঁ, পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১.৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতা তার প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতা তার প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

১.৮ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সারচার্জ

কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবছরী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

২। রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪, তারিখ: ৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লেখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করে প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করল, যথা:-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকবে;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হবে; এবং
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%

২.১ কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহারের শর্তাবলি

- ১। রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হতে হবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- ২। কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হবে।
- ৩। এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হবে না।
- ৪। (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করে ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত

করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করে ১২% (বার শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হবে সেক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এ প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হবে এবং কোনভাবেই এ হার আর হ্রাস করা যাবে না।

৫। উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার $\times$ ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার $\times$ খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হবে এবং সনদে উল্লেখ করতে হবে; যেখানে-

ক = এরূপ করহার যা ১২% এর নিম্নে হয়; এবং

খ = $(২৭.৫ \times \text{বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে, অথবা

খ = $(৩০ \times \text{বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে না।

২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ এ প্রজ্ঞাপন দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের একই খাতে দেশীয় ও রপ্তানি আয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক আয় ও ব্যয় বিভাজন প্রযোজ্য হবে।

৩। কতিপয় শিল্প ও কতিপয় উৎসের আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

৩.১ সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিসিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিসিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানির উল্লেখিত শিল্পের ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১৫% (পনের শতাংশ) ধার্য করা হয়েছে-

- (ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে;
- (খ) এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পেতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (গ) কোন আয়বর্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান লংঘনের দায়ে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে;

হ্রাসকৃত করহারের এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩.২ হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে, যথা:-

আয়ের পরিমাণ	আয়করের হার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

৪। অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের করহার

৪.১ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরের জন্য ১০০%, ৪র্থ বৎসরের জন্য ৮০%, ৫ম বৎসরের জন্য ৭০%, ৬ষ্ঠ বৎসরের জন্য ৬০%, ৭ম বৎসরের জন্য ৫০%, ৮ম বৎসরের জন্য ৪০%, ৯ম বৎসরের জন্য ৩০% এবং ১০ম বৎসরের জন্য ২০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি পাবে।

৪.১.২ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুতি কোম্পানি হতে পারবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঈ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;

(ঊ) বোর্ডের নিকট অব্যাহতির উপযুক্ত শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

- (খ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যেসকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেল, চিনি, আটা, ময়দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাতীয় পণ্য উৎপাদন হতে আয় প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- (গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;
- (ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারবে;
- (ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং
- (ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

৪.১.৩ শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ১০৪-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২০ ও এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর-৩৪/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিট যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে;
- (খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

৪.২ হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসরের জন্য ১০০% এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম বৎসরের জন্য ৭০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৪.২.১ হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হতে পারবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত পার্কের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঈ) উক্ত হাই-টেক পার্কের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পার্কে অবস্থিত হতে হবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;

(ঊ) বোর্ডের নিকট হাই-টেক শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

(খ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

- (গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এ হাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;
- (ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারবে;
- (ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং
- (ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

৪.২.২ শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ও এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/আয়কর-৩৫/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লেখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

- (ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন রয়েছে;
- (খ) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

৫। আয়কর আইন, ২০২৩ উল্লেখিত কতিপয় শব্দ ও রেফারেন্স সংশোধন।

অর্থ আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এ নিম্নবর্ণিত শব্দ ও রেফারেন্সসমূহ সংশোধন করা হয়েছে, যথা-

- (ক) সর্বত্র উল্লেখিত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান”, “আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে”, “আর্থিক প্রতিষ্ঠানে” ও “আর্থিক প্রতিষ্ঠানের” শব্দগুলোর পরিবর্তে যথাক্রমে “ফাইন্যান্স কোম্পানি”, “ফাইন্যান্স কোম্পানিকে”, “ফাইন্যান্স কোম্পানিতে” ও “ফাইন্যান্স কোম্পানির” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে আয়কর আইনে ব্যবহৃত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” বা এতদসম্পর্কিত শব্দগুলোর পরিবর্তে “ফাইন্যান্স কোম্পানি” বা এতদসম্পর্কিত শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে।
- (খ) ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৮) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন)” শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- (গ) সর্বত্র উল্লেখিত “Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)” শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- (ঘ) ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “অধ্যায়ের অধীন” শব্দগুলোর পরিবর্তে “অংশের অধীন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পুরো অংশ ৭ এর জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট করা হলো।
- (ঙ) ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লেখিত “১৬৭” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৬৬” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই রেফারেন্স সংশোধনের ফলে রিটার্ন দাখিলের ধারা ১৬৬ এর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়টি ধারা ২৬০ এ সুস্পষ্ট হলো।

৬। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। নিম্নে আনীত সংশোধনীসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৬.১ অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল” এবং “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইনে অনুমোদিত “আনুতোষিক তহবিল” এবং “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” বলতে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ষিক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বুঝাতো। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ষিক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বলতে কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ষিক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বুঝাবে।

৬.২ “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” এর সংজ্ঞা এর বিলোপ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১১) তে “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত সংজ্ঞাতে “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) বিলুপ্তির ফলে উক্ত সংজ্ঞা অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়।

৬.৩ “আয়” এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১৩) তে “আয়” এর সংজ্ঞা রয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে এই দফায় সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত উপায়ে অর্জিত পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য যেকোনোভাবে অর্জিত পরিসম্পদ “আয়” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(অ) প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত পরিসম্পদ;

(আ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট পরিসম্পদ;

(ই) কোনো দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণকৃত (foreclosure) পরিসম্পদ;

(ঈ) উত্তরাধিকার, উইল, অস্থিতি বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত কোনো পরিসম্পদ;

(উ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত কোনো পরিসম্পদ।

এই পরিবর্তনের ফলে সকল প্রকার দান, অনুদান, উপহার, বা অন্য কোনোভাবে অর্জিত পরিসম্পদ আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং করারোপিত হবে।

৬.৪ “কর্মচারী” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ২ এর দফা (২৫) অনুযায়ী “কর্মচারী” অর্থ কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যেকোনো পরিচালক ও এইরূপ কোনো ব্যক্তি এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন পদবি নির্বিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে উক্ত সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নূতন সংজ্ঞা অনুযায়ী “কর্মচারী” অর্থ যেকোনো কর্মচারী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা:-

(অ) কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, তার যেকোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পদবি নির্বিশেষে ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এরূপ কোনো ব্যক্তি;

- (আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পদবি নির্বিশেষে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এরূপ কোনো ব্যক্তি;
- (ই) এরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিয়োগকারী হতে বেতন প্রাপ্ত হন, নিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন ও নিয়োগকারীর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হন এবং নিয়োগকারী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে কাজ করেন;
- (ঈ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী চাকরি হতে আয় প্রাপ্ত হয় এরূপ সকল ব্যক্তি।

তবে, চা-বাগানের কোনো শ্রমিক এবং দিনমজুর এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬.৫ “কর কমিশনার” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৬ক) সংযোজনের মাধ্যমে “কর কমিশনার” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লেখিত এবং ধারা ৫ এর অধীন নিযুক্ত বা পদায়িত কর কমিশনার, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) ও মহাপরিচালক (পরিদর্শন)।

৬.৬ “কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৬খ) সংযোজনের মাধ্যমে “কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “কর নির্ধারণ” অর্থ এই আইনের অধীন যেকোনো প্রকারের কর নির্ধারণ এবং পুনঃকর নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, অধিকতর কর নির্ধারণ ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬.৭ “চার্টার্ড সেক্রেটারি” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৩৬ক) সংযোজনের মাধ্যমে “চার্টার্ড সেক্রেটারি” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “চার্টার্ড সেক্রেটারি” অর্থ চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড সেক্রেটারি।

৬.৮ “দাতব্য উদ্দেশ্য” এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৪৩) এ সংশোধন আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর পূর্বে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হতো না যদি না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং যদি তা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

- (১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম তা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে;

আনীত সংশোধনীর ফলে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে না-

(অ) যদি না তা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং

(আ) যদি তা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম তা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে;

৬.৯ দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্তাসমূহের করারোপণ সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণ।

আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ২ এর দফা (১৩) তে সংজ্ঞায়িত ‘আয়’ রয়েছে এমন সকল করযোগ্য সত্তার আয়কর পরিশোধের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা ১২ অনুযায়ী যেকোনো দান বা অনুদান যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় তা মোট আয় হইতে বাদ যাবে। অর্থাৎ উক্তরূপ voluntary contribution বা grant বা donation যদি কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় তবে তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়াও এ সকল voluntary contribution বা grant বা donation যদি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় তবে তাও উক্ত ব্যক্তির হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রে সবদা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) প্রযোজ্য হবে। ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা ১২ নিম্নরূপ, যথা:-

(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়।

৬.৯.১ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনানুগ সংজ্ঞা কী?

আয়কর আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৪৩) এ দাতব্য উদ্দেশ্য এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি আইনে সংজ্ঞায়িত দাতব্য উদ্দেশ্যে কোনো voluntary contribution বা grant বা donation গ্রহণ করে তবে তাকে কেবল উক্ত voluntary contribution বা grant বা donation গ্রহণের প্রেক্ষিতে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা যাবে না। দাতব্য প্রতিষ্ঠান হতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এ মর্মে কর কমিশনার হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬.৯.২ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা কি প্রতিষ্ঠানকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান করে তোলে?

কোনো প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দাতব্য উদ্দেশ্যে যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার আইনগত বাধা নেই। তবে, এক্ষেত্রে এই আইনের উদ্দেশ্যে কেবল কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান-ই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এই ক্ষেত্রে কর কমিশনার কঠোরভাবে আয়কর আইন, ২০২৩ এবং এই পরিপত্রের অনুশাসন ও ব্যাখ্যা অনুসরণ করবেন।

৬.৯.৩ কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাধারণভাবে দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিন্তু আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত ‘দাতব্য উদ্দেশ্য’ পরিচালিত না হলে তাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা যাবে কি?

না। যেমন আয়কর আইন অনুযায়ী কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান পণের বিনিময়ে সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় বলে গণ্য হবে।

৬.৯.৪ Non-Profit Organization কি দাতব্য প্রতিষ্ঠান?

যদি কোনো Non-Profit Organization এর কার্যক্রম কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির হয় অথবা কোনো Non-Profit Organization পণের বিনিময়ে সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় বলে গণ্য হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৭০) অনুযায়ী “ব্যবসা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার গণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

অর্থাৎ ব্যবসা For Profit এবং Not for Profit হতে পারে।

৬.৯.৫ দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কি করমুক্ত?

না। দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর আইনের কোনো বিধান দ্বারা করমুক্ত কোনো সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। তবে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তা মোট আয় হইতে বাদ যাবে। এছাড়া, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যকোনো প্রকার আয় না থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাভাবিক নিয়মে কর পরিশোধ করতে হবে না।

উদাহরণ ১

নাসির উদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসারে নিয়োজিত। এর সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকান্ডে কোনো প্রকারের সংশ্লেষ নেই। এ ট্রাস্ট কেবল গৃহীত দান বা অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ ট্রাস্ট কোনো প্রকারের বাণিজ্য বা ট্রেডিং বা কারবার প্রকৃতির কোনো কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নয়। ট্রাস্টের সুদ আয় এবং গৃহীত দান-অনুদান ব্যতীত অন্যকোনো আয় নেই। নাসির উদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর কমিশনার কর্তৃক দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। আইনের অন্যান্য বিধান পরিপালন সাপেক্ষে এই ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কেবল দান বা অনুদান করমুক্ত থাকবে।

উদাহরণ ২

সবুজ বাংলা ফাউন্ডেশন ডেইরি, গবাদি পশুর মোটা-তাজাকরণ ও মাংস বিক্রয় কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এ সকল কর্মকান্ড হতে তাদের আয় রয়েছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে দান অনুদান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সকল প্রকার আয় দিয়ে সাধারণ জন-উপযোগের উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসারে নিয়োজিত। এ প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলে গণ্য হবে কিনা? না। হবে না। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রমের সাথে জড়িত সেহেতু তার সকল প্রকারের আয় স্বাভাবিক নিয়মে করযোগ্য হবে।

৬.৯.৬ দাতব্য উদ্দেশ্য কী এবং এর ব্যাপ্তি কত?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৪৩) এ দাতব্য উদ্দেশ্য এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

“দাতব্য উদ্দেশ্য” অর্থ-

(ক) দরিদ্রের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ; এবং

(খ) সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার,

তবে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার
দাতব্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না-

(অ) যদি না উহা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়;
এবং

(আ) যদি উহা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো
কার্যক্রম উহা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক
না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করিলে এবং
কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক)
কোটি টাকা অতিক্রম করিলে;

অর্থাৎ দরিদ্রের জন্য যেকোনো প্রকারের ত্রাণ, যেকোনো শিক্ষা ত্রাণ, যেকোনো
চিকিৎসা ত্রাণ কোনো প্রকারের শর্ত পরিপালন ব্যতিরেকেই দাতব্য উদ্দেশ্য
হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে সাধারণ
জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত
হবে, যথা:-

অ। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার কর কমিশনার কর্তৃক
অনুমোদিত হতে হবে;

আ। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার কোনো প্রকারের কারবার,
বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক প্রকৃতির হওয়া যাবে না;

ই। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের বা উপযোগসমূহের উন্নতির বা প্রসারের
বিনিময়ে কোনো পণ গ্রহণ করিলে তার মোট মূল্য বার্ষিক অনধিক ১ (এক)
কোটি টাকা হবে।

ত্রাণসহ সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসার বলতে কী কী কার্যক্রম
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি বিবরণ নিম্নবর্ণিত সারণীতে উপস্থাপন করা হলো,
যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	কার্যক্রম
১। দরিদ্রের জন্য ত্রাণ		
১।	খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী	বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষের মাঝে যেকোনো প্রকারের খাদ্য সরবরাহ, যেকোনো মুদি সরবরাহ।
২।	পোষাক বিতরণ কর্মসূচী	বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষের মাঝে যেকোনো প্রকারের পোশাক, জুতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা।
৩।	আশ্রয়ণ সহায়তা	গৃহহীনদের জন্য বিনামূল্যে গৃহের ব্যবস্থা।
৪।	স্বাস্থ্য পরিষেবা	বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান।
৫।	প্রশিক্ষণ	দারিদ্রতা হতে উত্তরণের নিমিত্ত বিনামূল্যে যেকোনো কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬।	কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প	যেকোনো প্রকারের অবকাঠামোগত, স্যানিটেশন, এবং বিশুদ্ধ পানিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিনিময়হীন যেকোনো উদ্যোগ।
৭।	দুর্যোগ ত্রাণ	খাদ্য, জল, বস্ত্র বিতরণ এবং অস্থায়ী আশ্রয় প্রদানসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরী পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে বিনামূল্যে সহায়তা করা।
৮।	অ্যাডভোকেসি এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান	দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি পরিবর্তনের পক্ষে বিনামূল্যে অ্যাডভোকেসি করা এবং দারিদ্র্য ও অসমতার মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ যার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটিকে কোনো মূল্য পরিশোধ করতে হয় না।
২। চিকিৎসা ত্রাণ		
১।	ঔষধ ও চিকিৎসার	বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বিতরণ।

	সরঞ্জামাদি বিতরণ	
২।	মেডিক্যাল ক্যাম্প	সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য চেক-আপ, পরামর্শ, টিকা এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন।
৩।	মোবাইল ক্লিনিক	প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বিনামূল্যে ওষুধসহ যেকোনো প্রকারের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৪।	ডিজাস্টার রেসপন্স টিম	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাত, বা মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও কমিউনিটিকে জরুরী চিকিৎসা সেবা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ওষুধ, চিকিৎসক ও স্বৈচ্ছাসেবকদের একত্রিত করা এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৫।	স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম	প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, পুষ্টি এবং রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো দল বা কমিউনিটিকে সচেতন করার জন্য কর্মশালা, সেমিনার এবং সচেতনতা প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৬।	টেলিমেডিসিন পরিষেবা	ভৌগলিক বাধা, চলাফেরার সমস্যা বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে স্বাস্থ্যসেবায় অধিগম্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধা দূরীকরণে বিনামূল্যে প্রদত্ত যেকোনো টেলিমেডিসিন পরিষেবা।
৭।	অরক্ষিত (Vulnerable) জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা	অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন- উদ্বাস্তু, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে প্রদত্ত যেকোনো প্রকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা।
৮।	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্বাস্থ্যসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া (emergency response) প্রদানে স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, স্বৈচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি সদস্যদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালা পরিচালনা করা।

৯।	মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা	ট্রমা, স্ট্রেস, বা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, কাউন্সেলিং এবং মনোজাগতিক সাহায্য প্রদান।
১০।	স্বাস্থ্য অবকাঠামো	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, ক্লিনিক এবং হাসপাতালগুলির নির্মাণ, সংস্কার এবং উন্নতিতে অর্থ দান বা এ সকল অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক হস্তান্তর বা স্থাপন।
১১।	মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট	স্বাস্থ্যসেবায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করতে চিকিৎসা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং নতুন চিকিৎসা, ওষুধ এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে বিনিয়োগ।
১২।	সহযোগিতা এবং অ্যাডভোকেসি	সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় অধিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি এবং উদ্যোগের পক্ষে সমর্থন করার জন্য সরকারি সংস্থা, এনজিও, স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির সাথে সহযোগিতা করা।
৩। শিক্ষা ত্রাণ		
১।	শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	দরিদ্রজনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা দান এবং কর্মমুখী টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
২।	স্কুল নির্মাণ এবং অবকাঠামোর উন্নতি	সুবিধাবঞ্চিত বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের জন্য স্কুল, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি এবং অন্যান্য শিক্ষাগত সুবিধা তৈরি করা।
৩।	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	অসমর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক, স্কুল সরবরাহ, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।
৪।	শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	শিক্ষকদের শিক্ষাদানের দক্ষতা, শিক্ষাগত জ্ঞান এবং শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার কৌশলগুলিকে উন্নত করার

		জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালা পরিচালনা করা।
৫।	বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তা	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, অনুদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৬।	কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক টিউটরিং, মেন্টরিং এবং একাডেমিক সাহায্য প্রদানের জন্য কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার বা স্কুল-পরবর্তী প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম	ছাত্র-ছাত্রী বা কমিউনিটির জন্য কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতায় অধিগম্যতা নিশ্চিত গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম।
৮।	প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা-উদ্যোগ	প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রি-স্কুলগুলিকে যেকোনো প্রকারের সহায়তা।
৯।	বিশেষ শিক্ষা সহায়তা	ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত যেকোনো শিক্ষামূলক পরিষেবা ও সম্পদের বিতরণ।
১০।	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের সাথে সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠ্যক্রম বিকাশের জন্য সহযোগিতা করা।
১১।	গণসাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম	বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা ক্লাস, বয়স্ক শিক্ষা কোর্স এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রদান করা।
১২।	জরুরি পরিস্থিতিতে সংকট মোকাবেলার প্রশিক্ষণ	জরুরি অবস্থা, সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত শিশু বা কমিউনিটিকে এ সকল অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্পদ প্রদান করা।
৪। সাধারণ গণ-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার		
৪.১। জন-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী		
১।	তথ্য প্রচারণা অভিযান	গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ দূষণজনিত উদ্বেগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও স্থানীয় সমাজের উন্নয়নমূলক

		কর্মসূচী সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ।
		ব্রোশারস (brochures), পোস্টার (posters) এবং ফ্লাইয়ারের (flyers) মতো তথ্যমূলক সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আচরণগত পরিবর্তনে উৎসাহিত করা।
২।	কর্মশালা এবং সেমিনার	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক সাক্ষরতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার মতো বিষয়সমূহে কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।
		বিশেষজ্ঞ, পেশাদার এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ জানানো, যাতে করে তারা অংশগ্রহণকারীদের সাথে জ্ঞান, দক্ষতা এবং স্ব স্ব বিভাগের সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ জানতে ও জানাতে পারেন।
৩।	যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের প্রসার	তথ্য প্রচার এবং জনসাধারণের সাথে জড়িত থাকার জন্য প্রচলিত গণমাধ্যম (টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র) এবং আধুনিক/ডিজিটাল মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট, ব্লগ) ব্যবহার করা।
		আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু, বৈচিত্র্যময় ভিডিও এবং তথ্যচিত্র তৈরি করে দর্শকদের কাছে মূল্যবান বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং তাদের কর্মে উৎসাহিত করা।
৪।	কমিউনিটি সংলাপ ও আলোচনা	উন্মুক্ত যোগাযোগ, সহযোগিতা, এবং স্থানীয় ইস্যুতে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি সংলাপ, গোলটেবিল আলোচনা, উঠান বৈঠক এবং টাউন হল সমাবেশ এর প্রসার করা।
		বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষকে তাদের মতামত জানানো, অভিজ্ঞতাসমূহ নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।
৫।	সামাজিক সমস্যাসমূহের	বাল্যবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিকলাঙ্গতার মতো সামাজিক

	সচেতনতামূলক প্রচারণা	সমস্যাসমূহের ব্যপারে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও কমিউনিটি আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৪.২ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী		
১।	জীবিকা অর্জনে সহায়তাকরণ উদ্যোগ	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দারিদ্রসীমার মাঝে বসবাসকারী মানুষদের আয়ের স্থায়ী উৎস তৈরিতে এবং তাদের আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনার বিকাশ করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ব্যবসা আরম্ভ বা প্রসারিত করতে এবং তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বিভিন্ন সঞ্চয় গোষ্ঠীসমূহে অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২।	সমাজকল্যাণ পরিষেবা	অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন পরিবার ও ব্যক্তিদের খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থানের সহায়তা এবং বস্ত্র বিতরণের মতো জরুরি সেবা প্রদান করা। সরকারি দপ্তর, এনজিও এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ এবং তা পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ।
৩।	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান	নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান ও প্রাপ্তবয়স্কদের মানসম্মত শিক্ষা, সাক্ষরতা কর্মসূচী এবং শিক্ষা উপকরণের সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও শিক্ষা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ। অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করতে বৃত্তি, অনুদান এবং মানসম্পন্ন পাঠদান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।
৪।	কমিউনিটিসমূহের সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প	দারিদ্রপীড়িত এলাকাসমূহের অবকাঠামো, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং জনসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

		উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে কমিউনিটিসমূহের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচিগুলোর প্রতিটি সদস্যদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।
৪.৩ নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত উদ্যোগ		
১।	লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে পৃষ্ঠপোষকতা	জনসচেতনতা অভিযান, নীতিগত সমর্থন ও আইনী সংস্কারের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে, নারীর অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ, নারী নির্যাতন এবং লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করে প্রচলিত এমন ক্ষতিকারক সাংস্কৃতিক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।
২।	নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম	নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান ও পরস্পরের প্রতি যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজ কমিউনিটি ও কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের ক্ষমতা বিকাশ করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, শাসন কাঠামো, এবং স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নারীদের অংশগ্রহণের প্রচার ও প্রসার।
৩।	জনসাধারণের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিতকরণ	নারী উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আর্থিক সেবা, ঋণ, সঞ্চয়ী হিসাব এবং বীমা পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। আয় উপার্জনকারী কর্মকাণ্ড, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং নারী-মালিকানাধীন উদ্যোগ ও সমবায় সমিতিগুলোকে সমর্থন করার মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৪।	স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার	নারীদের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

		নারীদের প্রজনন অধিকার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ, এবং মাতৃমৃত্যু ও এইচআইভি/এইডসের মতো লিঙ্গাভিত্তিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যাপারে প্রচারণা বৃদ্ধি।
৪.৪ গণতন্ত্র এবং সুশাসনের উদ্যোগ		
১।	ভোটার সচেতনতা এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা	নাগরিকদেরকে তাদের ভোটাধিকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ভোটার শিক্ষা প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। ভোটার নিবন্ধন তথ্যভান্ডার, টাউন হল সভা এবং প্রার্থীদের আলোচনা সভা (ফোরাম) আয়োজনের মাধ্যমে ভোটদান ও নাগরিক অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা।
২।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রচার	সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনগণের অর্থ ব্যবহার, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণের পক্ষে প্রচারণা। গণতান্ত্রিক নীতি এবং জনগণের আস্থার প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকাণ্ড, বাজেট এবং নীতিগুলি পর্যবেক্ষণ করা।
৩।	নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি	নাগরিক সমাজের সংগঠন, কমিউনিটি এবং তৃণমূল কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সংস্থান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে তাদের সহযোগিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করা। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বর্ধনের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দল, অ্যাডভোকেসি জোট (advocacy coalitions) এবং নাগরিক পর্যবেক্ষণ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নকে সমর্থন করা।
৪।	স্থানীয় শাসনব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ	স্থানীয় সরকার, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কার্যকরভাবে জনসেবা প্রদান, নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা এবং স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা।

		স্থানীয় পর্যায়ে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জনগোষ্ঠীসমূহের সাথে আলোচনা এবং নাগরিক পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।
৪.৫ মানবাধিকার বিষয়ক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি		
১।	সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান	মানবাধিকার, সমতা, এবং বৈষম্যহীনতার প্রচার এবং প্রশারের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান ও গনশিক্ষামূলক উদ্যোগ পরিচালনা করা। গণযোগাযোগমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং কমিনিটিসমূহের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের সহায়তায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিতকরণ, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং এ বিষয়ক আলোচনা ও উপলব্ধির উন্নয়ন।
২।	আইনগত সহায়তা ও সেবা	মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য বা অবিচারের সম্মুখীন ব্যক্তি এবং কমিউনিটিসমূহের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, পরামর্শ এবং মামলাজনিত প্রতিনিধিত্ব প্রদান। মানবাধিকার রক্ষা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন সংস্কার, নীতি পরিবর্তন এবং বিদ্যমান আইন কঠোর প্রয়োগের পক্ষে সমর্থন প্রদান এবং প্রচার ও প্রসারে সহায়তা প্রদান।
৩।	মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিপত্র সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	গবেষণা, নথি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্যের ঘটনাবলির চিত্রায়ন এবং নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনজনিত ঘটনাবলির নথিবদ্ধকরণ। মানবাধিকার পরিস্থিতি, পদ্ধতিগত অবিচার (systemic injustices) এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান সংরক্ষণে ব্যর্থতার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন জমা প্রদান।

৪।	অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন	নারী, শিশু, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু, শরণার্থী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে, সেবা গ্রহণে এবং বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত জনগোষ্ঠী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়ন করা। প্রান্তিক কমিউনিটির নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ উন্নয়নে সহায়তা সেবাসহ আইনি সহায়তা এবং সমর্থন প্রদান করা।
৪.৬ ধর্মনিরপেক্ষতা		
১।	ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আইনের পক্ষে সমর্থন	ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আইন, নীতি ও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বহুধর্মবাদ, ও সহনশীলতার সুরক্ষা নিশ্চিত করার পক্ষে সমর্থন প্রদান।
২।	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সহযোগিতা	শান্তি, সহাবস্থান, এবং সামাজিক সম্প্রীতি উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সংলাপ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান। আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান, সম্মেলন ও ফোরাম আয়োজনের মাধ্যমে যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সমন্বয় সাধন করা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো।
৩।	চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা	মানুষের স্বাভাবিক বিবেক, বিশ্বাস, ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয়, দার্শনিক, এবং মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ ও প্রকাশের অধিকার। ধর্মীয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য, নির্যাতন বা সহিংসতার বিরোধিতা করা এবং আইনের আশ্রয়ে তাদের সুরক্ষার পক্ষে সমর্থন জানানো।
৪।		ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, সমালোচনামূলক চিন্তাধারা, প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

	ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ এবং নীতির শিক্ষা	গ্রহণ, এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষা ও গণমাধ্যমে আলোচনা উৎসাহিত করা। ধর্মীয় মতবাদ বা অনুশীলনের বাইরে, নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র এবং নাগরিক মূল্যবোধকে সমর্থন করে এমন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষামূলক উদ্যোগ, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন।
৪.৭ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ক্ষমতায়ন		
১।	সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন। সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, এবং বিশুদ্ধ পানির মতো মৌলিক পরিষেবাগুলিতে নিশ্চিতকরণ।
২।	জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	প্রান্তিক ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান এবং আয়-উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন। স্বাভাবিক ব্যক্তির ব্যবসা আরম্ভ করতে বা সম্প্রসারণে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করা।
৩।	আইনগত সহায়তা ও সেবা	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা, পরামর্শ ও মামলাসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্বকরণ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি পরিবর্তন, আইনি সংস্কার এবং বিদ্যমান আইন প্রয়োগের নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় কর্মসূচীর প্রচার ও প্রসার।

৪।	স্বনির্ভরতা কার্যক্রম ও কর্মশালা	প্রান্তিক গোষ্ঠীর মাঝে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তৈরি করতে ক্ষমতায়ন কর্মশালা, সেমিনার, এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠকরণ ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকর্মী সহায়তা নেটওয়ার্ক, পরামর্শদাতা কর্মসূচি এবং কমিউনিটি সংগঠিত কর্মকাণ্ড সহজতরকরণ।
৫।	সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং শিক্ষা	সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টিকারী অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়ক অন্যান্য সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থে কথা বলার ক্ষমতা ও সহায়তা সেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
৬।	জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার আদায়ে সমর্থন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, কমিউনিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বার্থ সমর্থন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং তা সহজতর করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিব্যক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জোরদার করার জন্য, তৃণমূল আন্দোলন, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন গঠনে সহায়তা প্রদান।
৪.৮ শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন		
১।	শিক্ষা লাভের সুযোগ ও অধিকার	শিক্ষাবৃত্তি, স্কুলের সরঞ্জামের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
		প্রতিবন্ধী শিশু, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণ।

২।	শিশু সুরক্ষা ও কল্যাণ	শিশু নির্যাতন, শোষণ, উপেক্ষা ও পাচার প্রতিরোধ এবং এই সমস্যাগুলি মোকাবেলায় শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা, হটলাইন এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থাপন করা।
		নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণের শিকার শিশুদের পরামর্শদান, পুনর্বাসন ও তাদের সমাজে পুনঃঅন্তর্ভুক্তি সেবা প্রদান করা।
৩।	কিশোর ও যুব নেতৃত্ব এবং দক্ষতার উন্নয়ন	নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা কর্মশালা ও পরামর্শদানের কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে গড়ে তোলা।
		কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়ের মতো বিষয় সম্পর্কিত উদ্যোগ, কমিউনিটি সেবা প্রকল্প এবং সচেতনতামূলক আন্দোলন তৈরিতে সহায়তা করা।
৪।	স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা কর্মসূচি	শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুস্থতা ও বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি সহায়তা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা।
		সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ জীবনযাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক অভ্যাস ও আচরণ গড়ে তোলা।
৫।	সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড	শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশের জন্য শিল্পীসুলভ প্রতিভার প্রকাশ, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ প্রদান করা।
		ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিল্পকলা প্রদর্শনী, সঙ্গীত কর্মশালা ও নাট্য মঞ্চনা করে দলগত মনোভাব, সহনশীলতা এবং স্ব-অভিব্যক্তি উন্নয়নে সহায়তা করা।
৬।	শিশু অধিকার সচেতনতা ও অংশগ্রহণ	শিশুদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বর্ধনের জন্য শিক্ষামূলক প্রচার, কর্মশালা এবং শিশু-কেন্দ্রিক উপকরণের ব্যবহার।

		সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, কমিউনিটি উন্নয়নের উদ্যোগ ও নীতি সহায়ক কর্মকাণ্ডে কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
৪.৯ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা		
১।	বয়স্কদের জন্য সেবাকেন্দ্র	বয়স্কদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার বা ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, বিনোদনমূলক কর্মসূচী এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। বয়স্কদের সামাজিক যোগাযোগ ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান ও কর্মশালা আয়োজন।
২।	বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সমর্থন ও এ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, সামাজিক সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্বেগ মেটাতে পরামর্শ প্রদান। নিঃসঙ্গ, নির্যাতিত বা অবহেলিত বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সরবরাহ।
৩।	বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ কর্মসূচি	বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহায়তা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রজন্মসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গড়ে তোলা। বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দক্ষতা তরুণ সমাজের সদস্যদের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী উদ্যোগ বাস্তবায়ন।
৪।	স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কর্মসূচি	বয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কল্যাণমূলক ক্লিনিক পরিষেবা এবং শরীরচর্চা কর্মসূচি পরিচালনা করা।
		বয়স্কদের সাধারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিষেধক এবং সহজতর রোগ নির্ণয় মাধ্যমের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ।

৫।	বয়স্ক স্বনির্ভরতা কার্যশালা	বয়স্কদের স্বাধীন ও সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা ও আইনগত অধিকার বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন।
		প্রবীনদের সাথে নতুন প্রজন্মের মাঝে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ফলে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণে ও তাদের অনলাইন মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা ও এর সাথে জড়িত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬।	পরিবহন পরিষেবা	বয়স্কদের চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে পরিবহন সেবা চালু করা অথবা স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম গড়ে তোলা।
		বয়স্কদের চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে বয়স্ক-বান্ধব গণপরিবহন ও অবকাঠামোর নির্মাণের পক্ষে জোড়ালো দাবি জানানো।
৪.১০ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ		
১।	বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনন্য শিক্ষণগত প্রয়োজনীয়তা পূরণকল্পে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশেষায়িত শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করা।
		কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং জীবনযাপনের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে তাদের আয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা ও সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
২।	কর্মসংস্থানের সুযোগ	কর্মসংস্থান সহায়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মজীবনের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
		বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ পদ্ধতি এবং কর্মক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের পক্ষে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা।
৩।	সমাজে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক বিভিন্ন স্তরে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে ঘিরে বিভিন্ন

	ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কর্মসূচি	সামাজিক অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সখ্যতা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাদের অনুভূতি গড়ে তোলা।
৪।	অধিকার ও সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা, যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং কমিউনিটি সেবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গিকভাবে প্রতিটি স্তরে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া।
৫।	পরিবার কল্যাণ সেবা	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য পরামর্শ, অবকাশ যাপন সেবা এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা সেবা প্রদান। পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের প্রিয় মানুষদের ব্যক্তিগত চাহিদা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এবং তাদের বিকাশে সহায়তা করার উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি প্রদান করা।
৬।	আইনগত ও অভিভাবকত্ব সহায়তা	অভিভাবকত্ব ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত স্বীকৃতির সমর্থনসহ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইনগত সহায়তা প্রদান। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নতির লক্ষ্যে আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিত চেকআপ এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.১১ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন		
১।	অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এর সুযোগের সহজলভ্যতা	সমাজের সকল স্তরে, ভবনে, পরিবহনে ও ডিজিটাল মাধ্যমগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণের এবং এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন প্রদান।
		নীতিনির্ধারক ও নগর পরিকল্পনাকারদের সহায়তায় সকলের জন্য অবাধ ও সহজলভ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো ও পরিবেশ নির্মাণ।
২।	সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা, গতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে সহায়ক উপকরণ, গতিশীলতা সহায়ক সরঞ্জাম এবং অভিযোজিত (adaptive) প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার প্রদান।
		প্রতিদিনের কার্যকলাপ, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে সহায়ক প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়ক সেবা প্রদান করা।
৩।	শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করে এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি ত্বরান্বিতকরণ।
		বিশেষায়িত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করা যা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে ও তাদের কর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম করে।
৪।	কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ, উপযোগী বাসস্থান এবং সহায়ক কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
		আর্থিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হবার জন্য উদ্যোক্তা, স্বাবলম্বিতা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহিত করা।

৫।	ক্রীড়া, বিনোদনমূলক কার্যক্রম	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকল প্রকার ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
		শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সহানুভূতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের উপযোগী ক্রীড়া অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা এবং বিনোদনমূলক ভ্রমণের আয়োজন।
৪.১২ তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষমতায়ন		
১।	সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহায়তা কর্মসূচি	সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের অবস্থানের ব্যাপারে সচেতনতা, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি উন্নীত করতে সচেতনতা ও স্বাধীনতা চর্চা করা।
		মিডিয়া, কর্মশালা ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার, প্রতিবন্ধকতা এবং অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
২।	আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা	তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং আবাসন অধিকার রক্ষায় আইনগত সহায়তা প্রদান।
		তৃতীয় লিঙ্গের আইনগত স্বীকৃতি এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়নের পক্ষে সমর্থন প্রদান।
৩।	স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ ও সহায়ক সেবাসমূহ	তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটির অনন্য চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও সহায়তা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা।
৪।	শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ	লিঙ্গ পরিচয় ও প্রকাশের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন কর্মস্থল নীতিমালা ও সমান কর্মসংস্থানের সুযোগের পক্ষে সমর্থন।
		তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি।

৫।	সামাজিক ও কমিউনিটি সহায়তা	তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটির ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সামাজিক কেন্দ্র এবং সহযোগী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে এবং সহকর্মীদের সমর্থন লাভ করতে পারবে। মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য মোকাবেলায় তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটি পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ এবং সহকর্মী সহায়তা সেবা প্রদান করা।
৪.১৩ সম অধিকার এবং সমান অংশগ্রহণ		
১।	সমাজের বিভেদ নিরসনে আন্দোলন	বয়স্ক, নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য ও কুসংস্কারপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মান, পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতার চর্চা গড়ে তোলা।
২।	নীতি সংস্কার ও আইনগত সহায়তা	নীতি নির্ধারকদের সহযোগিতায় সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিতকারী অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এমন আইন ও নীতির বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা প্রদান।
৩।	সার্বজনীন রূপরেখা প্রণয়ন	সমাজের সকল বয়স ও সামর্থের মানুষের নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রতিটি স্তরে, তাদের যাতায়াত ও ডিজিটাল ইন্টারফেস এ সার্বজনীন অধিগম্যতার রূপরেখা প্রণয়ন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সহায়তায় বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণে অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ।
৪।	সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ	সমাজের প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তকরণকে উৎসাহিত করা।

		সামাজিক নীতিমালা ও উদ্যোগ গঠনে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা বোর্ড বা কমিটি গঠনের উৎসাহ প্রদান।
৫।	জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি	প্রচলিত ধারণার বিলোপ সাধন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। গণযোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় বয়স্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইতিবাচক গল্প ও চিত্রায়ন উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমাজে তাদের প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪.১৪ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন		
১।	শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী	সামাজিক-অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান বা অন্যান্য কারণে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচীতে প্রবেশাধিকার প্রদান। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত ও কর্মজীবন উন্নয়নের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বৃত্তি, শিক্ষা সহায়তা এবং পরামর্শদানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
২।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আর্থিক সাক্ষরতা	অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, ক্ষুদ্র ব্যবসা আরম্ভ এবং তাদের অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ উদ্যোগ গ্রহণ। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী গঠিত ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় হিসাব এবং আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান	সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, অন্যান্য সহায়ক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং সরকারী সংস্থার সহযোগিতায়

		সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের বৈষম্য মোকাবেলা এবং এর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
৪।	সামাজিক উন্নয়ন এবং সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ	নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণকল্পে ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ, যার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, আবাসন এবং অবকাঠামোগত উন্নতি সাধন অন্তর্ভুক্ত।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং প্রক্রিয়াগত বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতিগত পরিবর্তন, সামাজিক সংস্কার এবং সম্পদ ও উপকরণ সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ।
৫।	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার	সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসমূহের উদযাপন এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আদিবাসী ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।
		সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচী, শিল্পকলা প্রদর্শনী এবং গল্পকথনের আসরের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা।
৪.১৫ সামাজিক কর্মকাণ্ড		
১।	সামাজিক বা কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী	সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি, সামাজিক চাহিদা পূরণ এবং নিজেদের এ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনুভূত হবার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ।
২।	কমিউনিটি কেন্দ্র	সামাজিক সেবা, শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতকরণ ও বিনোদন সুবিধা প্রদানকারী কেন্দ্র স্থাপন।
৩।	প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী	প্রতিবেশীদের মধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা, অপরাধ ঠেকানো এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলা।
৪।	সামাজিক বাগান ও বনায়ন	কমিউনিটিভিত্তিক বাগানের স্থান সৃজন, স্থায়িত্ব বর্ধন এবং উক্ত কমিউনিটির সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৫।	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	তরুণদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শদান, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বর্ধনের কর্মসূচি গ্রহণ।
৬।	প্রবীণ সহায়তা সেবা	প্রবীণ নাগরিকদের সুস্থতা ও সামাজিক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে সহায়তা, সঙ্গ প্রদান এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৭।	সংকট নিরসন সেবা	মানসিক সমস্যা বা জরুরী পরিস্থিতিতে উপনিত ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা, পরামর্শ এবং যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ।
৮।	দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি ও মোকাবিলা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদান।
৯।	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ উদ্যোগ	বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যকার সৌহার্দ্য, সহনশীলতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।
১০।	কমিউনিটি-ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচী	মাদকাসক্তি, মানসিক আঘাত (ট্রমা) ও অন্যান্য সমস্যা হতে সুস্থতা অর্জনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন সেবা প্রদান ও সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহায়তার ব্যবস্থা করা।
৪.১৬ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম		
১।	সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ প্রকল্প	ঐতিহ্যগত শিল্প, কারুশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, এবং লোককাহিনীর নথিকরণ, প্রচার এবং সংরক্ষণ।
২।	সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি	বিনিময় কর্মসূচি, উৎসব এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তঃ-সাংস্কৃতিক কথোপকথন, বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি সহজতর করা।
৩।	ভাষা পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা	বিপন্ন ভাষা এবং ভাষাগত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষণের জন্য সহায়ক উদ্যোগ।
৪।	জাতিগত ঐতিহ্য উদযাপন	বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্য উদযাপন করে এমন অনুষ্ঠান এবং উৎসব আয়োজন করা।

৫।	শিল্প ও কারুশিল্প কর্মশালা	সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঐতিহ্যগত শিল্প ও কারুশিল্পের কৌশল শেখানোর জন্য কর্মশালা, ক্লাস এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
৬।	সাংস্কৃতিক সচেতনতা প্রচারাভিযান	শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, এবং মিডিয়া প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্য প্রচার করা।
৭।	ঐতিহাসিক সংরক্ষণ প্রকল্প	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিচয় প্রচারের জন্য ঐতিহাসিক স্থান, ল্যান্ডমার্ক এবং স্মৃতিস্তম্ভ পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪.১৭ অর্থনৈতিক কার্যক্রম		
১।	ক্ষুদ্রঋণ এবং উদ্যোক্তা কর্মসূচি	আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের ক্ষুদ্র ঋণ, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, এবং সহায়তা প্রদান করা।
২।	চাকরির দক্ষতা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ	কর্মসংস্থান এবং চাকরির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরির প্রস্তুতি কর্মশালা, এবং দক্ষতা-নির্মাণ কর্মসূচী প্রদান করা।
৩।	আর্থিক সাক্ষরতা শিক্ষা	ব্যক্তি এবং পরিবারকে বাজেট, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষিত করা।
৪।	কমিউনিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	স্থানীয় ব্যবসাকে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা প্রচার করা এবং কমিউনিটির মধ্যে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
৫।	ন্যায্য বাণিজ্য এবং নৈতিক খরচ উদ্যোগ	ন্যায্য শ্রম অনুশীলন, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, এবং উৎপাদন এবং ব্যবহারে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রচার।
৬।	সমবায় উদ্যোগ এবং কমিউনিটি	কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা উন্নীত করার জন্য সমবায় এবং যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার সুবিধা প্রদান।

	মালিকানাধীন ব্যবসা	
৭।	সামাজিক প্রভাব বিনিয়োগ	আর্থিক আয়ের পাশাপাশি ইতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত ফলাফল তৈরি করে এমন প্রকল্প এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করা।
৪.১৮ শিক্ষামূলক কার্যক্রম		
১।	বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি	প্রাপ্তবয়স্কদের পড়াশুনা, লেখা এবং সংখ্যার দক্ষতা উন্নত করতে তাদের জন্য সাক্ষরতা ক্লাস, টিউটরিং এবং শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা।
২।	স্কুল সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভস	শিক্ষাগত কর্মক্ষমতা এবং সাফল্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে পরামর্শ, টিউটরিং এবং শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা।
৩।	STEM শিক্ষা কার্যক্রম	হ্যান্ডস-অন লার্নিং এবং সমৃদ্ধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, এবং গণিত (STEM) বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি এবং দক্ষতার প্রচার করা।
৪।	গার্লস সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভস	মেয়েদের মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্কুল ও সম্প্রদায়ে/কমিউনিটিতে লিঙ্গ সমতাকে সমর্থন করা।
৫।	শিক্ষা অ্যাডভোকেসি এবং নীতি সংস্কার	স্থানীয় জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত প্রবেশ, মানসম্পন্ন শিক্ষার মান এবং শিক্ষা নীতি সংস্কারের পক্ষে সমর্থন করা।
৬।	শিক্ষামূলক সম্পদ কেন্দ্র	শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা উপকরণ, প্রযুক্তি অধিগম্যতা (technology access) এবং টিউটরিং পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	স্কুল-পরবর্তী সমৃদ্ধকরণ প্রোগ্রাম	নিয়মিত স্কুল সময়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ, হোমওয়ার্ক সহায়তা এবং সমৃদ্ধকরণ প্রোগ্রাম প্রদান করা।
৪.১৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম		

১।	মেডিকেল ক্যাম্প	পরামর্শ, স্ক্রীনিং এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে বা কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা।
২।	মোবাইল হেলথ ক্লিনিক	চিকিৎসা সেবা, টিকাদান এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের জন্য গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীতে মোবাইল হেলথ ইউনিট স্থাপন করা।
৩।	স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম	প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, এবং রোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলিতে কর্মশালা, সেমিনার এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৪।	মা ও শিশু স্বাস্থ্য উদ্যোগ	মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করার জন্য প্রসবপূর্ব যত্ন, মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশুর যত্ন এবং টিকা প্রদান করা।
৫।	দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যবস্থাপনা	ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এবং এইচআইভি/এইডস-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা গোষ্ঠী, কাউন্সেলিং এবং সংস্থান সরবরাহ করা।
৬।	মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা পরিষেবা	মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ, স্ট্রেস বা ট্রমা সম্মুখীন ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং, থেরাপি, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান প্রদান করা।
৭।	হোম হেলথ কেয়ার ভিজিট	হোমবাউন্ড রোগী এবং বয়স্কদের জন্য চিকিৎসা সেবা, পর্যবেক্ষণ, এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দ্বারা হোম ভিজিটের ব্যবস্থা করা।
৮।	স্বাস্থ্য স্ক্রীনিং প্রোগ্রাম	প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং হস্তক্ষেপের সুবিধার্থে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার এবং দৃষ্টি/শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার মতো অবস্থার জন্য স্বাস্থ্য স্ক্রীনিংয়ের আয়োজন করা।
৪.২০ বিশুদ্ধ পানি কার্যক্রম		

১।	পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প	নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার জন্য পানি পরিশোধন ব্যবস্থা, ফিল্টার এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
২।	কমিউনিটি কূপ এবং পানির উৎস	পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছাড়াই কমিউনিটির জন্য বিশুদ্ধ পানি প্রদানের জন্য কূপ, বোরহোল এবং কমিউনিটি পানির উৎস খনন করা।
৩।	পানির গুণমান পরীক্ষা	পানির গুণমান মূল্যায়ন, দূষক সনাক্তকরণ এবং সুরক্ষা মান নিশ্চিত করতে পানির উৎসগুলির নিয়মিত পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা।
৪।	পানি বিতরণ কর্মসূচি	পরিবার, স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং পাইপলাইন স্থাপন করা।
৫।	পানি সংরক্ষণ শিক্ষা	শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান এবং কমিউনিটির প্রচারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণের অনুশীলন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, এবং সঠিকভাবে পানি ব্যবহারের প্রচার।
৬।	জরুরী পানি সরবরাহ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জরুরী অবস্থা এবং মানবিক সংকটের সময় জরুরী পানি সরবরাহ এবং পরিশোধন কিট প্রদান করা।
৭।	স্বাস্থ্যবিধি প্রচার	সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব সম্পর্কে কমিউনিটিকে শিক্ষিত করা।
৮।	পানির অবকাঠামো উন্নয়ন	পানির নিশ্চয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পানির অবকাঠামো, জলাধার, এবং স্টোরেজ সুবিধাগুলির নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করা।
৪.২১ স্যুয়ারেজ সিস্টেম কার্যক্রম		
১।	স্যানিটেশন অবকাঠামো প্রকল্প	বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এবং স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণ ও আপগ্রেড করা।

২।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	যথাযথ স্যানিটেশন অবকাঠামো নেই এমন এলাকায় পাবলিক ল্যাট্রিন, টয়লেট এবং স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণ।
৩।	সেপটিক ট্যাংক ইনস্টলেশন	নিরাপদে মানুষের বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ রোধ করতে গ্রামীণ এবং শহরের পাশের এলাকায় সেপটিক ট্যাংক এবং বর্জ্য পানি চিকিৎসা ব্যবস্থা স্থাপন করা।
৪।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে বর্জ্য সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।
৫।	স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন শিক্ষা	সঠিক স্যানিটেশন অনুশীলন এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রচারণা, কর্মশালা এবং প্রদর্শনী পরিচালনা করা।
৬।	পয়ঃনিষ্কাশন রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত	কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার এবং মেরামত করা।
৭।	কমিউনিটি ক্লিন-আপ ক্যাম্পেইন	পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন উন্নত করতে ক্লিন-আপ ড্রাইভ, বর্জ্য অপসারণ ইভেন্ট এবং কমিউনিটি বিউটিফিকেশন প্রকল্পের আয়োজন করা।
৮।	জনস্বাস্থ্য সমর্থনে পদক্ষেপ	জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উন্নত স্যানিটেশন নীতি, প্রতিবিধান এবং বিনিয়োগের জন্য সমর্থন করা।
৪.২২ সাধারণ ত্রাণ কার্যক্রম		
১।	ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম	ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, এবং হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক এবং সংস্থানগুলিকে একত্রিত করা।
২।	দুর্যোগ ত্রাণ সরবরাহ	ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য খাদ্য, পানি, আশ্রয় সামগ্রী, কম্বল, পোশাক এবং চিকিৎসা সরবরাহ সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহ সংগ্রহ এবং বিতরণ।

৩।	অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভিযান	দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় আটকে পড়া বা আহত ব্যক্তিদের সনাক্ত ও সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা।
৪।	চিকিৎসা সহায়তা	দুর্যোগে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জরুরী চিকিৎসা সেবা, ট্রিয়াজ (triage) এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম, মোবাইল ক্লিনিক এবং ফিল্ড হাসপাতাল মোতায়েন করা।
৫।	সাইকো-সোশাল সাপোর্ট	মানসিক চাপ এবং ট্রমা মোকাবেলায় সহায়তার জন্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং পরিবারকে কাউন্সেলিং, মানসিক সমর্থন এবং ট্রমা কাউন্সেলিং প্রদান করা।
৬।	অস্থায়ী আশ্রয়	বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য নিরাপদ বাসস্থান এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির এবং উচ্ছেদ কেন্দ্র স্থাপন করা।
৭।	লজিস্টিকস এবং ট্রান্সপোর্টেশন	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সময়মত ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহ, পরিবহন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সমন্বয় করা।
৮।	তথ্য এবং যোগাযোগ	রেডিও, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বা আউটরিচের মতো যোগাযোগের চ্যানেলের মাধ্যমে দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য, সতর্কতা এবং আপডেট প্রচার করা।
৪.২৩ পুনর্বাসন কার্যক্রম		
১।	কমিউনিটি পুনর্নির্মাণ	অবকাঠামো, বাড়িঘর, স্কুল, হাসপাতাল এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া পাবলিক সুবিধাগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সুবিধা প্রদান।
২।	জীবিকা সহায়তা কর্মসূচি	দুর্যোগ-আক্রান্ত ব্যক্তি এবং কমিউনিটিকে তাদের জীবিকা পুনর্গঠনে সাহায্য করার জন্য আয়-উপার্জনমূলক কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং চাকরির নিয়োগ পরিষেবা বাস্তবায়ন করা।
৩।	মনোসামাজিক পুনর্বাসন	দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ট্রমা থেকে পুনরুদ্ধার করতে এবং তাদের জীবন পুনর্গঠনে সহায়তার জন্য

		দীর্ঘমেয়াদী কাউন্সেলিং, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, এবং মনোসামাজিক পুনর্বাসন পরিষেবা প্রদান করা।
৪।	শিক্ষা পুনরুদ্ধার	শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধার ও পুননির্মান, স্কুল সরবরাহ প্রদান এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও শিক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান।
৫।	স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা পুনরুদ্ধার	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার পুনর্বাসন, চিকিৎসা সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং উন্নত করা যায়।
৬।	কমিউনিটির সহনশীলতা (resilience) তৈরি	সহনশীলতা এবং রেসপন্স করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি হ্রাস কর্মশালা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনা করা।
৭।	পরিবেশ পুনরুদ্ধার	দুর্যোগের কারণে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা, পুনঃবনায়ন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ করা।
৮।	নীতি অ্যাডভোকেসি ও সংস্কার	দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত পুনরুদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেয় এমন নীতি, বিধি-বিধান ও বিনিয়োগকে সমর্থন করা।
৪.২৪ কৃষি কার্যক্রম		
১।	কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	কৃষি চর্চা, শস্য ব্যবস্থাপনা ও পশুপালনের উন্নতির জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রদান করা।
২।	বীজ বিতরণ উদ্যোগ	ফসলের ফলন বাড়াতে, ফসলের জাত উন্নত করতে এবং কৃষি বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার জন্য কৃষকদের উচ্চ মানের বীজ, চারা এবং রোপণ সামগ্রী বিতরণ করা।

৩।	মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	মাটির উর্বরতা রক্ষা এবং অবক্ষয় রোধ করার জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণের কৌশল, ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা।
৪।	পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা	পানি-সঞ্চয় সেচ পদ্ধতি, বৃষ্টির জল সংগ্রহের কৌশল, এবং জলের ব্যবহারকে অপ্টিমাইজ করতে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৫।	জৈব চাষ প্রচার	রাসায়নিক ইনপুট কমাতে, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে উন্নত করতে জৈব চাষ পদ্ধতি, কম্পোস্টিং, এবং প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রচার করা।
৬।	প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী	পশুসম্পদ স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা, এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য ছোট আকারের পশুপালন, পশুপালন চর্চা এবং পশুচিকিৎসা সেবাকে সহায়তা করা।
৭।	বাজার সংযোগ এবং মূল্যশৃঙ্খল	বাজার অধিগম্যতা সহজতর করা, বাজারের তথ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং কৃষকদের ক্রেতাদের সাথে সংযুক্ত করতে এবং বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি করতে কৃষি ভ্যালু চেইন (value chain) শক্তিশালী করা।
৮।	কৃষক সমবায়	কৃষকদের ক্ষমতায়ন, ন্যায্য মূল্যের দরকষাকষি, সামষ্টিক পরিসম্পদ ও পরিষেবাগুলো সহজলভ্য করার জন্য কৃষক সমবায়, উৎপাদক গোষ্ঠী এবং কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা।
৯।	জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি	জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত, খরা-সহনশীল বীজ, এবং কৃষকদের জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমিত করতে এবং পরিবর্তিত পরিবেশগত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য অভিযোজিত চাষ পদ্ধতির প্রচার।
১০।	কৃষি-বনায়ন উদ্যোগ	জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কৃষকদের আয়ের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য কৃষি-বনায়ন ব্যবস্থা, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং বন সংরক্ষণ প্রকল্প প্রবর্তন করা।

১১।	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ রাস্তা, সেচ নেটওয়ার্ক, স্টোরেজ সুবিধা ও ফসল-পরবর্তী অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা যাতে বাজারে অধিগম্যতা বৃদ্ধি করা যায়, ফসল কাটার পরে লোকসান কমানো যায় এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।
১২।	গবেষণা ও উন্নয়ন	উদ্ভাবনী কৃষি প্রযুক্তি, ফসলের জাত, এবং স্থানীয় কৃষি অবস্থার সাথে মানানসই উত্তম চর্চাগুলো বিকাশের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলিকে সহায়তা করা।
৪.২৫ কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম		
১।	কৃষকের মাঠ স্কুল	মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেখানে কৃষকরা ব্যবহারিক কৃষি দক্ষতা শিখতে পারে, জ্ঞান বিনিময় করতে পারে এবং হাতে-কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
২।	ক্ষুদ্রঋণ এবং ঋণ পরিষেবা	স্বল্প উপার্জনকারী কৃষকদের কৃষি উপকরণ, সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং আর্থিক পরিষেবাগুলো সহজলভ্য করা।
৩।	কৃষি কর্মসূচীতে নারী	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন, সম্পদে অধিগম্যতা, এবং নেতৃত্বের সুযোগের মাধ্যমে কৃষি কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
৪।	কৃষিতে যুব সম্পৃক্ততা	বয়স্ক-কৃষক জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে তরুণ কৃষক তৈরীতে এবং টেকসই চাষাবাদের চর্চাকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা, উদ্যোক্তা প্রোগ্রাম এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিতে যুবকদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা।
৫।	ফার্ম-টু-মার্কেট উদ্যোগ	সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্ষিপ্ত করতে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং ভোক্তাদের খাদ্য অধিগম্যতার প্রসারে সরাসরি বিক্রয়, কৃষকদের বাজার এবং মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার প্রচার।
৬।	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কর্মসূচী	কৃষি বৈচিত্র্যকরণ, পুষ্টি শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি, সুখম

		খাদ্যের প্রচার এবং অপুষ্টি মোকাবেলায় সহায়তামূলক উদ্যোগ।
৭।	কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা এবং জ্ঞান হস্তান্তর	কৃষকদের কাছে উত্তম চর্চা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং কৃষি তথ্য প্রচারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা, কৃষক থেকে কৃষক নেটওয়ার্ক এবং নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে শক্তিশালী করা।
৪.২৬অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম		
১।	রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য ও মানুষের পরিবহনের সুবিধার্থে নতুন রাস্তা ও মহাসড়ক নির্মাণ। পরিবহন নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান রাস্তাগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত।
২।	সেতু নির্মাণ ও পুনর্বাসন	গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিগম্যতা এবং সংযোগ বাড়াতে নতুন সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুগুলি মেরামত করা। নদী, জলপ্রবাহ এবং উপত্যকার উপর সেতু নির্মাণ এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি উন্নত করা।
৩।	পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন উদ্যোগ	শহরাঞ্চলে যানজট ও দূষণ কমাতে বাস, ট্রেন, ট্রাম এবং মেট্রোসহ গণপরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা। উদ্ভাবনী পরিবহন সমাধান যেমন বাইক-শেয়ারিং প্রোগ্রাম, কারপুলিং উদ্যোগ, এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন অবকাঠামো প্রবর্তন।
৪।	পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	কমিউনিটিগুলিতে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং আপগ্রেড করা। স্যানিটেশন উন্নত করতে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার এবং বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নির্মাণ।

৫।	বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়ন	গৃহস্থালি, ব্যবসা এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ এবং অনুন্নত এলাকায় বিদ্যুতের গ্রিড সম্প্রসারিত করা।
		জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে সৌর, বায়ু এবং পানিবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে প্রচার করা।
৬।	টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সংযোগ	ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সহজতর করতে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিস্তৃত করা।
		টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবাগুলির কভারেজ এবং গতি উন্নত করতে মোবাইল ফোন টাওয়ার এবং ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো ইনস্টল করা।
৭।	স্কুল নির্মাণ এবং শিক্ষাগত সুবিধা	শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার জন্য নতুন স্কুল, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি এবং শিক্ষাগত সুবিধা তৈরি করা।
		শিক্ষার জন্য বিল্ডিং মেরামত, ডেস্ক, চেয়ার এবং শিক্ষা উপকরণ স্থাপন সহ বিদ্যমান স্কুল অবকাঠামো উন্নত করা।
৮।	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং হাসপাতাল	স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি প্রসারিত করতে এবং স্বাস্থ্যসেবা ফলাফল উন্নত করতে নতুন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নির্মাণ।
		স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ এবং রোগীর যত্ন উন্নত করতে চিকিৎসা সরঞ্জাম, সরবরাহ এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি সজ্জিত করা।
৯।	আবাসন ও আশ্রয় প্রকল্প	গৃহহীন ব্যক্তি, স্বল্প আয়ের পরিবার এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন ইউনিট, আশ্রয়কেন্দ্র এবং ক্রান্তিকালীন আবাসন নির্মাণ।
		ব্যক্তি এবং পরিবারকে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল আবাসন নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য আবাসন সহায়তা, বন্ধকী ভর্তুকি এবং ভাড়া সহায়তা প্রদান।

১০।	কমিউনিটি সেন্টার এবং পাবলিক স্পেস	সামাজিক সংহতি, কমিউনিটির সম্পৃক্ততা, এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, বিনোদনমূলক সুবিধা, পার্ক এবং সবুজ স্থান স্থাপন করা।
		সমস্ত বয়সের লোকেদের জন্য একত্রিত হতে, যোগাযোগ করতে এবং বিনোদনমূলক এবং অবসর ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পাবলিক স্পেস তৈরি করা।
১১।	দুর্যোগ সহনশীলতা এবং মোকাবিলার উদ্যোগ	অবকাঠামোর সহনশীলতা জোরদার করার জন্য এবং ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও হারিকেনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত করার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।
		দুর্যোগের সময় কমিউনিটির নিরাপত্তা এবং মজল নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা, জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং সরিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি করা।
৪.২৭ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন		
১।	বনায়ন ও বনায়ন কর্মসূচি	বন উজাড় বা ক্ষয়প্রাপ্ত এলাকা পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ সংগঠিত করা।
		পুনঃবনায়ন প্রচেষ্টার নিমিত্ত নার্সারি এবং বীজ ব্যাংক স্থাপন করা।
২।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রকল্প	ল্যান্ডফিলের বর্জ্য কমাতে এবং সম্পদের দক্ষতা বাড়াতে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং কম্পোস্টিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
		বর্জ্য পৃথকীকরণ, সঠিক নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং পুনর্ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৩।	পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা	পানি-সংরক্ষণ কৌশল, যেমন বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, পানি-দক্ষ সেচ ব্যবস্থা, এবং খরা-প্রতিরোধী ফসলের প্রচার।

		মিঠা পানির উৎস রক্ষা, মাটির ক্ষয় রোধ এবং পানির গুণমান উন্নত করার জন্য ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
৪।	টেকসই কৃষি এবং কৃষি বনায়ন	জৈব কৃষি, কৃষি বনায়ন এবং সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার মতো টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা। মৃত্তিকা সংরক্ষণ, ফসল ঘূর্ণন, এবং পানি-দক্ষ সেচ কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান।
৫।	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাসস্থান পুনরুদ্ধার	বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল রক্ষার জন্য সংরক্ষিত এলাকা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত করিডোর স্থাপন করা। জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং প্রবাল প্রাচীরের মতো অবক্ষয়িত বাস্তুতন্ত্রের পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থান পুনরুদ্ধার প্রকল্প পরিচালনা করা।
৬।	নগর সবুজায়ন এবং টেকসই নগর	শহরে জীববৈচিত্র্য বাড়ানো এবং শহরে তাপ-দ্বীপের প্রভাব প্রশমিত করতে সবুজ অবকাঠামো, শহরে পার্ক এবং সবুজ স্থানের প্রচার করা। টেকসই নগর পরিকল্পনা চর্চাকে সমর্থন করা যা গণপরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ ভবন এবং পথচারী-বান্ধব পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়।
৪.২৮ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন		
১।	নবায়নযোগ্য শক্তি উদ্যোগ	সৌর, বায়ু, পানিবিদ্যুৎ এবং ভূ-তাপীয় শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলি গ্রহণের প্রচার করা। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং বিকেন্দ্রীভূত শক্তি সমাধানে সহায়তা করা।
২।	কার্বন ভারসাম্য রক্ষা এবং	পুনঃবনায়ন প্রকল্প, কার্বনকে কঠিন বা তরলে রূপান্তরের (carbon sequestration) নিমিত্ত প্রকল্প, এবং পরিছন্ন জ্বালানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে

	কার্বন নির্গমন হ্রাস প্রোগ্রাম	তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা।
		গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তি দক্ষতা ব্যবস্থা এবং সবুজ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।
৩।	জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি	জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপদের প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো, প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার উন্নয়ন।
		জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাদের সহনশীলতা এবং অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরি করা।
৪।	শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন কৌশলগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষামূলক কর্মসূচি, কর্মশালা, এবং জনসাধারণের প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করা।
		জলবায়ু সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যক্তিদের তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে পদক্ষেপ নিতে এবং জলবায়ু-বান্ধব নীতিগুলির পক্ষে সমর্থন করার জন্য ক্ষমতায়ন করা।
৪.২৯ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
১।	সংরক্ষিত এলাকা এবং সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্য, ইকোসিস্টেম পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা, জাতীয় উদ্যান এবং সামুদ্রিক অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
		সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে স্থানীয় কমিউনিটিকে জড়িত করা।
২।	টেকসই মৎস্যচাষ ও জলজ চাষ	সামুদ্রিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য টেকসই মাছ ধরার চর্চা, সামুদ্রিক সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল জলজ চাষের প্রচার।

		মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, এবং বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পন্থা সমর্থনকারী কার্যক্রম।
৩।	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং টেকসই বনায়ন	ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়ন করা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যগুলির ভারসাম্য বজায় রাখে। বন বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাগুলি বজায় রাখার জন্য টেকসই বনায়ন চর্চা, যেমন বাচাইকৃত পদ্ধতিতে কাঠ সংগ্রহ, পুনঃবনায়ন, এবং বন সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করা।
৪।	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা	বিশুদ্ধ পানিতে ন্যায়সঙ্গত অধিগম্যতা নিশ্চিত করতে, পানির গুণমান রক্ষা করতে এবং মিঠা পানির বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। জলের ঘাটতি এবং দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জলাশয় সুরক্ষা উদ্যোগ, নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, এবং পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচার করা।
৫।	বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ	বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প, বাসস্থান সংরক্ষণ উদ্যোগ, এবং অবক্ষয়িত ল্যান্ডস্কেপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতাকে উন্নত করার জন্য পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা। স্থানীয় কমিউনিটি, আদিবাসীদের, এবং অংশীজনদের বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত করা।
৪.৩০ দক্ষতা বৃদ্ধি		
১।	প্রক্রিয়া উন্নতির উদ্যোগ	সাংগঠনিক কর্মপ্রবাহ এবং ক্রিয়াকলাপে অদক্ষতা এবং বাধা চিহ্নিত করার জন্য প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ পরিচালনা করা।
২।	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	সময় ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক দক্ষতা, এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশলগুলির উপর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং কর্মশালা প্রদান করা।

		কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকায় তাদের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য পেশাদার বিকাশের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ	জ্বালানি সংরক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নতির সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য জ্বালানি নিরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করা। জ্বালানি-সামগ্রী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যেমন জ্বালানি-দক্ষ আলো ইনস্টল করা, HVAC সিস্টেম অপটিমাইজ করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
৪।	সাপ্লাই চেইন অপটিমাইজেশান	ইনভেন্টরি খরচ কমাতে, লিড টাইম কমাতে এবং সাপ্লাই চেইন সহনশীলতা বাড়াতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রসেস অপটিমাইজ করা। সরবরাহকারী, পরিবেশক, এবং সরবরাহকারী অংশীদারদের সাথে সমন্বয়, দৃশ্যমানতা, এবং সাপ্লাই চেইন জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করতে সহযোগিতা করা।
৪.৩১ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি		
১।	STEM শিক্ষা এবং আউটরিচ প্রোগ্রাম	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, এবং গণিত (STEM) শিক্ষা কার্যক্রম, কর্মশালা, এবং যুবকদের মধ্যে STEM শাখার প্রতি আগ্রহ ও আবেগকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরি সুবিধা, এবং STEM ক্ষেত্রে মেন্টরশিপের সুযোগ প্রদান করা।
২।	ডিজিটাল লিটারেসি এবং আইটি প্রশিক্ষণ	ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রোগ্রাম এবং আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স অফার করা। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সহজলভ্য করা।

৩।	গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগ	উদীয়মান প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, এবং আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করা।
		উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
৪।	ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	ওপেন সোর্স সফটওয়্যার প্রকল্প এবং প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখা যা সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং সহজলভ্য করে।
		ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বিকাশে স্বেচ্ছাসেবক এবং উৎসাহীদের জড়িত করার জন্য হ্যাকাথন, কোডিং ক্যাম্প এবং বিকাশকারী কমিউনিটির আয়োজন করা।
৫।	সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ	ব্যক্তি, সংস্থা এবং কমিউনিটির মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা হুমকি, এবং ঝুঁকি কমানোর কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
		ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম প্রদান করা।
৪.৩২ বৃত্তিমূলক কার্যক্রম		
১।	দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম	বিভিন্ন ব্যবসা এবং পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং সার্টিফিকেশন কোর্স অফার করা, যেমন কাঠমিস্ত্রি, বৈদ্যুতিক কাজ, ওয়েল্ডিং, মেরামত ইত্যাদি।
		ব্যবহারিক দক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ সুযোগ, এবং চাকরির সময় শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
২।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী	উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের পরামর্শদান, ব্যবসায়িক কোচিং, এবং তাদের নিজস্ব উদ্যোগ চালু করতে এবং বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

		ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বিপণন, অর্থ, এবং অপারেশন পরিচালনার মতো বিষয়গুলিতে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং সেমিনার অফার করা।
৩।	অস্থায়ী চাকরির সুযোগ এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং পরিষেবা	চাকরি প্রার্থীদের বিভিন্ন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য চাকরির নিয়োগ পরিষেবা, চাকরি মেলা, এবং নিয়োগের ইভেন্টগুলি সহজতর করা। কর্মজীবন কাউন্সেলিং প্রদান করা, লেখালেখির সাহায্য শুরু করা, এবং ব্যক্তিদের ক্যারিয়ারের বিকল্পগুলি অন্বেষণ করতে এবং চাকরির বাজারে নেভিগেট করতে সাহায্য করার জন্য ইন্টারভিউ প্রস্তুতি কর্মশালা।
৪।	কর্মশক্তি উন্নয়ন উদ্যোগ	কর্মশক্তির চাহিদা এবং শিল্পের প্রবণতাগুলির সাথে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি সারিবদ্ধ করতে নিয়োগকর্তা, শিল্প সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা। অংশীদারিত্ব এবং শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামগুলিকে উৎসাহিত করা যা শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে, উচ্চ-চাহিদা সেক্টরে সফল ক্যারিয়ারের জন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করে।
৫।	লাইফ স্কিল এবং সফট স্কিল ট্রেনিং	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, টিমওয়ার্ক, সমস্যা সমাধান এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়াতে জীবন দক্ষতা কর্মশালা এবং সফট স্কিল ট্রেনিং সেশন অফার করা। ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সফল হতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপের মতো সহায়তা পরিষেবা প্রদান করা।
৪.৩৩ সমাজকল্যাণ		
১।	কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী	স্থানীয় চাহিদা মোকাবেলা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার সহলভ্যতা, এবং শিক্ষা উদ্যোগ।

		অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে, সম্পদ বরাদ্দ করতে এবং টেকসই সমাধান বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সদস্যদের জড়িত করা।
২।	দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ	খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, আর্থিক সহায়তা এবং জীবিকা সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি এবং পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরির নিয়োগ পরিষেবা এবং ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	গৃহহীন আশ্রয় এবং সহায়তা পরিষেবা	গৃহহীনদের অস্থায়ী বাসস্থান, খাবার এবং সহায়ক পরিষেবা প্রদানের জন্য গৃহহীন আশ্রয়কেন্দ্র এবং ট্রানজিশনাল হাউজিং সুবিধা পরিচালনা করা। গৃহহীন ব্যক্তিদের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোতে অধিগম্যতা সহায়তা করার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট, কাউন্সেলিং এবং সামাজিক পরিষেবাগুলিতে রেফারেল প্রদান করা।
৪।	দুর্যোগ ভ্রাণ এবং মানবিক সহায়তা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক সংকট, এবং জরুরী ভ্রাণ সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তা, এবং ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য আশ্রয় প্রদান করে জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া। স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা, সরবরাহের সমন্বয় করা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সময়মত এবং কার্যকর দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টা প্রদানের জন্য সহযোগিতা করা।
৫।	মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সমর্থন	শিক্ষা প্রচারাভিযান, সহায়তা গোষ্ঠী এবং সংকট হটলাইনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, কলঙ্ক হ্রাস, এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের প্রচার করা।

		মানসিক অসুস্থতা, ট্রমা, বা মানসিক যন্ত্রণার সাথে লড়াই করা ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং, থেরাপি, এবং মানসিক যত্ন প্রদান করা।
৪.৩৪ গবেষণা কার্যক্রম		
১।	বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন	জ্ঞান প্রসারিত করতে, জটিল সমস্যার সমাধান করতে এবং স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং পরিবেশ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন চালানোর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনা করা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে এগিয়ে নিতে এবং গবেষণার ফলাফলগুলিকে ব্যবহারিক প্রয়োগে অনুবাদ করতে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
২।	স্বাস্থ্য গবেষণা এবং মহামারী ও অতিমারী সংক্রান্ত গবেষণা	গবেষণা, নজরদারি সিস্টেম, এবং ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সমস্যা, রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং মহামারী ও অতিমারী সংক্রান্ত প্রবণতা তদন্ত করা। রোগের প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং চিকিৎসা উন্নত করতে ক্লিনিকাল ট্রায়াল, জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ, এবং স্বাস্থ্য আচরণ গবেষণা পরিচালনা করা।
৩।	সামাজিক বিজ্ঞান এবং নীতি গবেষণা	নীতি সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও অন্যান্য সামাজিক ইন্টারভেনসন্সসমূহ জানাতে গুণগত এবং পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা পরীক্ষা করা। জনমত, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সামাজিক সমস্যা এবং নীতি অগ্রাধিকারের সাথে সম্পর্কিত আচরণের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ পরিচালনা করা।
৪।	পরিবেশগত অধ্যয়ন এবং সাসটেইনেবলিটি গবেষণা	আন্তঃবিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি (interdisciplinary research approaches), মডেলিং কৌশল এবং দূরবর্তী অনুধাবন প্রযুক্তির (remote sensing

		technologies) মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব, প্রতিবেশগত প্রবণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গতিবিধি মূল্যায়ন করা।
		সংরক্ষণ কৌশল এবং টেকসই উন্নয়ন নীতি অবহিত করার জন্য জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করা।
৫।	শিক্ষা গবেষণা এবং শিক্ষাদান অধ্যয়ন	শিক্ষা ও শিক্ষাদান বিষয়ক যেকোনো প্রকারের গবেষণা ও অধ্যয়ন।
৬।	প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন অধ্যয়ন	প্রযুক্তি মূল্যায়ন, দূরদর্শিতা বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা পূর্বাভাসের মাধ্যমে উদীয়মান প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রবণতা এবং আমূল পরিবর্তনকারী উদ্ভাবনগুলি অনুসন্ধান করা।
		দায়িত্বশীল উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সামাজিক, নৈতিক এবং নীতিগত প্রভাব পরীক্ষা করা।
৭।	নীতি বিশ্লেষণ এবং অ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত গবেষণা	জননীতি, আইনী কাঠামো এবং শাসন কাঠামো বিশ্লেষণ করে তাদের কার্যকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা।
		কর সংক্রান্ত গবেষণা ও করশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		নীতি সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে প্রমাণ-ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযানে অংশীজন, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাকে জড়িত করা বা নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ।
৪.৩৫ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষা		
১।	সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং প্রচার	বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং ভাষা উদযাপনের জন্য সাংস্কৃতিক উৎসব, শিল্প প্রদর্শনী, এবং ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

		ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণের জন্য মৌখিক ইতিহাস, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন নথিভুক্ত করা।
২।	কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন উদ্যোগগুলিকে সহজতর করা যা নৃ-গোষ্ঠীগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা জোরদার করার জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং নেতৃত্বের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করা।
৩।	মানবাধিকার অ্যাডভোকেসি এবং আইনি সহায়তা	আইনগত ওকালতি, নীতি গবেষণা, এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধিকার, নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার, এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার জন্য সমর্থন করা। বৈষম্য, বাস্তবচ্যুতি, বা জমি দখলের সম্মুখীন নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে আইনি সহায়তা, প্রতিনিধিত্ব এবং ওকালতি সহায়তা প্রদান।
৪।	ভূমির অধিকার	আইনি সংস্কার, ভূমি সীমানা নির্ধারণ এবং কমিউনিটি ম্যাপিং উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী এবং নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য ভূমির মেয়াদের অধিকার এবং জমির শিরোনাম সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা। ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার এবং অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রথাগত ভূমি শাসন ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক ভূমি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ভূমি শাসন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা।
৫।	শিক্ষা এবং ভাষা পুনরুজ্জীবন	মাতৃভাষা শিক্ষা, দ্বিভাষিক সাক্ষরতা কর্মসূচি, এবং আদিবাসী ভাষা এবং জ্ঞান ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সাংস্কৃতিক শিক্ষার উদ্যোগের প্রচার।

		জাতিগত পরিচয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক স্কুল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এবং ভাষা নিমজ্জন কর্মসূচি (language immersion programs) প্রতিষ্ঠা করা।
৬।	স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক পরিষেবা	প্রত্যন্ত বা অপ্রত্যাশিত এলাকায় বসবাসকারী নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা উন্নত করা। স্বাস্থ্যের বৈষম্য দূর করতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পুষ্টি কর্মসূচি, বিশুদ্ধ পানি প্রকল্প এবং স্যানিটেশন সুবিধা সহ সামাজিক পরিষেবা প্রদান করা।
৪.৩৬ বিবিধ		
১।	বিবিধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময় সময় স্বীকৃত অন্যান্য সাধারণ গণ-উপযোগসমূহের উন্নতি ও প্রসারকল্পে গৃহীত কার্যাদি।

৬.৯.৭ দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহ-সম্পত্তি হতে গৃহীত ভাড়া আয় কি করমুক্ত?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা (১১) নিম্নরূপ, যথা:

“(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লেখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।”

অর্থাৎ কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান গৃহ-সম্পত্তি হতে কোনো ভাড়া আয় প্রাপ্ত হলে তা উক্ত দফা ১১-তে উল্লেখিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। তবে, এরূপ অব্যাহতি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৬.১০ “ফাইন্যান্স কোম্পানি” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৫৭ক) সংযোজনের মাধ্যমে “ফাইন্যান্স কোম্পানি” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “ফাইন্যান্স কোম্পানি” অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি।

আয়কর আইন, ২০২৩ এ পূর্বে ব্যবহৃত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” শব্দগুলোর পরিবর্তে এখন হতে “ফাইন্যান্স কোম্পানি” শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।

৬.১১ “লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) তে উল্লেখিত “প্রাইভেট” শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে এবং শর্তাংশ (ই) তে উল্লেখিত “উপ-দফা (ঙ)” শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-দফা (ছ)” শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত সংশোধনীর পূর্বে ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) নিম্নরূপ ছিলো, যথা:-

“(ছ) কোনো প্রাইভেট কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,”

উক্ত সংশোধনীর ফলে ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) নিম্নরূপ হলো, যথা:-

“(ছ) কোনো কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক, অথবা এইরূপ কোনো

শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,”

অর্থাৎ, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কোনো কোম্পানি, তার ধরণ নির্বিশেষে, তার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হতে কোনো শেয়ারহোল্ডারকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, অথবা কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ বলে গণ্য হবে।

ধারা ২ এর দফা (৮১) এর শর্তাংশ (ই) তে উল্লেখিত “উপ-দফা (ঙ)” শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-দফা (ছ)” প্রতিস্থাপনের ফলে শর্তাংশ (ই) নিম্নরূপ হলো, যথা:-

“(ই) কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানি কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং উপ-দফা (ছ) এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যাহার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে ততটুকু;”

উদাহরণ ৩

জনাব অলোক ধুব কোম্পানি ‘ক’ এর একজন শেয়ারহোল্ডার। ২০২০-২০২১ আয়বর্ষে তিনি কোম্পানি ‘ক’ হতে ১ (এক) কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ২০২১-২০২২ করবর্ষে তার কর নির্ধারণকালে উক্ত ১ (এক) কোটি টাকা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) অনুযায়ী লভ্যাংশ হিসাবে করারোপিত হয়েছিল। জনাব ধুব ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘ক’ হতে ২ (দুই) কোটি টাকার লভ্যাংশ প্রাপ্ত হন। কোম্পানি ‘ক’ উক্ত ২ কোটি টাকার লভ্যাংশের সাথে জনাব ধুব কর্তৃক গৃহীত ঋণ ১ কোটি টাকার সমন্বয় করে এবং বাকী ১ কোটি টাকা জনাব ধুবকে পরিশোধ করে। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে যদিও জনাব ধুব ২ কোটি টাকার লভ্যাংশ প্রাপ্ত হন, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর শর্তাংশ (ই) অনুযায়ী কেবল ১ কোটি টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.১২ “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮৯ক) সংযোজনের মাধ্যমে “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “স্বীকৃত করদায়” অর্থ দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন এর ভিত্তিতে, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৭৩, ১৭৪ বা ১৮১ অনুযায়ী পরিগণিত প্রদেয় আয়কর দায়।

স্বীকৃত করদায়ের সংজ্ঞা সংযোজনের ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন ফোরামে এতদসম্পর্কিত আর কোনো অস্পষ্টতা তৈরীর সুযোগ নেই।

উদাহরণ ৪

জনাব নাজমা পারভিন ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ৩০,০০,০০০ টাকা কর পরিশোধ পূর্বক করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করেন। পরবর্তীকালে ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেসের সময় উপকর কমিশনার পর্যবেক্ষণ করেন যে, করদাতা ১৭৩ ধারা অনুযায়ী কর পরিশোধ করেছেন। করদাতার জন্য কর পরিশোধের ধারা হচ্ছে ১৭৪। উপ-কর কমিশনার অতিরিক্ত ৫,০০,০০০ টাকা রিটার্ন প্রসেসের মাধ্যমে করদাবী সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে, ৩৫,০০,০০০ টাকা স্বীকৃত করদায় হিসাবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ৫

মিজ তপমিতা চন্দ তনুশা ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ২৫,০০,০০০ টাকা কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করেন। তিনি ধারা ১৬৯ এর সকল বিধিবিধান পরিপালন করেন। মিজ তপমিতা চন্দ তনুশা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত ব্যাংক বিবরণীর জমার প্রেক্ষিতে উপ-কর কমিশনার ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেস পূর্বক অতিরিক্ত ১,৮০,০০০ টাকার দাবী নামা প্রেরণ করেন। উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কৃত ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেস সঠিক হয়নি বিধায় অতিরিক্ত অংক স্বীকৃত করদায় হিসাবে গণ্য হবে না।

৭। আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত দুটি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে, যথা:-

- ক। “অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী এবং “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “যুগ্মপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- খ। উপপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং সহকারী পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) কে আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত করা হয়েছে।

৮। আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ৫ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫ সংশোধন পূর্বক এতে উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ আয়কর আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত কোনো কর্মকর্তাকে তার বিদ্যমান পদের অব্যবহিত উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়িত হলে তিনি উক্তরূপ উচ্চতর পদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। এই বিধানের মাধ্যমে পদায়ন সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধানের একটি সাধারণ নিয়মকে আয়কর আইনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করে এর প্রয়োগ আরও সুস্পষ্ট করা হলো।

৯। ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ দ্বারা-

ক। তার নিজের কোনো ক্ষমতা অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে;

খ। কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।

কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, তার কোনো ক্ষমতা তার অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।

১০। বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ সংক্রান্ত ধারা ১০ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০ এ একটি আয়কর কর্তৃপক্ষ নামের পূর্বে “যুগ্ম” শব্দটি করণিক ভুল হিসাবে উল্লেখ করা ছিল। এই ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে এই শব্দটি বিলোপ করা হয়।

১১। কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৩ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে, যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করার বিধান ছিল। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে কেবল বোর্ডের সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা যাবে।

১২। আয় একীভূতকরণ সংক্রান্ত ধারা ৩১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী আয় ফার্মের অংশীদারগণ বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়ে ধারা ১৮৭ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে একীভূত করতে হবে।

১৩। ভাড়া হতে আয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায় এর পরিবর্তে নূতন তৃতীয় অধ্যায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভাড়া হতে আয় পরিগণনার সম্পূর্ণ নূতন একটি ভিত্তি রচনা করা হয়েছে।

১৩.১ ভাড়া হইতে আয় কী?

নূতন প্রবর্তিত ধারা ৩৬ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত মোট ভাড়ামূল্য হতে অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বমোট

অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে উক্ত সম্পত্তি হতে উক্ত ব্যক্তির ভাড়া হইতে আয়।

১৩.২ সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয়-ই কী “ভাড়া হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত হবে?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত যেকোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় “ভাড়া হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

- ১। হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ভাড়া আয় ব্যবসা আয় হিসাবে পরিগণনা করতে হবে;
- ২। কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ উক্ত ব্যক্তির নিজের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে বা তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা প্রযোজ্য হবে না।

১৩.৩ সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয় কি একই নিয়মে পরিগণনা করতে হবে?

ভাড়া হইতে আয়-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:

- ক। গৃহসম্পত্তি ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত ভাড়া আয়; এবং
- খ। গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত ভাড়া আয়।

১৩.৪ “ভাড়া প্রদান” কী?

এখানে, “ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানকে বুঝাবে।

তবে, নিজের মালিকানাধীন হোক বা না হোক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান ভাড়া হইতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ এ সকল ভাড়া প্রদান এ সকল ব্যক্তির জন্য ব্যবসা হইতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩.৫ “গৃহসম্পত্তি” কী?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫ এ গৃহসম্পত্তিকে নিম্নবর্ণিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যথা:-

“গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা-

(ক) আসবাবপত্র, ফিস্কার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

তবে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) কোনো ভবন যা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।

১৩.৫ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি কী?

গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বলতে ভাড়া প্রদান করা যায় এমন জমি, আসবাবপত্র, ফিস্কার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আজিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ বুঝাবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা: -

(অ) কোনো ভবন যা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।

১৩.৬ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় তা, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

- গ = গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,
- ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত,
- ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,
- চ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

১৩.৬ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

- (ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;
- (খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;
- (গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;
- (ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে:
- তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না;
- (ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অংক, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে)
(১)	(২)	(৩)
১।	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

তবে, বিয়োজন অনুমোদন বা দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে;

(আ) কোনো গৃহসম্পত্তি কোনো আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হলে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

উদাহরণ ৬

জনাব অনুপম চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় একটি পাঁচতলা বাড়ির মালিক। তার বাড়ি ভাড়া আয়ের বিস্তারিত নিম্নরূপ, যথা:-

- ক। বাড়ির প্রতি ফ্লোরে ২ টি করে মোট ১০ টি অ্যাপার্টমেন্ট। ১ টি অ্যাপার্টমেন্টে তিনি ও অন্য দুটিতে তার ২ ভাই বসবাস করেন। ভাইদের সাথে তিনি কোনো প্রকারের ভাড়া চুক্তি করেননি।
- খ। ১ টি অ্যাপার্টমেন্ট তিনি তার নিজের ব্যবসার কাজে ব্যবহার করেন।
- গ। বাদ বাকি অ্যাপার্টমেন্টগুলো তিনি বিভিন্ন পরিবারকে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভাড়া প্রদান করেন। তার মধ্যে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট দুই মাস খালি থাকে। খালির সমর্থনে বিদ্যুৎ বিল রয়েছে।
- ঘ। চুক্তিপত্র অনুযায়ী তার বাড়ির প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ২০,০০০ টাকা। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া চুক্তির সময় তিনি সমান্তরাল আরো কয়েকটি চুক্তি করেন। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি মূলে প্রতিমাসে ৬,০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ চুক্তি মূলে প্রতিমাসে ৪,০০০ টাকা করে তিনি প্রাপ্ত হন।
- ঙ। তার প্রতিটি ফ্ল্যাটের বার্ষিকমূল্য ৩,৬০,০০০ টাকা।

চ। ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে তিনি তিন জনের নিকট হতে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা করে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,৫০,০০০ এবং ১,০০,০০০ টাকা করে অসমন্বয়যোগ্য নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করেন।

ছ। ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি তিন জনের নিকট হতে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা করে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,৫০,০০০ এবং ১,০০,০০০ টাকা করে অসমন্বয়যোগ্য নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করেন।

উক্ত বাড়ির প্রয়োজনে ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি নিম্নবর্ণিত ব্যায়াদি নির্বাহ করেন, যথা:-

অ। বীমা প্রিমিয়াম ১০,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন কর ৫০,০০০ টাকা;

আ। সংশ্লিষ্ট বৎসরে গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ উদ্ভূত হয় ১,২০,০০০ টাকা যার মধ্যে ১,০০,০০০ টাকা পরিশোধিত;

ই। বাড়ি ভাড়া আয় শুরুর পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ বাড়ি নির্মাণকালীন সময়ে গৃহীত ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ ব্যয় মোট ৪,৫০,০০০ টাকা।

করদাতার ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের আয় নির্ধারণ করতে হবে।

গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি:

ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় তা, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

চ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

এখানে, প্রথমে খ নির্ধারণ করতে হবে।

খ নির্ধারণ:

জনাব অনুপমের আয়ের বিবরণী হতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়, যথা:-

- ১। চুক্তি মোতাবেক ৬ টি অ্যাপার্টমেন্ট হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ = $৬ \times ১২ \times ২০,০০০$ বা ১৪,৪০,০০০ টাকা
- ২। উক্ত ৬টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য = $৬ \times ৩,৬০,০০০$ বা ২১,৬০,০০ টাকা;
- ৩। উক্ত ৬টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য অর্জিত ভাড়ার পরিমাণের অধিক বলে ভাড়ামূল্য হবে ২১,৬০,০০০ টাকা;
- ৪। দুই ভাইকে দেয়া ২টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য = $২ \times ৩,৬০,০০০$ বা ৭,২০,০০০ টাকা;
- ৫। ১ টি অ্যাপার্টমেন্ট নিজ বসবাস ও ১ টি নিজ ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় এগুলোর বার্ষিক মূল্য মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অর্থাৎ ৮টি অ্যাপার্টমেন্টের মোট অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য- যেটি বেশি, খ = $২১,৬০,০০ + ৭,২০,০০০$ বা ২৮,৮০,০০০ টাকা;

গ নির্ধারণ:

গ হচ্ছে উক্ত আয়বর্ষে যতটুকু অগ্রিম সমন্বয় হয়েছে তার পরিমাণ। এখানে খ নির্ধারণকালে যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী ধার্যকৃত ভাড়া এবং বার্ষিক মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে সেহেতু গ পুনর্বার বিবেচনার সুযোগ নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গ = ০ হবে।

তবে, খ নির্ধারণকালে যদি অগ্রিম সমন্বিত ভাড়া আয় নেয়া হতো (অর্থাৎ প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা বিবেচনা করা হতো) এবং কোনো বার্ষিকমূল্য নির্ধারণ করা না হতো, কেবল সেক্ষেত্রেই এখানে গ = $৬ \times ১২ \times ১০,০০০$ বা ৭,২০,০০০ হতো।

ঘ নির্ধারণ:

ঘ হচ্ছে উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত অংক। এখানে জনাব অনুপম এরূপ কোনো সুবিধার বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হন না। সুতরাং ঘ = ০ হবে।

ঙ নির্ধারণ:

ঙ হচ্ছে গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ। এখানে দেখা যায়, জনাব অনুপম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তিমূলে প্রতিমাসে ৬,০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ চুক্তিমূলে প্রতিমাসে ৪,০০০ টাকা করে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রতিমাসে তিনি প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট হতে ২০,০০০ টাকার অতিরিক্ত আরো ৬,০০০ + ৪,০০০ বা ১০,০০০ টাকা করে প্রাপ্ত হয়েছেন। সে হিসাবে জনাব অনুপমের অর্জিত ভাড়ায় ৬ টি অ্যাপার্টমেন্টের বিপরীতে ৬ × ১২ × ১০,০০০ বা ৭,২০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য ৩,৬০,০০০ টাকা বিবেচনা করা হয়েছে এবং যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল অর্থের বার্ষিক পরিমাণ ১২ × (১০,০০০ + ২০,০০০) বা ৩,৬০,০০০ টাকা, সেহেতু এখানে অতিরিক্ত কোনো অর্থ ঙ হিসাবে নির্ধারণের সুযোগ নেই। অর্থাৎ, ঙ = ০ হবে।

এখানে উল্লেখ্য, খ নির্ধারণকালে বার্ষিক মূল্য বিবেচনা না করা হলে এখানে ঙ = ৬ × ১২ × ১০,০০০ বা ৭,২০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত হতো।

চ নির্ধারণ:

চ হচ্ছে শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদিত হবে। এখানে দেখা যায়, জনাব অনুপমের অ্যাপার্টমেন্ট খালির সমর্থনে বিদ্যুৎ বিলের কপি রয়েছে। ফলে চ = ২ × ২ × ৩০,০০০ বা ১,২০,০০০ টাকা।

সুতরাং গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য, ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ বা (২৮,৮০,০০০ + ০ + ০ + ০) - ১,২০,০০০ বা ২৭,৬০,০০০ টাকা।

তবে, যেহেতু ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আইনী বিধানের ফলে করদাতা কর্তৃক গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম পুরোটাই করারোপিত হয়েছিল সেহেতু ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ভাড়া হতে অর্জিত আয় পরিগণনায় এ বছরের জন্য সমন্বয়যোগ্য অংক বাদ দিতে হবে অর্থাৎ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হবে ২৭,৬০,০০০ - (৩ × ১২ × ১০,০০০) বা ২৪,০০,০০০ টাকা।

এখানে উল্লেখ্য, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী একবার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে করারোপিত হলে তা পুনর্বার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য মোট ব্যয়াদি নির্ধারণ:

ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জনাব অনুপমের নিম্নবর্ণিত ব্যয়াদি অনুমোদিত হবে, যথা:-

- ১। বীমা প্রিমিয়াম ও সিটি কর্পোরেশন কর বাবদ (১০,০০০ + ৫০,০০০) বা ৬০,০০০ টাকা;
- ২। পরিশোধিত সুদের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা;
- ৩। ভাড়াপূর্ব সময়ে পরিশোধিত সুদের তিন ভাগের এক ভাগ বা ১,৫০,০০০ টাকা;
- ৪। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন মোট ভাড়া মূল্যের ২৫% বা ২৪,০০,০০০ × ২৫% বা ৬,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ ভাড়ামূল্যের বিপরীতে অনুমোদনযোগ্য মোট বিয়োজনের পরিমাণ ৬,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ১,০০,০০০ + ১,৫০,০০০ বা ৯,১০,০০০ টাকা

সুতরাং, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব অনুপমের ভাড়া হইতে মোট আয় = ২৪,০০,০০০ – ৯,১০,০০০ টাকা বা ১৪,৯০,০০০ টাকা।

এখানে আরো উল্লেখ্য, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন মোট ভাড়া মূল্যের ২৫% বা ৬,০০,০০০ টাকার কোনো অংশ অব্যয়িত দাবী করলে তা ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

১৩.৭ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় সেটি, যথা:-

(অ) সম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত সম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

ঘ = অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির ব্যবহার হতে অর্জিত আয় এবং সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত।

১৩.৮ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা:-

- (ক) ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত হয়;
- (খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হলে।

১৩.৯ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কোনো বিয়োজন দাবী করতে হলে বা অনুমোদিত হতে হলে তা কি অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে হতে হবে?

হ্যাঁ। সকল ব্যয় অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। তবে, কেবল তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী দাবীকৃত বিয়োজনসমূহ এর বাহিরে থাকবে।

১৩.১০ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা কিভাবে করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলে দাবি করলে, তা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

আবার, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে বিয়োজন দাবীকালে বা অনুমোদনকালে যদি ধারা ৪৯-৫৫ এ উল্লেখিত সীমা ও শর্তে অননুমোদিত হয় তবে তা ধারা ৫৬ তে উল্লেখিত সীমা ও শর্ত অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৩.১১ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় কী কী বিয়োজন অনুমোদিত হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হবে না।

১৩.১২ বিশেষ ভাড়া হইতে আয়ের করহার কী হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় সাধারণ করহারে করারোপিত হবে।

১৪। ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৬ সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

- (ক) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এর সারণীর (২) নং কলামের “ক্রয়লব্ধ অর্থ” শিরোনামের পরিবর্তে “বিক্রয়লব্ধ অর্থ” শিরোনামটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে করণিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়।
- (খ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত “প্রাপ্ত অর্থ” শব্দগুলোর পর “বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ” শব্দগুলো সংযোজন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণীতে বর্ণিত ক বলতে পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বা বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বুঝাবে।
- (গ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৭) বিলোপ করা হয়। এর ফলে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কোনো প্রকারের প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বিয়োজনের আর সুযোগ থাকল না।

১৪.১ ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কি কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা-ই বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে বা অনুমোদিত হবে?

হ্যাঁ। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কেবল পরিশোধিত (paid) সুদ বা মুনাফা-ই বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে বা অনুমোদিত হবে। কোনো প্রকারের প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফা বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে না বা অনুমোদিত হবে না।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এর বিলুপ্ত উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী যদি কোনো আয়বর্ষে ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনাকালে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং যে আয়বর্ষে বিয়োজন অনুমোদিত হয়েছে তা শেষ হবার পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তবে তা উক্ত ৩ বছর শেষ হবার পরের বছর অর্থাৎ চতুর্থ বছরে যতটুকু অপরিশোধিত থাকবে ততটুকু করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হতো।

অপরদিকে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হলে (only paid amount) তা ব্যবসায়িক ব্যয়

হিসাবে অনুমোদিত হবে। অর্থাৎ কেবল পরিশোধকৃত সুদ বা মুনাফা-ই ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর এই দুটি বিধানের সহাবস্থানের কারণে প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফাও ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হতো। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৭) বিলোপ করার ফলে কেবল ধারা ৫২ এর বিধানানুযায়ী সুদ ব্যয় বিয়োজিত হবে। অর্থাৎ কেবল পরিশোধকৃত সুদ বা মুনাফা-ই ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

উদাহরণ ৭

জনাব তারেকের ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে ১ কোটি টাকার প্রদেয় সুদ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছিল। ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি উক্ত ১ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে উক্ত ১ কোটি টাকা পুনরায় পরিশোধিত সুদ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে কিনা? না। হবে না।

১৪.২ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে (payable) সুদ বা মুনাফা বিয়োজন অননুমোদন কি এই ধারার লঙ্ঘন হবে না?

না। হবে না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে IAS, IFRS ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে এবং ধারা ৭৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলকালে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং IAS, IFRS ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, IAS বা IFRS অনুযায়ী পরিগণনাকৃত আয়ের উপর কর পরিশোধ করা যাবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানানুযায়ী পরিগণনাকৃত আয়ের উপর-ই আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং কর নির্ধারণকালে কেবল আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যায়াদি বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে।

১৫। ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৯ সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৯ এর দফা (প) এর পরিবর্তে নূতন দফা (প) প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রতিস্থাপিত দফা (প) অনুযায়ী শ্রম আইন,

২০০৬ এর ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদেয় অর্থ যা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নয় ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে। প্রতিস্থাপনের পূর্বে এ সকল তহবিলে কেবল পরিশোধিত অর্থ-ই বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হতো।

১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এর দফা (থ), (ধ) ও (প) তে সংশোধনী আনীত হয়।

১৬.১ ধারা ৫৫ এর দফা (থ) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (থ) অনুযায়ী যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (থ) অনুযায়ী কোনো বিয়োজন বা কোনো দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট কোনো বিয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হবে।

১৬.২ ধারা ৫৫ এর দফা (ধ) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (ধ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হতো। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আজিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান ছিল। সংশোধিত দফা (ধ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হবে। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিসম্পদের জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান করা হয়েছে।

১৬.৩ ধারা ৫৫ এর দফা (প) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (প) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (প) অনুযায়ী এই আইনে অনুমোদন গ্রহণের বিধান রয়েছে কিন্তু অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি এরূপ কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অননুমোদিত হবে। এটি পূর্বের বিধানের একটি স্পষ্টীকরণ মাত্র।

১৭। বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “দফা (ধ)” শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “দফা (ঘ)-(ঞ), (থ), (ধ) এবং (ন)”

শব্দগুলো, বর্ণগুণি, চিহ্নগুণি ও বন্ধনীগুণি প্রতিস্থাপন করা হয়। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ঘ) হতে (ঞ) এবং দফা (খ), (ধ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হবে। সংশোধনীর পূর্বে কেবল দফা (ধ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হতো।

উদাহরণ ৮

চ লিঃ কোম্পানি খাদ্য উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২৩ হইতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৬০,০০,০০,০০০ টাকা এবং করপূর্ব মুনাফা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। করদাতা কাঁচামাল ক্রয় বাবদ দুটি লেনদেন ব্যতীত অন্য সকল লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। এছাড়াও করদাতার নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করেন:

- ১। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব রহিমকে ৫,০০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়;
- ২। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ দেওয়া হয়:
 - (অ) কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত একটি বাসভবন যার বার্ষিক মূল্য ১৮,০০,০০০ টাকা, এবং আবাসন ভাড়া বাবদ কোম্পানিকে প্রধান নির্বাহী পরিশোধ করেন বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা;
 - (আ) চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসিক ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
 - (ই) বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
 - (ঈ) যাতায়াত ভাতা হিসাবে ১,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
 - (উ) ইনসেন্টিভ বোনাস হিসাবে ১২,০০,০০০ প্রদান করা হয়;
- ৩। রয়্যালটি ফি বাবদ ৭০,০০,০০০ টাকা খরচ হিসাবে দাবী করা হয়;
- ৪। উক্ত বছরে কোম্পানির ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় ৮০,০০,০০০ টাকা;
- ৫। বিদেশ ভ্রমণ বাবদ ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা, যথাযথ নথি সংরক্ষণ করা হয়নি;
- ৬। আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে ১৫,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে;
- ৭। ফ্রী স্যাম্পল হিসাবে ৬,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে;
- ৮। প্রচারণামূলক ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, যা বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত নয়;
- ৯। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা করে দুটি নগদ লেনদেন করা হয়;
- ১০। ৫,০০,০০০ টাকায় ৫০ টি চেয়ার কিনে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখানো হয়;
- ১১। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান ৫০,০০০ টাকা, যা ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সহিত সম্পর্কিত নয়;

- ১২। Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা দেখানো হয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বিয়োগ করা হয় ২০০,০০০ টাকা; প্রকৃত লিজ বাবদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৯০০,০০০ টাকা;
- ১৩। পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss) দেখায় ৫,০০,০০০ টাকা;
- ১৪। অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা;
- ১৫। উক্ত বছরে তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:
- (অ) মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ও অনগদায়িত ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০,০০,০০০ এবং ২০,০০,০০০ টাকা;
- (আ) বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা;
- ১৬। হিসাব বইতে অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৩০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অননুমোদিত অবচয় ভাতা ৪০,০০,০০০ টাকা;
- ১৭। উক্ত আয়বর্ষে সুদ ব্যয় হিসাবে দাবীকৃত খরচ ১০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা সুদ পরিশোধিত করা হয়েছিল।

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

চ লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫,০০,০০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
রয়্যালটি ফি	৭০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ	৫০,০০,০০০	
আপ্যায়ন	১৫,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয়	৫,০০,০০০	
সুদ ব্যয়- টাকা ১১	১০,০০,০০০	

Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা	১০,০০,০০০	
Right of Use asset বাবদ সুদ খরচ	২,০০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত ক্ষতি- টীকা ৯	<u>৬০,০০,০০০</u>	
		<u>৩,৩৮,০০,০০০</u>
		৮,৩৮,০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
রয়্যালটি ফি - টীকা ১	৫০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টীকা ২	৫০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ – টীকা ৩	৩০,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল - টীকা ৪	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয় - টীকা ৫	৫,০০,০০০	
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি – টীকা ৯	১০,০০,০০০	
সুদ ব্যয়- টীকা ১১	৫,০০,০০০	
লিজ বাবদ প্রদান	৯,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা	<u>৪০,০০,০০০</u>	
		<u>২,০৫,০০,০০০</u>
		৬,৩৩,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারানুযায়ী অননুমোদিত অন্যান্য ব্যয়		
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
চেয়ার ক্রয় – টীকা ৮	৫,০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টীকা ৬	২৫,৪০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টীকা ৭	১৫,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss)	৫,০০,০০০	

অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫,০০,০০০	
		৬০,৯০,০০০
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পূর্ব ব্যবসা হইতে আয়		৬,৯৩,৯০,০০০
বাদ: অননুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়- টাকা ১০		(১৪,০৭,৮০০)
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পরবর্তী ব্যবসা হইতে আয়		৬,৭৯,৮২,২০০
বাদ: ধারা ৫৬ (বিশেষ ব্যবসায় আয় পরিগণনা)		
চেয়ার ফ্রয় - টাকা ৮	৫,০০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টাকা ৭	১৫,০০,০০০	
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫,০০,০০০	৩০,৫০,০০০
ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়		৬,৪৯,৩২,২০০
বিশেষ ব্যবসায় আয়		৩০,৫০,০০০
টাকা ১: অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি নির্ধারণ		
দাবীকৃত রয়্যালটি ফি বাবদ খরচ		৭০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৫,০০,০০,০০০ x ১০%)		৫০,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঙ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য; এটি সন্দেহাতীতভাবে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% এবং কোনোভাবেই কর পরবর্তী মুনাফার ১০% নয়।]		
অননুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৭০,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০)		২০,০০,০০০
টাকা ২: অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় নির্ধারণ		
দাবীকৃত ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়		৮০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৫,০০,০০,০০০ x ১০%)		৫০,০০,০০০

[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৮০,০০,০০০ – ৫০,০০,০০০)	৩০,০০,০০০
টীকা ৩: অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়	৫০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%)	৩০,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ছ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৫০,০০,০০০ - ৩০,০০,০০০)	২০,০০,০০০
টীকা ৪: অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	৬,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.২৫%) = ১৫,০০,০০০	৬,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঝ)(আ)(৩) অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	০
টীকা ৫: অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত প্রচারণামূলক ব্যয়	৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) = ৩০,০০,০০০	৫,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঞ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয়	০

টীকা ৬: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট ব্যয় নির্ধারণ		
বাড়ি ভাড়া (১৮,০০,০০০ – ২,৪০,০০০)	১৫,৬০,০০০	
চিকিৎসা ভাতা (৩০,০০০ x ১২)	৩,৬০,০০০	
বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা	৩,০০,০০০	
যাতায়াত ভাতা	১,২০,০০০	
ইনসেন্টিভ বোনাস	১২,০০,০০০	
		৩৫,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট [ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক অনুমোদনযোগ্য]		(১০,০০,০০০)
অননুমোদনযোগ্য পারকুইজিট		২৫,৪০,০০০
টীকা ৭: কাঁচামাল বাবদ নগদ পরিশোধ		
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ		২০,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ড) অনুযায়ী কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক]		
অননুমোদনযোগ্য ব্যয় = ২০,০০,০০০ – ৫,০০,০০০		১৫,০০,০০০
টীকা ৮: চেয়ার ক্রয়		
অননুমোদনযোগ্য		৫,০০,০০০
অ্যামর্টাইজেশন টীকা ৫০,০০০ পরবর্তী বছর থেকে ১০% হারে অনুমোদনযোগ্য হইবে।		
অনুমোদনযোগ্য অ্যামর্টাইজেশন (৫,০০,০০০ * ১০%) = ৫০,০০০		
টীকা ৯: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত লাভ বা ক্ষতি		

মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয়]	১০,০০,০০০
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অনগদায়িত ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অনগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়]	২০,০০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা [তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হবে, যথা:- (ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে; (খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করে। তাই উক্ত ব্যয় পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের সাথে সমন্বয়ের পর মোট অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।]	৩০,০০,০০০
টীকা ১০: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়	
আপ্যায়ন ব্যয়	১৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়	
প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ × ৪%)	৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৬,৮৩,৯০,০০০ × ২%)	১৩,৬৭,৮০০
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে]	
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়	(১৪,০৭,৮০০)
অননুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়	৯২,২০০
টীকা ১১: অনুমোদিত সুদ ব্যয়	

দাবীকৃত সুদ ব্যয়	১০,০০,০০০
বাদ: পরিশোধিত সুদ [ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদেয় বা payable সুদ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়]	৫,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়	৫,০০,০০০

উদাহরণ ৯

ম ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক কোম্পানি ভ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের জন্য প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ৫,৫০,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

- ১। বেতনের মধ্যে একজন পরিচালককে দেওয়া ৩,৩০,০০০ টাকা রয়েছে। উক্ত অর্থ প্রদানের সময় উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ২। হেড অফিসের খরচ বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(চ)]
- ৩। আয় বিবরণীতে শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য ১১,০০০ টাকা জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৪। কোম্পানি তার একটি পরিবেশককে ১০,০০,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করেছে, কিন্তু আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর বিধানাবলি পরিপালন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ৫। একটি বয়েজ বা বালক বিদ্যালয়ে ৫০,০০০ টাকা দান করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৬। বেতনের মধ্যে ৭,৫০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিটের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৫(ঘ)]
- ৭। সুদ ব্যয় হিসাবে ৩৩,৫০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে। কোম্পানির ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২,১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি বাংলাদেশে তার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে ৭৫,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫২]
- ৮। কোম্পানির ব্যাংক হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় তার দাবীকৃত সুদ ব্যয়ের মধ্যে ১১,০০,০০০ টাকা এখন পর্যন্ত অপরিশোধিত রয়েছে; [ধারা ৫২(১)]
- ৯। কোম্পানির ৭,০০,০০০ টাকার ড্রেডিং দায় মধ্যে মওকুফ হয়েছে কিন্তু আয়

বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি; [ধারা ৪৬(৮)]

- ১০। কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ১১। কোম্পানি এই বছরে ৫,০০,০০০ টাকায় একটি সরঞ্জাম বিক্রয় করে, যার অর্জন মূল্য ছিল ৪,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবলোপিত মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি আয় বিবরণীতে এ বাবদ ৩,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করেছে; [ধারা ৪৬(২), ৫৮(২)]
- ১২। কোম্পানির বিল্ডিং এর একটি বর্ধিত অংশ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে গিয়েছে যার অর্জন মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানির নিকট হতে ২,৫০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে; [ধারা ৪৬(৩)]
- ১৩। কোম্পানি একটি নূতন মেশিন ক্রয় করে এবং এর বিপরীতে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা হিসাবে ৫,০০,০০০ দাবী করে; [ধারা ৫০(১)(খ), তৃতীয় তফসিল]
- ১৪। কর্মচারীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কোম্পানি কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনো চার্জ না নিয়েই এ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করেছে; [ধারা ৪৯(ফ)]
- ১৫। হিসাব বহি অনুযায়ী অবচয় ২৫,০০,০০০ টাকা কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কর অবচয় ৩০,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা ব্যতীত; [তৃতীয় তফসিল]
- ১৬। ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে ৬৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। [৫৫(ঝ) (অ)]
- ১৭। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ সফরের জন্য ২,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; [ধারা ৪৯ (ধ)]
- ১৮। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, যা বোর্ডের দ্বারা স্বীকৃত একটি পেশাদার সংগঠন, তাতে বার্ষিক সদস্যপদ ফি বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে; [৪৯ (দ)]
- ১৯। আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৩৫,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(জ)]
- ২০। সানরাইজ ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনে ৭০,০০০ টাকা স্পন্সর করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ২১। শেয়ারে বিনিয়োগ হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী লভ্যাংশ প্রাপ্তি ৮,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর্তিত করার পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১১৭, ৬২(১)(ঘ), সপ্তম তফসিল – অনুচ্ছেদ ২]

- ২২। ব্যাংক হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী প্রাপ্ত সুদ ৪,৮০,০০০ টাকা। যা উৎসে কর্তন পরবর্তী। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা; [ধারা ৬২ (১) (গ), ১০২]
- ২৩। একটি মেশিনের পুস্তকমূল্য ছিল ৫০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু IFRS অনুযায়ী নায্য বাজার মূল্য অনুসরণ করে উক্ত সম্পদের নায্য বাজার মূল্য ধরা হয় ৮০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৭]
- ২৪। স্থায়ী আমানত হতে সুদ উদ্ধৃত হয়েছে ৪,০০,০০০ টাকা যা এখনো প্রাপ্ত হয়নি; [ধারা ৬৩]
- ২৫। চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি ৩,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৬৭(৫)]
- ২৬। কোম্পানি বাণিজ্যিক ভবন ভাড়া হতে উক্ত আয়বর্ষে ৪০,০০,০০০ টাকা ভাড়া প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত আয়বর্ষের জুলাই মাসে ভবনের লিজ গ্রহীতার নিকট হতে অসমন্সযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করে ৫০,০০,০০০ টাকা যা ইজারার মেয়াদ শেষে ফেরতযোগ্য; [ধারা ৩৬, ৩৭]
- ২৭। কোম্পানির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিভিন্ন কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়। কোম্পানিকে সরবরাহকৃত পণ্য হতে উৎসে কর্তনের পরিমাণ ১,২৫,০০,০০০;
- ২৮। কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত উৎসে করের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১২০]
- ২৯। কোম্পানি চারটি সমান কিস্তিতে ৮০,০০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করে। [ধারা ১৫৫]

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা - আলাদাভাবে বিবেচ্য আয় + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

ম ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা	৫,৫০,০০,০০০	
বিয়োগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	(৩,০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	(১,৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]	(১০,০০,০০০)	

ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]	(৬,০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হতে সুদ	(৪,০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি	(৩,০০,০০০)	
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২৮,০০,০০০)	
		(৫৫,৩০,০০০)
		৪,৯৪,৭০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
হেড অফিস খরচ	৬০,০০,০০০	
সুদ ব্যয় [টীকা - ২]	৩৩,৫০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	২৫,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬৫,০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - [টীকা ৬]	৩৫,০০,০০০	
		<u>২,১৮,৫০,০০০</u>
		৭,১৩,২০,০০০
যোগ: ৪৬ ধারায় ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	২,০০,০০০	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	৫০,০০০	
ট্রেডিং দায় মওকুফ- [টীকা ১২]	৭,০০,০০০	
		<u>৯,৫০,০০০</u>
		৭,২২,৭০,০০০
যোগ: অননুমোদনযোগ্য ব্যয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)	৭,৫০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	

সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
		২৪,১১,০০০
		৭,৪৬,৮১,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]	৪৯,৪৭,০০০	
সুদ ব্যয় - [টীকা ২]	১০,৫৩,৫৭১	
প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা	৫,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬০,০০,০০০	
		(১,৫৫,০০,৫৭১)
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা ব্যতীত ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৯১,৮০,৪২৯
বাদ: আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]		১২,০৩,৬০৯
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা পরবর্তী ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৭৯,৭৬,৮২০
বাদ: ৫৬ ধারায় বিবেচ্য বিশেষ আয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	
		(১৬,৬১,০০০)
৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ আয় ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয়		৫,৬৩,১৫,৮২০
৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয়		১৬,৬১,০০০
	মোট	১৬৩ (২)
		১৬৩(২) বাদে

		আয়	অন্যান্য আয়
৫৬ খারার অনুযায়ী বিশেষ আয় ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় এর বিভাজন [টীকা ১০]		৫,৬৩,১৫,৮২০	১১,৮২৬,৩২২
ভাড়া হইতে আয়			৪,৪৪,৮৯,৪৯৮
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]		২৮,০০,০০০	২৮,০০,০০০
মূলধনি আয়			
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]		১,০০,০০০	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]		৮০,০০০	
		১,৮০,০০০	১,৮০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়			
লভ্যাংশ		১০,০০,০০০	
ব্যাংক সুদ		৬,০০,০০০	
		১৬,০০,০০০	১৬,০০,০০০
অন্যান্য উৎস হইতে আয়- প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ		৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
৫৫ খারার অননুমোদনযোগ্য আয় বাদে মোট করযোগ্য আয়		৬,১১,৯৫,৮২০	১,৩৪,২৬,৩২২
	করহার	আয়কর	১৬৩ (২) আয়
			১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়

প্রদেয় কর নির্ধারণ				
ব্যবসা হইতে আয়				
[১] ব্যবসা হতে কর	২৭.৫০%		৩৬,৯২,২৩৯	১,৩১,৩৬,৬১২
[২] ন্যূনতম কর (ধারা ১৬৩ (২))			১,২৫,০০,০০০	
আয়কর (১, ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		২,৫৬,৩৬,৬১২	১,২৫,০০,০০০	১,৩১,৩৬,৬১২
ভাড়া হইতে আয়	২৭.৫০%	৭,৭০,০০০		৭,৭০,০০০
মূলধনি আয়	১৫%	২৭,০০০		২৭,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ	২০.০০%		২,০০,০০০	
ব্যাংক সুদ	২৭.৫০%		১,৬৫,০০০	
(১) মোট			৩,৬৫,০০০	
(২) ন্যূনতম কর (উৎসে কর্তন)			৩,২০,০০০	

করদায় (১ ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		৩,৬৫,০০০		
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	২৭.৫০%	৮২,৫০০		৮২,৫০০
মোট করদায়		২,৬৮,৮১,১১২		
[২] ন্যূনতম কর (-ধারা ১৬৩ (৫))- [টীকা ১১]		৭২,৩০,৭৮০		
		২,৬৮,৮১,১১২		
৫৬ ধারায় পরিগণিত বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর প্রদেয় কর	২৭.৫০%	৪,৫৬,৭৭৫		
মোট প্রদেয় আয়কর		২৭,৩৩৭,৮৮৭		
বাদ: অগ্রিম /উৎসে কর				
৮৯ ধারায় উৎসে কর		১,২৫,০০,০০০		

কর্তন				
১১৭ ধারায় উৎসে কর কর্তন		২,০০,০০০		
১০২ ধারায় উৎসে কর কর্তন		১,২০,০০০		
১২০ ধারায় উৎসে কর কর্তন		৫০,০০,০০০		
১৫৫ ধারায় পরিশোধিত অগ্রিম কর		৮০,০০,০০০		
		(২,৫৮,২০,০০০)		
নীট করদায়		১৫,১৭,৮৮৭		
টীকা ১: হেড অফিস খরচ -				
হেড অফিস খরচ				৬০,০০,০০০
নিট ব্যবসায় মুনাফা নির্ণয়				
করপূর্ব নিট মুনাফা				৫,৫০,০০,০০০
বিয়োগ: অন্যান্য আয়				
পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ - [টীকা ৩]			(৩,০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৫]			(১,৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]			(১০,০০,০০০)	
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]			(৬,০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হইতে সুদ			(৪,০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি			(৩,০০,০০০)	

ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২৮,০০,০০০)	
		(৫৫,৩০,০০০)
নিট ব্যবসায় মুনাফা		৪,৯৪,৭০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (৪,৯৪,৭০,০০০ × ১০%)		৪৯,৪৭,০০০
অননুমোদনযোগ্য		১০,৫৩,০০০
[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নিট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		
টীকা ২: সুদ ব্যয়		
সুদ খরচ		৩৩,৫০,০০০
ব্যাংক লোন		২,১০,০০,০০০
সুদমুক্ত ঋণ প্রদান		(৭৫,০০,০০০)
		১,৩৫,০০,০০০
গ্রস অনুমোদনযোগ্য (৩৩,৫০,০০০ * ((১,৩৫,০০,০০০/২,১০,০০,০০০))		২১,৫৩,৫৭১
অননুমোদনযোগ্য [ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে]		১১,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়		১০,৫৩,৫৭১
মোট অননুমোদনযোগ্য		২২,৯৬,৪২৯
		৩৩,৫০,০০০
[ধারা ৫২(২) মোতাবেক অর্থলগ্নী করা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় কর্তৃক ধারকৃত কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সে অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হবে।]		
টীকা ৩: পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ		

বিক্রয়মূল্য	৫,০০,০০০
বাদঃ অবলোপিত মূল্য	(২,০০,০০০)
মোট আয়	৩,০০,০০০
ক্রয়মূল্য	৪,০০,০০০
মূলধনি আয় (বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য)	১,০০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)	২,০০,০০০
[ধারা ৪৬(২) মোতাবেক বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয়মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।]	
টীকা ৪: বিমা কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ	
প্রাপ্তমূল্য	২,০০,০০০
পূঞ্জিভূত অবচয়	(৫০,০০০)
অবলোপিত মূল্য	১,৫০,০০০
ক্ষতিপূরণ	২,৫০,০০০
ক্ষয়্যাপ মূল্য (ঋণসাবশেষ বিক্রি হতে প্রাপ্ত)	৩০,০০০
	২,৮০,০০০
মোট আয়	১,৩০,০০০
মূলধনি আয় (২,৮০,০০০ - ২,০০,০০০)	৮০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)	৫০,০০০
[ধারা ৪৬(৩) মোতাবেক পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।]	
টীকা ৫: ফ্রি স্যাম্পল	
ফ্রি স্যাম্পল	৬৫,০০,০০০
টার্নওভার	১,২০,০০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (১২০,০০,০০,০০০ * ০.৫০%)	৬০,০০,০০০

অননুমোদনযোগ্য	৫,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ক)(আ)(১) অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এরূপ ক্ষেত্রে ০.৫০% পর্যন্ত অননুমোদনযোগ্য]	
টীকা ৬: আপ্যায়ন	
আপ্যায়ন	৩৫,০০,০০০
<u>অননুমোদনযোগ্য:</u>	
প্রথম ১০০০০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ * ৪%)	৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৫,৮১,৮০,৪২৯*২%)	১১,৬৩,৬০৯
অননুমোদনযোগ্য	১২,০৩,৬০৯
অননুমোদনযোগ্য	২২,৯৬,৩৯১
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অননুমোদনযোগ্য হবে]	
টীকা ৭: লভ্যাংশ	
প্রাপ্তি	৮,০০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৮,০০,০০০)	২,০০,০০০
লভ্যাংশ আয়	১০,০০,০০০
টীকা ৮: ব্যাংক সুদ	
প্রাপ্তি	৪,৮০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৪৮,০০,০০০)	১,২০,০০০
ব্যাংক সুদ আয়	৬,০০,০০০
টীকা ৯: ভাড়া হইতে আয়	
(খ) বার্ষিক ভাড়া	৪০,০০,০০০
(গ) বাদ: অননুমোদিত ব্যয় ভাড়ামূল্যের ৩০%	১২,০০,০০০
করযোগ্য ভাড়া আয়	২৮,০০,০০০

সিকিউরিটি ডিপোজিট		৫০,০০,০০০	
[সিকিউরিটি ডিপোজিট করদাতার দায় বিধায় এটি মোট করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এছাড়াও করদাতার ধারা ৩৮ উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তির উপর ৩০% খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে]			
টীকা ১০: ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক আয়ের বিভাজন	বিক্রয়	অনুপাত	
কোম্পানিকে সরবরাহ	২৫,০০,০০,০০০	২১%	
কোম্পানি বাদে খুচরা ব্যবসায়ীকে সরবরাহ	৯৫,০০,০০,০০০	৭৯%	
মোট বিক্রয়	১,২০,০০,০০,০০০		
টীকা ১১: ন্যূনতম কর			
টার্নওভার (১)		১,২০,০০,০০,০০০	
পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০		
ভাড়া হইতে আয়	২৮,০০,০০০		
মূলধনি আয়	১,৮০,০০০		
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	১৬,০০,০০০		
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৩,০০,০০০		
অন্যান্য প্রাপ্তি (২)		৫১,৩০,০০০	
মোট গ্রস প্রাপ্তি (১)+(২)		১,২০,৫১,৩০,০০০	
গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর নির্ণয়			
	টাকা	হার	কর
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ী আয় হতে ন্যূনতম কর	১,২০,০০,০০,০০০	০.৬০%	৭২,০০,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০	০.৬০%	১,৫০০

১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ভাড়া হতে প্রাপ্য আয়ের ন্যূনতম কর	২৮,০০,০০০	০.৬০%	১৬,৮০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী মূলধনি আয় হতে ন্যূনতম কর	১,৮০,০০০	০.৬০%	১,০৮০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(সুদ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	৬,০০,০০০	০.৬০%	৩,৬০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(লভ্যাংশ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	১০,০০,০০০	০.৬০%	৬,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী অনান্য আয় হতে ন্যূনতম কর	৩,০০,০০০	০.৬০%	১,৮০০
	১,২০,৫১,৩০,০০০		৭২,৩০,৭৮০
টীকা- ১২ ট্রেডিং দায়			
ধারা ৪৬(৮) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে আয় পরিগণনায় যদি করদাতার ট্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি ট্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তা হলে সে সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত ট্রেডিং দায় মউকুফের পরিমাণ আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি, সেহেতু করযোগ্য আয় নিরূপনের সময় এটিকে আয় হিসাবে যোগ করতে হবে।			
টীকা-১৩ সমিতিতে প্রদত্ত চাঁদা ও ডেলিগেশন ব্যয়			
ধারা ৪৯(দ) মোতাবেক কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা এবং ধারা ৪৯ (খ) মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যবসায় হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন যা ইতোমধ্যে করপূর্ব নীট মুনাফা পরিগণনার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।			

১৮। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লেখিত “আর্থিক” শব্দটির পর “পরিসম্পদ,” শব্দ ও কমা সন্নিবেশ করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে যেকোনো আর্থিক পরিসম্পদ, গণ্য ও স্কীম হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হবে।

১৯। অন্যান্য উৎস হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬ এর দফা (গ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৬৬ তে নূতন দফা (ঘ) ও (ঙ) সংযোজন করা হয়েছে।

১৯.১ ধারা ৬৬ এর দফা (গ) এর সংশোধন ও (ঙ) এর সংযোজন

দফা (গ) প্রতিস্থাপনের পূর্বের দফা (গ) অনুযায়ী ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয় অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হতো। এই বিধানটি বর্তমানে দফা (ঙ) হিসাবে পুনঃসংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত দফা (গ) অনুযায়ী খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (mineral deposits and hydrocarbons) এবং সুনাম (goodwill) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির নিজের সৃষ্টি, হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়াও সুনাম হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় মূলধনি আয় হিসাবে গণ্য হবে।

খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। সুনাম হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় মূলধনি আয় হিসাবে গণ্য হবে।

তবে অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে দান, অনুদানের করারোপণ ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৯.২ ধারা ৬৬ তে দফা (ঘ) এর সংযোজন

সংযোজিত নূতন দফা (ঘ) অনুযায়ী যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্তি অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

২০। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) ও (১৩) সংশোধন এবং উপ-ধারা (১৫) বিলোপ করা হয়।

২০.১ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধন

ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লেখিত “তাহা” শব্দটির পর “সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়। ফলে, কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিকট হতে বাণিজ্যিক মজুদ বা আর্থিক পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, তাহলে পরিশোধিত মূল্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হবে।

২০.২ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৩) এর সংশোধন

ধারা ৬৭ উপ-ধারা (১৩) এ দুবার উল্লেখিত “দান” শব্দটি বিলোপ করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে, কোনো ব্যক্তি কোনো অগ্রিম, ঋণ, বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট হিসাবে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক পরিমাণের কোনো অর্থ ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা হলে তা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা ৬৭ উপ-ধারা (১৩) এর শর্তাংশ (ক) তে উল্লেখিত “দাতার ব্যাংক হিসাব হইতে উত্তোলিত হইলে” শব্দগুলোর পরিবর্তে “দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হইলে” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হতে কোনো অর্থ অগ্রিম বা ঋণ আকারে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা দাতার ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলিত হবার আইনানুগ বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। সংশোধিত বিধানানুযায়ী স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হতে কোনো অগ্রিম বা ঋণ গ্রহণ করা হলে এবং তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হলেই আইনের পরিপালন হবে। অর্থাৎ উক্ত অগ্রিম বা ঋণ করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হবে না।

২০.৩ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৫) এর বিলোপ

ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৫) বিলোপ করে আইনের বিভিন্ন বিধানের আন্তঃসঙ্গতি রক্ষা করা হয়। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এ বিষয়ে বিধানাবলি সুস্পষ্টভাবে আনীত হয়েছে।

২১। ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত “ন্যূনতম” শব্দটির পূর্বে “ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী” শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও বন্ধনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (৩) উল্লেখিত ন্যূনতম কর বলতে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিগণিত ন্যূনতম কর-কে বুঝাবে। অর্থাৎ কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২)

অনুযায়ী ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাবে না তা অধিকতর সুস্পষ্ট হলো।

২২। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৩ এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন, যথা:

(ক) যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি;

(খ) যেকোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার;

(গ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ফার্ম, ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, ফাউন্ডেশন, সমিতি, এবং সমবায় সমিতি;

(ঘ) কেবল প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তবে, উক্ত ব্যক্তিদের কেউ যদি দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত হন তবে তাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

২৩। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত “করবর্ষের” শব্দটির পরিবর্তে “বৎসরের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি করণিক ত্রুটি সংশোধন।

২৪। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (৬) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজন করা হয়েছে।

২৪.১ ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন

ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করার ফলে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয় তবে তা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই।

২৪.২ ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজন

নূতন সংযোজিত উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তার কর অব্যাহতি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে সমর্পণপূর্বক নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন।

নূতন সংযোজিত উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায়, অন্য কোনোভাবে বা অন্য কোনো মেয়াদে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের একীভূতকরণ, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না।

তবে, যেক্ষেত্রে আইনের কোনো বিধান দ্বারা বা কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো কর অব্যাহতির বিদ্যমান মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, সেক্ষেত্রে এ উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

২৫। বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৮২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এ আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর পূর্বে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবার মাসের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করতে হতো।

২৬। চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (২) এর বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “আনুমানিক” শব্দটির পরিবর্তে “প্রাক্কলিত” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (১) এর প্রয়োগ অধিকতর স্পষ্ট হলো। এছাড়াও প্রযোজ্যতা না থাকায় উপ-ধারা (২) বিলোপ করা হয়েছে।

২৭। অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৮ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৮ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, অংশগ্রহণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমাদানকালে উক্তরূপ অর্থের প্রাপক অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের নামে আনুপাতিক চালানমূলে জমাদান করবেন। অর্থাৎ উৎসে কর্তিত করের ক্রেডিট তহবিলের সুবিধাভোগীগণ পাবেন।

২৮। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত “-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম” চিহ্ন ও শব্দগুলোর পর “বা অন্য কোনো ব্যক্তি” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত এই সংশোধনীর ফলে তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যা-

(ক) কোনো পরিবেশক; বা

(খ) চুক্তির অধীন অন্য কোনো ব্যক্তি,

-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে খ × গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করবে, যেক্ষেত্রে-

খ = পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য;

গ = ৫% (পাঁচ শতাংশ)।

অর্থাৎ নির্ধারিত খুচরামূল্য পণ্য বিক্রেতা কোম্পানি বা ফার্মের পাশাপাশি অন্য কোনো ব্যক্তিও হতে পারে। এর ফলে উপ-উপ পরিবেশকদেরকে প্রদেয় কমিশন হতেও এখন কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১০

এক উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত একটি পণ্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয় করে। ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন উক্ত পণ্য বিক্রয় করে। সাব-ডিস্ট্রিবিউটর আবার খুচরা বিক্রেতার নিকট উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন উক্ত পণ্য বিক্রয় করে। পরিশেষে খুচরা বিক্রেতা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট উক্ত পণ্য বিক্রয় করে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রত্যেক স্তরে পণ্যের হস্তান্তর ধারা ২ এর দফা (৫০) অনুযায়ী “পণ্য সরবরাহ” হিসেবে পরিগনিত এবং চূড়ান্ত ভোক্তাসহ সকলে ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী “নির্দিষ্ট ব্যক্তি”।

প্রত্যেক ধাপের বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিক্রয়মূল্য
১।	উৎপাদনকারী কর্তৃক ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	১০,০০,০০০
২।	ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	১০,৫০,০০০
৩।	সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়	১১,৫০,০০০
৪।	খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট বিক্রয়	১৩,০০,০০০

এ উদাহরণের সকল স্তরে ৮৯ এবং ৯৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	ধারা ৮৯ অনুযায়ী ক্রেতা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন	ধারা ৯৪ অনুযায়ী বিক্রেতা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন
		এখানে, প্রথম ধাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধাপে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে। বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হবে, যেখানে - ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর; খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হতো:	এখানে, সর্বশেষ ধাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধাপে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে। ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যা - (ক) কোনো পরিবেশক; বা (খ) চুক্তির অধীন অন্য কোনো ব্যক্তি, -এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়

		তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “খ” নিম্নরূপে পরিগণিত হবে- খ = {ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} × ৫% × ১০%।	করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে খ × গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করবে, যেক্ষেত্রে- খ = পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য; গ = ৫% (পাঁচ শতাংশ)
১।	উৎপাদনকারী কর্তৃক ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য × বিধি ৩ এর ক্রমিক নং ১৪ অনুযায়ী ৫% = ১০,০০,০০০ × ৫% = ৫০,০০০	খ × গ × ৫% = ১০,০০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৫০০
২।	ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	খ – ক যেখানে, খ = সাব-ডিস্ট্রিবিউটর এর ক্রয়মূল্য × ৫% × ১০% ক = ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ, (১০,৫০,০০০ × ৫% × ১০%) – ২৫০০ = ৫২৫০ – ২৫০০ = ২৭৫০	খ × গ × ৫% = ১০,৫০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৬২৫
৩।	সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার	খ – ক যেখানে, খ = খুচরা বিক্রেতার ক্রয়মূল্য × ৫% × ১০%	খ × গ × ৫% = ১১,৫০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৮৭৫

	নিকট বিক্রয়	ক = সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ $(১১,৫০,০০০ \times ৫\% \times ১০\%) - ২৬২৫$ $= ৫৭৫০ - ২৬২৫$ $= ৩১২৫$	
৪।	খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট বিক্রয়	খ – ক যেখানে, খ = চূড়ান্ত ভোক্তার ক্রয়মূল্য $\times ৫\% \times ১০\%$ ক = খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ $(১৩,০০,০০০ \times ৫\% \times ১০\%) - ২৮৭৫$ $= ৬৫০০ - ২৮৭৫$ $= ৩৬২৫$	প্রযোজ্য নয়।

২৯। স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা প্রতিস্থাপন, উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন এবং নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে।

২৯.১ ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা প্রতিস্থাপন

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা “স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন” এর পরিবর্তে “স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন” উপান্তটীকাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

২৯.২ ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন

ধারা ৯৭ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী সকল প্রকার ফল এবং কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।

২৯.৩ ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৪) সংযোজন

সংযোজিত উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন এবং নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজনের পূর্বে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, পাট, তুলা, সুতা এবং সকল প্রকার ফল ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করার বিধান ছিল।

৩০। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৮ এ সংশোধন আনীত হয়েছে। ধারা ৯৮ এ উল্লিখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলোর পরিবর্তে “২০% (বিশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত ধারা ৯৮ অনুযায়ী কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কোনো আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, বাবদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে জমা বা অর্থ পরিশোধকালে, যা আগে ঘটে, উক্ত পরিমাণ অর্থের ২০% (বিশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন। সংশোধনীর পূর্বে এই কর কর্তনের হার ১০% ছিল।

৩১। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিলুপ্ত ধারা ১০৩ এর বিষয়াদি ছাড়াও সুদ বা মুনাফা পরিশোধ হতে উৎসে কর কর্তনের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকার ব্যাংকিং,

ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি, অথবা কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে উৎসে কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	প্রাপকের ধরন	কর কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে	২০% (বিশ শতাংশ)
২।	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)
৩।	ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)

৩১.১ ধারা ১০২ এর প্রাধান্য

এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১০২ এর বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

৩১.২ কোন কোন প্রকারের সুদ বা মুনাফা হতে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে, যথা:-

ক। বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত কোনো প্রকারের কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে, যথা:-

১। ব্যাংকিং,

২। ইনস্যুরেন্স,

৩। লিজিং,

৪। ফাইন্যান্সিং,

৫। ডাক ও ব্যাংকিং,

৬। সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা

৭। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনা; অথবা

খ। যেকোনো কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে।

৩১.৩ কখন এই সুদ বা মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে?

কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে।

৩১.৪ কোন ব্যক্তির সুদ বা মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে?

কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ কালে এ ধারার অধীন কর কর্তন করতে হবে। কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করলে ধারা ১১৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৫ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

৩১.৫ কোন কোনো ব্যক্তির কী কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

নিবাসী ব্যক্তির নিকট হতে নিম্নবর্ণিত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে, যথা:-

১। আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি তাদের জন্য উৎসে কর কর্তনের হার ২০%। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ৩০% হবে।

২। আয়কর আইন অনুযায়ী কোম্পানি হিসাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্সল্ট্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% হবে। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ১৫% হবে।

৩। ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি যেমন: স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল (fund) এর জন্য উৎসে কর কর্তনের হার হবে ১০%। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ১৫% হবে।

৩১.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বরাবরে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি ট্রাস্ট হয় তবে ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। কোনো সোসাইটি, ফাউন্ডেশন বা অন্যকোনো কৃত্রিম সত্ত্বা হলে কোম্পানির জন্য

প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। উপরের দুটোর কোনোটি না হলে ব্যক্তিসংঘের জন্য প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের হার ২০%। এক্ষেত্রেও পিএসআর উপস্থাপনের ব্যর্থতায় এ হার ৩০% হবে।

৩১.৭ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা যাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই তাদের বরাবরে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ আয়কর আইন অনুযায়ী কোম্পানী হিসাবে সংজ্ঞায়িত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে কোনো সুদ বা মুনাফা উদ্ভূত হলে তা হতে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে অর্থাৎ ২০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। তবে, যে সকল সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই তাদের জন্য পিএসআর উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে তাদের জন্য ৫০% অধিকহারে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

৩১.৮ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে কিনা?

যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোম্পানির সংজ্ঞাভুক্ত সেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ২০% হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় বিধায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যর্থতায় উৎসে কর কর্তনের হার ৫০% বৃদ্ধি পাবে না।

৩২। পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৩ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৩ বিলোপ করা হয়েছে। ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) এ ডাক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিপরীতে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর কর্তনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করায় এ ধারা বিলোপ করা হয়।

৩৩। পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৩ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৩ বিলোপ করা হয়েছে। পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হতে উৎসে কর কর্তনের বিধান ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৪ এ অন্তর্ভুক্ত করায় এ বিধান বিলোপ করা হয়।

৩৪। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৪ সংশোধন করা হয়েছে। ধারা ১১৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “কোনো ব্যক্তি” শব্দগুলোর পর “অথবা ক্যাপটিভ

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করেন এইরূপ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্তরূপ সংশোধনীর ফলে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হতে বিদ্যুৎ ক্রয়কারী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধ করবেন।

৩৫। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৪ এর সংশোধন করা হয়েছে।

৩৫.১ উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ

ধারা ১২৪ এ উল্লিখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলোর পরিবর্তে “৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে,

- (ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য;
- (খ) কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদেশি ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদান বা কোনো কাজের জন্য;
- (গ) বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য

কোনো ফি, সেবা চার্জ বা পারিশ্রমিক, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, বা যেকোনো নামে বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিনিময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন।

৩৫.২ বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে কী ধারা ১২৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

না। বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ধারা ১১৬ অনুযায়ী, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীন কোনো ব্যাংক, যার মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারকের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে export proceed গৃহীত হয়, বাংলাদেশে বিদেশী কোনো ক্রেতার এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে উক্ত export proceed এর একটি অংশ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, উক্তরূপ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ব্যাংক ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ

বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১২৪ অনুযায়ী কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

৩৫.৩ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক বিদেশ হতে গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার নির্ধারণ

১২৪ ধারা এর প্রথম শর্তাংশ অনুযায়ী, ৭.৫% সাধারণ করহারের ব্যতিক্রম হিসাবে ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার প্রদান করা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ-

(অ) যদি শুধু কমিশন হয় উক্ত কমিশনের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে;

(আ) যদি গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিল হয় উক্ত বিলের উপর ২.৫% (দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে।

উদাহরণ ১১

‘ক’ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানি তাদের বিদেশী সেবাগ্রহিতার নিকট হতে কমিশন হিসাবে ১০ লক্ষ টাকার একটি বিল প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানির উৎসে করের পরিমাণ হবে = $1,000,000 \times 10\%$ বা ১,০০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ১২

‘ঘ’ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানি তাদের বিদেশী সেবাগ্রহিতার নিকট হতে ১ কোটি টাকার একটি বিল প্রাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে Reimbursable খরচসমূহ ও কমিশন রয়েছে। উক্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানির উৎসে করের পরিমাণ হবে = $1,00,00,000 \times 2.5\%$ বা ২,৫০,০০০ টাকা।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে ‘ঘ’ কোম্পানি তার Reimbursable খরচসমূহের মধ্যে ধারা ২৫৯ বা ধারা ২৬০ অনুযায়ী করপরিশোধিত হয়েছে এমন আয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মর্মে প্রয়োজনীয় সনদ বা প্রমাণ উপস্থাপন করবে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ অংক ব্যতীত অন্যান্য অংকের উপর কমিশনের জন্য প্রযোজ্য ১০% উৎসে কর প্রযোজ্য হবে।

৩৫.৪ যে সকল ক্ষেত্রে এ ধারার অধীন কর কর্তন করতে হবে না

বিদেশ হতে প্রেরিত নিম্নবর্ণিত অর্থের বিপরীতে কোনো কর্তন করা যাবে না, যথা:-

(অ) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২), (১৭), (২১) ও (৩৩) দ্বারা মোট আয় বহির্ভূত অর্থ;

(আ) কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়।

অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এ ধারার অধীন কোনো প্রকারের উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না যথা:-

- ১। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা
- ২। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়; বা
- ৩। বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন; বা
- ৪। নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:-

- (ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);
- (খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);
- (গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);
- (ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);
- (ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);
- (চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);
- (ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);
- (জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);
- (ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);
- (ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);
- (ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

- (ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);
- (ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);
- (ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);
- (ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);
- (ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);
- (থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);
- (দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);
- (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving); বা

৫। ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়; বা

৬। কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়।

৩৬। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৫ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করেন।

ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের বিস্তারিত বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬ এ রয়েছে। এই পরিপত্রের পৃষ্ঠা নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭। ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৬ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন কোনো ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের নিমিত্ত কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ কোনো দলিল নিবন্ধন করবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করা হয়।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করহার নিম্নবর্ণিত হারের অধিক হবে না, যথা:-

- (ক) আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে বর্গমিটার প্রতি ১৬০০ (এক হাজার ছয়শত) টাকা;
- (খ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত না হইলে বর্গমিটার প্রতি ৬৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) টাকা;
- (গ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী এ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনপূর্বক তার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের ন্যায় আচরণ করেন, তা হলে তিনিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের বিস্তারিত বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৭ এ রয়েছে। এই পরিপত্রের পৃষ্ঠা নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

৩৮। সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১২৮ এ উল্লেখিত “হারে” শব্দটির পর “ইজারাদার কর্তৃক” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, সম্পত্তির ইজারা মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে ইজারাদার কর্তৃক কর পরিশোধ করা না হলে ইজারা দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।

৩৯। ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এই ধরনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করবেন না, যদি না এই ধরনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের আবেদনপত্রের সাথে-

(অ) ইটভাটার আয়তন ও প্রকৃতি বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইট উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক একটি কর পরিশোধের সনদ সংযুক্ত থাকে; এবং

(আ) নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের এ-চালান সংযুক্ত থাকে:

সারণী

ক্রমিক নং	ইটভাটার ধরন	অগ্রিম করহার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	৮০০০০ (আশি হাজার টাকা)
২।	১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক কিন্তু ১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)
৩।	১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১৬০০০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা)
৪।	ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ এ উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	২২০০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা)

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো বছরে একাধিক বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হবে, সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের বছরের পরের বছর বা বছরসমূহের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে করদাতাকে উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত হারে অগ্রিম কর চালানোর মাধ্যমে জমা করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী যেইক্ষেত্রে কোনো বছরে ইট প্রস্তুতকারী বা উৎপাদনকারী ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় অগ্রিম করের পরিমাণ ক + খ নিয়মে নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদেয় অগ্রিম করের পরিমাণ।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী, ধারা ১৩০ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, -

(ক) “আয়তন” অর্থ ইটভাটার দেয়ালের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ;

(খ) “ইটভাটা” অর্থ এরূপ কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;

(গ) “মৌসুমী ইটভাটা” অর্থ এইরূপ কোনো ইটভাটা যেখানে শুষ্ক মৌসুমে হাতের সাহায্যে ইট প্রস্তুতকরণসহ ইট পোড়ানো হয়।

৩৯। শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীও করণিক ত্রুটির সংশোধন। ধারা ১৩৪ এ প্রদত্ত ব্যাখ্যার দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (গ) তে পেশাদার মূল্যায়নকারীর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (গ) অনুযায়ী “পেশাদার মূল্যায়নকারী (professional valuer)” বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাবে।

৪০। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজ হস্তান্তর করবেন না, যদি না উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করার পূর্বে হস্তান্তরকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নিয়মে কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে, যথা:-

ক = (খ - গ) × ১০%, যেখানে,

ক = এই ধারার অধীন প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = সিকিউরিটিজের হস্তান্তর মূল্য;

গ = সিকিউরিটিজের অর্জন মূল্য।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ধারা ১৩৫ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, -

- (ক) “সিকিউরিটিজ” অর্থ কোনো কোম্পানির বা তহবিলের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর শেয়ারহোল্ডার বা প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত উক্ত কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ;
- (খ) “হস্তান্তর” অর্থ মাতা-পিতা ও সন্তান এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দান ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার হস্তান্তর;
- (গ) “হস্তান্তর মূল্য” অর্থ-
- (অ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক হস্তান্তরের সম্মতি বা অনুমোদন প্রদানের দিনে সিকিউরিটিজের সমাপনী মূল্য (closing price); বা
- (আ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সম্মতি প্রদানের দিনে সিকিউরিটিজের কোনো লেনদেন না হলে সর্বশেষ যে দিন লেনদেন হয়েছিল সেদিনে সিকিউরিটিজের সমাপনী মূল্য।

৪১। নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এর দফা (চ) সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির পাশাপাশি রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর হতে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ মোতাবেক প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে।

৪২। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ১৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) সংশোধন করা হয়েছে। এটিও করণিক ত্রুটি সংশোধন। ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “অধ্যায়ের অধীন” শব্দগুলোর পরিবর্তে “অংশের অধীন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধনীর ফলে ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এর প্রায়োগিক স্পষ্টতা আনীত হয়েছে।

৪৩। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এর উপানুটীকা, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) সংশোধন করা হয়েছে। উপানুটীকা এবং উপ-ধারা (১) হতে “ব্যক্তিগত” শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) এ উল্লেখিত “সরকারের” শব্দটির পূর্বে “এতিমখানা, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং”

শব্দগুলো ও কমাগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে, এতিমখানা, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় উপাসনালয়ের নামে নিবন্ধিত গাড়ি হতে এই ধারার অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হবে না।

৪৪। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৫) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে ভাষাগত সাবলীলতা আনয়ন ও রেফারেন্সের ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “অপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত” শব্দগুলো ও কমার পরিবর্তে “অপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে, উক্তরূপ পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত কর” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত “১৮১” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৮২” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপনপূর্বক রেফারেন্সের ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

৪৫। ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও দফা (খ) এর সংশোধন, উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন করা হয়।

৪৫.১ উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপের ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

(অ) কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার;

(আ) তেল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও এর কোনো ডিলার বা এজেন্ট;

(ই) তেল পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি।

তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৯ এর অধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কর্তৃত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪৫.২ উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন ও ন্যূনতম করার আওতা বৃদ্ধি

অনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) তে উল্লেখিত “কার্বোনেটেড বেভারেজ” শব্দগুলোর পর “, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য” কমাগুলো ও শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য ও সিরামিক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪৫.৩ উপ-ধারা ৫ এর সংশোধন ও ন্যূনতম করার আওতা বৃদ্ধি

অনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) পর্যন্ত নিম্নরূপ হয়েছে, যথা:-

“(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:-

(ক) যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অন্যান্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অন্যান্য ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	করদাতার ধরন	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)

১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated beverage), মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ)
৫।	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ)

:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সারণীর ক্রমিক নং ৫ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ)।”

এখানে, উল্লেখ্য ট্রাস্টকে টার্নওভার নির্বিশেষে টার্নওভার করার আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। কার্বোনেটেড বেভারেজের পাশাপাশি মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারকদেরও টার্নওভার করার আওতায় আনয়ন করা হয়েছে এবং টার্নওভার করহার গ্রস প্রাপ্তির ৩% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪৫.৪ উপ-ধারা (৬) এর সংশোধন

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-ধারা (৬) এ একটি রেফারেন্সের ত্রুটি ঠিক করা হয়েছে। উপ-ধারা (৬) এ দুবার উল্লেখিত “উপ-ধারা (২)” শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে “উপ-ধারা (৪)” শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪৫.৫ উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন

ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ১৬৩ ধারার অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হবে, যথা:-

(অ) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হবে না;

(আ) উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনাকালে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিত ন্যূনতম করের অতিরিক্ত করদায় সৃষ্টি হলে উক্তরূপ অতিরিক্ত অংকের সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হবে।

উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনা হচ্ছে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর এবং উপ-ধারা (৫) এর অধীন পরিগণিত টার্নওভার কর, এই দুটির মধ্যে যেটি বেশি তাই করদায় হবে। উপ-ধারা (৫) এর অধীন পরিগণিত টার্নওভার কর উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর অপেক্ষা বেশি হলে যতটুকু বেশি হবে ততটুকুর সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হবে।

উদাহরণ ১৩

ধরা যাক, কোনো একটি কোম্পানির কর পূর্ববর্তী নিট আয় ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ২,৬৫,০০০ টাকা। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ১২,৬৪,৪৯,৩৩৩ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে কর নির্ধারণকালে করদাতার বরাবরে কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয়েছিলো ৫,৫৬,৭৮৯ টাকা। করদাতার বরাবরে উক্ত অর্থ এখনো প্রত্যর্পিত হয়নি। কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য করহার ২৫%।

এখানে,

- ১। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ১০,০০,০০০ × ২৫%, বা ২,৫০,০০০ টাকা
- ২। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ১২,৬৪,৪৯,৩৩৩ × ০.৬%, বা ৭,৫৮,৬৯৬ টাকা
- ৩। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোম্পানির নিট করদায় = ৭,৫৮,৬৯৬ টাকা
- ৪। কোম্পানি কর্তৃক উৎসে কর যা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত = ২,৬৫,০০০ টাকা

৫। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধিত উৎসে করের ২,৬৫,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর কোম্পানির করদায় = ৭,৫৮,৬৯৬ – ২,৬৫,০০০ বা ৪,৯৩,৬৯৬ টাকা

৬। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী করদায় ৪,৯৩,৬৯৬ টাকার সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষের কর প্রত্যর্পণ ৫,৫৬,৭৮৯ টাকা সমন্বয়যোগ্য এবং সমন্বয় পরবর্তী কর প্রত্যর্পণের পরিমাণ = ৫,৫৬,৭৮৯ – ৪,৯৩,৬৯৬ টাকা, বা ৬৩,০৯৩ টাকা।

৭। ২০২৪-২০২৫ কর নির্ধারণ পরবর্তী করদাতার বরাবরে কর প্রত্যর্পণের পরিমাণ ৬৩,০৯৩ টাকা।

৪৬। উৎসে অধিক বা কম কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ১৬৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৪ এর উপানুটীকায় “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অধিক বা কম” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ধারাতে দুবার উল্লেখিত “অধিক” শব্দের পর “বা কম” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনিত সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারার প্রয়োগে আধিকতর স্পষ্টতা আনিত হয়েছে।

৪৭। রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৬৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই উপ-ধারার প্রয়োগে আধিকতর স্পষ্টতা আনিত হয়েছে।

৪৮। পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ এর সর্বত্র উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে সংশোধনী আনিত হয়েছে। উপ-ধারা (১) এর এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “৪০ (চল্লিশ)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে “৫০ (পঞ্চাশ)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি যাদের ৫০ লক্ষ টাকার অধিক পরিসম্পদ রয়েছে তারা পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করবেন।

ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ হতে “এই উপ-ধারার শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে” শব্দগুলো বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, সকল গণকর্মচারীকে আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

এখানে, উল্লেখ্য সকল গণকর্মচারীর আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিলের বিধান রয়েছে। দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে তারা আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করবেন।

৪৯। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২) এ “ব্যক্তি” শব্দটির পূর্বে “স্বাভাবিক” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

৫০। রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

৫১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন।

অনীত সংশোধনীর ফলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের সুযোগ থাকল না।

৫২। রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে করদিবস বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী করদিবস বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী করদিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৫৩। করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ধৃত দায় অক্ষুণ্ণ রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেদ্বারা কর পরিগণনা করা হতো সেদ্বারা কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এ আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

উদাহরণ ১৪

জনাব শাহরিয়ার একজন ব্যবসায়ী। ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে স্বাভাবিক হারে করযোগ্য ব্যবসা হতে ২০ লক্ষ টাকা, হাঁস-মুরগীর খামার হতে ১৫ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানির বিপরীতে ২৫ লক্ষ টাকা আয় প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বর্ষে সঞ্চয়পত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং লিস্টেড কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। তিনি উক্ত আয়বর্ষে গাড়ির ফিটনেস নবায়ন বাবদ অগ্রিম আয়কর ২৫,০০০ টাকা, রপ্তানির বিপরীতে ২৫,০০০ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদিবসের মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি। করদাতা করদিবস পরবর্তী ৩০ মার্চ ২০২৫ তারিখে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। করদাতার করদায় নিরূপণ করতে হবে।

ধারা ১৭৪ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ণ রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেভাবে কর পরিগণনা করা হতো সেভাবে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এ আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

এখানে যেহেতু করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন তাই করদাতা কোনো করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা পাবেন না। ফলে তার সকল আয় স্বাভাবিক হারে করারোপণ যোগ্য হবে। করদাতা একই কারণে কোনো প্রকারের বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। তাই এ করদাতা ক্ষেত্রে

খ = ১২,৫৭,৫০০ টাকা (৬০ লক্ষ টাকার উপর প্রযোজ্য কর)।

গ = ৫০,০০০ টাকা (উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি, ২৫,০০০ + ২৫,০০০);

ঘ = ৪ (করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে এবং কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে)।

সুতরাং,

ক = ১২,৫৭,৫০০ + (১২,৫৭,৫০০ - ৫০,০০০) × ৪ × ০.০২, বা ১৩,৫৪,১০০ টাকা।

অর্থাৎ করদাতার প্রদেয় করদায়ের পরিমাণ হবে ১৩,৫৪,১০০ টাকা।

৫৪। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৮২ ও ২১২ এর বিধানাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে, নিম্নবর্ণিত রিটার্নসমূহ সাধারণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে, যথা:-

(ক) ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) অনুসারে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন;

(খ) ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কর দিবসের মধ্যে এই আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। তবে যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্ন দাখিল করা যাবে।

৫৫। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কোনো করদাতা ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা-

(ক) ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি এবং এরূপ বাতিল বা অকার্যকরের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন, যথা:-

(অ) দাখিলকৃত রিটার্ন বাতিল বা অকার্যকরের নোটিশ করদাতার বরাবরে প্রেরণ;

(আ) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বাতিল বা অকার্যকর সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিতকরণ;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারা ১৮২ এর অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে।

রিটার্ন সম্পর্কিত সাধারণ জিজ্ঞাসা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর

১।	আয়কর আইন, ২০২৩ এ সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো সুযোগ আছে কী?	না। নেই। আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো বিধানানুযায়ী করদাতা সাধারণ পদ্ধতিতে কোনো রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন না।
২।	ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন করদাতা কী সাধারণ রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন?	না। তবে, করদাতা যদি উপ-কর কমিশনারের নোটিশ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন তাহলেই কেবল ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হবে।
৩।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সকল ক্ষেত্রে-ই কী ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে?	না। কোনো করদাতা যদি কর দিবসের মধ্যে তার সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন তবে তিনি ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করবেন। তিনি সকল প্রকারের কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন এবং ধারা ১৭৩ এর অতিরিক্ত কোনো অংক পরিশোধ করবেন না।
৪।	করদিবস পরবর্তীকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে নূতন করে কোনো প্রকারের কর অব্যাহতি দাবী করা যাবে কী?	করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবী করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবী করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবী করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।
৫।	আপিল বা ট্রাইব্যুনাালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। তবে, যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে।
৬।	আপিল বা ট্রাইব্যুনাালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। আপিল বা ট্রাইব্যুনাালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না।
৭।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশনা অনুসরণ না করে

		কোনো রিটার্ন দাখিল করা হলে তা অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে।
৮।	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে কী করতে হবে?	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে এ মর্মে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণভাবে পরিপালন করতে হবে।
৯।	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বিবেচিত হবার প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের পরিপালনের ব্যর্থতার ফলাফল কী?	কোনো করদাতা উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন অডিটের জন্য উপযুক্ত হবে।
১০।	উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) আংশিক পরিপালনের সুযোগ রয়েছে কী?	না। উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে।

৫৬। উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (৩) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে এবং উপ-ধারা (৪) বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এ আনীত সংশোধনী মাধ্যমে প্রতি মাসের ২৫ (পঁচিশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৪) বিলোপের মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ বাতিল করা হয়েছে।

৫৭। হিসাব, দলিলাদি ইত্যাদি উপস্থাপন সংক্রান্ত ধারা ১৭৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৯ এর উপ-ধারা (১) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর অনুযায়ী উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, ধারা ১৬৬, ১৭৫ বা ১৭৬ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর অধীন যিনি রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন বা যার নিকট রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে এ ধরনের কোনো করদাতার রিটার্ন অডিট কার্যক্রম বা কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়

বিবেচিত হতে পারে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পূর্বের, এরূপ রেকর্ড, বহি, হিসাব, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

৫৮। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি অনুসরণের ব্যর্থতায় কোনো রিটার্নকে আর কোনোভাবেই সাধারণ রিটার্ন গণ্য করে কর নির্ধারণের সুযোগ নেই।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর এবং অন্যান্য অঙ্ক যা কম পরিগণনা করা হয়েছিল বা কম পরিশোধ করা হয়েছিল তার মাসিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে সরল সুদ পরিশোধ করতে হবে না।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ১০ অনুযায়ী ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে বৎসরে রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে।

৫৯। অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৪) এর প্রতিস্থাপন এবং উপ-ধারা (১৫) এর দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৫৯.১ পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয়ের তুলনায় ১৫% অধিক আয় প্রদর্শনের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে অডিট করা যাবে?

ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১৪) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, কোনো করবর্ষের জন্য ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয় হতে অনূন ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয় প্রদর্শন করা হলে উক্ত রিটার্ন উপ-ধারা (১) এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে না, যথা:-

(ক) কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স বা ফাইন্যান্স কোম্পানির রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হয়নি এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

- (গ) সম্পূর্ণ বা আংশিক করমুক্ত আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
- (ঘ) হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
- (ঙ) কর প্রত্যর্পণ দাবি করা হয়েছে বা কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
- (চ) করদাতা-
- (অ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে অংশ ৭ এর বিধানাবলি পরিপালনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হলে; বা
- (আ) ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করার ব্যর্থতায় ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত হলে; বা
- (ই) ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে।

৫৯.২ রিটার্ন কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে?

ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৫) এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঙ) অনুযায়ী যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হওয়ার অনধিক ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে উক্ত রিটার্ন ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা অনুমোদন করতে হবে।

৫৯.৩ কোনো করদাতা একসাথে একাধিক বছরের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে সেগুলো কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে?

যে করবর্ষে রিটার্নগুলো দাখিল হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হবার পরবর্তী ২ করবর্ষের মধ্যে।

৬০। উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৩ এর উপান্তটীকা ও উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের ফলে এ ধারার উপান্তটীকা “রিটার্নের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” এর পরিবর্তে শুধুমাত্র “উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উপকর কমিশনার, ধারা ১৮৩ অধীন, সংশ্লিষ্ট রিটার্ন, দলিলাদি বা এ আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রদেয় আয়কর নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:-

- (ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন ধারা ১৭৫ এর অধীন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হলে; বা
- (খ) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১২) অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা
- (গ) কোনো ব্যক্তি ধারা ২১২ বা ২১৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা
- (ঘ) কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান অনুযায়ী আয়কর পরিশোধের যোগ্য হলে।

৬১। কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ধারা ১৯৭ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কর নির্ধারণ বা রিটার্ন প্রসেস সম্পন্ন করতে হবে, যথা:-

- (ক) ধারা ১৮১ অনুসারে রিটার্ন প্রসেসের ক্ষেত্রে যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;
- (খ) যে করবর্ষে ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সে করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;
- (গ) যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষ;
- (ঘ) ধারা ২৩৫ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ (তিন) করবর্ষ।

৬২। তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৯৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৮ এর দফা (১) এর উপ-দফা (ঈ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (ঈ) অনুযায়ী পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার বা উপকর কমিশনার বা উপকর কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে কর পরিদর্শকও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হবে।

৬৩। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত উপ-ধারা (৩) এ দফা ৪৪ ও ৪৫ সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত দফাসমূহ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ বা PSR দাখিলের বিধান করা হয়েছে, যথা:-

৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৪৫. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে।

৬৪। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ করদাতা যার ব্যবসা হতে আয় রয়েছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার অনূন্য ২০ (বিশ) হাজার এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারবেন।

৬৫। নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭০ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ধারা ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৮১ ও ১৮৩ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর নোটিশের অমান্যতা করলেও এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপ করা যাবে।

৬৬। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের ব্যর্থতায় ধারা ২৭১ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৭। কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২৮৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৫ এর উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এ স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৮। আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (৫) এ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৯। আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৭০। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৭১। সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (ক) অনুযায়ী বোর্ড, আদেশ দ্বারা, করদিবস অনধিক ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ) অনুযায়ী মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় বিদ্যমান বলে সরকারের ঘোষণা বা আদেশ থাকলে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ জারির মাধ্যমে, এ আইনের কোনো বিধান পরিপালনের সময়সীমা প্রমার্জন করতে পারবে বা পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৭২। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন সংক্রান্ত প্রথম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন এবং অংশ ৩ এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭২.১ স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাগিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে করহার ১০০% অধিক

প্রথম তফসিলের অংশ ১ এ সংযোজিত উপ-অনুচ্ছেদ (২ক) অনুযায়ী স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাগিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে।

৭২.২ যে সকল ক্ষেত্রে ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে

প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত করহারের ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

(ক) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করার বা কোনো আয় বা তার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৭২ এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এ আইনের ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা

(ঙ) এ আইনের অধীন করফাঁকি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম চলমান থাকলে।

৭২.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা রহিতকরণ

অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২ বিলোপ করা হয়েছে।

৭২.৪ অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন সংক্রান্ত অংশ ৩ সংযোজন

অংশ ৩ এর দফা (১) অনুযায়ী আয়কর আইন, ২০২৩ বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির কোনো পরিসম্পদ অর্জনের উৎসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যদি উক্ত ব্যক্তি ১, জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিম্নবর্ণিত সারণীসমূহে উল্লেখিত হারে কর পরিশোধপূর্বক ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্নে উক্তরূপ অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	অবস্থান	স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের করহার	ভূমির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান থানা, বনানী থানা, মতিঝিল থানা, তেজগাঁও থানা, ধানমন্ডি থানা, ওয়ারী থানা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ থানা, রমনা থানা, পল্টন থানা, কাফরুল থানা, নিউমার্কেট থানা ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০০ (পনেরো হাজার) টাকা
২।	ঢাকা জেলার বংশাল থানা, মোহাম্মদপুর থানা, সূত্রাপুর থানা, যাত্রাবাড়ী থানা, উত্তরা	প্রতি বর্গ মিটারে	প্রতি বর্গ মিটারে

	মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও থানা, শ্যামপুর থানা, শাহজাহানপুর থানা, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ থানা, ডেমরা থানা, আদাবর থানা, গেন্ডারিয়া থানা, খিলক্ষেত থানা, বিমানবন্দর থানা, উত্তরা পশ্চিম থানা, মুগদা থানা, রূপনগর থানা, ভাষানটেক থানা, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা ও ভাটারা থানা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী থানা, পাঁচলাইশ থানা, পাহাড়তলী থানা, হালিশহর থানা ও কোতোয়ালী থানা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানা, সোনারগাঁও থানা, ফতুল্লা থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ও বন্দর থানা এবং গাজীপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা	১০০০০ (দশ হাজার) টাকা
৩।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ থানা, ইপিজেড থানা, কর্ণফুলী থানা, চকবাজার থানা, চান্দগাঁও থানা, ডবলমুরিং থানা, পতেঙ্গা থানা, বন্দর থানা, বাকলিয়া থানা, বায়েজিদ বোস্তামি থানা ও সদরঘাট থানা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা, কালীগঞ্জ থানা, বাসন থানা, কোনাবাড়ী থানা, গাছা থানা, টঙ্গী পূর্ব থানা ও টঙ্গী পশ্চিম থানা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা ও আড়াইহাজার উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা
৪।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৩ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক	প্রতি বর্গ মিটারে ২০০০ (দুই

	কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	হাজার) টাকা	হাজার) টাকা
৫।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৪ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৮৫০ (আট শত পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৫ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো এলাকার সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা

সারণী-২

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের বর্ণনা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সিকিউরিটিজ, নগদ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, আর্থিক স্কিম ও ইনস্ট্রুমেন্ট (financial schemes and instruments), সকল প্রকার ডিপোজিট বা সেভিং ডিপোজিট	মোট পরিসম্পদের ১৫% (পনেরো শতাংশ)
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এ উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ যেকোনো প্রকারের পরিসম্পদের ক্ষেত্রে	পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্যের ১৫% (পনেরো শতাংশ)

৭২.৫ অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিপালনীয় বিষয়াদি

অংশ ৩ এর দফা (২) অনুযায়ী এ অংশের অধীন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিপালন করতে হবে, যথা:-

(ক) ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষ ও তার পূর্বের আয়বর্ষসমূহের অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করা যাবে;

- (খ) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সম্পদ বিবরণী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায়ের বিবৃতিতে বা স্থিতিপত্রে পরিসম্পদ প্রদর্শন করতে হবে;
- (গ) দফা (১) এর সারণী-১ এর (৩) নং কলামে উল্লিখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে যদি উক্তরূপ স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়;
- (ঘ) এ অনুচ্ছেদের অধীন পরিশোধিত কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নিট পরিসম্পদ হইতে বাদ যাবে;
- (ঙ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ভবন এবং ভূমির জন্য প্রযোজ্য কর পরিশোধ করতে হবে;
- (চ) প্রদেয় কর কেবল এ-চালান এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;
- (ছ) প্রদর্শিত পরিসম্পদের বিপরীতে সারণী-১ ও সারণী-২ মোতাবেক পরিগণিত কর ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের জরিমানা বা সারচার্জ বা অন্য কোনো অংক প্রদেয় হবে না এবং ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর উক্তরূপে পরিগণিত করের সাথে প্রদেয় হইবে না;
- (জ) দফা (১) এর সারণী-১ এ উল্লেখিত পরিসম্পদ প্রদর্শিত হলে পরবর্তীকালে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো প্রকারের অবচয় বা অ্যামোর্টাইজেশন দাবি করা যাবে না।

৭২.৬ যে সকল ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন কর যাবে না

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন কর পরিশোধ করা যাবে না, যথা:-

- (ক) এ আইনের অধীন কর ফাঁকির কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে; বা
- (খ) এ আইনের অধীন ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা
- (গ) এই আইনসহ অন্য কোনো আইনের অধীন ফৌজদারী কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে।

৭৩। বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা সংক্রান্ত চতুর্থ তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৭৩.১ জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা

প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী পেনশন এবং অ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক ও খ- এ দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক, যেখানে,

ক = ট - ঠ, যেখানে,

ট = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি;

ঠ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সকল অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় যা ত + থ + দ + ধ
নিয়মে পরিগণিত অংককে অতিক্রম করতে পারবে না, যেখানে,

ত = একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে
প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ);

থ = প্রথম বৎসরে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা ১২ (বারো) টির কম এরূপ
অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে অথবা ১২ (বারো) বৎসরের কম
সময়ব্যাপী বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য এরূপ জীবন বিমা
পলিসির ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিটি প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা সংশ্লিষ্ট
প্রতিটি আয়বর্ষের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ
শতাংশ);

দ = অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত
প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের ৯০% (নব্বই শতাংশ);

ধ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের ১২% (বারো
শতাংশ);

খ = (প - ফ + ব + ভ) ÷ ম, যেখানে,

প = নিম্নবর্ণিত তিনটি বিকল্পের যেটি প্রযোজ্য হয়, যথা:-

(অ) যে করবর্ষের কর নির্ধারণ হবে সে করবর্ষের জন্য অ্যাকচুয়ারিয়াল
ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্ধৃত বা ঘাটতি; বা

(আ) যেক্ষেত্রে (অ) অনুযায়ী উদ্ধৃত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে
বিবেচ্য করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য অ্যাকচুয়ারিয়াল
ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্ধৃত বা ঘাটতি; বা

(ই) যেক্ষেত্রে (অ) বা (আ) অনুযায়ী উদ্ধৃত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নয়,
সেক্ষেত্রে সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়নকালের (intervaluation
period) জন্য অ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্ধৃত বা
ঘাটতি;

ফ = যে করবর্ষের কর নির্ধারণ করা হবে সে করবর্ষের জন্য বিবেচ্য অ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী সময়ের আনীত (brought forward) উদ্ধৃত বা ঘাটতি;

ব = উদ্ধৃত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত (interim or terminal) বোনাস, তা যে প্রকারের হোক না কেন, পরিশোধ করা হলে উক্তরূপ অংক;

ভ = উদ্ধৃত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে ধারা ৪৯-৫৫ এর বিধানাবলির অধীন অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনের সমষ্টি;

ম = ১ (এক), বা যেক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকাল একাধিক বৎসরের হয় এবং প পরিগণনায় গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকালের বৎসরসমূহের সমষ্টি।

৭৩.২ অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা সংক্রান্ত

অনুচ্ছেদ ৬ এর প্রতিস্থাপিত উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী কোনো বৎসরে ব্যতিক্রমী ক্ষতি মিটাইতে কোনো কোম্পানি র পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নিরূপিত মুনাফার স্থিতি হতে বিয়োজন করতে পারবে, যেখানে,-

র = উক্ত বছরে কোনো কোম্পানির প্রিমিয়াম উদ্ধৃত আয়ের অনধিক ১০% (দশ শতাংশ)।

৭৪। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ সংক্রান্ত পঞ্চম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর পঞ্চম তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণকালে নিঃশেষ ভাতা (Depletion allowance) অনুমোদিত হবে না।

৭৫। কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট সংক্রান্ত ষষ্ঠ তফসিলের এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনাম অংশ ১, ২, ৩ ও ৪ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে।

৭৫.১ ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনামে সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনামে ধারা ৭৬ এর পাশাপাশি ধারা ৭৭ ও ৭৮ এর রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৭৫.২ যে সকল দান বা অনুদান করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১২) অনুযায়ী যেকোনো দান বা অনুদান মোট আয়ের বহির্ভূত থাকবে, যদি তা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়।

৭৫.৩ যে সকল শর্তে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৩) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৩) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত থাকবে, যথা:-

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হতে হবে; এবং

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত উক্তরূপ সত্তা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে না;

(গ) দফা (১৩) এর উপ-দফা (খ) তে বর্ণিত শর্ত করবর্ষ ২০২৬-২০২৭ হতে প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হবে।

এখানে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

৭৫.৪ যে সকল শর্তে ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারীর হাতে ট্রাস্ট বা তহবিল হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৫) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৫) অনুযায়ী ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে তা করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৫ যে সকল শর্তে কতিপয় আইটি অ্যানুবন্ড সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২১) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (২১) অনুযায়ী ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তে ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসাসমূহ হতে উদ্ধৃত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় করমুক্ত থাকবে, যথা:-

- (ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);
- (খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);
- (গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);
- (ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);
- (ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);
- (চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);
- (ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);
- (জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);
- (ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);
- (ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);
- (ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);
- (ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);
- (ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);
- (ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);
- (ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

- (ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);
- (থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);
- (দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);
- (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)।

তবে, যে সকল খাতের আয় ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত করমুক্ত ছিলো কিন্তু প্রতিস্থাপিত বিধানে আর করমুক্ত নেই, তাদের ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষের আয় ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৬ আইসিএবি, আইসিএমএবি ও আইসিএসবি এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনসমূহ কর্তৃক কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৮) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) গুলোর সকল প্রকারের আয়কে করযোগ্য করা হয়েছে। ফলে, এ সকল ইনস্টিটিউটসমূহকে কোম্পানি হিসাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৭৫.৭ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত পেনশন করমুক্ত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস. আর. ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এ দফা (৩৪) সংযোজিত হয়। সংযোজিত দফা (৩৪) অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় পেনশন বাবদ উদ্ধৃত যেকোনো আয় করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৮ যে শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে গ্রহীত দান করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৫) এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত দফা (৩৫) অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হবার শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে দান হিসাবে গ্রহীত কোনো পরিসম্পদ করমুক্ত থাকবে। তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশ হতে ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠালে তা করযোগ্য হবে কিনা?

উদাহরণ ১৫

জনাব আসিফ আমিন খান একজন দুবাই প্রবাসী বাংলাদেশি। তিনি তার অর্জিত আয় বাংলাদেশে তার মায়ের নিকট প্রেরণ করতে আগ্রহী। কিন্তু তার মায়ের কোন ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি মায়ের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ করলে কোনো প্রকারের কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকবে কিনা?

না। কোন কর পরিশোধ এর বাধ্যবাধকতা থাকবেনা। বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের সুবিধাভোগী মা হওয়ায় এর উপর কোনো প্রকারের করারোপ প্রযোজ্য হবে না।

৭৫.৯ যে শর্তে শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত অনধিক ৫০ লক্ষ টাকার মূলধনি আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৬) এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত দফা (৩৬) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় নিম্নবর্ণিত শর্তে করমুক্ত হবে, যদি তা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা গ্লেন্সমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

৭৫.১০ ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর প্রায়োগিক স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। অংশ ২ এ উল্লিখিত “মোট আয় হইতে বিয়োজন” এর পরিবর্তে “মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন” শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

৭৫.১১ ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ অনুযায়ী কর রেয়াত কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ১ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত প্রত্যেক “স্বাভাবিক” শব্দের পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি করণিক ত্রুটি দূর করা হলো। অংশ ৩ এর প্রয়োগ যে কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হলো।

৭৫.১২ করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ উল্লিখিত “বা” শব্দটির পরিবর্তে “এবং” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হবে। সংশোধনীর মাধ্যমে করণিক ত্রুটি দূরীভূত হলো।

৭৫.১৩ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস. আর. ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর দফা (৭) এর উপ-দফা (গ) এর পর উপ-দফা (ঘ) সংযোজিত হয়। সংযোজিত উপ-দফা (ঘ) অনুযায়ী অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদেয় যেকোনো পরিমাণ চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ।

৭৫.১৪ কতিপয় ভৌত অবকাঠামোর কর অবকাশ সুবিধার বিলোপ।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এর বিলোপ করা হয়েছে। এ বিলোপের ফলে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামোসমূহের কর অবকাশের মেয়াদ আর বর্ধিত হলো না। তবে, ইতোমধ্যে যে সকল ভৌত অবকাঠামো উক্ত কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত সুবিধার মেয়াদ এখনো অবশিষ্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে উক্ত কর অবকাশ সুবিধা মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৭৬। বিশেষ করহার সংক্রান্ত সপ্তম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন এবং অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭৬.১ কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫%

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত “কোম্পানি” শব্দটির পর “তহবিল ও ট্রাস্ট” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫% হবে।

৭৬.২ রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির উপর করহার ২০%

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলে অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে

বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানি (যেমন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, যার সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নেই) কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো প্রকারের গ্রস আয়ের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হবে এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত লিখিত আদেশে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হবে। তবে,-

(১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(ক) করমুক্ত কোনো আয়;

(খ) কোনো দান বা অনুদান;

(গ) কোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(২) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নেই এরূপ কোম্পানির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৭৭। ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩ক এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ নূতন দফা (এ) এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭৭.১ ভ্রমণ কর আদায়ে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

ধারা ৩ক এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঘ) অনুযায়ী আদায়কৃত ভ্রমণ কর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২১ ও ২৭৫ এ উল্লেখিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

৭৭.২ ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান

ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ সংযোজিত নূতন দফা (এ) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

এ পরিপত্রে অন্য কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে ধারা ও উপধারা বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ও উপধারা, তফসিল বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর তফসিল এবং বোর্ড বলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝাবে।

২০২৪-২০২৫ সালের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ স্পষ্টিকরণের উদ্দেশ্যে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ অনুসারে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

এ পরিপত্রের কোনো বক্তব্য বা উপস্থাপনা আয়কর আইন, ২০২৩ অথবা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ অথবা জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোনো মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অর্থ আইন, ২০২৪, আয়কর আইন, ২০২৩, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং মূল প্রজ্ঞাপনসমূহের ভাষ্য প্রাধান্য পাবে।

(ড. মোঃ কাওসার আলী)

প্রথম সচিব (করনীতি)

পরিশিষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৬১-আইন/আয়কর-৩৬/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “আইন” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);
- (খ) “অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;
- (গ) “কৌচামাল” অর্থ কোনো শিল্পোৎপাদিত পণ্যের এমন সকল মৌলিক উপকরণ যাহা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করে।
- (ঘ) “চুক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত চুক্তি;
- (ঙ) “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাইবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনপূর্বক তাহার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা

স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি করেন তাহা হইলে তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) “ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি” বলিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(অ) কোনো ব্যক্তি পণের বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে Irrevocable Power of Attorney মূলে কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় করিলে;

(আ) নিজের বা অন্যের ভূমির মধ্যে রাস্তা নির্মাণপূর্বক ভূমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ই) নিজের ভূমিতে বা অন্যের ভূমিতে ভবন নির্মাণ করিয়া তাহা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ঈ) কোনোক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোনো বন্দোবস্তের (under any arrangement) অধীন কোনো ভূমি বা ভবন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইয়াছে:

তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে “ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি” বলিয়া গণ্য হইবে না, যথা:

(১) কোনো ব্যক্তি যদি অর্থের প্রয়োজনে তাহার বৃহৎ একটি ভূমির খন্ডাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন; বা

(২) নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়ন করিয়া পরবর্তীকালে তা একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনে বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন।

(ছ) “ধারা” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো ধারা

(জ) “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি;

(ঝ) “পরিশোধ” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত পরিশোধ;

(এ) “ব্যাংক ট্রান্সফার” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৭২) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক ট্রান্সফার;

(ট) “ভিত্তিমূল্য” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ভিত্তিমূল্য।

৩। ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন।-(১) আইনের ধারা ৮৯ এর অধীন উৎসে কর কর্তনের হার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

- (ক) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ যেকোনো ধরনের তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে;
- (খ) ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭% (সাত শতাংশ) হইবে;
- (গ) দফা (ক) ও দফা (খ) এর ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ফিলিং স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ, এলাচ,	১%

১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

	দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	
৫।	সকল প্রকারের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৬।	এমএস বিলেট ব্যতীত লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, সিরামিক তৈজস পণ্য ও সিমেন্ট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৭।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৮।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	২%
৯।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১০।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১১।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১২।	রিসাইকেল্ড সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৩।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১২তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে- খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে-	৫%

]

(ঘ) পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন কর পরিশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে -

ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পন্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইত:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “খ” নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে-

খ = {ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} × ৫% × ১০%।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৪। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।-(১) আইনের ধারা ৯০ এর অধীন কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:-

সারণী

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক	১০%
২।	পেশাদার সেবা (professional service), কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)	১০%
৩।	(ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি;	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে ১০%

	(ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা	(২) মোট বিল এর উপরে	২%
৪।	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	০.৬৫%
৫।	ইভেন্টিং কমিশন		৮%
৬।	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		১০%
৭।	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানকারী		১২%
৮।	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		১০%
৯।	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		৮%
১০।	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		৮%
১১।	শিপিং এজেন্সি কমিশন		৮%
১২।	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	৫%
১৩।	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম		৫%
১৪।	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হাইলিং চার্জ		৩%
১৫।	ইন্টারনেট সেবা		১০%
১৬।	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন		১০%
১৭।	ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির কমিশনের উপর		১০%

১৮।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর	২.৫%
১৯।	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তন যোগ্য নহে	১০%

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সারণীর ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা যদি কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় উহার উপর এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) যদি সারণীর ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ১২ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:

‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর; এবং

‘খ’ অর্থ $\text{ঙ} \times \text{চ} \times \text{ছ}$, যেখানে-

ঙ = গ্রস বিলের পরিমাণ

চ = ক্রম ৩ এর ১০%, ক্রম ৪ এর ২.৫%, এবং ক্রম ১২ এর ৫%

ছ = কমিশন বা ফি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার;

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে তাহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৫। **অনিবাসীর আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) আইনের ধারা ১১৯ এর অধীন যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	(২)		(৩)
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		২০%
২।	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		২০%
৩।	পেশাদার সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি (professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)		২০%
৪।	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		২০%
৫।	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		২০%
৬।	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		২০%
৭।	আইনি সেবা		২০%
৮।	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		২০%
৯।	কমিশন		২০%
১০।	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতিত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		২০%
১১।	সুদ		২০%
১২।	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		২০%
১৩।	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		১৫%
১৪।	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		৭.৫%
১৫।	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে		৭.৫%
১৬।	পণ্য সরবরাহ		৭.৫%
১৭।	মূলধনি মুনাফা		১৫%
১৮।	বীমা প্রিমিয়াম		১০%
১৯।	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		১৫%
২০।	লভ্যাংশ	(১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে	২০%
		(২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে	৩০%
২১।	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		৩০%
২২।	বেতন বা পারিশ্রমিক		৩০%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
২৩।	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	৫.২৫%
২৪।	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা	২০%
২৫।	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি	৫.২৫%
২৬।	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা	৫.২৫%
২৭।	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%
২৮।	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%
২৯।	অন্য কোনো পরিশোধ	২০%

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি আয় উদ্ভূত হয়, তবে, ক্ষেত্রমোতাবেক, উক্ত হস্তান্তর বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না যদি না উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর কর পরিশোধ করা না হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক করা যাইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত অতিরাস্তিক ব্যয় বা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি (৫) এর অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না, যথা:

- (ক) বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোনো পরিশোধ;
- (খ) কোনো প্রফেশনাল বডি়র সাবস্ক্রিপশন ফি বাবদ পরিশোধিত অর্থ;
- (গ) লিয়াজৌ অফিস ব্যয়;
- (ঘ) আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয় ও পণ্য উন্নয়ন ব্যয়;
- (ঙ) টিউশন ফি;
- (চ) যেকোনো প্রকারের নিরাপত্তা জামানত।

৬। সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ-(১) ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses ১[*] (b), (c) বা (e) অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক।
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৮,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০

২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা “(a), (aa), (aaa),” বন্ধনীগুলি, বর্ণগুলো ও কমাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	০ টাকা যাহা অধিক	টাকা যাহা অধিক	০ টাকা যাহা অধিক	টাকা যাহা অধিক	০ টাকা যাহা অধিক।
৩।	ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০ ০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৪।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর , উত্তরা পশ্চিম,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বান্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর , মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাজীরচ র থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর	৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৬।	ঢাকা জেলার দোহার,	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					

সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%
৩।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
২।	শ্রেণি-ঙ-তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে এবং সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত মৌজার ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
৩।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।

(৩) প্রতিটি দলিলের মন্তব্য কলামে ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের প্রকৃতি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনার অনুপস্থিতিতে এই বিধির অধীন সঠিকভাবে কর সংগ্রহ হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

(৫) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধির অধীন কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বন্ধক রাখা হইলে উক্ত বন্ধকী দলিল নিবন্ধন;

(খ) জাতিসংঘ বা ইহার অঙ্গসংস্থা অথবা কোনো বিদেশি দূতাবাস বা মিশন কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন;

(গ) স্বত্বের বিলোপ হয় না এইরূপ না-দাবি দলিল নিবন্ধন;

(ঘ) বন্টননামা দলিল নিবন্ধন;

(ঙ) ওয়াক্ফ বা দেবোত্তর দান দলিল নিবন্ধন;

৭[চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: দান, উইল, অস্থায়িত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন।]

^৪[*]

(৬) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়ননামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৭) এই বিধির অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি পে-অর্ডার নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে, যথা:-

^৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা দফা (চ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

^৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা দফা (ছ) বিলোপ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পে-অর্ডার সংগ্রহের সময়	এ-চালানের মাধ্যমে জমার সময়
(১)	(২)	(৩)
১।	অর্থ বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত	যে সপ্তাহে সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের মধ্যে।
২।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে	যে দিন সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে।
৩।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবস	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে।

(৮) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

- (ক) “ক-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;
- (খ) “খ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;
- (গ) “গ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;
- (ঘ) “ঘ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;
- (ঙ) “ঙ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;

(চ) “কাঠা” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে;

(ছ) “বাণিজ্যিক প্লট” অর্থে সকল শিল্প প্লটও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ-(১) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৬০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৪০০ টাকা	৪,০০০ টাকা
৪।	ঢাকা জেলার বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক,	১,৩০০ টাকা	৩,৫০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		
৫।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও খামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা	৭০০ টাকা	২,০০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা		
৬।	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এইরূপ সকল এলাকা	৩০০ টাকা	১,০০০ টাকা

(২) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
(১)	(২)	(৩)
২।	অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)।

(৩) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসে উন্নয়ন এবং হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৫) এই বিধির অধীন উৎসে কর সংগ্রহকালে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রযোজ্য উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উৎসে কর সংগ্রহ করা যাইবে না।

(৬) এই বিধির অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি পে-অর্ডার নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	পে-অর্ডার সংগ্রহের সময়	এ-চালানের মাধ্যমে জমার সময়
(১)	(২)	(৩)
১।	অর্থ বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত	যে সপ্তাহে সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের মধ্যে।
২।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ	যেদিন সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে।
৩।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবস	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে।

৮। আমদানিকারকদের নিকট হতে কর সংগ্রহ।-(১) আইনের ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করিবেন:

(ক) দফা (খ), দফা (গ), দফা (ঘ), দফা (ঙ), দফা (চ), দফা (ছ), দফা (জ) এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে;

(খ) নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three

			consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
2.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

(গ) নিম্নবর্ণিত সারণী-২ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে:-

সারণী-২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.03	0703.20.90	Garlic : Other
2.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
4.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
5.	25.23	2523.10.20	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
6.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
7.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
8.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
9.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirits
10.	27.10	2710.12.20	spirit type jet fuel
11.	27.10	2710.12.31	White spirit
12.	27.10	2710.12.32	Naphtha
13.	27.10	2710.12.39	Other
14.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
15.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
16.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
17.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
18.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
19.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils
20.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
21.	27.10	2710.12.69	Other
21.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
23.	27.10	2710.19.19	Other
24.	27.11	2711.12.00	Propane
25.	27.11	2711.13.00	Butanes
26.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
27.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
28.	41.02	4102.10.00	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
29.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
30.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
31.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-of reptiles
32.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins Other
33.	72.13	All H.S Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
34.	72.14	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non- alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot- extruded, but including those twisted after rolling
35.	72.15	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non- alloy steel.
36.	72.16	All H.S Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
37.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
38.	84.08	8408.90.90	Other
39.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
40.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
41.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
42.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set
43.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৩ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রতি টনের উপর পাঁচ শত টাকা হারে:-

সারণী-৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	72.03	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
2.	72.04	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
3.	72.06	7206.10.00	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)-Ingots
4.	72.07	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
5.	89.08	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up:

(ঙ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৪ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৪

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals. Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> : Parent stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
11	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)-Fry
13	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (<i>Anguilla spp.</i>)-Fry

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
14	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthal-michthys spp.</i> , <i>Cirrhinus</i> <i>spp.</i> , <i>Mylopharyn-godon piceus</i> , <i>Catla</i> <i>catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus</i> <i>hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)-Fry
15	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (<i>Palinurus</i> <i>spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>): Fry
17	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (<i>Homarus spp.</i>): Fry
18	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>): Fry (New created)
20	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22	05.11	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩, unfit for human

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			consumption.
23	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
25	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
28	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31	07.03	0703.10.19	Onions: Other
32	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
35	07.13	0713.90.90	Other: Other
36	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
41	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
42	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
44	12.01	1201.10.90	Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
45	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
46	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
47	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
48	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
49	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
50	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
51	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
52	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
53	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
54	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (<i>poa pratensis L.</i>) seeds
55	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass (<i>Lolium multiflorum Lam.</i> , <i>Lolium perenne L.</i>) seeds
56	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
57	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
58	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
59	12.09	1209.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
60	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
61	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Refined
62	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Other
63	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
64	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
65	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
66	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
67	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
68	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
69	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
70	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
71	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
72	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			invertebrates: Wrapped/canned upto 2.5 kg
73	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
74	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
75	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
76	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
77	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
78	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
79	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
80	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
81	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
82	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of cotton seeds
83	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of linseed
84	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of sunflower seeds
85	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
86	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Other
87	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of coconut or copra
88	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of palm nuts or kernels
89	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩. Other
90	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
91	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
92	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
93	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
94	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
95	23.09	2309.90.19	Other
96	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated
97	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			roasted iron pyrites: Agglomerated
98	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
99	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
10	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
10	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
10	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refined borax): Other
10	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine]
10	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
10	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
10	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
10	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
10	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
10	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
11	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
11	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
11	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			nitrate in aqueous or ammoniacal solution
11	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub- headings
11	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentaoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
11	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
11	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
11	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
11	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
11	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
12	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
12	31.05	3105.90.00	Other
12	39.07	3907.61.10	Poly (ethylene terephthalate) : Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
12	39.07	3907.61.90	Poly (ethylene terephthalate): Having

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
12	39.07	3907.69.10	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
125	Chapter 47 of First Schedule of কাস্টমস আইন, ২০২৩	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
12	49.02	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
12	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
12	52.02	5202.99.90	Other
12	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
13	55.01	5501.30.10	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
13	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
13	55.03	5503.20.00	Of polyesters
13	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
13	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
13	55.04	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
13	55.05	All H.S	Waste (including noils, yarn waste

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		code	and garneted stock) of man- made fibres.
13	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
13	55.06	5506.20.00	Of polyesters
13	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic
14	55.06	5506.90.00	Other
14	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
14	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
14	7108	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
14	7108	7108.12.90	Other
14	71.08	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
14	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
14	84.07	8407.90.90	Other
14	84.08	8408.90.90	Other
14	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
15	84.43	8443.32.10	Computer printer
15	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
15	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
15	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
15	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving apparatus
15	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
15	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
15	85.23	8523.29.12	Database; operating systems;

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			development tools; productivity; communication or collaboration software
15	85.23	8523.29.90	Other
15	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
16	85.23	8523.49.90	Other
16	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
16	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
16	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other
16	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
16	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
16	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
16	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
16	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
16	87.13	8713.90.00	Wheel Chair
17	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
17	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
17	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
17	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
17	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
17	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
17	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
17	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
17	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
17	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
18	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
19	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
19	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.
19	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(চ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৫ এ উল্লিখিত ভুটান থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled.
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms : Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
26.	25.21	2521.00.91	Boulder limestone
27.	25.21	2521.00.99	Other
28.	38.16	3816.00.90	Other
29.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
30.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
31.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour.
32.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
33.	72.07	7207.19.00	Other:

(ছ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৬ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি-ধারী কোনো মুসক নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে:-

সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	04.02	0402.10.9 1	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%- other
2.	04.02	0402.21.9 1	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
3.	25.06	2506.10.0 0	Quartz
4.	25.06	2506.20.0 0	Quartzite
5.	25.07	2507.00.1 1	China clays
6.	25.08	2508.40.1 1	Ball clays
7.	25.08	2508.30.0 0	Fire clay
8.	25.17	2517.10.1 0	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat- treated

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
9.	25.18	2518.10.0 0	Dolomite not calcined or sintered
10.	25.20	2520.20.0 0	Plasters
11.	25.21	2521.00.1 0	Limestone only used for cement manufacturing
12.	25.26	2526.20.0 0	Talc
13.	25.29	2529.10.0 0	Feldspar
14.	26.18	2618.00.0 0	Slag only used for cement manufacturing
15.	26.20	2620.99.1 0	Fly Ash only used for cement manufacturing
16.	27.04	2704.00.0 0	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
17.	28.18	2818.20.1 0	Aluminium oxide, other than artificial corundum
18.	28.35	2835.26.0 0	Other phosphates of calcium
19.	28.36	2836.50.0 0	Calcium carbonate
20.	28.39	2839.19.0 0	commercial alkali metal silicates of potassium
21.	32.07	3207.30.0 0	Liquid lustres and similar preparations
22.	32.07	3207.40.0 0	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
23.	32.08	3208.20.9 1	Cover coat/medium

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
24.	35.06	3506.91.1 0	Elastic/construction glue
25.	48.04	4804.11.0 0	Kraftline- Unbleached
26.	48.11	4811.90.1 1	Melamine/Decalcomania Paper
27.	53.05	5305.00.1 0	Coco substrate; coco pellet; growing media
28.	72.08	7208.39.2 0	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
29.	76.01	7601.10.1 0	Aluminium ingot
30.	76.06	7606.11.1 0	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular (including square); Of Aluminium, not alloyed
31.	76.06	7606.12.1 0	Of Aluminium, alloys
32.	76.07	7607.11.1 0	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
33.	76.07	7607.19.1 0	Aluminium foil lacquered
34.	76.07	7607.20.9 2	Co-polymer coated aluminium tape

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
35.	79.01	7901.11.9 0	Zink, Not Alloyed, ≥99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

(জ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৭ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে:-

সারণী- ৭

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	06.03	All H. S Code	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
2.	06.04	All H. S Code	Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
3.	08.01	All H. S Code	Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			whether or not shelled or peeled.
4.	08. 02	All H. S Code	Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
5.	08.03	All H. S Code	Bananas, including plantains, fresh or dried.
6.	08.04	All H. S Code	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
7.	08.05	All H. S Code	Citrus fruit, fresh or dried.
8.	08.06	All H. S Code	Grapes, fresh or dried.
9.	08.07	All H. S Code	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
10.	08.08	All H. S Code	Apples, pears and quinces, fresh.
11.	08.09	All H. S Code	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
12.	08.10	All H. S Code	Other fruit, fresh.
13.	08.11	All H. S Code	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
14.	08.12	All H. S Code	Fruit and nuts, provisionally preserved, but unsuitable in

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			that state for immediate consumption.
15.	08.13	All H. S Code	Fruit, dried, other than that of Headings Nos. 08.01 to 08.06; Mixtures of nuts or dried fruits
16.	08.14	All H. S Code	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.
17.	67.02	All H. S Code	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit.

(ঝ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৮ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে:-

সারণী-৮

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength $\geq 80\%$ By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits Of Any Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits From Distilled Grape Wine or Grape Marc

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum And Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin And Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs And Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes And Toilet Waters

(২) যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য” বলিতে বুঝাইবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।

৯। **উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা।**-আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংক সরকারী কোষাগারে নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক জমা প্রদান করিতে হইবে:-

ক্রমিক নং	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারী কোষাগারে জমাদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে
গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য যেকোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন
ঘ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবেসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন]

১০। উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি।-এই আইনের অংশ ৭ এর আওতাধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৮ এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর এ-চালান বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১১। কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারী।-(১) যেইক্ষেত্রে “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে এই আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ পরিশোধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল ২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল ৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল ৪ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।

(৭) “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১২। **অব্যাহতি সনদের অকার্যকারিতা।**-যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই মর্মে কোনো টেন্ডার বা পণ্য সরবরাহের চুক্তি বা এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন যেখানে তৎকর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য বা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের অংকে উৎসে করের অংক অন্তর্ভুক্ত সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কোনো কর অব্যাহতি সনদ উপস্থাপন করিলে উহার কার্যকারিতা থাকিবে না।

১৩। **কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

$গ = (১০০ \times ক) / (১০০ - খ)$, যেখানে-

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক,

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন;
বা

(খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন,

সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ‘খ’ আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “কর ব্যতীত পরিশোধ” অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৪। **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান।**-(১) ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও আইনের অংশ ৭ এ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের

প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৫। উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল।- আইনের এর ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল ১ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

তফসিল-১

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr.gov.bd

উৎসে কর রিটার্ন

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

মৌলিক তথ্যাদি

০১	অর্থবর্ষ ২ ০ -	০২	মাসের জন্য প্রযোজ্য
০৩	রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তির নাম:		
০৪	ব্যক্তির মর্যাদা (একটি টিক দিন):		
	০৪ক কোম্পানি	০৪খ ব্যক্তি সংঘ	☐
	০৪গ ফার্ম	০৪ঘ অন্যান্য ব্যক্তি	☐
০৫	টিআইএন:	০৬	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
০৭	সার্কেল:	০৮	কর অঞ্চল:
০৯	ঠিকানা:	১০	ফোন নং:
১১	ফ্যাক্স:	১২	ইমেইল:
১৩	মূল ব্যবসা (খাত):		
১৪	লিয়াজেঁ বা শাখা অফিস এর ক্ষেত্রে:		
	১৪ক মূল কোম্পানির নাম		
	১৪খ মূল কোম্পানির ট্যাক্স রেসিডেন্স		

অংশ ২
উৎসে কর কর্তনের বিবরণ

১৫	উৎসে কর্তিত করের উৎস ও পরিমাণ					
	ক্রমিক নং	উৎস	ধারা	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	____ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ	____ মাস পর্যন্ত উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
	(১)	চাকরি হইতে আয় (সংযুক্ত তফসিল গ দেখুন)	৮৬			
	(২)	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৮			
	(৩)	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৯			
	(৪)	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ক দেখুন)	৯০			
	(৫)	স্পর্শাণীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১			
	(৬)	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে	৯২			
	(৭)	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৩			
	(৮)	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে	৯৪			
	(৯)	ট্রাভেল এজেন্ট এর নিকট হইতে	৯৫			

(১০)	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে	৯৬			
(১১)	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৭			
(১২)	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর	৯৮			
(১৩)	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে	৯৯			
(১৪)	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে	১০০			
(১৫)	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি	১০১			
(১৬)	সুদ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ঘ দেখুন)	১০২			
(১৭)	নিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধিত সুদ হইতে কর কর্তন	১০৪			
(১৮)	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে	১০৮			
(১৯)	ভাড়া হইতে উৎসে কর	১০৯			
(২০)	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০			
(২১)	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর	১১২			
(২২)	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে	১১৩			
(২৩)	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১১৪			
(২৪)	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন	১১৫			

(২৫)	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬			
(২৬)	লভ্যাংশ হইতে (সংযুক্ত তফসিল ও দেখুন)	১১৭			
(২৭)	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে	১১৮			
(২৮)	অনিবাসীদের আয় হইতে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ (সংযুক্ত তফসিল খ দেখুন)	১১৯			
(২৯)	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ	১২৩			
(৩০)	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে	১২৪			
(৩১)	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর	১২৯			
(৩২)	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর	১৩২			
(৩৩)	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ	১৩৩			
(৩৪)	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৪			
(৩৫)	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৬			

অংশ ৩
উৎসে কর পরিশোধের বিবরণ
(প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)

১৬	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ		
	১৬ক	মোট উৎসে কর্তিত কর	ট
	১৬খ	সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান	ট
	১৬গ	অতিরিক্ত পরিশোধ বা ঘাটতি (যদি থাকে) ১৬এ-১৬বি	ট

১৭	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে লাইন যোগ করুন)				
	ক্রমিক নং	এ চালান নং	তারিখ	ব্যাংক	পরিমাণ ট
	(১)				
	(২)				
	(৩)				
	(৪)				
	(৫)				
	(৬)				
	(৭)				
	(৮)				
	(৯)				
	(১০)				

	(১১)				
	(১২)				
	১৭এ	সরকারি কোষাগারে মোট জমা প্রদান			

অংশ ৪

সংযুক্তি এবং যাচাইকরণ

১৮	অন্যান্য বিবৃতি, নথি, ইত্যাদি সংযুক্ত করুন (তালিকা করুন)

১ ৯	<u>প্রতিপাদন</u>	
	আমি.....পিতা/স্বামী..... ইউটিআইএন/টিআইএন: সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, (ক) এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ; (খ) আমি _____ হিসাবে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই রিটার্নে স্বাক্ষর করছি এবং আমি এই রিটার্নে স্বাক্ষর করিতে এবং এটি যাচাই করিতে সক্ষম	
	নাম	স্বাক্ষর
	পদবী	
	স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর)	স্বাক্ষর এর স্থান
	২ ০	

শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

রিটার্ন জমার তথ্যাদি

জমা প্রদানের তারিখ (দিন-মাস-বছর)	কর অফিস এন্ট্রি নং
২ ০	

তফসিল ক
উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই অর্থবর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ -	মাস

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		
২	পেশাদার সেবা (professional service), কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)		
৩	(ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা;		

	(এ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (থ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
৪	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
৫	ইন্ডেন্টিং কমিশন		
৬	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		
৭	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানকারী		
৮	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		
৯	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		
১০	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		
১১	শিপিং এজেন্সি কমিশন		
১২	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
১৩	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন		

	সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম		
১৪	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হইলিং চার্জ		
১৫	ইন্টারনেট সেবা		
১৬	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন		
১৭	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির কমিশনের উপর		
১৮	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর		
১৯	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল খ

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন:	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই আয়বর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ -	মাস:

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		
২	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		
৩	পেশাদার সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি (professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)		
৪	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		
৫	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		
৬	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		
৭	আইনি সেবা		
৮	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		
৯	কমিশন		
১০	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		
১১	সুদ		

১২	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		
১৪	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		
১৫	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		
১৬	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে		
১৭	পণ্য সরবরাহ		
১৮	মূলধনি মুনাফা		
১৯	বীমা প্রিমিয়াম		
২০	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		
২১	লভ্যাংশ- (১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে (২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে		
২২	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		
২৩	বেতন বা পারিশ্রমিক		
২৪	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং		

২৫	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা		
২৬	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি		
২৬	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা		
২৭	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ		
২৮	কুরিয়ার সার্ভিস		
২৯	অন্য কোনো পরিশোধ		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল গ

বেতন হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

যে কর্মচারীর কাছ থেকে কর কর্তন করা হইয়াছে তার বিবরণ			
ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন বিবরণ					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া,	বাড়ি ভাড়া ভাতা	পরিবহন ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা

	অগ্রিম, ছুটি, ওভারটাইম				
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

অ-নগদ সুবিধার মূল্য: বাসস্থান	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: পরিবহন	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: অন্যান্য	RPF/GF/PF- এ নিয়োগকর্তার অবদান	মোট	উৎসে কর্তিত কর
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

২। উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ

চালান নং	চালান তারিখ	ব্যাংক এর নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সাক্ষর ও সীল

নাম:

পদবী:

তারিখ:

তফসিল ঘ

সুদ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

প্রদানকারীর নাম

ক্রমিক নং	পরিশোধকা রীর নাম	পরিশোধকা রীর ঠিকানা	পরিশোধকা রীর নিবাসী/ অনিবাসী	পরিশো ধ এর তারিখ	সুদের পরিমা ণ বা মোট	উৎসে কর্তিত করের পরিমা	মন্ত ব্য

					সুদের পরিমা ণ	ণ, যদি থাকে	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

পদবী.....

তফসিল ও

লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

নিবাসী/অনিবাসী শেয়ারহোল্ডার

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ারহোল্ডারের ঠিকানা	ডিভিডেন্ড প্রদানের তারিখ	ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রকৃতি (মধ্যবর্তী/চূড়ান্ত)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

শেয়ারহোল্ডারের অধীনে থাকা শেয়ারের সংখ্যা এবং বিবরণ	প্রদত্ত বা বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	উক্ত লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর্তনকৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

স্বাক্ষর.....
তারিখ.....
পদবী.....

দ্রষ্টব্য: আবাসিক এবং অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পৃথক ফর্ম ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল চ

বেতন পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল সেপ্টেম্বর মাসে দাখিলকৃত
রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা	টিআইএন	উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর
ঠিকানা:	ফোন:	ই-মেইল:

অংশ ১

	যে কর্মচারীর নিকট হইতে কর কর্তন করা হয় তাহার বিবরণ		
ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন আয়ের বিস্তারিত

মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রীম, ছুটি নগদায়ন, ওভারটাইম	বাসা ভাড়া ভাতা	যাতায়াত ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: আবাসন	নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: যাতায়াত	নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: অন্যান্য	RPF/GF/PF এ নিয়োগকর্তার অবদান	অন্যান্য পরিশোধ	মোট
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

কর্তৃত কর	সরকারি কোষাগারে কর জমার পরিমাণ	মন্তব্য
(১৭)	(১৮)	(১৯)

অংশ ২

ক। টিআইএন না থাকা কর্মচারীদের যা পরিশোধ করা হইয়াছে

ক১	টিআইএন ছাড়া কর্মচারীর সংখ্যা	
ক২	কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ	৬

ক৩	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ	৬
ক৪	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরিমাণ (শতাংশ) (ক৩÷ক২) X ১০০	

খ। বিদেশী কর্মীদের পরিশোধের পরিমাণ

খ১	বিদেশী কর্মীদের সংখ্যা	
খ২	বিদেশী কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থ প্রদানের পরিমাণ	৬
খ৩	বিদেশী কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ	৬
খ৪	বিদেশী কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ (শতাংশ) (খ৩÷খ২) X ১০০	

অংশ ৩

অংশ-১ এবং অংশ-২ এ উল্লেখ ছাড়া কর্মচারীদের কোন পরিশোধের বিশদ বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন	নগদ প্রদানের পরিমাণ	নগদ প্রদানের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

পেনশন	গ্রাচুইটি	অন্যান্য অবসর উত্তর সুবিধা	RPF এর সুদ	৩২ ধারা অনুযায়ী চাকরি হইতে আয়
(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়	বিনিয়োগ কর রেয়াত	অনুমোদিত কর ক্রেডিট	মন্তব্য
(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)

আমি প্রত্যয়ন করছি যে-

- ক। উপরোক্ত বিবৃতিতে কর্মচারীদের প্রদানকৃত মোট অর্থের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে;
খ। বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

তফসিল-ছ

কর্মচারীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিবরণী

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল এপ্রিল মাসে দাখিলকৃত
রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা:

টিআইএন:

ঠিকানা:

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

কর সার্কেল, কর অঞ্চল ইউনিট	রিটার্ন দাখিল এর তারিখ	রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর	মন্তব্য
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে-

ক) উপরলিখিত বিবরণীতে কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের আয়ের রিটার্ন দাখিল করার বিষয়ে

বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে;

খ) বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম.....

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr.gov.bd

উৎসে কর কর্তন রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র
(আলাদা কাগজে দাখিল করুন)

আয় বর্ষ ২ ০ -	মাসের জন্য প্রযোজ্য
ব্যক্তির নাম	
টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর
সার্কেল	কর অঞ্চল
জমা প্রদানের তারিখ (দিন- মাস -বছর) ২ ০	কর অফিসের এন্ট্রি নং
রিটার্ন গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর	
স্বাক্ষরের তারিখ	কর অফিসের যোগাযোগের নম্বর

তফসিল ২

[বিধি ১১ (১) দ্রষ্টব্য]

“চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়,

(যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নহে)

হইতে উৎসে কর কর্তনের বা সংগ্রহের সনদপত্র

- (১) যেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা:
- (২) যেই মেয়াদের জন্য পরিশোধটি সম্পন্ন করা হইয়াছে:
- (৩) কর্মচারীর নাম ও পদবী এবং TIN:
- (৪) পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ (যেমন- মূল বেতন, বিবিধ ভাতা এবং অন্যান্য পরিশোধ):
- (৫) প্রদত্ত সুবিধাদির মূল্য:
- (৬) ধারা ৮৬ এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তনের পরিমাণ:
- (৭) আয়, রেয়াত বা কর পরিগণনা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি:
- (৮) উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ:
- (৯) কর্তনকৃত কর সরকারী কোষাগারে জমা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সারণীতে বিবরণাদি:

সারণী

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে মোট টাকার পরিমাণ	সনদে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট:						
কথায়:						

- * সনদ ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম, পদবী এবং তারিখসহ স্বাক্ষর
- * যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[বিধি ১১ (২) দ্রষ্টব্য]

বেতনাদি ব্যতীত হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

ক্রমিক নং

তারিখ:

০১।	পরিশোধকারীর নাম	
০২।	পরিশোধকারীর ঠিকানা	
০৩।	পরিশোধকারীর TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪।	১২ ডিজিটের TIN (যদি ৩নং ক্রমিকের উত্তর হ্যাঁ হয়)	
০৫।	কোনো সময়কালের জন্য পরিশোধ করা হইয়াছে [হইতে (তারিখ) - পর্যন্ত (তারিখ)]	

০৬. অর্থ পরিশোধ এবং কর কর্তনের বিবরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	পরিশোধের তারিখ	পরিশোধের বিবরণ	ধারা	পরিশোধের পরিমাণ (টাকা)	কর কর্তনের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						

০৭. উৎসে কর্তিত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত পরিমাণ (টঃ)	অত্র সনদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট						
কথায়						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ; এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদ পত্রটি ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম:

স্বাক্ষর

এবং সিল

পদবী:

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর:

ফোন ও ই-মেইল:

তারিখ:

তফসিল ৪

[বিধি ১১ (৩) দ্রষ্টব্য]

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

নং	তারিখ
০১.	যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন করা হইয়াছে তাহার নাম
০২.	ঠিকানা:
০৩.	ব্যক্তির TIN আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪.	TIN (যদি ৩নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়)

০৫. কর সংগ্রহের বিবরণসমূহ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	কর সংগ্রহের বিবরণ	ধারা	কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
মোট-					

০৬. সংগৃহীত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত মোট পরিমাণ (টঃ)	সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট-						
কথায়-						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ, এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদপত্র ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম:

স্বাক্ষর এবং

সিল

পদবী

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

ফোন ও ই-মেইল:

তারিখ:

১৬। রহিতকরণ।—

- (১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন-
 - (ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (খ) অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম

সদস্য (করনীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ৩ এ উল্লিখিত সারণীর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ফিলিং স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ,	১%

	এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	
৫।	সকল প্রকারের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৬।	এমএস বিলেট ব্যতীত লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, সিরামিক তৈজস পণ্য ও সিমেন্ট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৭।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৮।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	২%
৯।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১০।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১১।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১২।	রিসাইকেল্ড সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৩।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১২তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে- খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে-	৫%

”;

(খ) বিধি ৬ এর-

(অ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত “(a), (aa), (aaa),” বন্ধনীগুলি, বর্ণগুলি
ও কমাগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৫) এর-

(i) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: দান, উইল, অস্থিত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন।”;

(ii) দফা (ছ) বিলুপ্ত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই ২০২৪ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম

সদস্য (কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ২৪৩-আইন/আয়কর-৩৭/২০২৪।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবল, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই বিধিমালা আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

- (ক) "আইন" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);
- (খ) "আদালত" অর্থ আইনের ধারা ২৯৬ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত সুপ্রীম কোর্ট;
- (গ) "আবেদনকারী" অর্থ আইনের ধারা ২৯৮ এর অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী;
- (ঘ) "আপিল কর্তৃপক্ষ" অর্থ যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;
- (ঙ) "কর নির্ধারণ" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৬খ) এ সংজ্ঞায়িত কর নির্ধারণ;
- (চ) "নিষ্পত্তিকৃত মামলা" অর্থ কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ আয়কর মামলা;

- (ছ) "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি" অর্থ আইনের অংশ ২০ এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি;
- (জ) "বিচারাধীন মামলা" অর্থ যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপিল দায়ের করা হইয়াছে যাহা নিষ্পত্তি হয় নাই এইরূপ বিচারাধীন আপিল মামলা;
- (ঝ) "বিভাগীয় প্রতিনিধি" অর্থ আইনের ধারা ২৯৯ এবং বিধি ৭ এর অধীন মনোনীত কোনো কর্মকর্তা;
- (ঞ) "সহায়তাকারী" অর্থ আইনের ধারা ৩০০ এ উল্লিখিত এবং বিধি ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত সহায়তাকারী;
- (ট) "বোর্ড" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (ঠ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল।

৩। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন দাখিলের সময়সীমা।**— আবেদনকারী কর্তৃক দাবিনামা (demand notice) প্রাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক আবেদনের অনুমতি প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৪। **আবেদন ফি।**— আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত প্রতি করবর্ষের আবেদনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

৫। **আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ।**— বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) উপকর কমিশনার কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বা পুনঃনিষ্পত্তিকৃত আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপিল দায়ের না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আবেদনকারীর আপিল অধিক্ষেত্র যে কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট;
- (খ) যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল বিচারাধীন থাকিলে

সংশ্লিষ্ট যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট;

- (গ) কর আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল বিচারাধীন থাকিলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চের রেজিস্ট্রার/উপ রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার এর নিকট; এবং
- (ঘ) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ এর অনুমতি লাভের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল) এর নিকট।

৬। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন।— (১) আবেদনকারীর আবেদন ৫ প্রস্থে তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরমে প্রতি প্রস্থ ফরম এর সাথে আবেদনের ফি প্রদানের ট্রেজারি চালান এর কপি এবং আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদিসহ দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালতের অনুমতির কপি আবেদনের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) আবেদন ফরম ও প্রতিপাদন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা:—

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individuals) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি;
- (খ) ফার্মের ক্ষেত্রে যে কোনো অংশীদার;
- (গ) ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে উহার প্রধান নির্বাহী; এবং
- (ঘ) কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)।

(৪) আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনটি গ্রহণ করিয়া আবেদন ফরমের একটি কপি নথিতে ধারাবাহিকভাবে গ্রহণের তারিখের ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করিবে এবং অতঃপর গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক অফিসের সিল ও অনুস্বাক্ষর প্রদানপূর্বক তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনকারীকে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ৩ (তিন) সেট আবেদন, সংযোজনীসমূহ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত অগ্রায়নপত্রসহ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ড আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৭) বোর্ড প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য বিধি ১০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত সহায়তাকারীর তালিকা হইতে একজন সহায়তাকারীকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক আবেদনকারী, সহায়তাকারী এবং সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারকে তফসিল-৮ এ বর্ণিত ফরমে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন অবহিত করিবার পর ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ড আবেদনের একটি কপি নথিতে সংরক্ষণপূর্বক উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার ও অপর একটি কপি সহায়তাকারীর নিকট প্রেরণ করিবে।

(৯) বোর্ড বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ফলাফল (মতৈক্য বা মতানৈক্য) তফসিল-৪ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

৭। কর কমিশনারের করণীয়।—কর কমিশনার বোর্ড হইতে আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার অধীন উপকর কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তাকে তফসিল-৫ অনুসারে কর বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি কপি আবেদনকারী ও সহায়তাকারীকে অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

৮। বিচারাধীন মামলার অনুমতি।—(১) যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল বিচারাধীন থাকিলে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তফসিল-৬ এ বর্ণিত ফরমে অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করিবে এবং তফসিল-৭ এ বর্ণিত ফরমে উক্ত অনুমতির আদেশ আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(৩) কর আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার বা উপ-রেজিস্ট্রার বা সহকারী রেজিস্ট্রার এর নিকট তফসিল-৬ এ বর্ণিত ফরমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুমতি প্রার্থনার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর আপিল ট্রাইব্যুনাল অনুমতির আদেশ প্রদান করিবে এবং তফসিল-৭ এ বর্ণিত ফরমে উক্ত আদেশের অনুমতিপত্র আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(৫) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোর্টের অনুমতির জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৯। সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আপত্তি।— (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এর অধীন মনোনীত কোন সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আবেদনকারী অথবা সংশ্লিষ্ট কর বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধির যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে তদমর্মে বোর্ড এর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বা আপত্তি বোর্ড ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনবোধে উক্ত সহায়তাকারীকে পরিবর্তন করিতে অথবা তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সহায়তাকারী পরিবর্তন করা হইলে সহায়তাকারীর তালিকা হইতে অন্য একজনকে সহায়তাকারী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

১০। সহায়তাকারীর যোগ্যতা, নিয়োগ এবং তালিকা।— (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সহায়তাকারীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে, যথা:—

- (ক) আয়কর বিষয়ে দক্ষ ও অভিক্ষ যুগ্মকর কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্মকর্তা;
- (খ) জেলা ও দায়রা জজ এর নিম্নে নহেন এইরূপ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;
- (গ) আয়কর বিষয়ে অনূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনের ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত কর আইনজীবী।

(২) বোর্ড প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর সহায়তাকারীগণের প্রত্যেকের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনাপূর্বক উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। সহায়তাকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।— (১) সহায়তাকারী আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে বিবেচ্য বিরোধের—

- (ক) নিষ্পত্তির বা সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু (Issues for Resolution) নির্ধারণ করিবেন;

- (খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি, কৌশল বা কাঠামো নির্ধারণ করিবেন;
- (গ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং তফসিল-১১ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধিকে নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং
- (ঘ) উভয় পক্ষকে সময় উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) সহায়তাকারী বোর্ড হইতে আবেদন প্রাপ্তির পর বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে মতামতসহ তফসিল-৯ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনের শর্তসমূহ পালিত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের জন্য উপকর কমিশনারকে অনুরোধ জানাইবেন।

(৩) সহায়তাকারী উপ-বিধি (২) এর অধীন চাহিত তথ্য পাওয়া না গেলে শর্তসমূহ পালিত হইয়াছে ও বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে উপকর কমিশনার এর কোনো মতামত নাই বলিয়া গণ্য করিবেন।

(৪) সহায়তাকারী তফসিল-১০ এ বর্ণিত ফরমে পত্র দ্বারা উপকর কমিশনারের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট আয়কর নথিটি তলব করিতে পারিবেন।

(৫) সহায়তাকারী প্রয়োজনবোধে আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে বিরোধীয় বিষয়ে আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পৌছাইতে উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন।

(৬) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চলমান থাকা অবস্থায় আবেদনকারী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আইনসংগত বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা (cognizable non-cooperation) করিলে বা নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে কিংবা আইনসংগত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, সহায়তাকারী কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে চলমান বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধীয় বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হইলে, সহায়তাকারী তফসিল-১২ এ বর্ণিত ফরমে মতৈক্যের শর্ত সংবলিত (Terms of Agreement) একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং সহায়তাকারীসহ উভয়পক্ষ উক্তরূপ লিপিবদ্ধকৃত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন স্বাক্ষর করা হইলে সহায়তাকারী উক্ত চুক্তিপত্রের একটি করিয়া অনুলিপি আবেদনকারী, বোর্ড, কর কমিশনার ও উপকর কমিশনারের নিকট তফসিল-১৩ অনুযায়ী প্রেরণ করিবেন।

(৯) বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্য না হইলে সহায়তাকারী উহার কারণসমূহ তফসিল-১৪ অনুযায়ী উভয়পক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক আবেদনকারী, সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ, আদালত, কর কমিশনার ও বোর্ড এর নিকট ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

(১০) উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়তাকারী বিরোধ নিষ্পত্তির ভিত্তিতে পাওনা অর্থ আদায়, পরিশোধ এবং ফেরত প্রদানের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

১২। সহায়তাকারীর আচরণ বিধি।— সহায়তাকারীর আচরণ বিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) সহায়তাকারী সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকালে সহায়তাকারী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করিবেন;
- (গ) সহায়তাকারী আবেদন বহির্ভূত কোন বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না;
- (ঘ) সহায়তাকারী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবেদনকারী বিভাগীয় প্রতিনিধিকে সহায়তা করিবেন;
- (ঙ) সহায়তাকারী উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিরোধীয় বিষয়ে কারিগরী বা পেশাগত জ্ঞান রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন;
- (চ) সহায়তাকারী অবশ্যই আইনের আইনের ধারা ৩০৪ এর উপ-ধারা (৮) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করিবেন;
- (ছ) গোপনীয়তা (Confidentiality):
 - (১) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারীর নিকট কোন পক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য সহায়তাকারী গোপন রাখিবেন এবং

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ সরবরাহকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না;

- (২) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতায় সকল কার্যক্রম, দলিলাদি ও ফলাফল গোপন রাখিতে হইবে, তবে কেবলমাত্র অন্য কোন আইনের অধীনে অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা যাইবে।

১৩। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব।**— (১) সহায়তাকারী তাহার নিকট কোনো বিকল্প বিরোধ প্রক্রিয়া নিষ্পত্তাধীন থাকা অবস্থায় ন্যায়বিচার প্রভাবিত হইতে পারে বলিয়া মনে করিলে অথবা তিনি কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছুক না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিরোধীয় বিষয়টি ফেরত প্রদান করিবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) বিরোধীয় বিষয়ে মনোনীত সহায়তাকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিরোধীয় বিষয়ে তাহার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে অথবা বিরোধ নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী তাহার মনোনয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন এবং লিখিতভাবে বোর্ড ও আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবার পর সহায়তাকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে বোর্ড সহায়তাকারীকে প্রত্যাহার এবং নূতন সহায়তাকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। **সহায়তাকারীর ফিস।**— (১) আইন ও এই বিধিমালার অধীন কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মনোনীত সহায়তাকারীকে বিরোধীয় করের ১০% তবে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনূন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে ফিস প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফিসের ৫০% সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং ৫০% আবেদনকারী প্রদান করিবেন।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারীকে এই বিধি অনুযায়ী ফিস প্রদান করা হইবে।

১৫। **বিভাগীয় প্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য।**— (১) বিভাগীয় প্রতিনিধি সহায়তাকারী কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশে বর্ণিত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

(২) বিভাগীয় প্রতিনিধি বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস চালাইবেন এবং আবেদনকারীর সহিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১২, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন-

- (ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন এর ফরম

বরাবর

[যথা স্থানে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপিল রেঞ্জ -----, কর আপিল
অঞ্চল-----

অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), আপিল রেঞ্জ -----, কর
আপিল অঞ্চল-----

কর কমিশনার (আপিল), কর আপিল অঞ্চল-----

রেজিস্ট্রার কর আপিল ট্রাইবুনাল

উপ/সহকারী রেজিস্ট্রার, বেঞ্চ-----, কর আপিল
ট্রাইবুনাল

দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন।

বিবেচ্য করবর্ষ

আবেদনকারীর টিআইএন:

আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর:

(ক) কর সার্কেলের নাম:

(খ) কর অঞ্চলের নাম:

বিবেচনাধীন বৎসরের দাবীনামা প্রাপ্তির তারিখ:

মামলা কোন আপিল কর্তৃপক্ষ বা কোর্টের বিচারাধীন থাকিলে

ঐ আপিল কর্তৃপক্ষ বা কোর্ট কর্তৃক বিকল্প বিরোধ

নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদানের তারিখ:

আবেদনের ভিত্তিসমূহ:

বিবেচনাধীন বিষয়	আয়কর রিটার্নে করদাতার ভাষ্য	আয়কর কর্তৃপক্ষের ঐ বিষয় নিরূপন বা পুনঃনিরূপণ এর অবস্থান	করদাতার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি	সংযুক্তির বিবরণ

স্বাক্ষর/-

নাম:
টিআইএনঃ

প্রতিপাদন

আমি ----- আবেদনকারী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক ও সত্য।

স্বাক্ষর/-

স্বাভাবিক ব্যক্তি/ফার্মের
অংশীদার/প্রধান

নির্বাহীমুখ্য কর্মকর্তা
এর/নাম:

টিআইএন:

- দ্রষ্টব্য: (ক) আবেদন ৪ (চার) প্রস্তুত করিতে হইবে;
- (খ) প্রতি প্রস্তুতের সাথে আবেদন ফি পরিশোধের চালানের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
- (গ) সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের অনুকূলে সহায়তাকারীর সার্ভিস চার্জ পরিশোধের পে-অর্ডারের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির আদেশের সত্যায়িত ৪ (চার) কপি;
- (ঙ) আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদি।

তফসিল-২
[বিধি ৬(৪) দ্রষ্টব্য]

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

কর সার্কেল-----, কর অঞ্চল----- এর করদাতা-----
(আবেদনকারীর নাম) টিআইএন----- ঠিকানা-----এর করবর্ষ-----
----- এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন----- তারিখে অত্র অফিসে দাখিল
করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/-

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের
সীলমোহর

তফসিল-৩
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন অগ্রায়ন পত্র

ক্রমিক নং-----

তারিখ:

দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন অগ্রায়ন।

কর সার্কেল----- কর অঞ্চল----- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) -----
-----টিআইএন----- ঠিকানা:-----করবর্ষ-----
----- এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন----- তারিখে অত্র অফিসে
দাখিল করিয়াছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩ সেট আবেদন ও সংযুক্তি অগ্রায়ন
করা হইল।

স্বাক্ষর/-

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের
সীলমোহর

সংযুক্তি:(ক) আবেদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন ফরম ৩
(তিন) সেট;

- (খ) প্রতি সেটের সাথে আবেদন ফি পরিশোধের চালানের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
- (গ) সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের অনুকূলে সহায়তাকারীর ফি পরিশোধের পে-অর্ডারের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির আদেশের সত্যায়িত ৪ (চার) কপি;
- (ঙ) আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদি।

তফসিল-৪

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৬) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টার

ক্রমিক নং	যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করা হইয়াছে	ঐ স্থানে দাখিলের তারিখ	আবেদনকারীর নাম	টিআইএন	সার্কেলের নাম	কর অঞ্চলের নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

সহায়তাকারীর নাম	সহায়তাকারীর মনোনয়নের তারিখ	সহায়তাকারীকে আবেদন প্রেরণের তারিখ	নিষ্পত্তির তারিখ	নিষ্পন্ন/আংশিক নিষ্পন্ন/অনিষ্পন্ন
(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)

তফসিল-৫
[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]

বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন

কর কমিশনার-----, কর অঞ্চল-----

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

কর সার্কেল----- এর করদাতা----- টিআইএন-----
----- এর করবর্ষ এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব-----
পদবী-----কে কর বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর/-

কর কমিশনার
কর অঞ্চল

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। জনাব-----

সহায়তাকারী

২। করদাতার নাম:

ঠিকানা:

৩। দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৪। উপ কর কমিশনার

সার্কেল-----

তফসিল-৬

[বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) ও (৩) দ্রষ্টব্য]

বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুমতির আবেদন ফরম

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

বরাবর

[যথা স্থানে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপিল
রেঞ্জ -----, কর আপিল
অঞ্চল-----

অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল),
আপিল রেঞ্জ -----, কর
আপিল অঞ্চল-----

কর কমিশনার (আপিল), কর আপিল
অঞ্চল-----

রেজিস্ট্রার, কর আপিল ট্রাইবুনাল

উপ/সহকারী রেজিস্ট্রার, বেঞ্চ-----
-----, কর আপিল
ট্রাইবুনাল

দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল),
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিচারাধীন মামলা বিকল্প
বিরোধ নিষ্পত্তির অনুমতির
জন্য আবেদন।

আমি (আবেদনকারীর নাম) ----- টিআইএন ----- ঠিকানা-----
কর সার্কেল -----কর অঞ্চল ----- এর করদাতা। করবর্ষ -----
---- এর কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আমি ----- তারিখে আপিল দায়ের করিয়াছি।

আমি এক্ষণে ----- করবর্ষের মামলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মীমাংসা
করিতে চাই।

অতএব, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর অনুমতি প্রদান ও আপিল কার্যক্রম স্থগিত করিবার
জন্য আবেদন করিতেছি।

স্বাক্ষর/-

করদাতার নাম:

তফসিল-৭
[বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদান
(আপিল কর্তৃপক্ষ/কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এর নাম)

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

বিষয়: বিকল্প বিরোধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অনুমতি।

কর সার্কেল ----- কর অঞ্চল ----- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) ----
----- টিআইএন ----- এর ----- তারিখের ----- নং আবেদনের
প্রেক্ষিতে আপীলাধীন করবর্ষের ----- আপিল মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হইল ও
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুমতি প্রদান করা হইল।

স্বাক্ষর/-

(আপিল কর্তৃপক্ষ/কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এর
নাম)।

তফসিল-৮
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) দ্রষ্টব্য]

সহায়তাকারীর মনোনয়ন অবহিতকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

বিষয়: সহায়তাকারীর মনোনয়ন আদেশ।

কর সার্কেল ----- কর অঞ্চল ----- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) -----
----- টিআইএন ----- ঠিকানা ----- এর করবর্ষ ----- এর
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ----- তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে
জনাব ----- কে সহায়তাকারী নিয়োগ প্রদান করা হইল।

এতদসঙ্গে সহায়তাকারীকে ২(দুই) সেট আবেদন ও সংযোজনীর কপি অগ্রায়ন করা
হইল।

সংলাগ: ২ (দুই) সেট আবেদন ও সংযোজনী।

স্বাক্ষর/-

দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। জনাব -----, সহায়তাকারী।
- ২। কর কমিশনার, কর অঞ্চল -----।
- ৩। আবেদনকারী নাম ও ঠিকানা।

তফসিল-৯
[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]
উপকর কমিশনারের নিকট মতামতসহ তথ্য চাওয়ার পত্র

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

উপকর কমিশনার
কর সার্কেল:
কর অঞ্চল:

বিষয়: করদাতা ----- টিআইএন----- করবর্ষ ----- এর বিকল্প
বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর ক্ষেত্রে মতামতসহ তথ্য প্রেরণ।

সূত্রে বর্ণিত করদাতার ----- তারিখে দাখিলকৃত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একসেট
আবেদন এই সাথে সংযোজন করা হইল।

এ বিষয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল-

- ১। সংশ্লিষ্ট বিরোধের করবর্ষ এর আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে কিনা?
- ২। স্বীকৃত করদায় পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা?
- ৩। সংশ্লিষ্ট করবর্ষের নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত দাবিনামা জারির তারিখ:

করবর্ষ

দাবিনামা জারির তারিখ

এতদ্ব্যতীত আবেদনে উত্থাপিত আবেদনের ভিত্তি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা
হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারী

তফসিল-১০

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

উপকর কমিশনারের নিকট সহায়তাকারী কর্তৃক আবেদনকারীর রেকর্ড তলব পত্র

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

উপকর কমিশনার

কর সার্কেল:

কর অঞ্চল:

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর কর রেকর্ড প্রেরণ।

আপনার সার্কেলের করদাতা -----, টিআইএন -----করবর্ষ -----
----- এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন। এই বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাঁহার
আয়কর রেকর্ড নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারীর নাম

তফসিল-১১

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ মীমাংসার সভার নোটিশ

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সভা।

কর সার্কেল----- কর অঞ্চল----- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) ----
-----টিআইএন----- ঠিকানা----- এর করবর্ষ----- এর
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে----- তারিখে আবেদন করিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটি সভা-----তারিখে-----ঘটিকায়----- (স্থানের নাম)
নির্ধারণ করা হইল।

উক্ত সভায় তথ্য প্রমাণসহ হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারী

১। কর কমিশনারের প্রতিনিধি:

২। আবেদনকারীর নাম:

৩। আবেদনকারীর ঠিকানা:

তফসিল-১২
[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৭) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তিপত্র

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি নং

চুক্তির তারিখ:

আবেদনকারীর নাম:

টিআইএন:

ঠিকানা:

উপ কর কমিশনার

কর সার্কেল-

কর অঞ্চল-

আবেদনকারী করবর্ষ ----- এর কর নির্ধারণের বিরোধ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ----- তারিখে আবেদন দাখিল করেন।

করবর্ষ

বিরোধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত-সার

১।

২।

৩।

করবর্ষ

বিরোধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত-সার

১।

২।

৩।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-----তারিখের আদেশে জনাব----- কে এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সহায়তায় মনোনীত করেন।

কর কমিশনার, কর অঞ্চল-----, জনাব ----- পদবী ----- কে কর বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তিতে আবেদনকারী ও করদাতার প্রতিনিধি মতৈক্যে উপনীত হন-

১।

২।

৩।

উপকর কমিশনার মতৈক্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করিবেন

স্বাক্ষর/-

(করদাতার নাম)

টিআইএন

স্বাক্ষর/-

নাম

বিভাগীয় প্রতিনিধি

ঠিকানা

স্বাক্ষর/-

নাম

সহায়তাকারী

তফসিল-১৩

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৮) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিপত্র অগ্রায়ন পত্র

ক্রমিক নং-----

তারিখ:.....

০১

দ্বিতীয় সচিব
(কর
আপিল)

জাতীয় রাজস্ব
বোর্ড

ঢাকা।

(বিচারাদীন মামলার
ক্ষেত্রে)

[যথাস্থানে টিক
(√) চিহ্ন দিন]

০২	কর কমিশনার কর	☐	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
০৩	অঞ্চল- উপ কর কমিশ নার	☐	রেজিস্ট্রার/উপ- রেজিস্ট্রার/সহ কারী রেজিস্ট্রার,
০৪	কর সার্কেল- কর অঞ্চল- আবেদনকারীর নাম	☐	কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ----- -----
	টিআইএন ঠিকানা:	☐	কর কমিশনার আপিল, কর আপিল অঞ্চল-----
		☐	অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), আপীল রেঞ্জ---- -, কর আপিল অঞ্চল----- -
		☐	যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপীল রেঞ্জ----- , কর আপিল অঞ্চল-- -----

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অবহিতকরণ।

আবেদনকারী-----তারিখে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষের আলোচনাক্রমে আংশিক/পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চুক্তির ১টি কপি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইলো।

সংলাগ: চুক্তির কপি।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারীর নাম

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৯) দ্রষ্টব্য]

তারিখ:.....
.....

জাতীয় রাজস্ব
বোর্ড

ଅଞ୍ଚଳ-

কর সার্কেল-

টিআইএন

২৬৮ | আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫

- ☐ কর কমিশনার (আপিল), কর
আপিল অঞ্চল-----

- ☐ অতিরিক্ত কর কমিশনার
(আপিল), আপীল
রেঞ্জ-----, কর
আপীল
- ☐ অঞ্চল-----
যুগ্মকর কমিশনার (আপিল),
আপিল রেঞ্জ-----, কর
আপিল অঞ্চল-----

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মতানৈক্য অবহিতকরণ।

আবেদনকারী-----তারিখে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত
কারণে বিরোধ নিষ্পত্তি অসফল হইয়াছে [টিক (✓) চিহ্ন দিন]:

- ☐ আবেদনকারী আলোচনায় উপস্থিত হন নাই।
- ☐ কর কমিশনারের প্রতিনিধি উপস্থিত হন নাই।
- ☐ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্বাক্ষর/-
সহায়তাকারীর নাম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম
সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং আইন-২৬৪/আয়কর-৩৮/২০২৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে, অতঃপর উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল বলিয়া উল্লিখিত, পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হইতে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরের জন্য ১০০%, ৪র্থ বৎসরের জন্য ৮০%, ৫ম বৎসরের জন্য ৭০%, ৬ষ্ঠ বৎসরের জন্য ৬০%, ৭ম বৎসরের জন্য ৫০%, ৮ম বৎসরের জন্য ৪০%, ৯ম বৎসরের জন্য ৩০% এবং ১০ম বৎসরের জন্য ২০% হারে প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে, যথা:-
- (অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হইতে হইবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হইতে পারিবে না;
- (আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে পারিবে না;
- (ই) ইতঃপূর্বে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাইবে না;

- (ঈ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হইতে হইবে;
- (উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হইতে পারিবে না;
- (ঊ) বোর্ডের নিকট অব্যাহতির উপযুক্ত শিল্প হিসেবে পরিগণিত হইতে হইবে;
- (খ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যেসকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেল, চিনি, আটা, ময়দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাতীয় পণ্য উৎপাদন হইতে আয় প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্য হইবে না;
- (গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হইবার বৎসর হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হইবে;
- (ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবে;
- (ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাইবে না; এবং
- (ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

ব্যাখ্যা: এই প্রজ্ঞাপনে “ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু” বলিতে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হইতে আয় প্রাপ্ত হইবে বা অর্জন শুরু করিবে সেই তারিখকে বুঝাইবে।

- ২। এস, আর, ও নং ১০৪-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২০ ও এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর-৩৪/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয়

রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিট যাহারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিয়াছে;
- (খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাহারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে, অতঃপর উক্ত হাই-টেক পার্ক বলিয়া উল্লিখিত, পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হইতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসরের জন্য ১০০% এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম বৎসরের জন্য ৭০% হারে প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তাবলি:

- (ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে, যথা:-
- (অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হইতে হইবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হইতে পারিবে না;
- (আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে পারিবে না;
- (ই) ইতঃপূর্বে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত পার্কের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাইবে না;
- (ঈ) উক্ত হাই-টেক পার্কের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পার্কে অবস্থিত হইতে হইবে;

- (উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হইতে পারিবে না;
- (উ) বোর্ডের নিকট হাই-টেক শিল্প হিসেবে পরিগণিত হইতে হইবে;
- (খ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হইবার বৎসর হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই ত্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হইবে;
- (ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবে;
- (ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাইবে না; এবং
- (ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

ব্যাখ্যা:- এই প্রজ্ঞাপনে “ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু” বলিতে হাই-টেক পার্কে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হইতে আয় প্রাপ্ত হইবে বা অর্জন শুরু করিবে সেই তারিখকে বুঝাইবে।

২। এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ও এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/আয়কর-৩৫/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপনের অনুষ্টেদ ১ এর শর্তানুষ্টেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষিত হইয়াছে এবং উহার সমর্থনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন রহিয়াছে;

(খ) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৬-আইন/আয়কর-৪০/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এবং (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহের নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

- (ক) এস, আর, ও নং ৩২৫-আইন/আয়কর/২০২১, তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর দফা ১ এর শর্তাংশ (ঙ) ও ব্যাখ্যা এতদ্বারা বিলোপ করিল; এবং
- (খ) এস, আর, ও নং ১৫৮-আইন/আয়কর-৩৩/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রহিত করিল।
- ২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৭-আইন/আয়কর-৪১/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস, আর, ও নং -২০৮-আইন/আয়কর-০৩/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, অতঃপর উক্ত প্রজ্ঞাপন বলিয়া উল্লিখিত, এ নিম্নবর্ণিত সংশোধন করিল, যথা:—

উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন অনুচ্ছেদ ২ক ও ২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“২ক। রহিত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং- ১৯৪-আইন/আয়কর/২০২৩ দ্বারা নিম্নবর্ণিত রহিত প্রজ্ঞাপনসমূহের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ সুবিধা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে, যথা:—

- (ক) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -২১১-আইন/আয়কর/২০১৩, তারিখ: ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ;
- (খ) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -২১২-আইন/আয়কর/২০১৩, তারিখ: ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ; এবং
- (গ) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -০৫-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ০৯ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

২খ। ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে সরকার যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্যাস বা আর-এলএনজি ভিত্তিক কমবাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করিতে সক্ষম হয় নাই উহার বাণিজ্যিক উৎপাদনের বৎসর হইতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর নিম্নোক্তভাবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা:-

- (ক) কোম্পানি কর্তৃক কেবল বিদ্যুৎ বিক্রয় হইতে অর্জিত আয় করমুক্ত থাকিবে;
- (খ) কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদেয় সুদের করমুক্ত থাকিবে; এবং
- (গ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় royalties, technical know-how and technical assistance fees করমুক্ত থাকিবে।”।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩০৪-আইন/আয়কর-১৮/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত শিল্প হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার নিম্নরূপে হ্রাস করিয়া নির্ধারণ করিল, যথা:-

- (ক) কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার হইবে ১০ (দশ) শতাংশ; এবং
(খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের সর্বোচ্চ হার হইবে ১০ (দশ) শতাংশ

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩২৩-আইন/আয়কর-১৯/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, অনিবাসীর অনুকূলে উদ্ভূত ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে বিদেশে প্রেরণকালে উৎসে কর কর্তন হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ] তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (খ) ঋণের সুদের অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে এই কর অব্যাহতি প্রযোজ্য হইবে না; এবং
- (গ) ঋণ গ্রহীতাকে উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত ছকে প্রত্যয়নসহকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে:

ছক

ক্রমিক নং	যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুদ	যাহার নিকট সুদ বাবদ অর্থ প্রেরণ করা	যে বাবদ ঋণের	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর. ও নং ০১-আইন/আয়কর-২৩/২০২৩ তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা “২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

	পরিশোধ করা হইতেছে তাহার নাম ও টিআইএন নম্বর	হইতেছে তাহার নাম, নিবন্ধন নম্বর/নিগমন নম্বর, যেই দেশে নিবন্ধিত বা নিগমিত উহার নাম	অর্থ ব্যবহার করা হইয়াছে		
				আসল	সুদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

প্রতিপাদন এবং স্বাক্ষর

আমি..... শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত
তথ্য ও দলিলাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

তারিখ:

প্রধান কর্মকর্তার স্বাক্ষর

০৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৩ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ০১-আইন/আয়কর-২৩/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩(২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩২৩-আইন/আয়কর-১৯/২০২৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতাপ্রদান অংশে উল্লিখিত “২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

০২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৩২৪-আইন/আয়কর-২১/২০২৩।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য, তাজউদ্দীন আহমদ এন্ড সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, অতঃপর উক্ত ফাউন্ডেশন বলিয়া উল্লিখিত, এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত গৃহীত দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়কে, উক্ত আইন এর অধীন আরোপনীয় আয়কর প্রদান হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত ফাউন্ডেশন-কে উক্ত আইন এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং
- (খ) এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত দান ও অনুদান সম্পূর্ণভাবে উক্ত ফাউন্ডেশন এর জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১৭-আইন/আয়কর-২৪/২০২৪/- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (১) এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত্ব করে পরিমাণকে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করিয়া উক্ত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ভূত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:

সারণী

আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)	(৩)
সম্পত্তি অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১১১	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করিয়া প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করিল, যথা:-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

শর্তাবলি:

- (ই) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হইতে হইবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
 - (ঈ) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হইলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- ২। এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হইবে না।
- ৩। (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করিয়া ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;

- (খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করিয়া ১২% (বার শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এই প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হইবে এবং কোনভাবেই উহাকে আর হ্রাস করা যাইবে না।
- ৪। উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার $\times$ ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার $\times$ খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হইবে এবং সনদে উল্লেখ করিতে হইবে; যেখানে-
- ক = এইরূপ করহার যা ১২% এর নিম্নে হয়; এবং
- খ = $(২৭.৫ \times \text{বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে, অথবা
- খ = $(৩০ \times \text{বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে না।
- ৫। ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- ৬। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৯-আইন/আয়কর-২৬/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কেবল মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর উদ্ভূত করের হার হ্রাস করিয়া ১৫%(পনের শতাংশ) ধার্য করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ও

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৫০-আইন/আয়কর-২৭/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, যেকোনো রপ্তানিকারক কর্তৃক কেবল চামড়া বা চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে গৃহীত অর্থ হইতে উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর অধীন প্রদেয় উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস করিয়া মোট রপ্তানি আয়ের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) ধার্য করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ও

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৫১-আইন/আয়কর-২৮/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহিরের কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত যে কোনো প্রকারের গবেষণা অনুদান (research grants)-কে, নিম্নবর্ণিত শর্তে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ প্রদান করিল, যথা:-

শর্ত

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হইতে কর অব্যাহতির সমর্থনে অব্যাহতি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ও

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২২ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১০০-আইন/আয়কর-২৯/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০২ নং আইন) এর অধীন পরিচালিত অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট হইতে কোনো আমানতকারী বা বাংলাদেশে অনিবাসী ঋণদাতা কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফাকে কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ও

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর-৩০/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদ, লভ্যাংশ ও মূলধনী আয় ব্যতীত সকল প্রকার আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, শর্ত সাপেক্ষে, ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

- (১) Oncology Club, Bangladesh; এবং
- (২) Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB):

শর্ত

বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/আয়কর-৩১/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) কর্তৃক অর্জিত আয়ের উপর করহার, শর্ত সাপেক্ষে, হ্রাস করিয়া ১৫% নির্ধারণ করিল, যথা:-

শর্ত

বর্ণিত তহবিলসমূহকে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৩-আইন/ আয়কর-৪৩/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৯৬ আইন/আয়কর/২০১৫ এতদ্বারা রহিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৪-আইন/আয়কর-৪৪/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৭ আইন/আয়কর ৩২/২০২৪ এতদ্বারা রহিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এমন উৎসের নাম, কর্তনের হার, কর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য কিনা তা নিম্নবর্ণিত সারণীতে বর্ণনা করা হলো; তবে, কোনো ক্ষেত্রে যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কলাম (৩) এ সংশ্লিষ্ট ধারা ও উৎসে কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৩ হতে জেনে নিতে হবে:

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	চাকরির আয়	৮৬	চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকরি হইতে আয়"	৮৬(৩)	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও)		
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী	৮৭	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
৩।	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল, ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ	৮৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪।	ঠিকাদার, সরবরাহকারী	৮৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৩]	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ				
৫।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ	৯০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৪]	হ্যাঁ
৬।	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০% ও ১২% (ভিত্তি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে)	হ্যাঁ
৭।	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয়	৯২	নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
৮।	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত	৯৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	না
৯।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি	৯৪	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১.৫%, ৩%, ৫%, ১০%	হ্যাঁ
১০।	ট্রাভেল এজেন্টে	৯৫	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	০.৩%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১।	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৬	ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১২।	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৭	ঋণদাতা, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩%, ২%, ১%	না
১৩।	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের	৯৮	কোম্পানির প্রধান নির্বাহী	২০%	না
১৪।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ	৯৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১৫।	বিমার কমিশনের অর্থ	১০০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
১৬।	সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি	১০১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
১৭।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা	১০২	সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%, ১০%	হ্যাঁ
১৮।	নিবাসীর সুদ আয়	১০৪	নির্ধারিত ব্যক্তি	১০%	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯।	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা	১০৫	মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২০।	সিকিউরিটিজের সুদ	১০৬	সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
২১।	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়	১০৭	ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	সর্বোচ্চ হারে	না
২২।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	১০৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	১.৫%, ৭.৫%	হ্যাঁ
২৩।	ভাড়া হতে কর কর্তন	১০৯	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	না
২৪।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	হ্যাঁ
২৫।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ	১১১	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬%, ৩%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৬।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকি	১১২	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২৭।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে	১১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৬%	হ্যাঁ
২৮।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়	১১৫	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
২৯।	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬	ব্যাংক	১০%	হ্যাঁ
৩০।	লভ্যাংশ	১১৭	বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী)	১০/১৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩১।	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়	১১৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%	হ্যাঁ
৩২।	অনিবাসীদের আয়	১১৯	অর্থ প্রদানকারী	অনধিক ৩০% পরিশিষ্ট ১দ্রষ্টব্য [বিধি-৫]	ধারা ১১৯(৩) অনুযা য়ী ন্যূনতম কর
৩৩।	আমদানিকারকদে র নিকট হইতে	১২০	কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা	অনধিক ২০% পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৮]	হ্যাঁ
৩৪।	জনশক্তি রপ্তানি	১২১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক	১০%	হ্যাঁ
৩৫।	ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১২২	কমিশনার, কাস্টমস	১০%	হ্যাঁ
৩৬।	রপ্তানি আয়	১২৩	রপ্তানিকারক	১%	হ্যাঁ
৩৭।	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ	১২৪	ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৭.৫% ১০% ২.৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	বিদেশ হইতে প্রেরিত আয়				
৩৮।	জমির হস্তান্তর ক্ষেত্রে	১২৫	দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৬]	হ্যাঁ
৩৯।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী	১২৬	ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৭]	হ্যাঁ
৪০।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১২৭	পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪১।	সম্পত্তির ইজারা	১২৮	Registrati on Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	৪%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪২।	সিগারেট উৎপাদনকারী	১২৯	ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪৩।	ইট প্রস্তুতকারকের	১৩০	অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৪৫ হাজার, ৭০ হাজার, ৯০ হাজার, ১ লক্ষ ৫০ হাজার	না
৪৪।	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন	১৩১	নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার	না
৪৫।	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা	১৩২	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ	৩%, ৫%	হ্যাঁ
৪৬।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি	১৩৩	পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%, ১%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৭।	শেয়ার হস্তান্তর	১৩৪	কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
৪৮।	স্পন্সর, ডিরেক্টর ও প্লেসমেন্ট শেয়ার সিকিউরিটিজ হস্তান্তর	১৩৫	শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক	১০%	হ্যাঁ
৪৯।	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫%	হ্যাঁ
৫০।	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০.০৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫১।	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান	১৩৮	মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ	পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৫২।	নৌযান পরিচালনা	১৩৯	Inland Shipping Ordinance , 1976 (Ordinanc e No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ

বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হতে কর সংগ্রহ

১৩৮। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করিবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সহিত দাখিল করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	১৬ (ষোল) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৩৭ (সাঁইত্রিশ) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৪।	ডাবল ডেকার বাস	১৬ (ষোল) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	১৬ (ষোল) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	২৪ (চব্বিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৬ (ষোল) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৯ (নয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৪ (চার) হাজার

১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৪ (চার) হাজার
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৪ (চার) হাজার

- (২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ $k \times x$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-
 k = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং
 x = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-
- (ক) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
 - (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
 - (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
 - (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
 - (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
 - (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);
 - (ছ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা
 - (জ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

নৌযান পরিচালনা হতে কর সংগ্রহ

১৩৯। নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত Ordinance এর section 9 এর অধীন কোনো নৌযানকে সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন না বা section 12 এর অধীন সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবেন না, যদি না সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম কর জমার চালান সংযুক্ত করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	নৌযানের বর্ণনা	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোন্স্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা।
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।

- (২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর সার্ভে

সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

- (৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ $k+x$ নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

k = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

x = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ

।

- (৪) এই ধারায় “নৌ-যান (Inland Ship)” এবং “অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ (Inland Water)” বলিতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে “Inland Ship” এবং “Inland Water” কে বুঝাইবে।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০২৭.০৯.০০১.২৩.৭৪০ তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা-৮ এর উপধারা-৪ ও উপধারা-৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং ০৪.০০.০০০০.০৩৭.১৫.০২২.২২-১১৩, তারিখঃ ১৯/১১/২০২৩ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত সকল আদেশ রহিত করে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করছে যে, নিম্নোক্ত তফসিল অনুযায়ী কলাম-৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্র ন্যস্ত করা হলো এবং এতে অন্য কোনো মহাপরিচালক/কর কমিশনারের অধিক্ষেত্র থাকবে না।

তফসিল

কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'A' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Aa- Am) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা শুরু ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'A' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Aa- Am) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ইংরেজী বর্ণমালার A হইতে F' অক্ষর দ্বারা শুরু সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি:, জিএমজি এয়ারলাইন্স, এসকে আকিজ উদ্দিন লি:, ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো লি:, পারফেক্ট টোবাকো লি:, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লি:, আলফা টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। সকল বিদেশি এয়ারলাইন্সে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নলিখিত কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ১। বি.এস.ই.সি ২। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। ৩। বি.আই.ডাব্লিউ.টি.সি ৪। আই.সি.বি ৫। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড ৬। বি.আই.ডি.এস ৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। ৮। বাংলাদেশ হ্যান্ড লুম ৯। জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ- ওয়ার্ড নং-১০: মতিঝিল কলোনী, (হাসপাতাল জোন, আল হেলাল জোন ও আইডিয়াল জোন), এইচ টাইপ কোয়ার্টার, পোস্টাল কলোনী, টি এন্ড টি কলোনী, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১১: শাহজাহানপুর, শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী, দক্ষিণ খিলগাঁও, খিলগাঁও বাগিচা, শহীদ বাগ, মোমেন বাগ, আউটার সার্কুলার রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১২: মালিবাগ বাজার রোড, (মতিঝিল অংশ), মালিবাগ, বকশী বাগ, গুলবাগ, শান্তিবাগ, ইন্দ্রপুরী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৩: চামেলী বাগ ও আমিনবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুরানা পল্টন, জিপিও, বায়তুল মোকাররম স্টেডিয়াম, (সুইমিং পুল স্পোর্টস কাউন্সিল), আউটার স্টেডিয়াম, বিজয় নগর, নয়াপল্টন, পুরানা পল্টন লাইন, ট্রাফিক পুলিশ ব্যারাক, পুলিশ হসপিটাল ও সিএন্ডবি মাঠ, শান্তিনগর, শান্তিনগর বাজার এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৯: মিন্টু রোড, কাকরাইল, সার্কিট হাউস রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড ও লেন, মগবাজার, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার ইম্পাহানী কলোনী, নিউ ইস্কাটন রোড, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, আমিনাবাদ কলোনী ও ইস্টার্ন হাউজিং এ্যাপার্টমেন্ট, বেইলী স্কোয়ার ও বেইলী রোড, কাকরাইল, ডি,আই,টি কলোনী ও পশ্চিম মালিবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২০: সেগুনবাগিচা, তোপখানা রোড, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ ও রেস্ট হাউজ, টি,বি ক্লিনিক এলাকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ও আ/এ, হাইকোর্ট স্টাফ	

কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোয়ার্টার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ফুলবাড়ীয়া স্টেশন পূর্ব এলাকা, পশ্চিম ফুলবাড়ীয়া এবং সেক্রেটারিয়েট রোড, আব্দুল গণি রোড এবং সচিবালয় স্টাফ কোয়ার্টার, পশ্চিম পুরাতন রেলওয়ে কলোনী, রেলওয়ে হাসপাতাল এলাকা, ইস্টার্ন হাউজিং এবং টয়েনবি সার্কুলার রোড, রমনা গ্রীন হাউজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক এলাকা, নজরুল ইসলাম হল, আহসান উল্যাহ হল, তিতুমীর হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল (ফজলে রাব্বি হল), শেরেবাংলা হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), সোহরাওয়ার্দী হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), শহীদুল্লাহ হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ফজলুল হক হল, ডঃ এম এ রশিদ হল, শহীদ স্মৃতি হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’ হইতে ‘F’ অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগিকারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা ১০২)।	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘S’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Sa- Sm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'D' দ্বারা শুরু ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'S' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Sa- Sm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- ওয়ার্ড নং-৩০: হাকিম হাবিবুর রহমান রোড, রবীন বোস স্ট্রীট, সোয়ারী ঘাট পূর্ব এবং পশ্চিম, রুই হাট্টা, বড় কাটারা, ছোট কাটারা, দেবীদাস ঘাট লেন, কমিটি গঞ্জ, চম্পাতলী লেন, জুম্মন বেপারী লেন, রজনী বোস লেন, রায় ঈশ্বরচন্দ্র শীল বাহাদুর স্ট্রীট, মহিউদ্দিন লেন, যাদব নারায়ন দাস লেন, ইমাম গঞ্জ, মেটফোর্ড রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩১: মৌলভী বাজার, আজিজুল্লাহ রোড, বেগম বাজার, আবুল হাসনাত রোড, পদ্মলোচন রায় লেন, কে.এম. আজম লেন, নুর বক্স লেন, আলী হোসেন খান রোড, নাবালক মিয়া লেন, আরমেনিয়ান স্ট্রীট, আবুল খয়রাত রোড, কেদার নাথ দে লেন, আগা নওয়াব দেউড়ী, বেচারাম দেউড়ী, হাফিজ উল্লাহ রোড, গোলাম মোস্তফা লেন, ডি,সি রায় রোড, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড, এ,সি, রায় রোড, জেলা রোড, দিগু বাবু লেন, মকিম কাটারা, বি,কে, রায় লেন, সেন্ট্রাল জেল, যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল স্ট্রীট সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩২: বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-৪৩/১-১০৮), কে,পি ঘোষ স্ট্রীট, কসাইটুলী, গোবিন্দ দাস লেন, সৈয়দ হাসান আলী লেন, পি,কে রায় লেন, হাজী আঃ রশিদ লেন, রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ স্ট্রীট, কাজী জিয়া উদ্দীন রোড, সামসাবাদা লেন, শাহজাদা মিয়া	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		লেন, গোপী নাথ দত্ত কবিরাজ স্ট্রীট ও হারনী স্ট্রীট, বাগডাসা লেন, হায়বাং নগর লেন শরৎচন্দ্রবর্তী রোড (হোল্ডিং নং-১৭-১০৩), কাজী মুদ্দিন সিদ্দিকী লেন, আকমল খান রোড, জিন্দা বাহার লেন, জুমরাইল লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৩: বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-১০৯-২০৭/১), আলী, নকী দেউরী, আব্দুল হাদী লেন, নবাব কাটরা, চানখার পুল লেন, আগামীসহ লেন (হোল্ডিং নং-১-১১৫), শিক্কাটুলী লেন, আগা সাদেক রোড, বি, কে, গাঙ্গুলী লেন, আবুল হাসনাত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৪: সিদ্দিক বাজার, টেকের হাট লেন, নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১৪৪-২২২), হাজী ওসমান গনি রোড (হোল্ডিং নং-১-১৬৫), নাজিরা বাজার লেন, লুৎফর রহমান লেন, কাজী আব্দুল হামিদ লেন, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ফুলবাড়ীয়া পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা পারসন কর্তৃক (কোম্পানী/সমবায় সমিতি/এনজিও ব্যতীত) ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ:-	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, (২)প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, (৫) সংসদ সচিবালয়, (৬) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, (৭) ভূমি মন্ত্রণালয়, (৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৯) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, (১০) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (১১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, (১২) কৃষি মন্ত্রণালয়, (১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (১৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (১৫) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ma- Mm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'X, Y' এবং 'Z' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ma- Mm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায়	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-২: সেকশন-১২, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-ত, ব্লক-খ, ব্লক-প (উত্তর কালশী), সেকশন-৯, ব্লক-খ, বুড়ির টেক। কালশী সরকার বাড়ী, ব্লক-প সম্প্রসারিত সাগুপ্তা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫: সেকশন-১১, সেকশন-১১, ব্লক-এ, ব্লক- বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, পলাশনগর। ওয়ার্ড নং-৬: পল্লবী, বর্ধিত পল্লবী, নতুন পল্লবী সেকশন-৭, মিল্কভিটা রোড, সুজাতনগর, হরুণাবাদ, মল্লিকা হাউজিং আরামবাগ, আরিফাবাদ, ছায়ানীড়, সেকশন-৬, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-ট, ব্লক-ঝ, আলন্দী, দুয়ারীপাড়া, ৬-জ, রূপনগর টিনশেড ও ইষ্টান হাউজিং এর দ্বিতীয় পর্ব এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭: সেকশন-২, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, ব্লক-জি (১), ব্লক-এইচ, ব্লক-কে, ব্লক-জে, রূপনগর আবাসিক এলাকা, সেকশন-৭, ব্লক-এ, সেকশন-২, ব্লক-চ, দুয়ারীপাড়া। ৬-এ, ৬-বি, ৬-ট, ৬-জ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৮: সেকশন-১, ওয়াপদা কলোনী, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, ব্লক-জি, ব্লক-এইচ, বানিজ্যিক প্লট, স্থানীয় বাড়ী, গৃহ-খ, গৃহ-গ, আল কামাল হাউজিং, চিড়িয়াখানা আবাসিক এলাকা, নবাবের বাগ, গোড়ান চটবাড়ী, বি.আই.এস.এফ স্টাফ কোয়ার্টার, কুমীরশাহ মাজার ও বঙ্গ নগর, উত্তর বিশিল, প্রিয়াংকা হাউজিং (সেকশন-১), নিউ সি ব্লক,	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		বোটানিক্যাল গার্ডেন আবাসিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন (ধারা ১৩১)। ২। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হতে কর সংগ্রহ, স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টর কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর (ধারা-১৩৫)। ৩। স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর – ধারা – ১৩৬।	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'C' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'A' দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'C' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ডাক্তার ও নার্স ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালা A হইতে M দিয়ে শুরু বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-২৫: জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং-১-১১৩), কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোড, লালবাগ দুর্গ এবং পুষ্পরাজ সাহা রোড, আতস খান লেন, রাজশ্রী নাথ স্ট্রীট, হরমোহন শীল স্ট্রীট, গঙ্গারাম রাজার লেন, লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-৪৮-১৫৭ এবং ২৫৭-৩২৫/১), নগর বেলতলী লেন, শেখ সাহেব বাজার, সুবল দাস রোড (হোল্ডিং নং-৪৭-৪৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৬: আজিমপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৭৮), আজিমপুর এস্টেট, পলাশী ব্যারাক পশ্চিম ও দক্ষিণ, ইডেন মহিলা কলেজ হোস্টেল স্টাফ কোয়ার্টার এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, বি.সি দাস স্ট্রীট, নিলক্ষেত সরকারি বাজার (আজিমপুর), লালবাগ রোড, (হোল্ডিং নং-১-৪৭ এবং ১৫৮-১৯৯), ঢাকেশ্বরী রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৭: হোসনী দালান রোড, অরফানেজ রোড, কমল দাহ রোড, নাজিমুদ্দিন রোড (হোল্ডিং নং-১-১২৪), গিরদা উর্দু রোড, জয়নাগ রোড, বকসী বাজার রোড, বকসী বাজার লেন, আমলা পাড়া সিটি রোড, তাতখানা লেন, উমেশ দত্ত রোড, নবাব বাগিচা, নূর ফাতা লেন, পলাশী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৮: কে.বি রুদ্র রোড, উর্দু রোড, গোড় সুন্দর রায় লেন, হায়দার বকস লেন, খাজে দেওয়ান প্রথম এবং দ্বিতীয় লেন, চক সার্কুলার রোড, আজগর লেন,	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		হরনাথ ঘোষ রোড, হরনাথ ঘোষ লেন, খাজে দল সিং লেন, নন্দ কুমার দত্ত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা জেলার দোহার উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	ধারা ১২৩ এ উল্লিখিত পণ্য রপ্তানি কোম্পানি যাদের প্রথম অদ্যক্ষর A থেকে M পর্যন্ত।	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলার সকল বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপার্স কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
২	বৈতনিক	১। সকল বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপার্স কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ইন্সুরেন্স এজেন্সী/ইউনিট/এজেন্টগণের কর মামলাসমূহ। ৪। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লি.,, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-১: খিলগাঁও- এ এবং সি জোন, খিলগাঁও কলোনী ‘সি’ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২: গোড়ান সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪: পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিং নং-২৯/১ হতে শেষ), পশ্চিম বাসাবো, উত্তর বাসাবো, দক্ষিণ বাসাবো, উত্তর-পূর্ব বাসাবো, মধ্য বাসাবো, বাসাবো ওহাব কলোনী, মাদারটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫: মায়াকানন, সবুজবাগ, উত্তর মুগদাপাড়া ডেপুটি কলোনী, আহম্মদবাগ, রাজারবাগ উত্তর ও দক্ষিণ, কদমতলা বাসাবো, পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিং নং-১-৫৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭৩: নন্দীপাড়া বাজার, দক্ষিণগাঁও নয়াবাগ, কুসুমবাগ, দক্ষিণগাঁও পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণগাঁও, দক্ষিণগাঁও দাসপাড়া, দক্ষিণগাঁও ৬ রোড দক্ষিণগাঁও শাহীবাগ, বেগুনবাড়ি, মানিকদিয়া, মানিকদিয়া, উত্তর মানিকদিয়া চেয়ারম্যানবাড়ী, ভাইগদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭৪: নন্দীপাড়া ১নং ওয়ার্ড অংশ (পশ্চিম নন্দীপাড়া, রসুলবাগ, উত্তর নন্দপাড়া) ২নং ওয়ার্ড অংশ (মধ্য নন্দপাড়া, নন্দীপাড়া স্কুল রোড, ইমামবাগ), নন্দপাড়া ৩নং ওয়ার্ড অংশ (নন্দীপাড়া, নেওয়াজবাগ, ব্যাংক কলোনী) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭৫: ইদারকান্দি, ফকির খালী, বাবুল পাড়, বাবুর জায়গা, দাসেরকান্দি, জোড়ভিটা, ত্রিমোহনী পূর্বপাড়া, লায়ন হাটি, ত্রিমোহনী ইমামবাগ, উত্তরগাঁও, ত্রিমোহনী টেকপাড়া, ত্রিমোহনী ৬নং ওয়ার্ড,	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		গৌরনগর ইসলামবাগ, নাসিরাবাদ, শেখের জায়গা, নাগদারপাড় সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হতে – (ধারা – ১২৬)। ২। ঢাকা জেলার রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় (ধারা-১১৫)।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘R’ এবং ‘Y’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’ দ্বারা শুরু গ্রুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘R’ এবং ‘Y’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ইংরেজী বর্ণমালার G হইতে P অক্ষর দ্বারা আরম্ভ সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-১৫: ধানমন্ডি আ/এ, ধানমন্ডি রোড নং-১৫ স্টাফ কোয়ার্টার, রোড নং-১৫ পূর্ব রায়ের বাজার ও ঈদগাহ রোড, শেরেবাংলা রোড, ও মিতালী রোড, হাজী আফসারউদ্দিন রোড, হাতেমবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৬: ফ্রী স্কুল স্ট্রিট কাঁঠালবাগান, নর্থরোড, সার্কুলার রোড, গ্রীণ কর্ণার, গ্রীন স্কয়ার (গ্রীন রোড), গ্রীন রোড পূর্ব, ওয়েস্ট এন্ড স্ট্রিট (ওয়েস্ট স্ট্রিট), আল আমিন রোড, নর্থ সার্কুলার রোড, ফ্রী স্কুল স্ট্রিট (হাতিরপুল), ক্রিসেন্ট রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৭: লেক সার্কাস উত্তর ধানমন্ডি ও আবেদতালী রোড, বশির উদ্দিন রোড, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, গ্রীনরোড পশ্চিম, গ্রীন রোড স্টাফ কোয়ার্টার, তল্লাবাগ, শূক্ৰাবাদ, সোবহানবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৮: নীলক্ষেত বাবুপুরা, সমাজ কল্যান ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, আইয়ুব আলী কলোনী ও রহিম স্কয়ার, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, সেন্ট্রাল রোড, নায়েম নিয়েয়ার রোড, কলেজ স্ট্রিট, টি,টি, কলেজ, গভ: ল্যাবরেটরী স্কুল এলাকা এবং ঢাকা কলেজ, সাইন্স ল্যাবরেটরী স্টাফ কোয়ার্টার, এলিফ্যান্ট রোড, মিরপুর রোড, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বিডিআর পিলখানা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং-২১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, জহুরুল হক হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সলিমুল্লাহ হল, স্যার এ.এফ রহমান হল, শামসুন নাহার হল, জগন্নাথ হল, কবি জসিম উদ্দিন হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, সূর্যসেন হল, হাজী মোহাম্মদ মহসিন হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ময়মনসিংহ লেন, ময়মনসিংহ রোড, পি,জি ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর অফিসার্স কোয়ার্টার, পি,জি হাসপাতাল ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, হাবিবুল্লাহ রোড, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, রোকেয়া হল, পরিবাগ শাহ সাহেব রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। পরিবহণ মাসুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন – (ধারা ১১৩)। ২। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে কমিশন বা পারিশ্রমিক – (ধারা – ১১৬)।	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'H' & 'V' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাক্টরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'E' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'H' & 'V' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। সকল ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন জনকণ্ঠ লি:, মিডিয়াস্টার লি:, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৩৫: মালিটোলা লেন, মালিটোলা রোড, বংশাল রোড (হোল্ডিং নং- ১-৪২, ২১১-২৬৭), বংশাল লেন, গোলক পাল লেন, আনন্দ মেহান বসাক লেন (বাসাবাড়ী লেন), ভিতরবাড়ী লেন, গোয়াল নগর লেন, ইংলিশ রোড, পুরানা মোগলটুলী, নবাব ইউসুফ রোড, নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং- ২২৬-২৮২), হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, হাজী মইনুদ্দিন রোড, নয়াবাজার সুইপার কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৬: আশেক লেন, রাধিকা মোহন বসাক লেন, হরি প্রসন্ন মিত্র রোড, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, কোর্ট হাউস স্ট্রীট , উচ্ছব পোদ্দার লেন, প্রসন্ন পোদ্দার লেন, রাখাল চন্দ্র বসাক লেন, বাঁশিচরন সেন পোদ্দার লেন ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-৫৩-১১৭/২/৩), নবরয় লেন, কৈলাশ ঘোষ লেন, শাখারী বাজার (হোল্ডিং-১-৬৫) বাজার দেউরী, জজ কোর্ট, ডিসি	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোর্ট ও রায় সাহেব বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৭: আহসান উল্লাহ রোড, কবিরাজ লেন, জি,এল গার্খ লেন, সিমশন রোড, পাটুয়াটুলী রোড, ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-১-৫২), পাটুয়াটুলী লেন, কুমারটুলী লেন, লিয়াকত এভিনিউ, নর্থ ব্রক হল রোড (হোল্ডিং নং-১-৩৮), ওয়াইজ ঘাট, রকাকান্ত নন্দি লেন, লয়াল স্ট্রীট, পি,কে, রায় রোড (বাংলা বাজার), চিত্তরঞ্জনএ্যাভিনিউ, হকার্স মার্কেট, শাখারী বাজার (হোল্ডিং নং-৬৬-১৪২) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৮: মদন মোহন বসাক রোড (হোল্ডিং নং-১-১৫/২ এবং ৩৬ হতে শেষ), লালচান মকিম লেন, গোপী বিষান লেন, গোপী মোহন বসাক লেন (হোল্ডিং নং-১-৩৬), তাহের বাগ লেন, শশী মোহন বসাক লেন, গোয়াল ঘাট লেন, মুচী পাড়া, নরেন্দ্র নাথ বসাক লেন, নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৪৩), বি সি সি রোড (হোল্ডিং নং-১-১৩৪), কাপ্তান বাজার (হোল্ডিং নং-১-১০০), জুরিয়াটুলী লেন, জদুনাথ বসাক লেন, বনগ্রাম রোড (হোল্ডিং নং-১-১৫৮), মহাজনপুর লেন, বনগ্রাম লেন, যোগী নগর রোড ও লেন, চন্দ্রনাথ বসাক স্ট্রীট, মদন পাল লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৯: কে, এম দাস লেন, অভয়দাস লেন, টয়েনবি সার্কুলার রোড, জয়কালী মন্দির রোড, হোল্ডিং নং-১৯ হতে শেষ), ভগবতী ব্যানার্জী রোড, ফোল্ডার স্ট্রীট (হোল্ডিং নং-৯ হতে শেষ), হাটখোলা রোড (হোল্ডিং নং-২-৪৪/৩), আর,কে মিশন রোড (হোল্ডিং নং-১-৯১/১) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪১: লালমোহন সাহা স্ট্রীট, ভজহরি সাহা স্ট্রীট, দক্ষিণ মসুন্দি, ওয়ারী স্ট্রীট, জয়কালী মন্দির রোড, (হোল্ডিং নং-১-১৮) নবাব স্ট্রীট, মদন মোহন বসাক রোড, টিপু সুলতান রোড (হোল্ডিং নং-১৫/৩-	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৩৭), (র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট), পদ্ম নিধি লেন, হেয়ার স্ট্রীট ল্যান্ড অকসেন লেন, নারিন্দা রোড (হোল্ডিং নং-১- ৫৩), জোরপুল লেন ফোল্ডার স্ট্রীট (হোল্ডিং নং-১-৪), চন্দী চরণ বোস স্ট্রীট, হাটখোলা রোড এ্যান্ড বলধা হাউস (হোল্ডিং নং-১), লারমিনি স্ট্রীট র‍াঁধা-শ্যাম সাহা স্ট্রীট) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। ইট প্রস্তুত কারক- (ধারা ১৩০)। ২। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য — (ধারা ১৩৭)। ৩। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপণ আয় হতে। সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারী রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিশোধ। (ধারা-৯২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল ইলেকট্রনিক এন্ড প্রিন্ট মিডিয়া ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ba- Bm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য	

		তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'F' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ 'Ba- Bm' পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল আইনজীবী, উকিল, এফসিএমএ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, আয়কর উপদেষ্টা এবং স্থপতিদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নবর্ণিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত(অনিবাসী করদাতা ব্যতীত) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ক) বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি খ) বাংলাদেশ নিউজ এজেন্সি লি. গ) বিএফডিসি (ফিল্ম) ঘ) বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন ঙ) বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডা. কর্পো. চ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন ছ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন জ) বিএফআইডিসি ঝ) পেট্রোবাংলা ঞ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-১৮: বারিধারা আবাসিক এলাকা ব্লক-আই, কে এবং জে কালাচাঁদপুর, নর্দা, শাহজাদপুর (ক, খ, ও গ)। ওয়ার্ড নং-১৯: বনানী, গুলশান ১ ও ২ এবং কড়াইল। ওয়ার্ড নং-২০: মহাখালী, গুলশান-১ লিংকা রোড, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও নিকেতন	
৫	উৎসে কর	১। স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে :	

		রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার (intangibles) বিষয় (ধারা ৯১)। ২। ঢাকা জেলার (ক) উপদেষ্টা অথবা কনসালটেন্সি সার্ভিস (খ) পেশাগত সেবা, কারিগরি সেবা বা কারিগরি সহায়তা ফি, (ডাক্তার কর্তৃক প্রাপ্ত পেশাগত ফি ব্যতীত), বিধি-৪ ধারা ৯০।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'K' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'G' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'K' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত সামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ক্যাবল অপারেটর ও তাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৪। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল রি রোলিংস মিলস এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন আবুল খায়ের স্টিল প্রডাক্টস লি., রহিম স্টিল প্রডাক্টস লি., প্রাইম স্টিল প্রোডাক্টস কো: লি., ডায়মন্ড স্টিল প্রডাক্টস লি., বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লি., বাংলাদেশ ব্লড ফ্যাক্টরি লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৬। ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল মানিচেঞ্জার কোম্পানীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-১: উত্তরা মডেল টাউন ১ হতে ১০ নং সেক্টর, আব্দুল্লাপুর (আংশিক), শৈলপুর (আংশিক), ফায়দাবাদ (আংশিক), বাউনিয়া (আংশিক), দক্ষিণ খান (আংশিক), ও রানাভোলা (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫১: উত্তরা মডেল টাউন ১১ হতে ১৪ নং সেক্টর, বাইলজুড়ী (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫২: বাইলজুড়ী (আংশিক), বাউনিয়া (আংশিক), দলিলপাড়া, আহলিয়া, পাকুড়িয়া, বাদালদি, উলুদহা, চান্দুরা, তাফলিয়া, মান্দুরা, ষোলাহাটি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৩: নলভোগ, নয়ানগর, শূক্ৰভাঙ্গা, ধরাঙ্গারটেক, পুরানকালিয়া, শেখভদ্রিরটেক, দিয়াবাড়ী, তারারটেক, নিমতলীরটেক, চন্ডালভোগ, রানাভোলা (আংশিক), ফুলবাড়িয়া, খউর (আংশিক), বামনারটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং-৫৪: রোশাদিয়া (আংশিক), কামারপাড়া, কালিয়ারটেক, খায়েরটেক, ভাটুলিয়া, নয়ানীচালা, রাজাবাড়ী, ধউর (আংশিক), আশুতিয়া, গ্রাম ভাটুলিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হতে - (ধারা ১৩৩)। ২। ঢাকা জেলার পোস্টঅফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের উপর সুদ – (ধারা – ১০৩)। ৩। ঢাকা জেলার লটারী আয়-(ধারা-১১৮)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ক্যাবল অপারেটর ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল রি রোলিংস মিলস কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনরে অন্তর্গত সকল প্রকার রি রোলিংস মিলস মিল মালিকদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল মানিচেঞ্জার কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের এবং এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল প্রকার মানিচেঞ্জার কোম্পানীসমূহের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক, ডায়গনস্টিক	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		সেন্টার ও নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকদের কর মামলাসমূহ।	
২	বৈতনিক	১। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত সরকারী, বেসরকারী ডাক্তার, নার্স এবং হোমিও/ইউনানী আয়ুর্বেদীয় ও অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিসহ অন্যান্য ব্যক্তির কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত ডাক্তার, নার্স এবং চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কর মামলাসমূহ সহ অন্যান্য ব্যক্তির কর মামলা। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন তাইরুনেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল সেন্টার কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৩০: বায়তুল আমান হাউজিং, পিসিকালচার হাউজিং, নবোদয় হাউজিং, প্রমিন্যান্ট পান্থশালা হাউজিং, তুরাগ হাউজিং, আক্লাহ হাউজিং, বেরীবাধ ইবনেসিনা হাউজিং, শ্যামলী হাউজিং, একতা হাউজিং, উত্তর আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা হাউজিং, রফিক হাউজিং, মুনসুরাবাদ হাউজিং, সুনিবিড় হাউজিং, আলিফ হাউজিং, মফিজ হাউজিং, মেহেদী বাগ হাউজিং, ইউনিক হাউজিং, আদর্শ ছায়ানীড়, মোহাম্মদপুর হাউজিং, আদাবর ও সেকেরটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৩: মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, কাদেরাবাদ	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		হাউজিং এস্টেট, কাটাসুর, বাশবাড়ী, চানমিয়া হাউজিং ও চাঁদ হাউজিং, চাঁদ উদ্যান বহিলা, বহিলা রোড, নবীনগর হাউজিং, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা রিয়েল এস্টেট, আলী এন্ড নুর রিয়েল এস্টেট, আরাম মডেল টাউন, বেড়ী বাঁধ, বহিলা মডেল টাউন, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, বহিলা সিটি ডেভেলপার্স, সাতমসজিদ গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি লিঃ, জাপান গার্ডেন সিটি, বিজ্ঞবিভর হাউজিং, নবোদয় হাউজিং, ব্রাদার্স, ফিউচার টাউন, লতিফ রিয়েল এস্টেট, অনিন্দ হাউজিং, বাঁশবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৪: পশ্চিম ধানমন্ডি, মাদার কেয়ার হাসপাতাল, সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার পূর্ব, জাফরাবাদ, মেট্রো হাউজিং সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (ধারা ১০৫)। ২। পেশাগত সেবা (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত), (ধারা-৯০)।	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলার সকল বিদেশী কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	বৈতনিক	১। সকল বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর ব্লক-১৩ ও ১৪তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৯: গোলারটেক, ছোট দিয়াবাড়ী, বড় দিয়াবাড়ী, জহুরাবাদ, আনন্দনগর, কোটবাড়ী, চারআনী পাড়া, বারআনীপাড়া, বাগবাড়ী, হরিরামপুর, কড় বাজার, জাহানাবাদ, ঋশিপাড়া, বর্ধন বাড়ী, গাবতলী বাস টার্মিনাল, গাবতলী গরুর হাট, সুইপার কলোনী, গাবতলী (আমিন বাজার) পাইকারী কাঁচা বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১০: মাজার রোড, মিরপুর রোড (আংশিক), ১ম কলোনী, ২য় কলোনী, ৩য় কলোনী, দারুস সালাম এলাকা, গৈদারটেক, লালকুঠী, বাতেন নগর আবাসিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১১: কল্যানপুর, পাইকপাড়া, মধ্য পাইকপাড়া, দারুস সালাম রোড (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১২: আহম্মদনগর, (আংশিক), শাহআলীবাগ, দক্ষিণ বিশিল, পাইকপাড়া,	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		টোলারবাগ (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৩: বড়বাগ, মনীপুর, পীরেরবাগ, (উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব), শেওড়াপাড়া (পশ্চিম ও মধ্য) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। অনিবাসীর আয়: (ধারা ১১৯) (১) উপদেষ্টা বা পরামর্শ (২) প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (৩) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (৪) আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন (৫) সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি (৬) স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া (৭) আইনি সেবা (৮) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা (৯) কমিশন (১০) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত (intangibles) পরিশোধ (১১) সুদ (১২) বিজ্ঞাপন সম্প্রচার (১৩) বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং (১৪) বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন (১৫) কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট (১৬) সরবরাহ (১৭) মূলধনি মুনাফা	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৮) বীমা প্রিমিয়াম (১৯) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া (২০) লভ্যাংশ ১। কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ২। কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি ২১) শিল্পী, গায়ক/গায়িকা, খেলোয়াড় (২২) বেতন বা পারিশ্রমিক (২৩) পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং (২৪) কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা (২৫) জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি (২৬) তেল বা গ্যাসক্ষেত্রে এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা (২৭) ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ (২৮) কুরিয়ার সার্ভিস (২৯) অন্য কোন পরিশোধ (ধারা ১১৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫)	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলার সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং এসকল স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত যে কোন পর্যায়ভুক্ত সকল প্রাইভেট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর কর	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		মামলাসমূহ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত যে কোন পর্যায়ভুক্ত সরকারী, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। অন্য কোথাও নির্দিষ্টভাবে ন্যাস্ত না থাকিলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারী/বেসরকারী স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, কোচিংসেন্টার এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের কর মামলাসমূহ। ৫। মাদ্রাসা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বি,সি,এস,আই,আর, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'T' দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘H’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘T’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ১। ওয়ার্ড নং-১৪: বীরবান কাচড়া, গজলমহল রোড, হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা, জিকাতলা (তিন মাজার), দক্ষিণ সুলতানগঞ্জ, সোনাতনগর (মনেশ্বর), জিকাতলা স্টাফ কোয়ার্টার, মনেশ্বর (জিকাতলা), শিকারীটোলা, মনেশ্বর (১-৩৬), তল্লাবাগ এবং মিতালী রোডের অংশ, চরকঘাটা তল্লাবাগ এবং টালী অফিস রোড, দক্ষিণ মধুবাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ২। ওয়ার্ড নং-২২: মনেশ্বর রোড, মনেশ্বর লেন, বাড্ডানগর লেন, বোরহানপুর লেন কুলাল মহল লেন, কাজীরবাগ লেন, নবীপুর লেন, হাজারীবাগ লেন, হাজারীবাগ রোড, কালু নগর, এনায়েতগঞ্জ, গণকটুলী, ভাংজী কলোনী, নীলাম্বর সাহা রোড, ভাগলপুর লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	১। অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিচালক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে পরিশোধ – (ধারা ৯৩)।	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফিস – (ধারা ৯৪)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল সিনেমা হল কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল পর্যায়ে সিনেমা হল মালিকদের কর মামলাসমূহ। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল চলচিত্র প্রযোজক পরিবেশন কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল পর্যায়ের বিজ্ঞাপনী সংস্থা, প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাতার কর মামলাসমূহ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল চলচিত্র প্রযোজক পরিবেশনদের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল চলচিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী, রেডিও ও টেলিভিশন শিল্পীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'D' দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “I” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘D’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় কর্মরত Grameenphone এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- ওয়ার্ড নং-৪২- লক্ষিবাজার, বাহাদুরসাহেব বাজার, রায়সাহেব বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৩- পারিদাস রোড, রূপচান লেন, বিকেকুমার দাস লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৪: কাঠের পুল লেন (বানিয়া নগর), ঠাকুরদাস লেন, জাস্টিন লালমোহন দাস লেন, ঋষিকোষ দাস রোড, বেগমগঞ্জ লেন, মিউনিসিপ্যাল স্টাফ কোয়ার্টার (বানিয়া নগর), তনুগঞ্জ লেন, ওয়াল্টার রোড, রেবতী মোহন দাস রোড (হোল্ডিং নং-১-১৭৫) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৫ : ডিষ্টিলারী রোড, দীন নাথ সেন রোড, কেশব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-৯২- ৯৯), শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন, রজনী চৌধুরী	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		রোড, সাবেক শরাফৎগঞ্জ লেন, সত্যেন্দ্র কুমার দাস রোড) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৬: মিল ব্যারাক এ্যান্ড পুলিশ লাইন, কেশাব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-১-৮৭/২), অক্ষয় দাস লেন, শাখারী নগর লেন, হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১-১৪, ৪৯-৫৬), আলমগঞ্জ রোড, ঢালকানগর লেন (হোল্ডিং নং-১-৪৪, ৭১-১০৫), সতীশ সরকার রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৭: লাল মোহন পোদ্দার লেন, পোস্তগোলা, ঢাকা কটন মিলস, হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১৫-৪৮), বাহাদুরপুর লেন, গেন্ডারিয়া রাজউক প্লট ১ এবং ২, নবীন চন্দ্র গোস্বামী রোড, ফরিদাবাদ লেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী, ঢালকা নগর লেন (হোল্ডিং নং-৪৫-৭০) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। লভাংশ/ডিভিডেন্ড – (ধারা- ১১৭)।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘G’ এবং ‘W’ দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাক্টরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “J” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘G’ এবং ‘W’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। সকল প্রকার প্রাইভেট সিকিউরিটিজ সার্ভিস এ ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৩: সেকশন-১০, ব্লক-এ, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, সেকশন-১১, ব্লক-সি, রোড/এভিঃ-৫, মদিনা নগর, এভিনিউ-৩ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৪: সেকশন-১৩, সেকশন-১৩/এ, ১৩/বি, টিনসেড, সেকশন-১৪, বাইশটেকী, সেকশন-১৫। ওয়ার্ড নং- ১৪: রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর রোড, সেনপাড়া পর্বতা, কাজীপাড়া (পশ্চিম ও পূর্ব), শেওড়াপাড়া (পশ্চিম ও পূর্ব) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১৫: মানিকদী, মাটিকাটা, বালুঘাট, লালারসই, ধামালকোট, আলুন্দীরটেক, বাইগারটেক, বারনটেক, ভাষানটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৬: কাফরুল, উত্তর কাফরুল, দক্ষিণ কাফরুল, পশ্চিম কাফরুল (তালতলা), ইব্রাহিমপুর, কচুক্ষেত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার কাস্টম হাউজ পণ্য আমদানি (ধারা ১২০)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল প্রাইভেট সিকিউরিটিজ সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ আমদানীকারক, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স, কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ আমদানীকারক, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স	

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বাংলাদেশ অনলাইন লি: ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ: ওয়ার্ড নং-৬: মুগদাপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭: মানিকনগর, মানিকনগর মিয়াজান লেন, কাজিরবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৮: বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী এবং সোনালী ব্যাংক কলোনী, আর,কে মিশন রোড গোপীবাগ, কমলাপুর, মতিঝিল, বি, রেলওয়ে ব্যারাক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৯: আরামবাগ, ফকিরাপুল, ফকিরাপুল বাজার এলাকা, মতিঝিল সি/এ, দিলকুশা সি/এ, বঙ্গভবন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৯- ব্রাহ্মণ চিরন, ধলপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হতে – (ধারা ১২২)। ২। আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ – (ধারা ১০৮ - সমগ্র বাংলাদেশ)।	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার A দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (An-Az) এবং 'U' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “L” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার A পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (An-Az) এবং 'U' বর্ণমালা দিয়ে শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ও নার্স ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত ইংরেজী বর্ণমালা N হইতে Z দিয়ে শুরু বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ। ৩। অটোমোবাইলস কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন আফতাব অটোমোবাইলস্ লি:, উত্তরা অটোমোবাইলস্ লি:, এটলাস বাংলাদেশ লি:, নিলয় মটরস লি:, উত্তরা মটরস লি:, প্যাসিফিক মটরস লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-২২ রামপুরা, উলন, বাগিচার টেক, নাছিরের টেক, ওমর আলী লেন, পশ্চিম হাজীপাড়া, বাড্ডা টু গুলশান-১ লিংক রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৩ খিলগাঁও ‘বি’ জোন, খিলগাঁও পূর্ব হাজীপাড়া, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া (নূর মসজিদের উত্তর মহল্লাসহ), মালিবাগ ও মালিবাগ বাজার রোড, (সবুজবাগ অংশ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৪ তেজগাঁওশিল্পএলাকা, বেগুনবাড়ী, কুনিপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৫ নাখালপাড়া, আরজতপাড়া, সিভিল এভিয়েশন ষ্টাফ কোয়ার্টার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৬ কারওয়ান বাজার বানিজ্যিক এলাকা, কারওয়ান বাজার লেন, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, গ্রীন রোড, তেজতুরী বাজার পূর্ব, তেজতুরী বাজার পশ্চিম, স্টেশন রোড, তেজকুনিপাড়া শহীদ বীর উত্তম জিয়াউর রহমান সড়ক, বসুন্ধারা সিটি মার্কেট সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৫ বড়মগবাজার, দিলুরোড, নিউ ইন্সটন রোড, পশ্চিম মগবাজার, মধ্য পেয়ারাবাগ, গ্রীনওয়ে, উত্তর নয়াটোলা ১ম ভাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৬ মিরেরটেক, মিরবাগ, মধুবাগ, উত্তর নয়াটোলা ২য় ভাগ, পূর্ব নয়াটোলা,	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		দক্ষিণ নয়াটোলা, মগবাজার ওয়ারলেস কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার সম্পত্তি হস্তান্তর (ধারা-১২৫)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল অটোমোবাইলস।	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘L’ এবং S দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Sn-Sz) দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “P” ও “Q” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘L’ এবং S দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Sn-Sz) দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন অলটেক্স ফেব্রিক্স লি.;	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি., এপেক্স স্পিনিং এন্ড নিটিং মিলস্ লি., এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ লি., বেঞ্জিমকো সিনথেটিক লি., আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং, কোটস বাংলাদেশ লি., হংকং সাংহাই মানজালা টেক্সটাইল লি., টেকনো টেক্সটাইল মিলস লি., শামীম কম্পোজিট মিলস লি., স্কয়ার টেক্সটাইল লি., বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি., এ্যাপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিসিং মিলস লি., পদ্মা পলিকন নিট ফেব্রিকস লি., রাসেল স্পিনিং মিলস লি., সিলভার লাইন কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লি., রবিটেক্স বাংলাদেশ লি., অটো স্পিনিং লি., নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লি., প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লি., রিলায়েন্স স্পিনিং মিলস লি., হানিফ স্পিনিং মিলস লি: সহ অন্যান্য টেক্সটাইল কোম্পানিতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার সকল টাগ, কার্গো, লঞ্চ, বাল্কহেড এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-২৩: লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-১৫৮-২৫৬), মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বিডিআর গেট নং-১, কাশ্মীরী টোলা লেন, হোসেন উদ্দীন খান লেন, ডুরি আঞ্জুল লেন, নবাবগঞ্জ রোড, নবাবগঞ্জ লেন, আব্দুল আজিজ লেন,	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ললিত মোহন দাস লেন, এম,সি রায় রোড, নতুন পল্টন লাইন, পিল খানা রোড, সুবল দাস রোড (হোল্ডিং নং-৪৭, ৪৮ এবং ৪৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৪: জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং- ১১৪-৩১৫), শহীদ নগর, রাজ নারায়ন ধার রোডসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৯: ইসলাম বাগ, শায়েস্তা খান রোড, রহমতগঞ্জ লেন, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, হাজী বালু রোড, গণি মিঞার হাট, ফরিয়া পল্লি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৫: ঝাউচর, ঝাউলাহাটি, নয়াগাঁও, হাসান নগর, মুন্সীহাটি, মুন্সীহাটি নদীর পার, মুনসুর বাগ, সিরাজনগর, নবীনগর, ট্যাকের হাটি, আমিনবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৬: পশ্চিম রসুলপুর, পূর্ব রসুলপুর, দক্ষিণ রসুলপুর, বড়গ্রাম পশ্চিম, বড়গ্রাম, ইসলামনগর, আলীনগর, হজুরপাড়া, পশ্চিম আশ্রাফাবাদ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৭: আহছানবাগ, মমিনবাগ, আশ্রাফাবাদ, দুখুরিয়া, জঙ্গল বাড়ী, কুমিল্লা পাড়া, রহমতবাগ, বাগচান খাঁ পশ্চিম, বাগচাঁন খাঁ (পূর্ব) (১ম অংশ) এটিএমবুথ গলি-ভাষা আন্দোলন স্কুল-রফিকুল ইসলাম রোড, মনির চেয়ারম্যান গলির দক্ষিণাংশ, বাগচান খাঁ (পূর্ব) (২য় অংশ) এটিএমবুথ গলি-ভাষা আন্দোলন	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		স্কুল-রফিকুল ইসলাম রোড-মনির চেয়ারম্যান গলির উত্তরাংশ, হাসলাই, মুসলিমবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। ইংরেজী বর্ণমালার G হইতে P অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা-১০২)। ২। নৌযান পরিচালনা হতে অগ্রিম কর (ধারা-১৩৯)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলার সকল টাগ, কার্গো, লঞ্চ, বাস্কেহেড মালিকদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'J' এবং 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Mn-Mz) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "T" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’ এবং ‘M’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Mn-Mz) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন মার্চেন্টব্যাংক এবি ইনভেস্টমেন্ট লি., অগ্রণী ইকুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., অগ্রনী এসএমই ফাইন্যান্স কোম্পানি লি., এআইবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., এআইবিএল ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস লি., আল ফালাহ ইসলামী ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট লি., সিটিগ্রুপ গ্লোবাল মার্কেট বাংলাদেশ প্রা: লি., বেনকো ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., বিডি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হোল্ডিং লি., বিডি ফাইন্যান্স সিকিউরিটিজ লি., বিডিবিএল সিকিউরিটিজ লি., বিএল আই ক্যাপিটাল লি., ইউনিক্যাপ ইনভেস্টমেন্ট লি., ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লি., ফারইস্ট কমার্স এন্ড ফাইন্যান্স লি., ফাস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., ফাস্ট সিকিউরিটিজ ইসলামি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লি., আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লি., আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লি., পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্ট লি., প্রিমিয়ার ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		লি., প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট, ইসি সিকিউরিটিজ লি., এভারগ্রীন ইসলামী ফাইন্যান্স লি., এক্সিম ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট লি., লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লি., রেচ পোর্টফলিও এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট লি., রেচ পোর্টফলিও এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, রুটস ইনভেস্টমেন্ট লি., রূপালিব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., রূপালি ইনভেস্টমেন্ট লি., ইবিএল ইনভেস্টমেন্ট লি., দি সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লি., ব্যাংক এশিয়া সিকিউরিটিজ লি., ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., বেটা ওয়াল ইনভেস্টমেন্ট লি., ওয়ান সিকিউরিটিজ লি., ট্রাস্ট ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট, এনবিএল ক্যাপিটাল এন্ড ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লি., এনডিবি ক্যাপিটাল লি., এনসিসিবি ক্যাপিটাল লি., ব্রাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লি., ব্রাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লি., ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ লি., শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., এসআইবিএল ইনভেস্টমেন্ট লি., এনএলআই সিকিউরিটিজ লি., এসআইবিএল সিকিউরিটিজ লি., হাল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., জিএসপি ইনভেস্টমেন্ট লি., মেসার্স স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., মেসার্স উত্তরা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., মনজিল ফাইন্যান্স এন্ড	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ইনভেস্টমেন্ট লি., এমটিবি ক্যাপিটাল লি., এনডিবি ক্যাপিটাল লি., সঙ্কানী লাইফ ফাইন্যান্স লি., এসবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., সোনালি ইনভেস্টমেন্ট লি., সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লি., এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার্স ইনভেস্টমেন্ট লি., সিটিজেন সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., হজ্ব ফিন্যান্স লি., ইউবি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., ইউনিকর্ন ইকুইটি লি., কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., আইএল ক্যাপিটাল লি., যমুনা ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., জনতা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লি., এনসিসিবি সিকিউরিটিজ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি., এএফসি ক্যাপিটাল লি., ব্লু চিপ সিকিউরিটিজ লি., ইস্টার্ন ক্যাপিটাল লি., যমুনা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি., বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট লি., গ্র্যাবাসি ইনভেস্টমেন্ট লি., গ্র্যাবসি ইনভেস্টমেন্ট লি., বিএমএসএল ইনভেস্টমেন্ট লি: সহ অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাংকে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার পর্যায় নির্বিশেষে কমিউনিটি সেন্টারে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলার পর্যায় নির্বিশেষে বিউটি পার্লারে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৬২: উত্তর কুতুবখালী, দক্ষিণ কাজলা, দক্ষিণ কাজলা (নয়ানগন), ছনটেক, শেখদী, গোবিন্দপুর, উত্তর রায়েরবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৫: মোমেনবাগ, আদর্শবাগ, রহমতপুর, মধুবাগ, মুসলিমনগর, মোগল নগর, খুরিয়াপাড়া, কেরানী পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, ভুইয়া বাড়ী, খানবাড়ী, রায়ের বাগ, হাশেম রোড, রায়েরবাগ খানকা, মাতুয়াইল মেডিকেল ও সাদ্দাম মার্কেট, তুষারধারা, গিরিধারা ও বিশ্ব রোডের দক্ষিণ অংশ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৬: ডগাইর (পূর্ব) পুরাতন (৭নং ওয়ার্ড অংশ), বামৈল, ডগাইর (পূর্ব) পুরাতন (৮নং ওয়ার্ড অংশ), ডগাইর পশ্চিম পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৭ : শকুরসী জোকা, সান্দ্রিরা জোকা তিতাস কলোনী, সান্দ্রিরা জোকা মৌজার অংশ (পূর্ব পশ্চিম বক্সনগর ও করিম কলোনী), সারুলিয়া টেংরা (দক্ষিণ, পশ্চিম ও বাহির) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৮: সারুলিয়া টেংরা করিম জুট মিলস এলাকা (১নং ওয়ার্ড অংশ), সারুলিয়া টেংরা করিম জুট মিলস এলাকা (৫নং ওয়ার্ড অংশ), গোপ দক্ষিণ হাজী	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		নগর, সারুলিয়া টেংরা (দক্ষিণ, পশ্চিম ও বাহির টেংরা রসুল নগর) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হতে কর্তন- (ধারা-৯০) (৩) ক্যাটারিং; ক্লিনিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৪) মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা, (৫) ইন্ডেটিং কমিশন (৬) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী, (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ, (১০) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন, (১২) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (১৩) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়াকিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোন প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম (১৪) বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত হইলিং চার্জ (১৫) ইন্টারনেট	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৬) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট (১৭) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ এ সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যেকোনো সেবা (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪) ২। সংসদ সদস্যদের সম্মানী হতে (ধারা-৮৭)। ৩। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হতে প্রেরিত আয় – (ধারা-১২৪)। ৪। ভাড়া হতে আয় – (ধারা ১০৯)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল কমিউনিটি সেন্টার ও তাদের পরিচালকদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলার সকল বিউটি পার্লার।	

কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'P' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন	

		তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “K” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১) ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘P’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২) বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন দাইউ বাংলাদেশ লিঃ, বাংলাদেশ ডায়িং এন্ড ফিনিসিং ইন্ডঃ লিঃ, সুচিন কোম্পানি বিডি লিঃ, দাদা ঢাকা লিঃ, আকিজ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ট্যানারি, এ্যাপেক্স ট্যানারি লিঃ, শিপিং লাইনস, এইচ আর সি শিপিং লাইনস লিঃ, এইচ আর সি শিপিং লিঃ, ট্রিপল সুপার ফসফেটস্ লিঃ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিঃ, রহিম আফরোজ ব্যাটারি লিঃ, কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিঃ, ফুটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং, এপেক্স ফুটওয়ার লিঃ, বাটা সু কোম্পানি লিঃ, এক্সেলসওর সুজ লিঃ, মার্ক বাংলাদেশ শিল্প এন্ড ইন্জিনিয়ারিং লিঃ, হার্ডবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, আকিজ পার্টিকেল বোর্ড লিঃ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, নাভানা লিঃ, এমজেএল বাংলাদেশ লিঃ, ফ্লোরা লিঃ, রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ, রংপুর ফাউন্ড্রি লিঃ, মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, আগোরা লিঃ, ট্রান্সকম ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ, ইসি সিকিউরিটিজ লিঃ, ইবনেসিনা পলিমার লিঃ, বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ, ম্যাক পেপারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ,	

		তিতাস গ্যাস লি., গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লি: মোবাইল টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানীসমূহ- (Bangladesh Tower Company Limited, TASC Summit Tower, Kirtankhola Tower Bangladesh Limited and HiTech Consortium Limited) ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
8	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-২১ উত্তর বাড্ডা, দক্ষিণ বাড্ডা, মধ্য বাড্ডা, পূর্ব মেরুল বাড্ডা, পশ্চিম মেরুল বাড্ডা এবং গুপিপাড়া বাড্ডা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৭ দাওকান্দি, টেকপাড়া বাড্ডা, সোনা কাটরা, সেকান্দারবাগ, মধ্যবাড্ডা, মোল্লাপাড়া, বেপারীপাড়া, পোস্ট অফিস রোড ও লৌহেরটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৮ মধ্যপাড়া, মোল্লাপাড়া, মোল্লাপাড়া আদর্শ নগর, উত্তরবাড্ডা পূর্বপাড়া, উত্তরবাড্ডা ময়নারটেক, বাওয়ালীপাড়া, উত্তরবাড্ডা পূর্বপাড়া (আব্দুল্লাহবাগ), উত্তরবাড্ডা মিছরী টোলা, উত্তরবাড্ডা হাজীপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৯ পশ্চিম নুরের চালা, পূর্ব নুরের চালা। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন- ওয়ার্ড -৩ মেরাদিয়াসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা।	

৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদান (ধারা-১১১)। ২। সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯)। ৩। নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা – (ধারা ১৩২)। ৪। ঢাকা জেলার সম্পত্তি ইজারার বিপরীতে উৎসে কর – (ধারা-১২৮)।	

কর অঞ্চল-২০, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'I' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "M" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'I' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ইংরেজী বর্ণমালার Q হইতে Z দ্বারা আরম্ভ সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল সি এন্ড এফ	

		এজেন্ট, ফ্রেইট হ্যান্ডলার ও তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলা সমূহ। ৪। আইসিডিডিআরবি তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা /কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৪০ দয়্যগঞ্জ রোড, দয়্যগঞ্জ হাটলেন, দয়্যগঞ্জ জেলেপাড়া, নারিন্দা লেন, নারিন্দা রোড (হোল্ডিং নং -৫৪ হতে শেষ), শরৎ পুত্র রোড, বসু বাজার লেন, মুনির হোসেন লেন, শাহ সাহেব লেন, মেথরপটিখ (উত্তর ও দক্ষিণ), রুদাস সরকার লেন, করাতিটোলা লেন, স্বামীবাগলেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫০ : পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, এন্ড উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, উত্তর যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ-পূর্ব যাত্রাবাড়ী ওয়াপদা কলোনী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৯ : চাকদাহ, ঢাকা ম্যাচ, রাজউক ২য় পর্ব, ওয়াসা কলোনী, মুন্সিখোলা তেলকল, পূর্ব কদমতলী, মোহাম্মদবাগ, মেরাজনগর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬০ : নুরপুর-১, নুরপুর-২, পাটেরবাগ, মুক্তধারা, ইসলামবাগ (রসুলবাগ, রহমতবাগ, শাহজালালবাগ), পলাশপুর, জনতাবাগ, স্মৃতিধারা, দক্ষিণ রায়েরবাগ, মেরাজনগর (দনিয়ার অংশ), মদিনাবাগ, দক্ষিণ জনতাবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬১ : নুরবাগ, পুরাতন দনিয়া-১, পুরাতন দনিয়া-২, দক্ষিণ দনিয়া-১, দক্ষিণ দনিয়া-২, সরাই, দক্ষিণ কুতুবখালী,	

		কবিরাজবাগ, রসুলপুর (৩নং ওয়ার্ড অংশ), রসুলপুর (৪নং ওয়ার্ড অংশ), দাসপাড়া, নয়াপাড়া, উত্তর দনিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ইংরেজী বর্ণমালার Q হইতে Z অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা-১০২)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল সি এন্ড এফ এজেন্ট, ফ্রাইট হ্যান্ডলার ও তাদের পরিচালক বৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-২১, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Bn- Bz) পর্যন্ত এবং 'O', 'Z' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "U" ও "V" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ 'Bn- Bz' পর্যন্ত এবং 'O',	

		‘Z’ দ্বারা দ্বারা শুরুর লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ, ওরিয়ন ইনফিউসন লি, নোভাটিজ লিঃ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিকল কোঃ লিঃ, সানোফি বাংলাদেশ লিঃ, সোসাল মার্কেটিং কোম্পানি লিঃ, জেনস ফার্মাসিউটিকল লিঃ, দি ইবনেসিনা, এসিআই, এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ, গন স্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ, ইবনেসিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লিঃ, ইবনেসিনা এপিআই লিঃ এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নবর্ণিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত(অনিবাসী করদাতা ব্যতীত) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ক) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন খ) বিআরটিসি গ) বাংলাদেশ ওয়েল গ্যাস এন্ড মিনারেল কর্পোরেশন ঘ) বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড ঙ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডা. কর্পো. চ) বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন ছ) বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড জ) বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস অথরিটি।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ	

		ওয়ার্ড নং-১৭ খিলক্ষেত, কুড়িল, কুড়াতলী, জোয়ারসাহারা, অলিপাড়া (আংশিক), জগন্নাথপুর, , নিকুঞ্জ-১ ও ২, ও টানপাড়াসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪০ ভাটারা (আংশিক), ছোলমাইদ, নয়ানগর উত্তর ও নয়ানগর দক্ষিণ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪১ পুকুরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, তালতলা, উত্তরপাড়া পশ্চিমাংশ, উত্তরপাড়া পূর্বাংশ, পাঁচখোলা, মেরুলখোলা, মগারদিয়া, পূর্ব পদরদিয়া, পশ্চিম পদরদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪২ বড় বেরাইদ পূর্বপাড়া, বড় বেরাইদ ভুঁইয়াপাড়া, বড় বেরাইদ ঋষিপাড়া, বড় বেরাইদ আরাদ্দাপাড়া, ছোট বেরাইদ ডগরদিয়া, আশকারটেক, চান্দারটেক, পাঁচদিরটেক, হারারদিয়া, বড় বেরাইদ মোড়লপাড়া (উত্তর), বড় বেরাইদ মোড়লপাড়া (দক্ষিণ), বড় বেরাইদ আগারপাড়া, বড় বেরাইদ চটকিপাড়া, বড় বেরাইদ চিনাদিপাড়া, নিগুর অ্যাগ্লাইদ (ফকিরখালী) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	আইসিডি পণ্য আমদানি এবং পানগাঁও পণ্য আমদানি (ধারা ১২০)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় যে সকল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সে সকল ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (LTU ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-২২, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘E’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “N” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘E’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংকের ঢাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। সকল ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলার সকল ট্রাভেল এজেন্সী ও জনশক্তি রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন শবনম ভেজিটাবেল অয়েল লিঃ, বে ফিসিং কর্পোরেশন লিঃ, মেঘনা	

		ভেজিটেবল ওয়েল লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৪৩ : ডেলনা, তলনা, মাউসতল, পাতিরা, পিংক সিটি ও ডুমনি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৪ : আমাইয়া, বড়বাড়ী, চামুরখান, কাঁচকুড়া, স্নানঘাটা, ভাটুরিয়া, পলাশিয়া, ছোট পলাশিয়া, পোড়াদিয়া, রাতুটি, ভারারদি, আক্তারটেক, বাওথার, বেতুলী, করিমের বাগ ও দোবাদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৫ : উত্তরখান (দক্ষিণ অংশ) ও উত্তরখান (উত্তর অংশ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৬: বাবুর পাড়া, বড়বাগ, ওজা পাড়া, রাজাবাড়ী, মুন্ডা পুলার টেক, ভাটুলিয়া, মাউছাইদ, বাদুরী পাড়া, চানপাড়া, ফৌজারবাড়ী, গোবিন্দপুর, খঞ্জুরদিয়া, কমুদ খোলা, মৈনারটেক, নিম্নিরটেক, নোয়াখোলা, সাওয়ারটেক ও উজানপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৭: ফায়দাবাদ, কোটবাড়ী, মৌশাইর ও চালাবন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৮: দক্ষিণখান, সোনার খোলা, হলান, আনল, বরুয়া ও জামুন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪৯ : কাওলার, আশকোনা ও গাওয়াইর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫০: মোল্লারটেক, ইরশাল ও আজমপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। সকল ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হতে- (ধারা ৯৫)। ২। জনশক্তি রপ্তানি – (ধারা ১২১)।	

৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড কোম্পানী ও তাদের পরিচালকদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের ট্রাভেল এজেন্ট ও জনশক্তি রপ্তানীকারকদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-২৩, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘N’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “O” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘N’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক ব্যতীত অন্য সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক এবং অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- ওয়ার্ড নং-২৭: তেস্তুরী বাজার চক, তেস্তুরী বাজার চকলেন, সজল স্কয়ার, গ্রীন রোড,	

		বীর উত্তম কে, এম, শফিউল্লাহ সড়ক, মনিপুরী পাড়া, বীর উত্তম শহীদ জিয়াউর রহমান সড়ক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৮: শ্যামলী বাগ, পশ্চিম আগারগাঁও, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৯: মোঃপুর ব্লক-সি, তাজমহল রোড, ব্লক-এফ, শাহজাহান রোড, মেট্রো পলিটন হাউজিং, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, মোঃপুর-এফ, জুহুরী মহল্লাসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩১: আযম রোড, আসাদ এভিনিউ, রাজিয়া সুলতানা রোড, তাজমহল রোড, শেরাশাহসুরী রোড, নুরজাহান রোড, জাকির হোসেন রোড, শাহজাহান রোড, আওরঞ্জাবেব রোড ও কাজী নজরুল ইসলাম রোড ব্লক-ই সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩২: লালমাটিয়া ব্লক-এ, লালমাটিয়া ব্লক-বি, লালমাটিয়া ব্লক-সি, লালমাটিয়া ব্লক-ডি, লালমাটিয়া ব্লক-ই, লালমাটিয়া ব্লক-এফ, লালমাটিয়া ব্লক-জি, স্যার সৈয়দ রোড, হুমায়ন রোড, বাবর রোড, ইকবাল রোড, আওরঞ্জাবেব রোড, খিলজী রোড, আসাদ এভিনিউ, মোঃপুর কলোনী, মোঃপুর কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি: ব্লক-ক, গজনবী রোড, (পিসিকালচার) লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট নিউকলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা পারসন কর্তৃক	

		(কোম্পানী/সমবায় সমিতি/এনজিও ব্যতীত) ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ:- শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়।	

কর অঞ্চল-২৪, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের আবাসিক হোটেল এবং উহাদের বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসহ পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড পিজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল এন,জি,ও এবং উহাদের বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসহ করদাতাদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল সমবায় সমিতির কর মামলাসমূহ।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'R' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল হোটেল এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল এন,জি,ও ও সমবায় সমিতি এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। সিমেন্ট কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

		৪। এলটিইউ এর অধিক্ষেত্রাধীন আকিজ সিমেন্ট কো: লি:, সিয়াম সিটি সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লি:, নিলয় সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, হাইডেলবার্গ সিমেন্ট লি:, পদ্মা সিমেন্ট লি:, মুন্সিরা মিকস লি:, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি:, মীর সিমেন্ট লি:, সেভেন সার্কেল বাংলাদেশ লি:, আর এ কে সিরামিকস লি:, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, ফু-ওয়াং সিরামিকস লি:, হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লি:, জেমিনি সি ফুড লি:, নেসলে বাংলাদেশ লি:, ট্রান্সকম বেভারেজ লি:, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো লি, নিউজিল্যান্ড ডেইরি প্রডাক্টস লি:, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, বেভারেজ ডিস্ট্রিবিউশন লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৫১: মীর হাজারীবাগ, খোলাই পাড়, পাড় গেন্ডারিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫২: মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১-৪৬ বাদে), মুরাদপুর ২, ৩ এবং ৪ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৩: পূর্ব জুরাইন মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১-৪৬) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৪: করিম উল্লাহবাগ, নতুন জুরাইন আলম বাগ, পশ্চিম জুরাইন (মাজার এলাকাসহ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫৮: কদমতলী, কদমতলী শিল্প এলাকা-১, নতুন কদমতলী, নতুন শ্যামপুর, আফসার করিম রোড, বৌ-বাজার, গ্যাস পাইপ, নামা শ্যামপুর (৪নং ওয়ার্ড অংশ), বাগান বাড়ী বাগিচা, নতুন ওয়াসা রোড, নামা শ্যামপুর (৫নং ওয়ার্ড অংশ), আলী	

		বহর, রাজাবাড়ী, নতুন আলী বহর (বিক্রমপুর হাউজিং), দোলেশ্বর (১নং ওয়ার্ড অংশ), গুলবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা জেলার খামরাই উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	১। নগদ রপ্তানি ভর্তুকি-(ধারা ১১২)। ২। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ-(ধারা ১১৪)। ৩। সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	সিমেন্ট কোম্পানী এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-২৫, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'F', 'Q', এবং 'X', দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "S" ও "W" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'F' 'Q' এবং 'X' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

		২। গ্রামীনফোন ব্যতীত অন্যান্য টেলিকম কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন টেলিটক বাংলাদেশ লি., রবি আজিয়াটা লি., বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লি., প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি., এয়ারটেল লি., দাইউ বাংলাদেশ লি., বাংলাদেশ ডায়িং এন্ড ফিনিসিং ইন্ড: লি., সুচিন কোম্পানি বিডি লি., দাদা ঢাকা লি., আকিজ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ট্যানারি, এ্যাপেক্স ট্যানারি লি., শিপিং লাইনস, এইচ আর সি শিপিং লাইনস লি., এইচ আর সি শিপিং লি., ট্রিপল সুপার ফসফেটস্ লি., পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, বাটারফ্লাই মার্কেটিং লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের মোবাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ ওয়ার্ড নং-৪৮ : সায়েদাবাদ, উত্তর যাত্রাবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৩: কাজলার পাড়, ভাঙ্গাপ্রেস, কাজীরগাঁও, মাতুয়াইল মাঝপাড়া, মাতুয়াইল উত্তরপাড়া, মাতুয়াইল শরীফ পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬৪: কোনাপাড়া, পুরাতন পাড়াড গাইর, আইআরটিউবস ফ্যাক্টরী, ধার্মিক পাড়া, সিটি মিলস্, মল্লিকপাড়া, পাড়া ডগার নতুন পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-৬৯: কামার গোপ খলাপাড়া, কামার গোপ দক্ষিণ, ডেমরা, আহম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল, লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, নড়াইবাগ, মিরপাড়া, রাজাখালী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭০: দেইল্লা, পাইটি, কায়েতপাড়া, ঠুলঠুলিয়া, তাম্বুরাবাদ, নলছটা, ধীংপুর, দুর্গাপুর, মেদ্দিপুর, আমুলিয়া, শূন্যা, শূন্যা টেংরা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭১: গ্রীন মডেল টাউন হতে কাজি বাড়ী, কাজি বাড়ী পশ্চিম পাশ হতে দানবের গলির পূর্ব পাশ, দানবের গলির পশ্চিম পাশ হতে হিরু মিয়া রোডের পূর্ব পাশ, হিরু মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ হতে লাল মিয়া রোডের পূর্ব পাশ, লাল মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ হতে মান্ডা খাল পাড় সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৭২: মান্ডা খাল পাড় হতে সোনা মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ, সোনা মিয়া রোডের পূর্ব পাশ হতে গনি মিস্ত্রি রাস্তার পশ্চিম পাশ, গনি মিস্ত্রি রাস্তার পূর্ব পাশ হতে জেলে পাড়া রাস্তার পশ্চিম পাশ, জেলেপাড়া রাস্তার পূর্ব পাশ হতে গ্রীন মডেল টাউন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলা।	
৫	উৎসে কর	ধারা ১২৩ এ উল্লিখিত পণ্য রপ্তানি কোম্পানি যাদের প্রথম অক্ষর N থেকে Z।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের মোবাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

বৃহৎ করদাতা ইউনিট

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত অধিক্ষেত্র। ২। মোবাইল টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানীসমূহ (EDOTCO Bangladesh Limited, TASC Summit Tower, Kirtankhola Tower Bangladesh Limited and HiTech Consortium Limited)।	
২	উৎসে কর	বিদ্যমান অধিক্ষেত্র।	

কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	ভৌগোলিক	বিদ্যমান অধিক্ষেত্র	
২	উৎসে কর	ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিকগণের নিকট হতে অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ- (ধারা ১৫৩)।	

বিসিএস (কর) একাডেমি (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত	১। আয়কর সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন।	

	(সমগ্র বাংলাদেশ)	২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পরিপালন।	

কর অঞ্চল- ০১, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'A', 'D', 'L', এবং 'Q' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'A', 'D', 'L', এবং 'Q' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'A', 'D', 'L', এবং 'Q' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ। ৩। চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত সামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ১০: উত্তর কাউলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং- ১৪: লালখান বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৫: রামপুর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৬: উত্তর হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৭: দক্ষিণ আগ্রাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৭: হালিশহর, মুনির নগর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩৮: দক্ষিণ মধ্য হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩৯: দক্ষিণ হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, মীরসরাই, সন্দীপ উপজেলা	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। পণ্য আমদানি (ধারা ১২০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৭) ২। সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। রি-রোলিং মিলস ২। শিপব্রেকিং ৩। সমবায় সমিতি ৪। এনজিও ৫। কমিউনিটি সেন্টার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০২, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'J', 'O', 'S', 'U' এবং	

		‘Y’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও বান্দরবন জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’, ‘O’, ‘S’, ‘U’ এবং ‘Y’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’, ‘O’, ‘S’, ‘U’ এবং ‘Y’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। চট্টগ্রাম সিভিল জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। চট্টগ্রাম সিভিল জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ইন্সুরেন্স এজেন্সী/ইউনিট/এজেন্টগণের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ৭: পশ্চিম ষোলশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৮: ষোলশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৯: উত্তর পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১২: সরাইপাড়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১৩: পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২১: জামাল খান এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবন সিভিল জেলা। চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, বোয়ালখালি উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) ২। স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে : রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার (intangibles) বিষয় (ধারা ৯১) ৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে ক্ষতিপূরণ প্রদান-(ধারা ১১১) ৪। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময়- (ধারা ১৩১)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ভেজিটেবল ওয়েল ২। অনিবাসী ৩। শিপিং ফ্রেইট ৫। স্বর্ণ ব্যবসা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৬। কম্পিউটার, সফটওয়্যার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, সাইবার ক্যাফে, আই.এস.পি ব্রডব্যান্ড সংযোগকারী, ক্যাবল	

		অপারেটর; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৩, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'F', 'G', 'H' এবং 'M' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও রাজ্যমাটি জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'F', 'G', 'H' এবং 'M' দ্বারা শুরু এবুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'F', 'G', 'H' এবং 'M' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-৪: চাঁদগাঁও এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫: মোহরা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬: পূর্ব হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৭: পশ্চিম বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৮: পূর্ব বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-১৯: দক্ষিণ বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২০: দেওয়ান বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৫: বক্সিরহাট এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাজ্যমাটি সিভিল জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, আনোয়ারা উপজেলা	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক-(ধারা ১১৬) ২। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে-(ধারা ১৩৫) ৩। কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে (ধারা ১৩৬) ৪। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে (ধারা ১৩৭) ৫। পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন (ধারা ১১৩) ৬। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ (ধারা ১১৪) ৭। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক (ধারা ১১৬) ৮। লটারি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১১৮) ৯। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে (ধারা ১২২) ১০। নৌযান পরিচালনা হতে অগ্রিম কর (ধারা ১৩৯)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল-	

		১। সিএন্ডএফ এজেন্ট ২। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ৩। ক্লাব ৪। স্টিভেডরিং ৫। কন্টেইনার ইয়ার্ড ৬। রিকন্ডিশন গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৪, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'C', 'E', 'R', 'W' এবং 'X' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও খাগড়াছড়ি জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'C', 'E', 'R', 'W' এবং 'X' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'C', 'E', 'R', 'W' এবং 'X' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-২৩: উত্তর পাঠানটুলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৯: পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-৩০: মাদারবাড়ী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩১: আল করণ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৩: ফিরিঙ্গি বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪০: উত্তর পতেঙ্গা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪১: দক্ষিণ পতেঙ্গা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি সিভিল জেলা, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া, চন্দনাইশ উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি (ধারা ৯৪) ২। পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের উপর সুদ (ধারা ১০৩) ৩। কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদান (ধারা ১১০) ৪। লভ্যাংশ (ধারা ১১৭) ৫। সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯) ৬। ইট প্রস্তুতকারক (ধারা ১৩০) ৭। নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, আয়কর উপদেষ্টা ও আইনজীবী ২। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৩। প্রাইভেট স্কুল, কলেজ ও কিন্ডারগার্টেন ৪। কোচিং সেন্টার, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ৫। বিদেশী	

		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিয়াজেঁ অফিস; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, চট্টগ্রামের অধিক্ষেত্রাধীন কোম্পানীসমূহের চট্টগ্রামে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ১১: দক্ষিণ কাটলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১৫: বাগমনিরাম এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং- ২২: এনায়েত বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৪: উত্তর আগ্রাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৮: পাঠানটুলি এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩২: আন্দরকিল্লা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া, লোহাগড়া, বাশখালী উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার ১। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে : (১) উপদেষ্টা পরামর্শ (২) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (৩) ক্যাটারিং; ক্লিনিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৪) মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা, (৫) ইন্ডেস্টিং কমিশন (৬) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী, (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ, (১০) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন, (১২) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৩) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়াকিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোন প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম (১৪) বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত হইলিং চার্জ, (১৫) ইন্টারনেট (১৬) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট (১৭) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ এ সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যেকোনো সেবা (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪) ২। ভাড়া হইতে (ধারা ১০৯) ৩। ট্রাভেল এজেন্ট (ধারা ৯৫)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ডাক্তার ২। ফার্মাসিউটিক্যালস ৩। ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ৪। ট্রাভেল এজেন্ট ৫। জনশক্তি রপ্তানি ৬। প্রাইভেট সিকিউরিটি; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'K', 'N', 'P' এবং 'Z' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'K', 'N', 'P' এবং 'Z' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'K', 'N', 'P' এবং 'Z' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-১: দক্ষিণ পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২: জালালাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩: পাঁচলাইশ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৬: চকবাজারসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৪: পাথরঘাটা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং- ৩৬: গোসাইলভাঙা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার ১। রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে (ধারা ১১৫) ২। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর (ধারা ১২৫ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬) ৩। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর (ধারা ১২৬) ও (উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬ ক) ৪। সম্পত্তির ইজারা হইতে (ধারা ১২৮) ৫। প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে (ধারা ১৩৩) ৬। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে : সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারী রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিশোধ (ধারা ৯২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল-	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		১। সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ২। সংবাদপত্র/মিডিয়া ৩। হোটেল (আবাসিক ও অনাবাসিক), রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউজ ৪। ফাস্টফুড, পিজাশপ, চাইনিজ, থাই, ইন্ডিয়ান হোটেল ও রেস্টুরেন্ট (দেশীয় সাধারণ মানের হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যতীত) ৫। বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান;সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলা সমূহ। ৬। মানি চেঞ্জার ৭। রেন্ট-এ-কার, ট্যাক্সিক্যাব, ট্যুর অপারেটর। ৭। রিয়েল এস্টেট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় প্রধান	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক অধিক্ষেত্র	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট,	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-নরসিংদী (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,	

		এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	

কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কক্সবাজার (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কক্সবাজার জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	কক্সবাজার জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	

৩	বৈতনিক	কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কক্সবাজার জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-খুলনা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয়	

		যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-যশোর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত	

কর অঞ্চল-যশোর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কুষ্টিয়া (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য

১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ।	

		৩। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-রংপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

৪	ভৌগোলিক	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড	

কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৩। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

র অঞ্চল-দিনাজপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক	

		প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কুমিল্লা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক	

		তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল	

		কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-নোয়াখালি (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন	

কর অঞ্চল-নোয়াখালি (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-পাবনা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	পাবনা ও নাটোর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

২	কণ্ট্রাকটরস	পাবনা ও নাটোর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	পাবনা ও নাটোর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-রাজশাহী (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট	

		হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-নারায়নগঞ্জ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	

কর অঞ্চল-নারায়নগঞ্জ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল,	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-সিলেট (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	

কর অঞ্চল-সিলেট (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। গোয়েন্দা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আয়কর ফাঁকি উদঘাটন ও রাজস্ব পুনরুদ্ধার। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত	১। আয়কর বিভাগের ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন যাবতীয় কার্যাবলি বাস্তবায়ন।	

	(সমগ্র বাংলাদেশ)	২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। কর অঞ্চলসমূহের ডিজিটাইজড উৎসে কর ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও উৎসে কর মনিটরিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

আন্তর্জাতিক কর ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। আন্তর্জাতিক চুক্তি, ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত কার্যাবলি। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

- ০২। কর অঞ্চল-১, ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-২৫, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত হওয়ার যোগ্য কোন এলাকা, ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী ইত্যাদি যদি বাদ পড়ে এবং পরবর্তীতে তা প্রণিধানযোগ্য হয় তবে তা কর অঞ্চল-১, ঢাকার অধিক্ষেত্রভুক্ত বলে গণ্য হবে।
- ০৩। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম থেকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রাম এর অধিক্ষেত্রভুক্ত হওয়ার যোগ্য কোন এলাকা, ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী ইত্যাদি যদি বাদ পড়ে এবং পরবর্তীতে তা প্রণিধানযোগ্য হয় তবে তা কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম অধিক্ষেত্রভুক্ত বলে গণ্য হবে।

- ০৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ম পর্যায়ে বিদ্যমান কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫, ঢাকা, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪, চট্টগ্রাম, কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/ময়মনসিংহ/বগুড়া/রংপুর/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা, বৃহৎ করদাতা ইউনিট ও কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা, কর আপীল অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম, কর আপীল অঞ্চল- খুলনা /রাজশাহী এর সাথে নবসৃষ্ট কর অঞ্চল- ১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫-ঢাকা, কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট, ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট, উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কার্যক্রম শুরু হবে।
- ০৫। ২য় পর্যায়ে কর অঞ্চল-৫/৬-চট্টগ্রাম, কর অঞ্চল-কক্সবাজার/ফরিদপুর/নরসিংদী/যশোর/কুষ্টিয়া/দিনাজপুর/নোয়াখালি এর কার্যক্রম শুরু হবে।
- ০৬। ৩য় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক কর ইউনিট, কর অঞ্চল-পাবনা, কর আপীল অঞ্চল- ৫/৬, ঢাকা, কর আপীল অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম, কর আপীল অঞ্চল-রংপুর এর কার্যক্রম শুরু হবে।
- ০৭। কর আপীল অঞ্চলসমূহের অধিক্ষেত্র আদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরবর্তীতে প্রণীত হবে।
- ০৮। কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের বিদ্যমান অধিক্ষেত্র ও কার্যপরিধি অপরিবর্তিত থাকবে।
- ০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তবে ১ম পর্যায়ের নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহে আয়কর নথি বদলি, কর নির্ধারণ ও কর আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী ১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে। ২য় পর্যায় ও ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরুর তারিখ পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারি করা হবে।
- ১০। ২য় ও ৩য় পর্যায়ের নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহের কার্যক্রম শুরুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহের অধিক্ষেত্র বর্তমানে বিদ্যমান কর অঞ্চলসমূহের অধীনে থাকবে।
- ১১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতি ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ জারি করা হলো।

(সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ)
সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)

অর্থ আইন, ২০২৪

৮৭। ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

- (১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-২ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।
- (২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।
- (৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ আয়বর্ষে হইতে প্রযোজ্য হইবে।
- (৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয়” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।
- (৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৪ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।
- (৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৪ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (৭) এই আইনের ধারা ৫৪ এর দফা (ক) ও (খ) এর বিধানাবলির ফলে উদ্ভূত ন্যূনতম করদায় ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে আরদ্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে না।

৮৮। ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

- (১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-৩ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

- (২) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয়” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।
- (৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৫ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।
- (৪) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৫ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (৫) এই আইনের তফসিল-৩ এর নিমিত্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর পরিশোধের বিধানাবলি ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।
- (৬) এই আইনের ধারা ৫৪ এর দফা (ক) ও (খ) এর বিধানাবলির ফলে উদ্ধৃত ন্যূনতম করদায় ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরদ্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-২

(ধারা ৮৭ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে আরম্ভ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

-৬-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে,-

- (ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;
- (খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;
- (গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;
- (ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

- (ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;
- (চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনোভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

- (১) “যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য” সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত

কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded উক্ত আয়ের ২২.৫%;
company কোম্পানির যাহাদের
পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক তবে শর্ত থাকে যে,
শেয়ার IPO (Initial Public বিবেচ্য

Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত
হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-

আয়বর্ষে সকল প্রকার আয়
ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক
একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ)
লক্ষ টাকার অধিক ও
বার্ষিক সর্বমোট ৩৬
(ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে
সকল প্রকার ব্যয় ও
বিনিয়োগ ব্যাংক
ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন
করিলে উপরিউক্ত করহার
উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
উক্ত আয়ের ২৫%;

(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded
company কোম্পানির যাহাদের
পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর
কম শেয়ার IPO (Initial Public
Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত
হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-

তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার
অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট
৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার
উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও
বিনিয়োগ ব্যাংক
ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন
করিলে উপরিউক্ত করহার
উক্ত আয়ের ২২.৫%
হইবে;

(ই) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮
নং আইন) এর অধীন নিগমিত এক ব্যক্তি
কোম্পানির (OPC) ক্ষেত্রে

উক্ত আয়ের ২২.৫%;

তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার

	অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
(ঈ) উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
(খ) ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত):	
(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;
(গ) মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(ঘ) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;

(ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে –

উক্ত আয়ের ৪৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;

(২) কোম্পানি এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ৩০%;

- (৩) কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার উক্ত আয়ের ৪৫%;
তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায়
হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-
- (৪) কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য
করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-
উক্ত আয়ের ২৭.৫%:
তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার
অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট
৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার
উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও
বিনিয়োগ ব্যাংক
ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন
করিলে উপরিউক্ত করহার
উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
- (৫) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)
অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর
প্রযোজ্য কর-
উক্ত আয়ের ২০%;
- (৬) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ,
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত উক্ত আয়ের ১৫%;
বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে “**publicly traded company**” বলিতে এইরূপ কোনো
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং
আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই
আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্থায়ী নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে-

- (১) “নিট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের মূল্যমান (total net worth) বুঝাইবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোন্স্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

- (১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।
- (২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ
পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (any individual) যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত হকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
-১১-		
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;
- (গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-
ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,
খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;
- (চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;
- (ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ কর রেয়াত

- (১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

তফসিল-৩

(ধারা ৮৮ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরম্ভ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;

- (খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;
- (গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;
- (ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;
- (ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;
- (চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনোভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(১) “যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য” সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-

উক্ত আয়ের ২২.৫%;
তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;

(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-

উক্ত আয়ের ২৫%;
তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে

(ই) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এক ব্যক্তি কোম্পানির (OPC) ক্ষেত্রে

উপরিউক্ত করহার উক্ত
আয়ের ২২.৫% হইবে;
উক্ত আয়ের ২২.৫%;

তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার
অধিক ও বার্ষিক
সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ)
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে
উপরিউক্ত করহার উক্ত
আয়ের ২০% হইবে;
উক্ত আয়ের ২৭.৫%;

(ঈ) উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) তে উল্লিখিত
কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩
(২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২
এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য
কোম্পানির ক্ষেত্রে-

তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার
অধিক ও বার্ষিক
সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ)
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে
উপরিউক্ত করহার উক্ত
আয়ের ২৫% হইবে;

- (খ) ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত):
 (অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company- উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
 (আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে: উক্ত আয়ের ৪০%;
- (গ) মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে- উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
- (ঘ) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে- উক্ত আয়ের ৪৫%;
- (ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে - উক্ত আয়ের ৪৫%:
 তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%: আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের

ন্যূনতম ২০% শেয়ার
Initial Public
Offering (IPO) এর
মাধ্যমে হস্তান্তর করে,
তাহা হইলে এইরূপ
কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর
সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য
আয়করের উপর ১০%
হারে আয়কর রেয়াত
লাভ করিবে;

- (২) কোম্পানি এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ৩০%;
- (৩) কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ৪৫%;
- (৪) কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ২৭.৫%:
- তবে শর্ত থাকে যে,
বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল
প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং
প্রত্যেক একক লেনদেনে
৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার
অধিক ও বার্ষিক
সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ)
লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল
প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যাংক ট্রান্সফারের
মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে
উপরিউক্ত করহার উক্ত
আয়ের ২৫% হইবে;

- (৫) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- উক্ত আয়ের ২০%;
- (৬) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর উক্ত আয়ের ১৫% প্রযোজ্য কর-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে “publicly traded company” বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্থায়ী নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে-

- (১) “নিট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের মূল্যমান (total net worth) বুঝাইবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

- (১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।
- (২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ

পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (any individual) যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত হকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০

৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;
- (গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-
ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,
খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;
- (চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;
- (ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ কর রেয়াত

- (১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

www.nbr.gov.bd
www.ird.gov.bd
www.etaxnbr.gov.bd
www.incometax.gov.bd
www.mof.gov.bd

টিআইএন রেজিস্ট্রেশন করতে ব্রাউজ করুন

www.incometax.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, প্লট#এফ ১/এ, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
কর নীতি উইং

আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়করের
ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার	১
১.১	স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য ২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের করহার	১
১.২	ট্রাস্ট, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের করহার	৩
১.৩	কোম্পানির জন্য ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের করহার	৩
১.৪	২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের সারচার্জের হার	৪
১.৫	২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের পরিবেশ সারচার্জের হার	৫
১.৬	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত	৬
১.৭	বিশেষ সারচার্জ	৭
২	২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার	৭
২.১	স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার	৭
২.২	ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার	৮
২.৩	কোম্পানির জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার	৯
২.৪	২০২৫-২০২৬ করবর্ষের সারচার্জের হার	১০
২.৫	২০২৫-২০২৬ করবর্ষের পরিবেশ সারচার্জের হার	১১
৩	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ	১৪
৩.১	“কমিশনার” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৪
৩.২	“করদিবস” এর সংজ্ঞা বিলোপ	১৪
৩.৩	“ন্যায্য বাজারমূল্য” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৪
৩.৪	“বার্ষিক মূল্য” এর সংজ্ঞা সংশোধন	১৫
৩.৫	“রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” এর সংজ্ঞা সংযোজন	১৫
৩.৬	“লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞা সংশোধন	১৬
৪	কর আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন	১৭
৫	কর আপিল ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ১৫ এর সংশোধন	১৭
৬	আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২০ এর বিলোপ	১৭
৭	রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২১ এর সংশোধন	১৭
৮	চাকরি হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৩২ এর সংশোধন	১৭
৯	পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ৩৩ এর সংশোধন	১৮

১০	মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৭ এর প্রতিস্থাপন	১৮
১০.১	গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি	১৮
১০.২	গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি	১৯
১১	বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৯ এর সংশোধন	১৯
১১.১	সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ	১৯
১১.২	অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ	২০
১২	বিশেষ কৃষি আয় সংক্রান্ত ধারা ৪১ এর সংশোধন	২৩
১৩	কুঋণ ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৫১ এর সংশোধন	২৩
১৪	কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন	২৩
১৪.১	কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য না হওয়া	২৩
১৪.২	পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা	২৪
১৪.৩	রয়্যালটি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি ইত্যাদি ব্যয়ের অনুমোদনযোগ্য সীমা	২৪
১৪.৪	ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয়	২৪
১৪.৫	ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃক পরিশোধিত কোনো অর্থ অনুমোদনযোগ্য না হওয়া	২৫
১৫	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন	২৫
১৬	অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন	৪৪
১৭	কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর প্রতিস্থাপন	৪৬
১৮	কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর প্রতিস্থাপন	৪৬
১৯	কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত সংক্রান্ত ধারা ৭৮ এর সংশোধন	৪৬
২০	কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৮০ এর সংশোধন	৪৭
২১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯১ এর সংশোধন	৪৯
২২	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৫ এর সংশোধন	৫০
২৩	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন	৫০
২৪	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর সংশোধন	৫১
২৫	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন	৫১
২৬	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৬ এর সংশোধন	৫১
২৭	ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৯ এর সংশোধন	৫২
২৮	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১০ এর সংশোধন	৫২
২৯	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন	৫২

৩০	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৬ এর সংশোধন	৫৩
৩১	অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১১৯ এর সংশোধন	৫৩
৩২	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন	৫৩
৩৩	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর সংশোধন	৫৪
৩৪	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৭ এর সংশোধন	৫৪
৩৫	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ এর সংশোধন	৫৪
৩৬	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন	৫৬
৩৭	সিগারেট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫২ এর সংশোধন	৫৬
৩৮	মোটরযান মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন	৫৬
৩৯	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর প্রতিস্থাপন	৫৭
৩৯.১	প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (২) এ ন্যূনতম করের আওতা পরিবর্তন	৫৭
৩৯.২	প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (৫) এ ন্যূনতম করের আওতা পরিবর্তন	৫৮
৩৯.৩	প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (৮) এবং উপ-ধারা (৯) এ ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা	৫৯
৩৯.৪	প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (১১) এ চূড়ান্ত করদায়	৬২
৪০	রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৬ এর সংশোধন	৬৩
৪১	রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন	৬৪
৪২	করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন	৬৫
৪৩	সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর সংশোধন	৬৮
৪৪	উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন	৬৮
৪৪.১	উৎসে করের রিটার্নের আওতা	৬৮
৪৪.২	উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা	৬৮
৪৫	স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন	৬৯
৪৬	অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপন	৬৯
৪৭	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৭ এর সংশোধন	৬৯
৪৮	স্পটে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৫ এর সংশোধন	৬৯
৪৯	কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন	৬৯
৫০	তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ২০০ এর প্রতিস্থাপন	৭০
৫১	কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া সংক্রান্ত ধারা ২১২ এর সংশোধন	৭০
৫২	কর চুক্তি সংক্রান্ত ধারা ২৪৪ এর সংশোধন	৭০

৫৩	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন	৭১
৫৪	আয় গোপন করিবার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭২ এর সংশোধন	৭৪
৫৫	হাজিরার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি সংক্রান্ত ধারা ৩২৭ এর সংশোধন	৭৫
৫৬	তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৪১ এর বিলোপ	৭৬
৫৭	আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলের প্রতিস্থাপন	৭৬
৫৮	আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন	৭৬
৫৮.১	তহবিলের অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ	৭৬
৫৮.২	দ্বিতীয় তফসিলের অন্যান্য সংশোধন	৭৬
৫৯	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন	৭৬
৫৯.১	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সভার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত হবার শর্ত সংশোধন	৭৭
৫৯.২	কৃষি হতে আয় এবং বিভিন্ন ব্যবসার আয়ের করমুক্ত সীমা	৭৭
৫৯.৩	যে শর্তে কতিপয় আইটি অ্যানেবল্ড সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত	৮০
৫৯.৪	জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট হতে উদ্ধৃত আয় করমুক্ত	৮০
৫৯.৫	“চাকরি হইতে আয়” হিসেবে পরিগণিত আয়ের করমুক্ত অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি	৮০
৫৯.৬	তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কতিপয় পেশাজীবী সংগঠনের কর পরিশোধ সংক্রান্ত	৮০
৫৯.৭	বিদেশী সরকার হতে গৃহীত পুরস্কার এবং কতিপয় পুরস্কার করমুক্ত	৮১
৫৯.৮	জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় করমুক্ত	৮১
৫৯.৯	আপন ভাই বা বোন হতে গৃহীত দান করমুক্ত	৮১
৫৯.১০	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত	৮১
৫৯.১১	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে নতুন বিনিয়োগ কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ	৮২
৬০	আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের সংশোধন	৮২
৬১	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর সংশোধন	৮৪
৬২	আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ এর সংশোধন	৮৪

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর-১২/২০২৫, তারিখ: ২৬ মে, ২০২৫ এর মাধ্যমে সংশোধন	৮৬
পরিশিষ্ট-২	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এস. আর. ও. নং-২৬৯-আইন/আয়কর-১৪/২০২৫, তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে সংশোধন	১১৮
পরিশিষ্ট-৩	ক্যাম্পারের ঔষধের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে উৎস করহার হ্রাসকরণ	১৪৭
পরিশিষ্ট-৪	তুলা ও কৃত্রিম আঁশ আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে করহার হ্রাসকরণ	১৪৮
পরিশিষ্ট-৫	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ সংক্রান্ত এস.আর.ও সংশোধন	১৫০
পরিশিষ্ট-৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে কতিপয় এস.আর.ও রহিতকরণ	১৫১
পরিশিষ্ট-৭	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে কতিপয় এস.আর.ও রহিতকরণ	১৫২
পরিশিষ্ট-৮	কতিপয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জারীকৃত এস.আর.ও রহিতকরণ	১৫৩
পরিশিষ্ট-৯	সূচনা ফাউন্ডেশন এর কর অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও সমূহ রহিতকরণ	১৫৪
পরিশিষ্ট-১০	অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত এস.আর.ও সংশোধন	১৫৫
পরিশিষ্ট-১১	হাই-টেক পার্ক সংক্রান্ত এস.আর.ও সংশোধন	১৫৬
পরিশিষ্ট-১২	অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন সংক্রান্ত বিধান বিলোপ	১৫৭
পরিশিষ্ট-১৩	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১৫) বিলোপ	১৫৮
পরিশিষ্ট-১৪	Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier সংক্রান্ত বিধান বিলোপ	১৫৯
পরিশিষ্ট-১৫	SS Power I Limited এর অনুকূলে fees arising from loans সংক্রান্ত কর অব্যাহতি এস.আর.ও বাতিল	১৬০
পরিশিষ্ট-১৬	আইসিবি ইউনিট ফান্ড এর কর অব্যাহতি	১৬১
পরিশিষ্ট-১৭	গ্রামীণ ব্যাংক এর আয়কে কর অব্যাহতি	১৬২
পরিশিষ্ট-১৮	জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন এর আয়কে কর অব্যাহতি	১৬৩
পরিশিষ্ট-১৯	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় অর্থের উপর কর অব্যাহতি	১৬৪
পরিশিষ্ট-২০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি এর কর অব্যাহতি	১৬৫
পরিশিষ্ট-২১	‘আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন’ কে দান প্রদানকারীর বিনিয়োগ কর রেয়াত	১৬৬
পরিশিষ্ট-২২	সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (CZM)-কে দান প্রদানকারীর বিনিয়োগ কর রেয়াত	১৬৭
পরিশিষ্ট-২৩	জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন-কে দান প্রদানকারীর বিনিয়োগ কর রেয়াত	১৬৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-২৪	বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন, মাস্টুল ফাউন্ডেশন, এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ, রোগীকল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, Palliative Care Society of Bangladesh (PCSB) ও আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন-কে দান প্রদানকারীর বিনিয়োগ কর রেয়াত	১৬৯
পরিশিষ্ট-২৫	ওয়াশিং মেশিন, ব্লেন্ডার, মাইক্রোওয়েভ অভেন, ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন, ইন্ডাকশন কুকার, কিচেনহুড এবং কিচেন নাইভস্ উৎপাদন অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও সংশোধন	১৭০
পরিশিষ্ট-২৬	মূলধনি আয়ের উপর করহার হ্রাসকরণ	১৭১
পরিশিষ্ট-২৭	খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরীর ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হ্রাসকৃত করহার নির্ধারণ	১৭২
পরিশিষ্ট-২৮	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী	১৭৩
পরিশিষ্ট-২৯	করহার, সারচার্জ ও কর রেয়াতের প্রযোজ্যতা	১৮৩
পরিশিষ্ট-৩০	সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক কোড	১৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০০০.০৩১.০৮.০০০১.২৫.৮৪

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের আওতায় আয়কর আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ সংশোধন করে বিভিন্ন খাতের উৎসে করহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫, অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ করদাতাগণকে সহজভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো:-

১। ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার

১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ ও তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%
(ঙ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত “জুলাই যোদ্ধা” করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত “জুলাই যোদ্ধা” করদাতার ক্ষেত্রে ৫,২৫,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা), তবে, নতুন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ১,০০০ (এক হাজার টাকা)।

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.২ ট্রাস্ট, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের করহার

(১)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%
(৩)	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্মের ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%:
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১০%

১.৩ কোম্পানির জন্য ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের অনূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%
অন্যান্য সকল পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৭.৫%	২৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়

পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

১.৪ ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের সারচার্জের হার

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর তফসিল-২ ও তফসিল-৩ এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করে পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের পরিমাণ চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের পরিমাণ চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নয়; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের পরিমাণ দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নয়	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের পরিমাণ বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নয়-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে	৩৫%

অর্থাৎ, ২০২৬-২৭ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর সারচার্জের ভিত্তি হবে না।

সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

- (১) “নীট পরিসম্পদের পরিমাণ” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের পরিমাণ বুঝাবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৫ ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের পরিবেশ সারচার্জের হার

বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান হতে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির (any individual) একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি এর অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি এর অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি এর অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি এর অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি এর অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

অর্থাৎ ২০২৬-২৭ করবর্ষ হতে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ক্ষেত্রে পরিবেশ সারচার্জ আরোপ করা হবে না।

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (১) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (২) গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ করবেন;
- (৩) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে যে অর্থবর্ষে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তার পরবর্তী অর্থবর্ষগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (৪) কোন করদাতা শর্ত (৩) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হবে, যেখানে-
ক = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,
খ = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (৫) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে তা আদায় করবেন;
- (৬) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না;
- (৭) “মোটর গাড়ি” বলতে পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১.৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীদেরকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হবে।

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্য হতে হইতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীদেরকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হবে।

১.৭ বিশেষ সারচার্জ

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

২। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার

২.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।
মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

২.২ ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

(১)	কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%
(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক

		একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তহবিলের জন্য কর হার নির্ধারিত থাকলেও অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে তহবিলকে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ফলে, ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে তহবিলকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে না। তহবিল কর্তৃক অর্জিত আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করে পরমাণকে তহবিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (১১) অনুযায়ী উক্ত আয়ের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা হবে।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে তহবিলের জন্য কোনো কর হার নির্ধারণ করা হয়নি।

২.৩ কোম্পানির জন্য ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%

পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

২.৪ ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের সারচার্জের হার

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

২.৫ ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের পরিবেশ সারচার্জের হার

বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান হতে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির (any individual) একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারগীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (১) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (২) গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ করবেন;
- (৩) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে যে অর্থবর্ষে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তার পরবর্তী অর্থবর্ষগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;
- (৪) কোন করদাতা শর্ত (৩) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

- (৫) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে তা আদায় করবেন;
- (৬) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না;
- (৭) “মোটর গাড়ি” বলতে পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

উদাহরণ ১

জনাব ইয়াসির মাহমুদের ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে আমদানি ব্যবসায় করযোগ্য আয় রয়েছে ২০,০০,০০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। জনাব মাহমুদের নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা।

যেহেতু করদাতার নীট পরিসম্পদ ৪ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার নিচে, সেহেতু করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত করের উপর ১০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে করযোগ্য আয়ের উপর নিয়মিত কর ২,৫৭,৫০০ টাকা

উৎসে কর্তিত কর (ন্যূনতম) ৩,৫০,০০০ টাকা

ফলে, ২০২৫-২৬ করবর্ষে করদাতার ন্যূনতম করদায় ৩,৫০,০০০ টাকা।

এমতাবস্থায়, ২০২৫-২৬ করবর্ষে করদাতাকে প্রদেয় করের সাথে সারচার্জ হিসেবে (৩,৫০,০০০×১০%) বা ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে।

ধরা যাক, জনাব ইয়াসির মাহমুদের ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষেও আমদানি ব্যবসায় করযোগ্য আয় রয়েছে ২০,০০,০০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। জনাব মাহমুদের নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫,১০,০০,০০০ টাকা।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে করযোগ্য আয়ের উপর নিয়মিত কর ২,৯৬,২৫০ টাকা

উৎসে কর্তিত কর (ন্যূনতম) ৩,৫০,০০০ টাকা

ফলে, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে করদাতার ন্যূনতম করদায় ৩,৫০,০০০ টাকা।

যেহেতু ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে করযোগ্য আয়ের উপর নিয়মিত কর হার প্রয়োগ করে পরিগণিত করের উপর সারচার্জ প্রদানের বিধান করা হয়েছে, সেহেতু জনাব ইয়াসিরকে প্রদেয় কর ৩,৫০,০০০ টাকার সাথে সারচার্জ হিসেবে (২,৯৬,২৫০×১০%) বা ২৯,৬২৫ টাকা প্রদান করতে হবে।

৩। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। নিম্নে আনীত সংশোধনীসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.১ “কমিশনার” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১৯) অনুযায়ী “কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর কমিশনার বা কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট)।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে উক্ত সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী “কমিশনার” অর্থ দফা (২৬ক) এ উল্লিখিত কর কমিশনার।

৩.২ “করদিবস” এর সংজ্ঞা বিলোপ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এ রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখকে “করদিবস” এর পরিবর্তে “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” হিসেবে ধারা ২ এর দফা (৮০ক) তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বিধায় দফা (২৬) বিলোপ করা হয়েছে।

৩.৩ “ন্যায্য বাজারমূল্য” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৪৮) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফার সংজ্ঞা অনুযায়ী “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ কোনো মূলধনী সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ এর ক্ষেত্রে-

(ক) সংশ্লিষ্ট দিনে খোলা বাজারে উক্ত সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ বিক্রয় করা হলে যে মূল্য পাওয়া যেত সে মূল্য, এবং, যেক্ষেত্রে উক্তরূপে মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার কর্তৃক, কর কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, ধার্যকৃত মূল্য;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক কোনো সম্পদ ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তির মেয়াদপূর্তিতে বা অন্য কোনোভাবে উক্ত চুক্তির সমাপনান্তে ইজারাগ্রহীতা হতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট মূল্য;

তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, এরূপ অবশিষ্ট মূল্য এবং ইজারা চুক্তি বহাল থাকাকালীন উক্ত সম্পদের মূল্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে তার একত্রিত মূল্য ইজারাদাতা ফাইন্যান্স কোম্পানির অর্জনমূল্য বাবদ ব্যয়িত অর্থের চেয়ে কম হবে না।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩.৪ “বার্ষিক মূল্য” এর সংজ্ঞা সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে-

(ক) কোনো সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গত বার্ষিক ভাড়া।

৩.৫ “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮০ক) সংযোজনের মাধ্যমে “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” অর্থ-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন;
- (গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;
- (ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তাহার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-
 - (অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
 - (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;

(ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অনিবার্য কারণ বিবেচনায় কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত তারিখ যাহা উপ-দফা (ক), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি হইবে না;

(চ) যদি উপ-দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩.৬ “লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞা সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) পর শর্তাংশে উল্লিখিত উপ-দফা (ঈ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (উ) সন্নিবেশিত হয়েছে-

“(উ) কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক কর পরবর্তী মুনাফা স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হইলে উক্ত বণ্টনকৃত অংশ।”

অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার ২০২৫-২৬ করবর্ষ হতে তার কর পরবর্তী মুনাফা স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করলে উক্ত বণ্টনকৃত অংশ লভ্যাংশ বলে গণ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ২

ধরা যাক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পের জন্য একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত জয়েন্ট ভেঞ্চারটি গ্লোবাল লিমিটেড নামক অনিবাসী কোম্পানি ও লোকাল লিমিটেড নামক নিবাসী কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত। জয়েন্ট ভেঞ্চারটির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বিদেশ হতে নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় জয়েন্ট ভেঞ্চারটি অনিবাসী কোম্পানি হিসাবে পরিগণিত হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত জয়েন্ট ভেঞ্চার-কে বিল পরিশোধের সময় ৭.৫% হারে কর কর্তন করবে। উক্ত জয়েন্ট ভেঞ্চারটি তার দুইটি পার্টনার কোম্পানি অর্থাৎ গ্লোবাল লিমিটেড নামক অনিবাসী কোম্পানি ও লোকাল লিমিটেড নামক নিবাসী কোম্পানি-কে কর পরবর্তী মুনাফা বিতরণকালে কোনোরূপ উৎসে কর্তন করবে না।

উল্লেখ্য, গ্লোবাল লিমিটেড নামক অনিবাসী কোম্পানি পরবর্তীতে তার মুনাফা দেশের বাইরে প্রেরণকালে প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করবেন।

৪। কর আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী জেলা জজ আছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তি আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হবার বিধান ছিল। আনীত সংশোধনের ফলে জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত আছেন এমন ব্যক্তিকে আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা যাবে।

৫। কর আপিল ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ১৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো বেঞ্চে কেবল ২ (দুই) জন সদস্য থাকলে এবং মতামত ভিন্ন হলে, উক্ত মামলা শুনানির উদ্দেশ্যে সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত বেঞ্চে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করতে পারবে এবং মামলার সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী গৃহীত হবে।

৬। আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২০ এর বিলোপ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত কোন বিধান থাকছে না।

৭। রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “নিবাসী বাংলাদেশি” শব্দগুলির পর “করদাতা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী ছিলেন বা আছেন এইরূপ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ২১ প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হয়েছে।

৮। চাকরি হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৩২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং নতুন দফা (গ) সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নয় এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হৃদযন্ত্র, বৃক্ক, চক্ষু, যকৃত ও ক্যানসার সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয়ের পাশাপাশি মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অপারেশন এবং কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তাছাড়া, ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যা অংশের দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর পর নতুন উপ-দফা (ই) সংযোজনের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়ামকে পারকুইজিটের আওতামুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ৩৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক নং ২ এ বর্ণিত মোটর গাড়ি সুবিধার আর্থিক মূল্য অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে-

- (ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১৫ (পনেরো) হাজার টাকা;
- (খ) ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা;
- (গ) ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত এরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা;
- (ঘ) ২৫০০ সিসির অধিক এরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০। মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৭ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১০.১ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন আয়বর্ষে কোন ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোন গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:—

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঘ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

ঙ = শূন্যতা ভাতা যা শুধু বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০.২ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:—

ক = (খ+গ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ = অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১। বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৯ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৩৯ এ কতিপয় পরিবর্তন আনীত হয়েছে।

১১.১ সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ

ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বাবদ গৃহীত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা

অতিক্রম করলে, উক্তরূপে গৃহীত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) যেক্ষেত্রে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের বৎসরের পরবর্তী পাঁচ বৎসর অথবা চুক্তির মেয়াদ, যা কম হবে, তার মধ্যে উক্ত অর্থ সমন্বয় করতে হবে;

(আ) গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বা তার কোনো অংশ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রম হবার পর অসমন্বয়কৃত থাকলে, উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান ২০২৬-২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১.২ অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ

ধারা ৩৯ এ নতুন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হয়েছে। উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত অর্থকে এমনভাবে বণ্টন করা যাবে, যাতে কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির বছর এবং পরবর্তী চার বছরে সমান অংশে তা গণ্য করা যায়। তবে আরো শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক উক্ত অর্থ বা তার কোনো অংশ পরবর্তী কোন আয়বর্ষে ফেরত প্রদানকৃত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “ভাড়া হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে বিয়োজনযোগ্য হবে।

তাছাড়া, ধারা ৩৯ এ নতুন উপ-ধারা (৫) ও (৬) সন্নিবেশিত হয়েছে। উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হতে আয় এর ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান ২০২৬-২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩

ধরা যাক, ঢাকার বনানী এলাকায় মিজ আমেনা পারভিনের একটি তিনতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। ২য় ও ৩য় তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রতি তলা মাসিক ৬০,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। তিনি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম হিসেবে একজন ভাড়াটিয়া থেকে ৬,০০,০০০ টাকা অগ্রীম ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। অপর ভাড়াটিয়া হতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত ৮,০০,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। মোট গৃহীত অগ্রিম হতে ২,৪০,০০০ টাকা করে (২০,০০০ x ১২ মাস) সারা বছরে সমন্বয় করেছেন। তিনি পৌরকর বাবদ ২৪,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৯০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মিজ পারভিনের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

$$\text{ভাড়ামূল্য} = (\text{মাসিক ভাড়া } ৬০,০০০ \times ১২ \text{ মাস} \times ২) = ১৪,৪০,০০০$$

বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ

$$১। \text{ মেরামত ব্যয় (ভাড়ার } ২৫\%) \quad ৩৬০,০০০$$

$$২। \text{ পৌর কর } (২৪,০০০ \times ২/৩)* \quad ১৬,০০০$$

$$৩। \text{ ভূমি রাজস্ব } (৯০০ \times ২/৩)* \quad ৬০০$$

$$৪। \text{ গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ } (৩০,০০০ \times ২/৩)* \quad ২০,০০০$$

$$\text{*স্বনিবাস } ১/৩ \text{ অংশ ও ভাড়া } ২/৩ \text{ অংশ} \quad ৩,৯৬,৬০০$$

$$\text{গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয়} = ১০,৪৩,৪০০$$

সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিজ আমেনা পারভিন মোট সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন ১৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা অগ্রিম তিনি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেননি। ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী উক্ত ৮ লক্ষ টাকা তার ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ হবে। উক্ত ৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে কোন প্রকারের বিয়োজন প্রযোজ্য হবে না এবং উক্ত গৃহীত অগ্রিমের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হবে।

অতএব, ভাড়া হইতে মোট আয় (১০,৪৩,৪০০ + ৮,০০,০০০) = ১৮,৪৩,৪০০ টাকা

করদাতা মোট গৃহীত অগ্রিম হতে মাসিক ২০,০০০ টাকা করে সারা বছরে সমন্বয় করেছেন $(২০,০০০ \times ১২) = ২,৪০,০০০$ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় $(১৪,০০,০০০ - ২,৪০,০০০)$ টাকা = ১১,৬০,০০০ টাকা। উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম বাবদ ১১,৬০,০০০ টাকা তিনি রিটার্নের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে প্রদর্শন করবেন।

উদাহরণ ৪

জনাব জামিল জনাব করিমকে প্রতি মাসে ১০০,০০০ টাকায় একটি ফ্ল্যাট ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ভাড়া দেন। তিনি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ৭২০,০০০ টাকার সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন, যা প্রতি বছর ৯০,০০০ টাকা করে মোট ৮ বছরের মধ্যে সমন্বয় করা হবে। এছাড়া জনাব জামিল ২০০,০০০ টাকা অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। তিনি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। ২০২৬-২৭ করবর্ষে জনাব জামিলের করযোগ্য আয় নিম্নরূপ:

গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য (১,০০,০০০ টাকা $\times$ ১১)	১১,০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য কর্তন: (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: মোট ভাড়া মূল্যের ২৫%)	(২৭৫,০০০)
ভাড়া থেকে আয়	৮২৫,০০০
যোগ : বিশেষ ভাড়া আয়	
অব্যয়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (২৭৫,০০০ - ১৫০,০০০)	১২৫,০০০
অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম (২০০,০০০/৫)	৪০,০০০
ভাড়া থেকে মোট করযোগ্য আয়	৯,৯০,০০০

- করদাতা সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন বিধায় তা ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে বিশেষ ভাড়া আয় হিসেবে গণ্য হবে না। তবে, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের ১১ মাসে $(৭,৫০০ \times ১১)$ বা ৮২,৫০০ টাকা এবং পরবর্তী ৫ করবর্ষে $(৯০,০০০ \times ৫)$ বা ৪,৫০,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট $(৪,৫০,০০০ + ৮২,৫০০)$ বা ৫,৩২,৫০০ টাকা সমন্বয় করার পর ২০৩১-২০৩২ করবর্ষ শেষে অসমন্বয়কৃত অগ্রিমের পরিমাণ থাকবে $(৭,২০,০০০ - ৫,৩২,৫০০)$ টাকা বা ১,৮৭,৫০০ টাকা। উক্ত ১,৮৭,৫০০ টাকা ২০৩১-৩২ করবর্ষে করদাতার বিশেষ ভাড়া হিসেবে যোগ হবে।

- গৃহীত অসমম্বয়যোগ্য অগ্রিম করদাতার বিশেষ ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। তবে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী কর নির্ধারণের জন্য প্রাপ্তির বছর ও পরবর্তী ৪ বছর অর্থাৎ মোট ৫ বছর জুড়ে অসমম্বয়যোগ্য অগ্রিম বিতরণ করা যেতে পারে। উপরের উদাহরণে অসমম্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,০০,০০০ টাকা ৫ বছরে বিতরণ করলে প্রতি বছরে দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকা।

১২। বিশেষ কৃষি আয় সংক্রান্ত ধারা ৪১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নতুন উপ-ধারা (৬) সংযোজন করা হয়েছে। উপ-ধারা (৬) এর বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৩। কুঞ্চণ ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৫১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কুঞ্চণ বা এর অংশ যদি International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধি অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী হিসেবে চূড়ান্ত হয় এবং ব্যবসায়িক হিসাবের খাতায় অবলোপিত হিসেবে প্রদর্শিত হয়, তাহলে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে কুঞ্চণ ব্যয় অনুমোদনযোগ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

১৪.১ কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য না হওয়া

ধারা ৫৫ এর দফা (গ) এর পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য ছিল না। আনীত সংশোধনীর ফলে স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর শেয়ারহোল্ডার বা গ্লেন্সমেন্ট শেয়ারহোল্ডারকে কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৪.২ পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (ঘ) এ আনীত সংশোধনের মাধ্যমে কোনো কর্মচারীকে পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা ১০ (দশ) লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৪.৩ রয়্যালটি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি ইত্যাদি ব্যয়ের অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (ঙ) এর পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি ইত্যাদি বাবদ মোট ব্যয়সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয় বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য ছিল না। নতুন বিধান অনুযায়ী ব্যবসায়িক টার্নওভার এর ৬% (ছয় শতাংশ) অথবা নীট ব্যবসায় মুনাফার ১৫% (পনের শতাংশ), যেটি কম, তার অতিরিক্ত ব্যয় বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না। সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৪.৪ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয়

দফা (ড) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (ট), (ঠ) এবং কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বাবদ মোট পরিশোধের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকিলে অন্য মাধ্যমে পরিশোধিত মোট অঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য, ধারা ৫৫ এর দফা (ঢ) বিলোপ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৫

কোম্পানি 'ট' এর ২০২৪-২৫ আয়বর্ষের তথ্য নিম্নরূপঃ

(ক) কর পূর্ববর্তী নীট আয় ১০,০০,০০০ টাকা।

(খ) ভাড়া বাবদ পরিশোধ ৪,০০,০০০ টাকা।

(গ) বেতন বাবদ পরিশোধ ১২,০০,০০০ টাকা।

(ঘ) অন্যান্য খাতের পরিশোধ ১৪,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে নগদে পরিশোধ ১০,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে, অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% দাঁড়ায় (১৪,০০,০০০ × ০.৫) বা ৭,০০,০০০ টাকা। করদাতা অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% এর অধিক নগদে পরিশোধ করেছেন বিধায় ধারা ৫৫ এর দফা (ড) অনুযায়ী নগদে পরিশোধিত ১০,০০,০০০ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২,৫০,০০০ টাকা বিয়োজন হিসেবে অনুমোদন হবে না।

১৪.৫ ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃক পরিশোধিত কোনো অর্থ অননুমোদনযোগ্য না হওয়া

অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির কাছ থেকে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয় সে ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে ধারা ১৪২ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হবে। আবার, ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ২৪, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে বাধ্য এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি অর্থ পরিশোধের সময় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ দফা (গ) এর অধীন অননুমোদনযোগ্য হবার বিধান রয়েছে।

ধারা ৫৫ এর দফা (গ) এর পর শর্তাংশ সন্নিবেশ করার মাধ্যমে ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃক পরিশোধিত কোনো অর্থ দফা (গ) এর অধীন অননুমোদনযোগ্য না হওয়ার বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৫। বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (খ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য হবে। তবে হাসকৃত কর হার প্রযোজ্য হয় এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গণ্য বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর উক্তরূপ হাসকৃত হারে করদায় নির্ধারিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৬

কোম্পানি ‘গ’ গার্মেন্টস রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘গ’ এর নীট আয় ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে যা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। কোম্পানি

উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বেতন পরিশোধ করেছে ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া, বিবেচ্য আয়বর্ষে পরিসম্পদ বিক্রয় বাবদ কোম্পানির মূলধনী আয় ১,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে কোম্পানির আয় পরিগণনা নিম্নরূপ-

কর পূর্ববর্তী নীট আয়	১০,০০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয় (ধারা ৫৫(ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত)	২,০০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৫৫(ক) অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	৫০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়	১,০০,০০০ টাকা
ব্যবসা হতে আয়	১৩,৫০,০০০ টাকা

কর পরিগণনা-

বিবরণ	যে অঙ্কের উপর প্রযোজ্য	প্রযোজ্য কর হার	করের পরিমাণ
ব্যবসা আয়ের উপর কর	১০,০০,০০০ টাকা	১২%	১,২০,০০০ টাকা
ধারা ৫৫(ক) অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য, তার উপর কর	৫০,০০০ টাকা	২৭.৫%	১৩,৭৫০ টাকা
ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয় (ধারা ৫৫(ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত), যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য এবং ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়ের উপর কর	৩,০০,০০০ টাকা	১২%	৩৬,০০০ টাকা
মোট করদায়	১৩,৫০,০০০ টাকা		১,৬৯,৭৫০ টাকা

উদাহরণ ৭

কোম্পানি ‘ঘ’ সফটওয়্যার ব্যবসায় নিয়োজিত। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘ঘ’ এর নীট আয় ২০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে যা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। কোম্পানি উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বেতন পরিশোধ করেছে ১,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া, বিবেচ্য আয়বর্ষে পরিসম্পদ বিক্রয় বাবদ কোম্পানির মূলধনী আয় ৪,০০,০০০ টাকা।

কোম্পানি ‘ঘ’ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একটি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে কোম্পানির আয় পরিগণনা নিম্নরূপ-

কর পূর্ববর্তী নীট আয়	২০,০০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	৬,৫০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়	৪,০০,০০০ টাকা
ব্যবসা হতে আয়	৩০,৫০,০০০ টাকা

কর পরিগণনা-

বিবরণ	যে অঙ্কের উপর প্রযোজ্য	প্রযোজ্য কর হার	করের পরিমাণ
ব্যবসা আয়ের উপর কর	২০,০০,০০০ টাকা	০%	০ টাকা
ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য এবং ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়ের উপর কর	১০,৫০,০০০ টাকা	২৭.৫%	২,৮৮,৭৫০ টাকা
মোট করদায়			২,৮৮,৭৫০ টাকা

উদাহরণ ৮

কোম্পানি 'ঙ' চিনি উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে কোম্পানি 'ঙ' এর নীট ক্ষতি ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে যা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। কোম্পানি উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বেতন পরিশোধ করেছে ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া, বিবেচ্য আয়বর্ষে পরিসম্পদ বিক্রয় বাবদ কোম্পানির মূলধনী আয় ১,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে কোম্পানির আয় পরিগণনা নিম্নরূপ-

কর পূর্ববর্তী নীট আয়	(১০,০০,০০০) টাকা
ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	২,৫০,০০০ টাকা
ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়	১,০০,০০০ টাকা

কর পরিগণনা-

বিবরণ	যে অঙ্কের উপর প্রযোজ্য	প্রযোজ্য কর হার	করের পরিমাণ
ব্যবসা আয়ের উপর কর	(১০,০০,০০০) টাকা	০%	০ টাকা
ধারা ৫৫ অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য এবং ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়ের উপর কর	৩,৫০,০০০ টাকা	২৭.৫%	৯৬,২৫০ টাকা
মোট করদায়			৯৬,২৫০ টাকা

উদাহরণ ৯

চ লিঃ কোম্পানি খাদ্য উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২৪ হইতে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৬০,০০,০০,০০০ টাকা এবং করপূর্ব মুনাফা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। করদাতা কাঁচামাল ক্রয় বাবদ দুটি লেনদেন ব্যতীত অন্য সকল লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। সংশ্লিষ্ট বছরে করদাতা কোম্পানির করযোগ্য আয় নিরূপণের জন্য বিবেচ্য তথ্যাদি নিম্নরূপ:

- ১। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব রহিমকে ৫,০০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়;
- ২। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ দেয়া হয়:
 - (অ) কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত একটি বাসভবন যার বার্ষিক মূল্য ১৮,০০,০০০ টাকা, আবাসন ভাড়া বাবদ কোম্পানিকে প্রধান নির্বাহী পরিশোধ করেন বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা;
 - (আ) চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসিক ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
 - (ই) যাতায়াত ভাতা হিসাবে ৪,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;
 - (ঈ) ইনসেন্টিভ বোনাস হিসাবে ১২,০০,০০০ প্রদান করা হয়;
- ৩। রয়্যালটি ফি বাবদ ৭০,০০,০০০ টাকা খরচ হিসাবে দাবী করা হয়;
- ৪। উক্ত বছরে কোম্পানির ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় ৮০,০০,০০০ টাকা;
- ৫। বিদেশ ভ্রমণ বাবদ ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা;
- ৬। আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে ১৫,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে;
- ৭। ফ্রী স্যাম্পল হিসাবে ৬,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে;
- ৮। প্রচারণামূলক ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, যা বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত নয়;
- ৯। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা করে দুটি নগদ লেনদেন করা হয়;
- ১০। ৫,০০,০০০ টাকায় ৫০ টি চেয়ার কিনে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখানো হয়;
- ১১। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান ৫০,০০০ টাকা;
- ১২। Right of asset use বাবদ অবচয় ভাতা দেখানো হয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ খরচ দেখানো হয় ২০০,০০০ টাকা; লিজ বাবদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৯০০,০০০ টাকা;
- ১৩। পরিসম্পদের অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss) বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা খরচ দেখানো হয়;
- ১৪। অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা;
- ১৫। উক্ত বছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হতে প্রদর্শিত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:

(অ) মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অর্জিত (realised) ও অনর্জিত (unrealised) ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০,০০,০০০ এবং ২০,০০,০০০ টাকা;

(আ) বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে অর্জিত (realised) ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা;

১৬। হিসাব বইতে অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৩০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা ৪০,০০,০০০ টাকা;

১৭। উক্ত আয়বর্ষে সুদ ব্যয় হিসাবে দাবীকৃত খরচ ১০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা সুদ পরিশোধিত হয়েছিল।

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

চ লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫০,০০০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
রয়্যালটি ফি	৭,০০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮,০০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ	৫,০০০,০০০	
আপ্যায়ন	১,৫০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল	৬০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয়	৫০০,০০০	
সুদ ব্যয় - টাকা ১১	১,০০০,০০০	
Right of asset use বাবদ অবচয় ভাতা	১,০০০,০০০	
Right of asset use বাবদ সুদ খরচ	২০০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	৩,০০০,০০০	
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত ক্ষতি- টাকা ৯	৬,০০০,০০০	
		<u>৩৩,৮০০,০০০</u>
		<u>৮৩,৮০০,০০০</u>
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		

রয়্যালটি ফি - টাকা ১	৭,০০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টাকা ২	৫,০০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ – টাকা ৩	৩,০০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল - টাকা ৪	৬০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয় - টাকা ৫	৫০০,০০০	
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অর্জিত (realised) ক্ষতি – টাকা ৯	১,০০০,০০০	
সুদ ব্যয় - টাকা ১১	৫০০,০০০	
লিজ বাবদ প্রদান	৯০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা	৪,০০০,০০০	
		(২২,৫০০,০০০)
		৬১,৩০০,০০০
যোগ: ৫৫ খারানুযায়ী অননুমোদিত অন্যান্য ব্যয়		
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫০০,০০০	
চেয়ার ক্রয় – টাকা ৮	৫০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টাকা ৬	১,৫৪০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
পরিসম্পদের অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss)	৫০০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫০০,০০০	
		৩,৫৯০,০০০
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পূর্ব ব্যবসা হইতে আয়		৬৪,৮৯০,০০০
বাদ: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়- টাকা ১০		(১,৩১৭,৮০০)
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পরবর্তী ব্যবসা হইতে আয়		৬৩,৫৭২,২০০
বাদ: ধারা ৫৬ (বিশেষ ব্যবসায় আয় পরিগণনা)		
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টাকা ২	৩,০০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ - টাকা ৩	২,০০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টাকা ৬	১,৫৪০,০০০	
চেয়ার ক্রয় - টাকা ৮	৫০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - টাকা ১০	১৮২,২০০	
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫০০,০০০	(৮,২৭২,২০০)
ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয় (৫৬ ধারার বিশেষ ব্যবসায় আয় ব্যতীত)		৫৫,৩০০,০০০
ধারা ৫৬ অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসায় আয়		৮,২৭২,২০০
টাকা ১: অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি নির্ধারণ		

দাবীকৃত রয়্যালটি ফি বাবদ খরচ	৭,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৫,০০,০০,০০০ × ১৫%) [ধারা ৫৫(ঙ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১৫%] = ৭,৫০০,০০০ অথবা, (৬০,০০,০০,০০০ × ৬%) [আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৬%] = ৩,৬০,০০,০০০, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম হইবে সেটি অনুমোদনযোগ্য; এখানে সন্দেহাতীতভাবে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১৫%]	৭,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি	০
টীকা ২: অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৫,০০,০০,০০০ × ১০%) [ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী, আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	৫,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৮০,০০,০০০ – ৫০,০০,০০০)	৩,০০০,০০০
টীকা ৩: অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়	৫,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) [ধারা ৫৫(ছ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	(৩,০০০,০০০)
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৫০,০০,০০০ - ৩০,০০,০০০)	২,০০০,০০০
টীকা ৪: অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	৬০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.২৫%) = ১৫,০০,০০০ [ধারা ৫৫(ঝ)(আ)(৩) অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	৬০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	০
টীকা ৫: অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত প্রচারণামূলক ব্যয়	৫০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) = ৩০,০০,০০০ [ধারা ৫৫(ঞ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	৫০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয়	০
টীকা ৬: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট ব্যয় নির্ধারণ	
বাড়ি ভাড়া (১৮,০০,০০০ – ২,৪০,০০০)	১,৫৬০,০০০
চিকিৎসা ভাতা (৩০,০০০ × ১২)	৩৬০,০০০
যাতায়াত ভাতা	৪২০,০০০

ইনসেন্টিভ বোনাস	১,২০০,০০০	
		৩,৫৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট [ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অর্থ অনুমোদনযোগ্য]		(২,০০০,০০০)
অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট		১,৫৪০,০০০
টীকা ৭: কাঁচামাল বাবদ নগদ পরিশোধ		
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ		২,০০০,০০০
[ধারা ৫৫(ড) অনুযায়ী কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হইলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ উক্ত ৫৫(ড) বিলুপ্ত হওয়ায় ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত পরিশোধ হওয়া সত্ত্বেও ইহা অনুমোদনযোগ্য হবে।		
অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		০
টীকা ৮: চেয়ার ক্রয়		
অনুমোদনযোগ্য		৫০০,০০০
পরবর্তী বছর থেকে ১০% হারে অবচয় অনুমোদনযোগ্য হইবে।		
অনুমোদনযোগ্য অবচয় $(৫,০০,০০০ \times ১০\%) = ৫০,০০০$		
টীকা ৯: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত লাভ বা ক্ষতি		
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অর্জিত (realised) ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অর্জিত (realised) ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয়]		১,০০০,০০০
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অনর্জিত (unrealised) ক্ষতি [ধারা ৪৯(খ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অনর্জিত (unrealised) ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়]		২,০০০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে অর্জিত (realised) ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা [তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হবে, যথা:- (ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে; (খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করে। তাই উক্ত ব্যয় পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের সাথে সমন্বয়ের পর মোট অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।]		
		৩,০০০,০০০
টীকা ১০: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়		
আপ্যায়ন ব্যয়		১,৫০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয় প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত $(১০,০০,০০০ \times ৪\%)$	১,০০০,০০০	৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে $(৬০,৯৯০,০০০ \times ২\%)$	৬৩,৮৯০,০০০	১,২৭৭,৮০০

[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অবশিষ্ট অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে]		
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		(১,৩১৭,৮০০)
অননুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		১৮২,২০০
টাকা ১১: অনুমোদিত সুদ ব্যয়		
দাবীকৃত সুদ ব্যয়		১,০০০,০০০
বাদঃ পরিশোধিত সুদ		৫০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়		৫০০,০০০

উদাহরণ ১০

ম ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক কোম্পানি ভ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের জন্য প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ৫,৫০,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

- ১। বেতনের মধ্যে একজন পরিচালককে দেয়া ৩,৩০,০০০ টাকা রয়েছে। উক্ত অর্থ প্রদানের সময় উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ২। হেড অফিসের খরচ বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(চ)]
- ৩। আয় বিবরণীতে শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য ১১,০০০ টাকা জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৪। কোম্পানি তার একটি পরিবেশককে ১০,০০,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করেছে, কিন্তু আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর বিধানাবলি পরিপালন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ৫। একটি বালক বিদ্যালয়ে ৫০,০০০ টাকা দান করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]
- ৬। বেতনের মধ্যে ৭,৫০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিটের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৫(ঘ)]
- ৭। সুদ ব্যয় হিসাবে ৩৩,৫০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে। কোম্পানির ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২,১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি বাংলাদেশে তার একটি সহযোগী

- প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে ৭৫,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫২]
- ৮। কোম্পানির ব্যাংক হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় তার দাবীকৃত সুদ ব্যয়ের মধ্যে ১১,০০,০০০ টাকা এখন পর্যন্ত অপরিশোধিত রয়েছে; [ধারা ৫২(১)]
- ৯। কোম্পানির ৭,০০,০০০ টাকার ট্রেডিং দায় মধ্যে মওকুফ হয়েছে কিন্তু আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি; [ধারা ৪৬(৮)]
- ১০। কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]
- ১১। কোম্পানি এই বছরে ৫,০০,০০০ টাকায় একটি সরঞ্জাম বিক্রয় করে, যার অর্জন মূল্য ছিল ৪,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবলোপিত মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি আয় বিবরণীতে এ বাবদ ৩,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করেছে; [ধারা ৪৬(২), ৫৮(২)]
- ১২। কোম্পানির বিল্ডিং এর একটি বর্ধিত অংশ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে গিয়েছে যার অর্জন মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানির নিকট হতে ২,৫০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে; [ধারা ৪৬(৩)]
- ১৩। কোম্পানি একটি নূতন মেশিন ক্রয় করে এবং এর বিপরীতে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা হিসাবে ৫,০০,০০০ দাবী করে; [ধারা ৫০(১)(খ), তৃতীয় তফসিল]
- ১৪। কর্মচারীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কোম্পানি কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনো চার্জ না নিয়েই এ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করেছে; [ধারা ৪৯(ফ)]
- ১৫। হিসাব বহি অনুযায়ী অবচয় ২৫,০০,০০০ টাকা কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কর অবচয় ৩০,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা ব্যতীত; [তৃতীয় তফসিল]
- ১৬। ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে ৬৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। [৫৫(ঝ) (অ)]
- ১৭। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ সফরের জন্য ২,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; [ধারা ৪৯ (ধ)]
- ১৮। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, যা বোর্ডের দ্বারা স্বীকৃত একটি পেশাদার সংগঠন, তাতে বার্ষিক সদস্যপদ ফি বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে; [৪৯ (দ)]
- ১৯। আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৩৫,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(জ)]
- ২০। সানরাইজ ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনে ৭০,০০০ টাকা স্পন্সর করা হয়েছে;

[ধারা ৫৫(দ)]

- ২১। শেয়ারে বিনিয়োগ হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী লভ্যাংশ প্রাপ্তি ৮,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১১৭, ৬২(১)(ঘ), সপ্তম তফসিল – অনুচ্ছেদ ২]
- ২২। ব্যাংক হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী প্রাপ্ত সুদ ৪,৮০,০০০ টাকা। যা উৎসে কর্তন পরবর্তী। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা; [ধারা ৬২ (১) (গ), ১০২]
- ২৩। একটি মেশিনের পুস্তকমূল্য ছিল ৫০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু IFRS অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য অনুসরণ করে উক্ত সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য ধরা হয় ৮০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৭]
- ২৪। স্থায়ী আমানত হতে সুদ উদ্ভূত হয়েছে ৪,০০,০০০ টাকা যা এখনো প্রাপ্ত হয়নি; [ধারা ৬৩]
- ২৫। চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি ৩,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৬৭(৫)]
- ২৬। কোম্পানি বাণিজ্যিক ভবন ভাড়া হতে উক্ত আয়বর্ষে ৪০,০০,০০০ টাকা ভাড়া প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত আয়বর্ষের জুলাই মাসে ভবনের লিজ গ্রহীতার নিকট হতে অসম্বয়যোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করে ৫০,০০,০০০ টাকা যা ইজারার মেয়াদ শেষে ফেরতযোগ্য; [ধারা ৩৬, ৩৭]
- ২৭। কোম্পানির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিভিন্ন কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়। কোম্পানিকে সরবরাহকৃত পণ্য হতে উৎসে কর্তনের পরিমাণ ১,২৫,০০,০০০;
- ২৮। কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত উৎসে করের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১২০]
- ২৯। কোম্পানি চারটি সমান কিস্তিতে ৮০,০০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করে। [ধারা ১৫৫]

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা - আলাদাভাবে বিবেচ্য আয় + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

ম ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫৫,০০০,০০০
বিয়োগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	(৩০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	(১৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]	(১,০০০,০০০)	
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]	(৬০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হতে সুদ	(৪০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি	(৩০০,০০০)	
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২,৮০০,০০০)	(৫,৫৩০,০০০)
		৪৯,৪৭০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
হেড অফিস খরচ	৬,০০০,০০০	
সুদ ব্যয় [টীকা - ২]	৩,৩৫০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	২,৫০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬,৫০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - [টীকা ৬]	৩,৫০০,০০০	২১,৮৫০,০০০
		৭১,৩২০,০০০
যোগ: ৪৬ ধারায় ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	২০০,০০০	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	৫০,০০০	
ট্রেডিং দায় মওকুফ	৭০০,০০০	৯৫০,০০০
		৭২,২৭০,০০০
যোগ: অননুমোদনযোগ্য ব্যয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১,০০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)	৭৫০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২০০,০০০	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
		২,৪১১,০০০
		৭৪,৬৮১,০০০

বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়			
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]		(৪,৯৪৭,০০০)	
সুদ ব্যয় - [টীকা ২]		(১,০৫৩,৫৭১)	
প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা		(৫০০,০০০)	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবচয়		(৩,০০০,০০০)	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]		(৬,০০০,০০০)	
			(১৫,৫০০,৫৭১)
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা ব্যতীত ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়			৫৯,১৮০,৪২৯
বাদ: আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]			(১,২০৩,৬০৯)
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা পরবর্তী ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়			৫৭,৯৭৬,৮২০
বাদ: ৫৬ ধারায় বিবেচ্য বিশেষ আয়			
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান		(৩৩০,০০০)	
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]		(১,০৫৩,০০০)	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা		(১১,০০০)	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান		(১,০০০,০০০)	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান		(৫০,০০০)	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)		(৭৫০,০০০)	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর		(৭০,০০০)	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ		(২০০,০০০)	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]		(৫০০,০০০)	
আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]		(২,২৯৬,৩৯১)	
			(৬,২৬০,৩৯১)
৫৫ ধারায় অননুমোদিত ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয়			৫১,৭১৬,৪২৯
	মোট	১৬৩ (২) আয়	১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়
৫৫ ধারায় অননুমোদিত ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় এর বিভাজন [টীকা ১০]	৫১,৭১৬,৪২৯	১০,৭৭৪,২৫৬	৪০,৯৪২,১৭৩
ভাড়া হইতে আয়			
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	২,৮০০,০০০		২,৮০০,০০০
মূলধনি আয়			
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	১০০,০০০		
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	৮০,০০০		
	১৮০,০০০		১৮০,০০০

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ		১,০০০,০০০		
ব্যাংক সুদ		৬০০,০০০		
		১,৬০০,০০০	১,৬০০,০০০	
অন্যান্য উৎস হইতে আয়		৩০০,০০০		৩০০,০০০
৫৫ ধারার অননুমোদনযোগ্য আয় বাদে মোট করযোগ্য আয়		৫৬,৫৯৬,৪২৯	১২,৩৭৪,২৫৬	৪৪,২২২,১৭৩
	করহার	আয়কর	১৬৩ (২) আয়	১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়
প্রদেয় কর নির্ধারণ				
ব্যবসা হইতে আয়				
[১] ব্যবসা হতে কর	২৭.৫০%		৩,৪০২,৯২০	১২,১৬১,০৯৭
[২] ন্যূনতম কর (ধারা ১৬৩ (২))			১২,৫০০,০০০	
আয়কর (১, ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		২৪,৬৬১,০৯৭	১২,৫০০,০০০	১২,১৬১,০৯৭
ভাড়া হইতে আয়		২৭.৫০%	৭৭০,০০০	৭৭০,০০০
মূলধনি আয়		১৫.০০%	২৭,০০০	২৭,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ		২০.০০%	২০০,০০০	
ব্যাংক সুদ		২৭.৫০%	১৬৫,০০০	
(১) মোট			৩৬৫,০০০	
(২) ন্যূনতম কর (উৎসে কর্তন)			৩২০,০০০	
করদায় (১ ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		৩৬৫,০০০		
অন্যান্য উৎস হইতে আয়		২৭.৫০%	৮২,৫০০	৮২,৫০০
মোট করদায়		২৫,৯০৫,৫৯৭		
[২] ন্যূনতম কর (-ধারা ১৬৩ (৫))- [টীকা ১১]		১২,০৫১,৩০০		
		২৫,৯০৫,৫৯৭		

৫৬ ধারায় পরিগণিত বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর প্রদেয় কর	২৭.৫০%	১,৭২১,৬০৮		
মোট প্রদেয় আয়কর		২৭,৬২৭,২০৫		
বাদঃ অগ্রিম কর				
৮৯ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		(১২,৫০০,০০০)		
১১৭ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		(২০০,০০০)		
১০২ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		(১২০,০০০)		
১২০ ধারায় অগ্রিম কর কর্তন		(৫,০০০,০০০)		
১৫৫ ধারায় পরিশোধিত অগ্রিম কর		(৮,০০০,০০০)		
		(২৫,৮২০,০০০)		
নীট করদায়		১,৮০৭,২০৫		

টীকা ১: হেড অফিস খরচ -		
হেড অফিস খরচ		৬,০০০,০০০
নিট ব্যবসায় মুনাফা নির্ণয়		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫৫,০০০,০০০
বিয়োগ: অন্যান্য আয়		
পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ - [টীকা ৩]	(৩০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	(১৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]	(১,০০০,০০০)	
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]	(৬০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হইতে সুদ	(৪০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি	(৩০০,০০০)	
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২,৮০০,০০০)	
		(৫,৫৩০,০০০)
নিট ব্যবসায় মুনাফা		৪৯,৪৭০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (৪,৯৪,৭০,০০০ × ১০%)		৪,৯৪৭,০০০
অননুমোদনযোগ্য		১,০৫৩,০০০
[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অননুমোদনযোগ্য]		

টীকা ২: সুদ ব্যয়		
সুদ খরচ		<u>৩,৩৫০,০০০</u>
ব্যাংক লোন		২১,০০০,০০০
সুদমুক্ত ঋণ প্রদান		(৭,৫০০,০০০)
		<u>১৩,৫০০,০০০</u>
গ্রস অনুমোদনযোগ্য (৩৩,৫০,০০০*((১,৩৫,০০,০০০/২,১০,০০,০০০))		২,১৫৩,৫৭১
অননুমোদনযোগ্য [ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে]		<u>১,১০০,০০০</u>
অননুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়		১,০৫৩,৫৭১
মোট অননুমোদনযোগ্য		<u>২,২৯৬,৮২৯</u>
		<u>৩,৩৫০,০০০</u>
[ধারা ৫২(২) মোতাবেক অর্থলগ্নী করা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় কর্তৃক ধারকৃত কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যেই অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।]		
টীকা ৩: পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ		
বিক্রয়মূল্য		৫০০,০০০
বাদঃ অবলোপিত মূল্য		<u>(২০০,০০০)</u>
মোট আয়		৩০০,০০০
ক্রয়মূল্য		৪০০,০০০
মূলধনি আয় (বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য)		১০০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		২০০,০০০
[ধারা ৪৬(২) মোতাবেক বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয়মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।]		
টীকা ৪: বিমা কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ		
প্রাপ্তমূল্য	২০০,০০০	
পূঞ্জিভূত অবচয়	(৫০,০০০)	
কর অবলোপিত মূল্য		১৫০,০০০
ক্ষতিপূরণ	২৫০,০০০	
ক্ষতিপূরণ মূল্য (ঋণসাবশেষ বিক্রি হতে প্রাপ্ত)	<u>৩০,০০০</u>	
		<u>২৮০,০০০</u>
মোট আয়		১৩০,০০০

মূলধনি আয় (২,৮০,০০০ - ২,০০,০০০)		৮০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		৫০,০০০
[ধারা ৪৬(৩) মোতাবেক পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।]		
টীকা ৫: ফ্রি স্যাম্পল		
ফ্রি স্যাম্পল		৬,৫০০,০০০
টার্নওভার		১,২০০,০০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (১২০,০০,০০,০০০ * ০.৫০%)		৬,০০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য		৫০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঝা)(আ)(১) অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		
টীকা ৬: আপ্যায়ন		
আপ্যায়ন		৩,৫০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য:		
প্রথম ১০০০০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ * ৪%)		৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৫৮,১৮০,৪২৯*২%)		১,১৬৩,৬০৯
অনুমোদনযোগ্য		১,২০৩,৬০৯
অননুমোদনযোগ্য		২,২৯৬,৩৯১
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে।]		
টীকা ৭: লভ্যাংশ		
প্রাপ্তি		৮০০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৮,০০,০০০)		২০০,০০০
লভ্যাংশ আয়		১,০০০,০০০
টীকা ৮: ব্যাংক সুদ		
প্রাপ্তি		৪৮০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৪,৮০,০০০)		১২০,০০০
লভ্যাংশ আয়		৬০০,০০০

টাকা ৯: ভাড়া হইতে আয়		
(খ) বার্ষিক ভাড়া		৪,০০০,০০০
(গ) বাদ: অনুমোদিত ব্যয় ভাড়ামূল্যের ৩০%		১,২০০,০০০
করযোগ্য ভাড়া আয়		<u>২,৮০০,০০০</u>
সিকিউরিটি ডিপোজিট		৫,০০০,০০০
[সিকিউরিটি ডিপোজিট করদাতার দায় বিধায় এটি মোট করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এছাড়াও করদাতার ধারা ৩৮ (ঘ) মোতাবেক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তির উপর ৩০% খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে]		
টাকা ১০: ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক আয়ের বিভাজন	বিক্রয়	অনুপাত
কোম্পানিকে সরবরাহ	২৫০,০০০,০০০	২১%
কোম্পানি বাদে খুচরা ব্যবসায়ীকে সরবরাহ	৯৫০,০০০,০০০	৭৯%
মোট বিক্রয়	১,২০০,০০০,০০০	
নোট ১১: ন্যূনতম কর		
টার্নওভার (১)		১,২০০,০০০,০০০
পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়		২৫০,০০০
ভাড়া হইতে আয়		২,৮০০,০০০
মূলধনি আয়		১৮০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়		১,৬০০,০০০
অন্যান্য উৎস হইতে আয়		<u>৩০০,০০০</u>
অন্যান্য প্রাপ্তি (২)		<u>৫,১৩০,০০০</u>
মোট গ্রস প্রাপ্তি (১)+(২)		১,২০৫,১৩০,০০০
গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর নির্ণয়		
	টাকা	হার
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ী আয় হতে ন্যূনতম কর	১,২০০,০০০,০০০	১%
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০	১%
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ভাড়া হতে প্রাপ্য আয়ের ন্যূনতম কর	২,৮০০,০০০	১%

১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী মূলধনি আয় হতে ন্যূনতম কর	১৮০,০০০	১%	১,৮০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(সুদ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	৬০০,০০০	১%	৬,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(লভ্যাংশ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	১,০০০,০০০	১%	১০,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য আয় হতে ন্যূনতম কর	৩০০,০০০	১%	৩,০০০
	১,২০৫,১৩০,০০০		১২,০৫১,৩০০
টীকা ১২: ড্রেডিং দায়			
ধারা ৪৬(৮) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে আয় পরিগণনায় যদি করদাতার ড্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি ড্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তা হলে সে সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত ড্রেডিং দায় মডুফের পরিমাণ আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি, সেহেতু করযোগ্য আয় নিরূপনের সময় এটিকে আয় হিসাবে যোগ করতে হবে।			
টীকা-১৩ সমিতিতে প্রদত্ত চাঁদা ও ডেলিগেশন ব্যয়			
ধারা ৪৯(দ) মোতাবেক কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা এবং ধারা ৪৯ (খ) মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যবসায় হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন যা ইতোমধ্যে করপূর্ব নীট মুনাফা পরিগণনার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।			

১৬। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৭ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

(ক) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত “যেইক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যেকোনো পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে” শব্দগুলির পরিবর্তে “যেইক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত কোনো করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রেসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো অগ্রিম, ঋণ, বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট গ্রহণ করে” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের ফলে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্য সকল করদাতার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া অগ্রিম, ঋণ, বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রেসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার পরিপালনের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, স্বাভাবিক ব্যক্তি ও কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে ২০২৬-২৭ করবর্ষ হতে উপ-ধারা (১১) এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) উপ-ধারা (১৩) এ উল্লিখিত “যেইক্ষেত্রে কোনো” শব্দগুলির পর “স্বাভাবিক” শব্দ সন্নিবেশের মাধ্যমে উপ-ধারা (১৩) এর প্রয়োগ অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া, দফা (ক) এ উল্লিখিত “স্বামী-স্ত্রী,” শব্দগুলি ও চিহ্নের পর “আপন ভাই বা বোন,” শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে, আপন ভাই বা বোনের নিকট হতে কোনো অর্থ অগ্রিম বা ঋণ আকারে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা দাতার ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলিত হবার আইনানুগ বাধ্যবাধকতা আর থাকলো না। সংশোধিত বিধানানুযায়ী আপন ভাই বা বোনের নিকট হতে কোনো অগ্রিম বা ঋণ গ্রহণ করা হলে এবং তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হলেই আইনের পরিপালন হবে। অর্থাৎ উক্ত অগ্রিম বা ঋণ করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(গ) উপ-ধারা (১৪) এর পর নতুন উপ-ধারা (১৫) সংযোজন করা হয়েছে। উপ-ধারা (১৫) এর বিধান অনুযায়ী কোনো করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে এবং উক্ত সংশোধিত রিটার্নে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন কোন আয় প্রদর্শন করলে উক্ত কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন আয় হিসেবে সংশোধিত রিটার্নে নতুনভাবে প্রদর্শিত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হবে। তবে, ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

সংযোজিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১১

জনাব মজনু মিয়া গৃহসম্পত্তি খাতে ১০,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করে ২০২৫-২৬ করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করেছেন। কিন্তু ভুলবশত মৎস্য চাষ হতে অর্জিত ৮,০০,০০০ টাকা আয় এবং পিতা হতে ৬,০০,০০০ টাকা দান প্রাপ্তি রিটার্নে প্রদর্শন করেননি। তিনি মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয় এবং পিতা হতে প্রাপ্ত দান প্রদর্শন করে একটি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন। উল্লেখ্য, করদাতার পিতার রিটার্নে উক্ত দানের বিষয়টি প্রতিফলিত রয়েছে।

আয় নিরূপন

গৃহসম্পত্তি খাতে আয়	১০,০০,০০০ টাকা
অন্যান্য উৎস হতে আয় ধারা ৬৭(১৫) অনুযায়ী, কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় (এক্ষেত্রে মৎস্য চাষ হতে আয়) সংশোধিত রিটার্নে নতুনভাবে প্রদর্শন করলে তা করদাতার অন্যান্য উৎস হতে আয় খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।	৮,০০,০০০ টাকা
জনাব মজনু মিয়ার মোট করযোগ্য আয়	১৮,০০,০০০ টাকা

ষষ্ঠ অফসিল অংশ ১ এর দফা (৩৫) অনুযায়ী পিতা হতে দান হিসাবে গৃহীত ৬,০০,০০০ টাকা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত বিধায় তা করমুক্ত। উক্ত দান প্রাপ্তি সংশোধিত রিটার্নে নতুনভাবে প্রদর্শন করলেও ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৫) প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ তা করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১৭। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে তহবিল কর্তৃক আয়বর্ষের রিটার্নের সাথে নিরীক্ষাকৃত আয় বিবরণী এবং নিরীক্ষাকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহের অনুলিপি প্রদানের বিধান থাকলো না।

১৮। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে রহিত করা হয়েছে।

১৯। কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত সংক্রান্ত ধারা ৭৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ এর পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী কর রেয়াত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মোট আয় পরিগণনার সময় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়

এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দেয়া হতো। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়কে কর রেয়াতযোগ্য মোট আয় পরিগণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় কর রেয়াতযোগ্য মোট আয় পরিগণনার সময় বাদ দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২০। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৮০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ)” শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ মোট আয়ের উপর কর রেয়াত পূর্ব হিসাবকৃত কর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে ধারা ৮০ এর অধীন গড় হারে কর হিসাবের পদ্ধতি অধিকতর স্পষ্ট করা হলো।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১২

মিজ সেতারা পারভিন একটি ফার্মের ১/৪ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ২০,০০,০০০ টাকা। মিজ পারভিন ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার অংশ পেয়েছেন = $(২০,০০,০০০/৪) = ৫,০০,০০০$ টাকা। সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত গৃহ-সম্পত্তি হতে নীট আয় ছিল ৪,০০,০০০ টাকা। করদাতা তার ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়ী হিসাব হতে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যাংক সুদ আয় প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে ৩০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তিত হয়েছে। এছাড়া, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাবদ তিনি ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে উৎসে কর্তিত ২৫,০০০ টাকা তার চূড়ান্ত করদায়। সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে নতুন করে ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

করদায় পরিগণনা:

(ক)	ভাড়া হতে আয়	৪,০০,০০০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় [৩,০০,০০০ + ২,৫০,০০০]	৫,৫০,০০০
(গ)	ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়	৫,০০,০০০
	মোট আয়	১৪,৫০,০০০

কর পরিগণনা: যেহেতু করদাতার নিয়মিত আয়, ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এমন আয় রয়েছে, সেহেতু উক্ত করদাতাকে নিম্নরূপে কর পরিগণনা করতে হবে-			
(ক)	এখানে মিজ পারভিনের নিয়মিত উৎসের আয় ভাড়া হতে আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়। অর্থাৎ, করদাতার মোট নিয়মিত উৎসের আয় $(8,00,000 + 5,00,000) = 13,00,000$ টাকার বিপরীতে করদায়-	৪৫,০০০	
(খ)	ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় চূড়ান্ত করদায় নয় বিধায় এই তিন খাতের আয় $(8,00,000 + 3,00,000 + 5,00,000)$ টাকা বা ১৬,০০,০০০ উপর করদায়-	৯০,০০০	
ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়ের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) অনুযায়ী কর নিরূপণ:			
(১)	ব্যাংক সুদের উপর করদাতার করদায় $(13,00,000 - 85,000)$ টাকা বা ১২,১৫,০০০ টাকা। ব্যাংক সুদের বিপরীতে কর্তৃত্ব করের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা। তাই ধারা ১৬৩(৩) অনুযায়ী ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়ের প্রেক্ষিতে করদাতার করদায় হবে $(85,000 + 85,000)$ টাকা বা ১,৭০,০০০ টাকা	৯০,০০০	
চূড়ান্ত করদায় নিরূপণ:			
(২)	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত্ব কর স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত। এই উৎসের বিপরীতে মোট করের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা	২৫,০০০	
	করের পরিমাণ [(১)+(২)]	১,১৫,০০০	

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং উক্ত রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

$$ট = ক \times (খ/গ)$$

$$ট = ১,১৫,০০০ \times (৫,০০,০০০/১৪,৫০,০০০)$$

$$ট = ৩৯,৬৫৫ টাকা$$

করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ: ১,১৫,০০০ – ৩৯,৬৫৫ টাকা = ৭৫,৩৪৫ টাকা।

করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত নির্ধারণ:

(অ) $০.০৩ \times ৭,০০,০০০$ (অংশীদারী ফার্ম হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৫,০০,০০০ এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এমন আয় অর্থাৎ সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ২,৫০,০০০ বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) = ২১,০০০

(আ) $০.১৫ \times ২,০০,০০০ = ৩০,০০০$

(ই) ১০,০০,০০০

মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) - এ তিনটির মধ্যে যেটি কম = ২১,০০০।

অতএব, করদাতার নীট প্রদেয় কর হবে $(৭৫,৩৪৫ - ২১,০০০) = ৫৪,৩৪৫$ টাকা

অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর

১। ব্যাংক সুদ হতে ৩০,০০০
উৎসে কর্তিত কর

২। সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ২৫,০০০
উৎসে কর্তিত কর

অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর ৫৫,০০০ টাকা

অতএব, অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ৬৫৫ টাকা

২১। স্পর্শাতিত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯১ এ উল্লিখিত সারণী বিলোপ করা হয়েছে এবং “নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-” চিহ্ন ও শব্দগুলির পরিবর্তে “ভিত্তিমূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ বা লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার বিষয়ের জন্য অর্থ পরিশোধের সময় কর কর্তনের ক্ষেত্রে যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২। ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “বিক্রয় বা কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রদানের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বিক্রয়ের” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “বা বিমানে কার্গো পরিবহণ হইতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “প্রাপ্ত” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হবে। এর ফলে কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরযোগ্য মোট অর্থের উপর ধারা ৯৫ এর অধীন উৎসে কর কর্তনের প্রযোজ্যতা থাকলো না।

ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিলের উপর ধারা ১২৪ অনুযায়ী ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহের বিধান রয়েছে। উক্ত বিলের মধ্যে কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরযোগ্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে বিধায় ধারা ৯৫ এ সংশোধনী এনে দ্বৈত কর কর্তন পরিহার করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৩। স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “১% (এক শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার পণ্য পরিবেশকের নিকট বিক্রয় বা ইনভয়েস করার সময় ক্রেডিট সুবিধার আওতায় কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি পরিবেশকের পক্ষে বর্ণিত ব্যক্তিকে পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১.৫% হারে কর কর্তন করবে।

উপ-ধারা (৫) এর পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী ধান, ধানের কুড়া, চাল, গম, আলু, গবাদি পশু, মাছ, মাংস, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাটকাঠি, সরিষা, তিল, কাচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং পাট ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক ১% হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে উক্ত কর কর্তনের হার ০.৫% করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৪। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৮ এর উপাধিকায় “অপারেটর” শব্দের পর “, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি” চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ধারা ৯৮ এ উল্লিখিত “অপারেটর” শব্দের পর “, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি” চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ ধারা ৯৮ অনুযায়ী মোবাইল ফোন অপারেটরের পাশাপাশি টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কোনো আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ বাবদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে জমা প্রদানকালে বা অর্থ পরিশোধকালে উক্ত অর্থের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন। সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৫। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সারণী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন নিবাসী ব্যক্তিকে ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনা অথবা কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকালে নিম্নবর্ণিত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে, যথা:-

১। আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি তাদের জন্য উৎসে কর কর্তনের হার ২০%।

২। আয়কর আইন অনুযায়ী ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৬। সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৬ এ উল্লিখিত “৫% (পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত ধারা অনুযায়ী সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% হারে কর কর্তন করবেন। সংশোধনীর পূর্বে এই কর কর্তনের হার ছিল ৫%।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৭। ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “৫% (পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত ধারা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো গৃহ সম্পত্তি, হোটেল বা গেস্ট হাউজ, খালি স্থান বা প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি বা সরকারি জলাধার ব্যতীত অন্য কোনো জলাধার ভাড়া করেন সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির ভাড়া পরিশোধকালে প্রদেয় ভাড়ার উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন। সংশোধনীর পূর্বে এই কর কর্তনের হার ছিল ৫%(পাঁচ শতাংশ)।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৮। কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১০ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১০ এ বর্ণিত উৎসে কর কর্তনের হার ৫% এর পরিবর্তে ১০% করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী যেক্ষেত্রে, কোনো কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, কক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, হল, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা কোনো রেস্টুরেন্ট ভাড়া বা স্থান ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হবে, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সেবার জন্য পরিশোধিত সম্পূর্ণ পরিমাণের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর স্থলে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৯। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৪ সংশোধন করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করেন এইরূপ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৬% (ছয় শতাংশ) হতে হ্রাস করে ৪% (চার শতাংশ) করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩০। বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৬ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৬ এ বর্ণিত উৎসে কর কর্তনের হার ১০% এর পরিবর্তে ৭.৫% করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী যেক্ষেত্রে, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীন কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারক পণ্য রপ্তানির জন্য অর্থ প্রদান করে, কোনো এজেন্ট এর হিসাবে পণ্য রপ্তানি হইতে কোনো পরিমাণ অর্থ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, বৈদেশিক ক্রেতা হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী বা তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ব্যাংক ১০% (দশ শতাংশ) স্থলে ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩১। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১১৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (৬) বিলোপ করা হয়েছে। অনিবাসী বরাবর কতিপয় ক্ষেত্রে অর্থ রেমিটকালে ধারা ১১৯ এর অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য না হবার বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৫ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিধায় উপ-ধারা (৬) বিলোপ করা হয়েছে।

৩২। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৪ এ উল্লিখিত “বা পারিশ্রমিক” শব্দগুলির পর “বা প্রাপ্তি” শব্দগুলি এবং দফা (খ) এ উল্লিখিত “প্রদান” শব্দের পর “, কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদান” চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১২৪ এর প্রয়োগ বিস্তৃত ও অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

তাছাড়া, ধারা ১২৪ এর শর্তাংশ (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত শর্তাংশ (১) অনুযায়ী ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিলের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৩। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১৫% (পনের শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজ হস্তান্তর করবেন না, যদি না উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করার পূর্বে হস্তান্তরকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নিয়মে কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে, যথা:-

ক = $(খ - গ) \times ১৫\%$, যেখানে,

ক = এই ধারার অধীন প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = সিকিউরিটিজের হস্তান্তর মূল্য;

গ = সিকিউরিটিজের অর্জন মূল্য।

তাছাড়া, উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত “সন্তান” শব্দের পর “, আপন ভাই অথবা আপন বোন” চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানির বা তহবিলের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর শেয়ারহোল্ডার বা প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত উক্ত কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ আপন ভাই অথবা আপন বোনকে দানের ক্ষেত্রে ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৪। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৭ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৭ সংশোধন করে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যের দ্বারা প্রদত্ত সিকিউরিটিজ লেনদেনের মূল্য পরিশোধকালে উৎসে কর সংগ্রহের হার ০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ) থেকে হ্রাস করা ০.০৩% (শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ) করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৫। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সারগী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারগীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সাথে দাখিল করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	২৫ (পঁচিশ) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নয় এরূপ বাস	২০ (বিশ) হাজার
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৫০ (পঞ্চাশ) হাজার
৪।	ডাবল ডেকার বাস	২৫ (পঁচিশ) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	২৫ (পঁচিশ) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এরূপ মিনিবাস/কোস্টার	১২ (বার) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৩০ (ত্রিশ) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নয় এরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৫ (পনেরো) হাজার
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নয় এরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১৫ (পনেরো) হাজার
১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)

তাছাড়া, উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-

(ক) সরকার;

(খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;

(গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

- (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং এর সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
- (ঙ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ; বা
- (চ) অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে না মর্মে বোর্ড হতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৬। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ নতুন শর্তাংশ সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত শর্তাংশ সংযোজনের ফলে ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় এরূপ ব্যক্তি বা ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হবে না।

অর্থাৎ ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় এরূপ ব্যক্তি বা ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারের চেয়ে ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করতে হবে না।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৭। সিগারেট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫২ এ উল্লিখিত “৩% (তিন শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫% (পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী সিগারেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে নিট বিক্রয়মূল্যের উপর ৩% (তিন শতাংশ) এর স্থলে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর পরিশোধ করবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৮। মোটরযান মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

- (ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সারণীর শর্তাংশ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত শর্তাংশ অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হলে, উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে কর পরিশোধ করতে হবে। তবে, স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নিজ নামে বা যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হলে, উক্ত ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে কর পরিশোধ করতে হবে না।
- (খ) উপ-ধারা (৪) বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, ১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে কোনো মোটরযানের ক্ষেত্রে ধারা ১৫৩ এর অধীন পূর্ববর্তী বছরসমূহের জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর সংগ্রহ করার প্রযোজ্যতা নাই।
- (গ) উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুযায়ী উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-
- (ক) সরকার;
 - (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
 - (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
 - (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং এর সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
 - (ঙ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ;
 - (চ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা;
 - (ছ) অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে না মর্মে বোর্ড হতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৯। ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং অর্থ সম্পর্কিত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৩৯.১ প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (২) এ ন্যূনতম করের আওতা পরিবর্তন

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য ও সিরামিক পণ্যের পাশাপাশি কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত

কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

তবে, অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ১৩৬ এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

৩৯.২ প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (৫) এ ন্যূনতম করের আওতা পরিবর্তন

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এর বিধান নিম্নরূপঃ

“(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:-

(ক) যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অনূন ৪ (চার) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated beverage), মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ)
৫।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ):

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সারণীর ক্রমিক নং ৫ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ)।

সারণীতে বর্ণিত টার্নওভার করহার ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৯.৩ প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (৮) এবং উপ-ধারা (৯) এ ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধান অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত করবর্ষে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হবে। তবে, কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হবার কারণে যে পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হয়েছে, সে পরিমাণ অধিক কর, পরবর্তী যে করবর্ষে করদাতার নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সে করবর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

উপ-ধারা (৯) এর বিধান অনুযায়ী কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর যে পরিমাণ অধিক প্রদান করা হয়েছে তা যদি পরবর্তী কোনো করবর্ষে উপ-ধারা (৮) এর অধীন সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না যায় তাহলে যে পরিমাণ ন্যূনতম কর

অসম্ভবিত থাকবে তা পরবর্তী করবর্ষসমূহের প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয়ের জন্য জের টানা যাবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ২০২৪-২৫ করবর্ষ বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হবার কারণে যে পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হয়েছে, সে পরিমাণ অধিক কর, পরবর্তী কোনো করবর্ষে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে না।

উদাহরণ ১৩

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে কোনো একটি কোম্পানি ‘প’ এর কর পূর্ববর্তী নিট আয় ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি ‘প’ কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ২,৯০,০০০ টাকা। তাছাড়া, ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘প’ এর গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৬,০০,০০,০০০ টাকা। ২০২৫-২৬ করবর্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য করহার ২৫%।

আরো ধরা যাক, কোম্পানি ‘প’ এর ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে কর পূর্ববর্তী নিট আয় ৩০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ৩,৬০,০০০ টাকা। তাছাড়া, ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘প’ র গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ৬,৫০,০০,০০০ টাকা। ২০২৬-২৭ করবর্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য করহার ২৭.৫%।

কর পরিগণনা

২০২৫-২৬ করবর্ষে-

- ১। কোম্পানির উৎসে কর যা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত = ২,৯০,০০০ টাকা।
- ২। কোম্পানির নিয়মিত করদায় = ১০,০০,০০০ × ২৫%, বা ২,৫০,০০০ টাকা।
- ৩। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ৬,০০,০০,০০০ × ১%, বা ৬,০০,০০০ টাকা
- ৪। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোম্পানির নীট করদায় = ৬,০০,০০০ টাকা

- ৫। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধিত উৎসে করের ২,৯০,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর কোম্পানির কর্তৃক প্রদেয় কর = (৬,০০,০০০ - ২,৯০,০০০) টাকা বা ৩,১০,০০০ টাকা
- ৬। ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য কোম্পানি 'প' এর ন্যূনতম করদায় ৬,০০,০০০ টাকা। তবে, নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর (৬,০০,০০০ - ২,৫০,০০০) বা ৩,৫০,০০০ টাকা অধিক হবার কারণে কোম্পানি কর্তৃক ৩,৫০,০০০ টাকা অধিক কর প্রদান করা হয়েছে। উপ-ধারা (৮) এর বিধান অনুযায়ী, উক্ত ৩,৫০,০০০ টাকা, পরবর্তী যে করবর্ষে কোম্পানির নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সে করবর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

২০২৬-২৭ করবর্ষে-

- ১। কোম্পানির উৎসে কর যা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত = ৩,৬০,০০০ টাকা।
- ২। কোম্পানির নিয়মিত করদায় = $৩০,০০,০০০ \times ২৭.৫\%$, বা ৮,২৫,০০০ টাকা।
- ৩। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোম্পানির করদায় = $৬,৫০,০০,০০০ \times ১\%$, বা ৬,৫০,০০০ টাকা
- ৪। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোম্পানির ন্যূনতম করদায় = ৮,২৫,০০০ টাকা
- ৫। ২০২৬-২৭ করবর্ষে কোম্পানি 'প' এর করদায় ৮,২৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের তুলনায় (৮,২৫,০০০ - ৬,৫০,০০০) টাকা বা ১,৭৫,০০০ টাকা অধিক। ২০২৫-২৬ করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক প্রদান করা হয় ৩,৫০,০০০ টাকা। উপ-ধারা (৮) এর বিধান অনুযায়ী, উক্ত ৩,৫০,০০০ টাকা হতে ১,৭৫,০০০ টাকা ২০২৬-২৭ করবর্ষে সমন্বয় করা যাবে। অসমন্বিত (৩,৫০,০০০-১,৭৫,০০০) টাকা বা ১,৭৫,০০০ টাকা উপ-ধারা (৯) এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী করবর্ষসমূহের প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয়ের জন্য জের টানা যাবে।
- ৬। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধিত উৎসে করের ৩,৬০,০০০ টাকা এবং উপ-ধারা (৮) এর অধীন ১,৭৫,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর ২০২৬-২৭ করবর্ষে কোম্পানির কর্তৃক প্রদেয় কর = (৮,২৫,০০০ - ৩,৬০,০০০ - ১,৭৫,০০০) টাকা বা ২,৯০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ১৪

ধরা যাক, কোম্পানি 'ফ' ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ৪,৫০,০০০ টাকা অধিক ন্যূনতম কর প্রদান করেছে।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে কোম্পানি 'ফ' এর নিয়মিত করদায় ৩,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি 'ফ' কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,৪০,০০০ টাকা। ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে কোম্পানি 'ফ' এর গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৬,০০,০০,০০০ টাকা।

কর পরিগণনা

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর ৪,৫০,০০০ টাকা অধিক হবার কারণে উক্ত ৪,৫০,০০০ টাকা পরবর্তী যে করবর্ষে কোম্পানির নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সে করবর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে-

১। কোম্পানির উৎসে কর যা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত = ২,৪০,০০০ টাকা।

২। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ৬,০০,০০,০০০ × ১%, বা ৬,০০,০০০ টাকা

৩। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোম্পানির ন্যূনতম করদায় = ৬,০০,০০০ টাকা

৪। ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে কোম্পানি 'ফ' এর ন্যূনতম করদায় নিয়মিত করের তুলনায় অধিক বিধায় ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় অধিক প্রদানকৃত ন্যূনতম কর ৪,৫০,০০০ টাকা হতে কোনো অঙ্ক ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে সমন্বয় করার সুযোগ নেই।

৫। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধিত উৎসে করের ২,৪০,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর ২০২৬-২৭ করবর্ষে কোম্পানির কর্তৃক প্রদেয় কর = (৬,০০,০০০ - ২,৪০,০০০) টাকা বা ৩,৬০,০০০ টাকা।

৩৯.৪ প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (১১) এ চূড়ান্ত করদায়

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (১১) এর বিধান অনুযায়ী ধারা ১৬৩ এর অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত

উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের পরিমাণকে কলাম (৪)-এ উল্লিখিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয়ের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা হবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন/ সংগ্রহযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এই আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত আয়ের খাতসমূহ	এই আইনের অংশ- ৭ এর অন্তর্ভুক্ত সকল ধারা	এই আইনের ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ
২।	সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা	১০৫	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি
৩।	সম্পত্তির অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১১১	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি
৪।	রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি	১১২	যেকোনো ব্যক্তি
৫।	সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি

৪০। রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত “, কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত,” চিহ্নগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক হবে না, যথা:-

(ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—

(অ) যা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যা মাসিক পেমেণ্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং

(আ) যার ইংরেজি ভার্সন কারিকুলাম নাই;

- (খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
- (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক;
- (ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;
- (ঙ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
- (চ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;
- (ছ) কোনো আইন বা সরকারি আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কমিশন, ইনস্টিটিউট, বোর্ড, একাডেমি বা অনুরূপ সংস্থা, যারা কোনোরূপ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং যাদের পরিচালন ব্যয় এর আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্বাহের জন্য সরকার হতে নিয়মিত তহবিল প্রাপ্ত হয়;
- (জ) এতিমখানা, অনাথ আশ্রম এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান;
- (ঝ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (fixed base) নেই;
- (ঞ) তহবিল;
- (ট) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।”

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪১। রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হইতে আয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধারা ৭৩ এর অধীন নিরীক্ষিত আয় বিবরণী এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতার” শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির রিটার্নের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে, যথা:-

- (ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;
- (খ) যাচাইয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণের প্রমাণ; এবং
- (গ) ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ অনুসারে ব্যবসা হতে বিয়োজনযোগ্য এবং ৫৫ ধারায় ব্যবসা হতে অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ সমন্বয় করে একটি পৃথক করযোগ্য আয় পরিগণনা বিবরণী।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪২। করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ণ রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হইলে সেইরূপে কর পরিগণনা করা হইত সেইরূপে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, নিম্নে উল্লিখিত ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহে কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরবর্তীতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত থাকবেঃ

- সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;
- সরকারি আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

- কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল—

(ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং

(খ) হতে সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসেবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করবে না;

- ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ধৃত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হতে উদ্ধৃত কোনো আয়;
- সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পনা অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন;
- স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

একইসাথে, চাকরি হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহও রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরবর্তীতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত থাকবে।

উদাহরণ ১৫

জনাব মাহমুদুল হক একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে তাঁর চাকুরি হতে আয় ১২ লক্ষ টাকা। এছাড়া তিনি পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। উক্ত ব্যবসা হতে তিনি ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা আয় প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বর্ষে সঞ্চয়পত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং লিস্টেড কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ২ লক্ষ টাকা

বিনিয়োগ করেন। তিনি উক্ত আয়বর্ষে গাড়ির ফিটনেস নবায়ন বাবদ অগ্রিম আয়কর ২৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। ব্যাংক হতে বেতন প্রদানের সময় তার কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করা হয়। করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পরবর্তী ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বৃদ্ধি করেনি। এমতাবস্থায়, করদাতার করদায় নিরূপণ করতে হবে।

জনাব মাহমুদুল হক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সকল সুবিধা প্রাপ্য হতেন। তাছাড়া তিনি বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হতেন।

কিন্তু যেহেতু জনাব হক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন তাই তিনি করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সকল সুবিধা পাবেন না। যেমন ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০ক) এর অনুযায়ী পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসার ক্ষেত্রে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা কর অব্যাহতির সুবিধা তিনি পাবেন না। একই কারণে কোনো প্রকারের বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। তবে, চাকুরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে তার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ লক্ষ টাকা, যেটি কম, করমুক্ত থাকবে। তাই রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সূত্র অনুসারে নিম্নরূপে করদায় পরিগণনা করতে হবে-

খ = ৩,৩২,৫০০ টাকা (২৩ লক্ষ টাকার উপর প্রযোজ্য কর);

গ = ৮৫,০০০ টাকা (উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি, (২৫,০০০+৬০,০০০));

ঘ = ২ (রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে এবং কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে)।

সুতরাং,

$$ক = খ + (খ - গ) \times ঘ \times ০.০২$$

$$ক = ৩,৩২,৫০০ + (৩,৩২,৫০০ - ৮৫,০০০) \times ২ \times ০.০২$$

$$= ৩,৩২,৫০০ + ৯,৯০০$$

$$= ৩,৪২,৪০০$$

অর্থাৎ জনাব মাহমুদুল হকের প্রদেয় করদায়ের পরিমাণ হবে ৩,৪২,৪০০ টাকা।

৪৩। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পর নতুন দফা (গ) সন্নিবেশিত হয়েছে। দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ অতিক্রান্ত হবার পর দাখিলকৃত রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে।

উপ-ধারা (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী কোন করদাতা ধারা ১৭২ ও ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশের প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণের পর রিটার্ন দাখিল করা যাবে না।

প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী, যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের পর রিটার্নে কোনো উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে করদাতা, কোনো প্রকার করদায় হ্রাস না করে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণের পূর্বে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৪। উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এ সংশোধন আনা হয়েছে।

৪৪.১ উৎসে করের রিটার্নের আওতা

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষসহ যেকোনো কোম্পানিকে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তবে, সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসে করের রিটার্ন প্রযোজ্য হবে না।

৪৪.২ উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা

ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী উৎসে করের রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ে দাখিল করতে হবে, যথা:-

অর্থবৎসরের তারিখ	যে মাসের জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)
২৫ অক্টোবর	জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর
২৫ জানুয়ারি	অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর
২৫ এপ্রিল	জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ
২৫ জুলাই	এপ্রিল, মে ও জুন

অর্থাৎ ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে প্রতি মাসের পরিবর্তে ত্রৈমাসিক উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৪৫। স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “পরিশোধিত হয় নাই” শব্দগুলির পর “বা রিটার্নে কোনো তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে যেক্ষেত্রে ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিল করার পর করদাতা কর্তৃক পরিলক্ষিত হয় যে তার দাখিলকৃত রিটার্নে কোনো তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি, সেক্ষেত্রে তিনি একটি লিখিত বিবৃতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৬। অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত অডিট নির্দেশনা অনুসরণ করে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নের অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪৭। ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৭ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত “করপরবর্তী” শব্দ বিলোপ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধানসমূহের সামঞ্জস্য আনা হয়েছে।

৪৮। স্পটে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “স্পটে কোনো ব্যক্তির কর নির্ধারণ” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোম্পানি ব্যতীত যেকোনো ব্যক্তি, যাহার ইতঃপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে স্পটে কর নির্ধারণ” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, দফা (ক) এ উল্লিখিত “করযোগ্য” শব্দের পূর্বে “ব্যবসা খাতে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্পটে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান অধিকতর স্পষ্ট করা হলো।

৪৯। কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত “উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন” শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত অনুমোদন” শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপন

করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে আইনের বিভিন্ন বিধানের আন্তঃসঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে।

উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হবার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণ সম্পন্ন করতে হবে।

উপ-ধারা (১) এ নতুন দফা (ঙ) সংযোজন করা হয়েছে। দফা (ঙ) এর বিধান অনুযায়ী, ধারা ১৭২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করা হলে, যে করবর্ষে নোটিশ জারি করা হয়েছে তা শেষ হবার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণ সম্পন্ন করতে হবে।

৫০। তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ২০০ এর প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনারের নিচে নন এরূপ কোনো তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়কর আইনের অধীন কোনো মামলার তদন্ত সম্পর্কিত তথ্য বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এরূপ তথ্য কোনো ব্যক্তির কাছে লিখিত নোটিশ দ্বারা অথবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তলব করতে পারবে। তবে, কর কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর কমিশনারের অধস্তন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির কাছে কোনো তথ্য তলব করতে পারবে না।

৫১। কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া সংক্রান্ত ধারা ২১২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৭) এ নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বাইরে আয়কর আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এরূপ সুনির্দিষ্ট তথ্য উদঘাটিত হলে তা পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে করদাতাকে অবহিতকরণপূর্বক উপ-ধারা (২) এর আওতায় কর নির্ধারণ করা যাবে।

৫২। কর চুক্তি সংক্রান্ত ধারা ২৪৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৪৪ এর উপ-ধারা (৪) এর পর উপ-ধারা (৫) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, আয়কর আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি প্রাধান্য পাবে।

৫৩। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে ৪৫টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ বা PSR দাখিলের বিধান ছিল। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ৩৯টি ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ বা PSR দাখিলের বিধান করা হয়েছে:

- ১। ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;
- ২। কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হতে হলে;
- ৩। আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণ অথবা নবায়ন করতে;
- ৪। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে;
- ৫। সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার লাইসেন্স নবায়ন করতে;
- ৬। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;
- ৭। চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসেবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ নবায়ন করতে;
- ৮। Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করতে;
- ৯। ট্রেডবডি বা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করতে;
- ১০। স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসেবে লাইসেন্স নবায়নে;
- ১১। ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স ও বায়িং হাউজ নিবন্ধন গ্রহণ ও নবায়নে;
- ১২। যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
- ১৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তিতে;
- ১৪। সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে;
- ১৫। লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, ডাম্ব-বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়া চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;
- ১৬। পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ইট উৎপাদনের অনুমতি গ্রহণ ও নবায়নে;

- ১৭। সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;
- ১৮। কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ গ্রহণে ও নবায়নে;
- ১৯। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স গ্রহণে ও নবায়নে;
- ২০। আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
- ২১। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখতে;
- ২২। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
- ২৩। পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
- ২৪। ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
- ২৫। দশম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
- ২৬। স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
- ২৭। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ কোনো কোম্পানি হইতে অর্থ প্রাপ্তিতে;
- ২৮। বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;
- ২৯। দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
- ৩০। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে;
- ৩১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স নবায়নে;
- ৩২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নে;
- ৩৩। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;
- ৩৪। পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;
- ৩৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত

- অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;
- ৩৬। এ আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ প্রদানকালে;
- ৩৭। এই আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পণ্য বা সেবা সরবরাহ কালে;
- ৩৮। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নে;
- ৩৯। সামাজিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণসহ সমজাতীয় যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান হতে ভাড়া বা অন্য যেকোনো সেবা গ্রহণকালে;

এছাড়া, নিম্নবর্ণিত ১২টি ক্ষেত্রে “রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ” দাখিলের পরিবর্তে নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র দাখিলের বিধান করা হয়েছে, যথা:-

- ১। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণে;
- ২। সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে;
- ৩। সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার এর নতুন লাইসেন্স গ্রহণে;
- ৪। ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ ও নবায়নে;
- ৫। চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসেবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণে;
- ৬। ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
- ৭। Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকার হতে দশম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মচারীর কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;
- ৮। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
- ৯। স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তিতে;
- ১০। ত্রি-চক্র মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
- ১১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণে;

১২। স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো আইন বা আইনি ক্ষমতা রয়েছে এরূপ কোনো দলিলের অধীন নিগমিত, নিবন্ধিত বা গঠিত হবার বছর বা পরের বছরে।

তবে, ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৫৪। আয় গোপন করিবার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “ক+খ এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১৫%,

খ = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১০% $\times$ গ,

গ = অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ হইতে উক্ত অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ পর্যন্ত মোট বৎসর” শব্দগুলি, চিহ্নগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে

“ক এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১০% $\times$ খ,

খ = যেই করবর্ষে কর ফাঁকি সংঘটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ হইতে উক্ত কর ফাঁকির বিষয়টি যেই করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সেই করবর্ষসহ মোট বৎসর” শব্দগুলি, চিহ্নগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

উদাহরণ ১৬

জনাব আমিনুল ইসলাম ২০২২-২০২৩ করবর্ষে তার মালিকানাধীন একটি মোটর গাড়ি প্রদর্শন না করায় ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তার ২০২২-২০২৩ করবর্ষের নথিটি ২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচন করা হয়েছে। ২১২ ধারার অধীন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে তিনি মোট ৫০,০০০ টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন মর্মে উদঘাটিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, জনাব আমিনুল ইসলামের উপর নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করা হবে-

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক $\times$ ১০% $\times$ খ

ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক = ৫০,০০০ টাকা

খ = ৪ বছর

অতএব, ক = ৫০,০০০ টাকা $\times$ ১০% $\times$ ৪

= ২০,০০০ টাকা।

যদি, উপরের উদাহরণে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে মোটর গাড়িটি ক্রয় করা হতো এবং উক্ত ক্রয় গোপন করার বিষয়টি ২০২৫-২০২৬ করবর্ষেই শনাক্ত হতো তবে সেক্ষেত্রে আরোপকৃত জরিমানার পরিমাণ হতো-

$$ক = \text{ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক} \times ১০\% \times \text{খ}$$

$$\text{ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক} = ৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ} = ১ \text{ বছর}$$

$$\begin{aligned} \text{অতএব, ক} &= ৫০,০০০ \text{ টাকা} \times ১০\% \times ১ \\ &= ৫,০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৭

মিজ রাজিয়া বানু ২০১৪-২০১৫ করবর্ষে ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এলাকায় ১১০০ বর্গফুট আয়তনের একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। উক্ত ফ্ল্যাট করদাতা তার দাখিলকৃত ২০১৪-২০১৫ করবর্ষের আয়কর রিটার্নের সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শন করেননি। করদাতার অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের পূর্ববর্তী ষষ্ঠ করবর্ষ অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ করবর্ষেরও অধিককাল পূর্বে অর্জিত হওয়ায় তা ২০১৯-২০২০ করবর্ষে অর্জিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি উক্ত ফ্ল্যাট ক্রয় গোপন করার ফলে মিজ বানু মোট ২,০০,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ এড়িয়ে গিয়ে থাকেন, তবে মিজ বানুর উপর নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করা হবে-

$$ক = \text{ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক} \times ১০\% \times \text{খ}$$

$$\text{ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক} = ২,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ} = ৭ \text{ বছর}$$

$$\begin{aligned} \text{অতএব, ক} &= ২,০০,০০০ \text{ টাকা} \times ১০\% \times ৭ \\ &= ১,৪০,০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

৫৫। হাজিরার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি সংক্রান্ত ধারা ৩২৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে উপকর কমিশনার বা তদূর্ধ্ব কোনো পদে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন এরূপ ব্যক্তির জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সনদ প্রাপ্তির শর্তে ‘কর আইনজীবী’ হিসেবে গণ্য হওয়ার বিধান করা হয়েছে।

ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উপকর কমিশনারের নিচে নয় এরূপ পদে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন এরূপ বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত কর আইনজীবী অথবা বোর্ড

কর্তৃক কর আইনজীবী হিসেবে সনদ প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনো নিবন্ধিত কর আইনজীবী সমিতির সদস্য হতে হবে।

ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর আইনজীবী সমিতির নিবন্ধন প্রদানের বিধান এবং বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোনো আইনজীবী সমিতি কর আইনজীবী সমিতি হিসেবে গণ্য না হবার বিধান বিলোপ করা হয়েছে।

৫৬। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৪১ এর বিলোপ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪১ বিলোপ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর আইনের তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে।

৫৭। আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলের প্রতিস্থাপন

অর্থ সম্পর্কিত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিস্থাপনের ফলে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ প্রদর্শনের কোনো বিধান আয়কর আইনে রাখা হয়নি।

৫৮। আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন

৫৮.১ তহবিলের অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলে কতিপয় সংশোধন আনা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী বার্ষিক তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিলের অনুমোদন মঞ্জুর হলে লিখিত আদেশে অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ উল্লেখ থাকবে এবং উক্ত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের নীচে হবে না।

৫৮.২ দ্বিতীয় তফসিলের অন্যান্য সংশোধন

দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ২ এর অনুচ্ছেদ (১) এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত “বোর্ড” শব্দের পরিবর্তে “কর কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে আনুতোষিক তহবিলকে অনুমোদন মঞ্জুরের ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিবর্তে কর কমিশনারকে প্রদান করা হয়েছে।

৫৯। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

৫৯.১ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত হবার শর্ত সংশোধন

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৩) এর উপ-দফা (খ) ও (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-দফা (খ) ও (গ) এর বিধান অনুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত হিসেবে গণ্য হতে হলে উক্ত সার্ভিস চার্জ মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ অর্জনে ব্যবহার করা যাবে না এবং মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত সত্তা ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে শুধু ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে না এরূপ শর্ত বিলোপ করা হয়েছে।

৫৯.২ কৃষি হতে আয় এবং বিভিন্ন ব্যবসার আয়ের করমুক্ত সীমা

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২০) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয় করমুক্ত থাকবে যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে।

তাছাড়া, দফা (২০) এর পর নতুন দফা (২০ক) সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী, পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন, চিংড়ি ও মাছের পেলেটেড ফিড উৎপাদন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, বীজ বিপণন, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার ইত্যাদি খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১৮

মিজ তপমিতার একটি ডেইরি ফার্ম রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তিনি ডেইরি ফার্ম হতে ১০,০০,০০০ টাকা নীট আয় প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া ব্যাংক সুদ বাবদ তার আয় হয়েছে ৫,৫০,০০০ টাকা। উক্ত সুদের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৫৫,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে করদাতার আয় পরিগণনা হবে নিম্নরূপ-

(ক)	কৃষি হইতে আয় (যেহেতু করদাতার কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ) ব্যতীত অন্য কোন আয়ের উৎস নাই, সেহেতু ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ২০		৫,০০,০০০

	অনুযায়ী ৫,০০,০০০ টাকা আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।) (১০,০০,০০০ – ৫,০০,০০০)		
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ)		৫,৫০,০০০
		মোট আয়	১০,৫০,০০০

ধরা যাক, উপরের উদাহরণে মিজ তপমিতার কৃষি আয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক সুদ বাবদ ৫,৫০,০০০ টাকা আয়ের পাশাপাশি বিবিধ মালের ব্যবসা হতে ২,০০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। সেক্ষেত্রে করদাতার আয় পরিগণনা হবে নিম্নরূপ-

(ক)	কৃষি হইতে আয় যেহেতু করদাতার কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের পাশাপাশি ব্যবসা হইতে আয় আছে, সেহেতু তিনি ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা ২০ অনুযায়ী ৫,০০,০০০ টাকা করমুক্ত প্রাপ্তির সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।		১০,০০,০০০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ)		৫,৫০,০০০
(গ)	ব্যবসা হইতে আয়		২,০০,০০০
		মোট আয়	১৭,৫০,০০০

উদাহরণ ১৯

জনাব এহসান একটি নার্সারি পরিচালনা করেন। তিনি ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে নার্সারি হতে ৮,০০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হন। এছাড়া, হাঁস-মুরগির খামার হতে তাঁর ১০,০০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। করদাতার অন্য কোন খাতের আয় নেই। এক্ষেত্রে, ২০২৫-২৬ করবর্ষে জনাব এহসানের করযোগ্য আয় হবে (১০,০০,০০০+৮,০০,০০০ – ৫,০০,০০০) টাকা বা, ১৩,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ একাধিক উৎস হতে কৃষি খাতের আয় থাকলেও ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০) অনুযায়ী করদাতার কৃষি খাতে সর্বমোট আয়ের উপর অনধিক ৫,০০,০০০ টাকা আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।

উদাহরণ ২০

ধরা যাক, মোমিনা খাতুনের ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে মাছের হ্যাচারী থেকে ১০,০০,০০০ টাকার নীট আয় আছে। একই বছরে তিনি তার ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে সঞ্চয়ী হিসাব হতে ব্যাংক সুদ বাবদ ৫,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে ব্যাংক ৫৫,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করেছে। একই বছর তিনি ৫০,০০০ টাকার নতুন একটি সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন।

(ক)	মাছের হ্যাচারী হতে আয় (ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২০ক) অনুযায়ী ৫ লক্ষ টাকা মোট আয় পরিগণনা থেকে বাদ যাবে) অতএব করদাতার করযোগ্য আয় হবে (১০,০০,০০০ – ৫,০০,০০০)		৫,০০,০০০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ)		৫,৫০,০০০
		মোট আয়	১০,৫০,০০০

উদাহরণ ২১

জনাব হান্নান ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসা হতে ২০,৫০,০০০ টাকা এবং বীজ বিপণন ব্যবসা হতে ৮,৫০,০০০ টাকা আয় করেন। করদাতার অন্য কোন খাতের আয় নেই। এক্ষেত্রে, ২০২৫-২৬ করবর্ষে জনাব হান্নানের করযোগ্য আয় হবে (২০,৫০,০০০+৮,৫০,০০০ - ৫,০০,০০০) টাকা বা, ২৪,০০,০০০ টাকা।
অর্থাৎ ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০ক) অনুযায়ী অনধিক ৫,০০,০০০ টাকা করদাতার আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।

উদাহরণ ২২

জনাব ইফতেখার কালামের একটি ডেইরি ফার্ম ও একটি মাছের হ্যাচারী রয়েছে। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে ডেইরি ফার্ম হতে তিনি ৪,৫০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হন এবং মাছের হ্যাচারী হতে ৭,৮০,০০০ টাকা আয়প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়বর্ষে তিনি ডিপিএসে বিনিয়োগ করেন ৬০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে জনাব ইফতেখার কালামের কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ
ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০ক) অনুযায়ী জনাব কালামের মাছের হ্যাচারী হতে আয় বাবদ ৭,৮০,০০০ টাকার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। কিন্তু, কৃষি হতে আয়ের (ডেইরি ফার্ম) পাশাপাশি মাছের হ্যাচারী ব্যবসা খাতে আয় থাকায় ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোন করমুক্ত প্রাপ্তির সুবিধা তিনি প্রাপ্য হবেন না।
অতএব, জনাব কালামের করযোগ্য মোট আয় (২,৮০,০০০+৪,৫০,০০০) = ৭,৩০,০০০ টাকা।

৫৯.৩ যে শর্তে কতিপয় আইটি সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২১) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দফা (২১) প্রতিস্থাপনের ফলে ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে উক্ত ব্যবসার সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তের পরিবর্তে ব্যবসার সকল আয় শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তে ১ জুলাই, ২০২৪ হতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত দফা (২১) এ উল্লিখিত ব্যবসাসমূহ হতে উদ্ধৃত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.৪ জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট হতে উদ্ধৃত আয় করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৫) এ নিম্নরূপ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা:-
“ব্যাখ্যা।- এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জিরো কুপন বন্ড বলিতে জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটকেও বুঝাইবে;”

আনীত সংশোধনীর ফলে ব্যাংক, বিমা বা কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট হতে উদ্ধৃত কোনো আয় করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.৫ “চাকরি হইতে আয়” হিসেবে পরিগণিত আয়ের করমুক্ত অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৭) এ উল্লিখিত “৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার” সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫ (পাঁচ) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে “চাকরি হইতে আয়” হিসেবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, যা কম, করমুক্ত রাখার বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.৬ তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কতিপয় পেশাজীবী সংগঠনের কর পরিশোধ সংক্রান্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৮) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (২৮) এর বিধান অনুযায়ী কোনো তহবিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) এর আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.৭ বিদেশী সরকার হতে গৃহীত পুরস্কার এবং কতিপয় পুরস্কার করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩০) এ উল্লিখিত “সরকার” শব্দের পূর্বে “বাংলাদেশ সরকার অথবা বিদেশী কোনো” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং উক্ত দফা এর পর নতুন দফা (৩০ক) সন্নিবেশিত হয়েছে।

আনীত সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিদেশী কোনো সরকার হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত পুরস্কার করমুক্ত থাকবে। তাছাড়া, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত নোবেল, রামোন ম্যাগসেসে, বুকার, পুলিৎজার, সাইমন বলিভার, একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি, এমি, গোল্ডেন গ্লোব, কান চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.৮ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান দ্বারা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় করমুক্ত থাকার বিধান অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

তাছাড়া দফা (৩৪) এর পর নতুন দফা (৩৪ক) সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় করমুক্ত করা হয়েছে।

৫৯.৯ আপন ভাই বা বোন হতে গৃহীত দান করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৫) এ উল্লিখিত “স্বামী-স্ত্রী,” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পর “আপন ভাই বা বোন,” শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হবার শর্তে আপন ভাই বা বোন হতে দান হিসেবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.১০ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৬) এর উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত “বা ইউনিট” শব্দগুলির পর “অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিটের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হতে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত থাকবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯.১১ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে নতুন বিনিয়োগ কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর দফা (৮) এ উল্লিখিত “সিকিউরিটিজে” শব্দের পর “নতুন” শব্দ সন্নিবেশের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে শুধু নতুন বিনিয়োগ কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬০। আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের সংশোধন

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং অর্থ সম্পর্কিত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আয়কর আইনের অধীন “মূলধনি আয়” হিসেবে পরিগণিত হয় এরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হবে, যথা:-

- (ক) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);
- (খ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);
- (গ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে-
 - (অ) যেক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;
 - (আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।
- (ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসেবে গণ্য হবে এবং এরূপ মূলধনী আয়ের উপর এ তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ২৩

মিজ্ শমরিতা মজুমদার ঢাকার আগারগাঁও থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে ভাড়া হতে মোট ১০,০০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হয়েছেন। ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন যার দলিলে উল্লিখিত হস্তান্তর মূল্য ছিলো ৫ কোটি টাকা। দলিল মূল্যের বাইরে করদাতা প্লট বিক্রয় বাবদ ব্যাংক মাধ্যমে আরো ২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, প্লটটি বিক্রয় বাবদ করদাতা মোট ৭ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন যার সমর্থনে করদাতা প্লটের বায়না দলিল ও ব্যাংক বিবরণী দাখিল করেছেন। হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৭৫ লাখ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দলিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ লাখ টাকা উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করেছেন।

করদাতার মোট করযোগ্য আয় নিম্নরূপ:

ক্রম	আয়ের খাত	করযোগ্য মোট আয়
১।	ভাড়া হতে আয়	১০,০০,০০০
২।	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্য অনুযায়ী মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত) (৫,০০,০০,০০০-২৫,০০,০০০)	৪,৭৫,০০,০০০
৩।	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায় নয়)	২,০০,০০,০০০
মোট আয়		৬,৮৫,০০,০০০

ক। করদায় পরিগণনা		
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%	১৫,০০০
নিয়মিত উৎসের আয় ১০ লক্ষ টাকার উপর করদায়		৬০,০০০
জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার উপর করদায় (উৎসে কর্তৃত কর চূড়ান্ত করদায়)		৭৫,০০,০০০
জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার অনুযায়ী করদায় (২,০০,০০,০০০*১৫%)		৩০,০০,০০০

(যেহেতু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে)		
মোট করদায়		১,০৫,৬০,০০০
খ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর		
১।	উৎসে পরিশোধিত কর	৭৫,০০,০০০
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর		৭৫,০০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ		৩০,৬০,০০০

৬১। উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর সংশোধন

এস. আর. ও. নং-১৫৭-আইন/আয়কর-১২/২০২৫, এস. আর. ও. নং-২৬৯-আইন/আয়কর-১৪/২০২৫ এবং এস. আর. ও. নং-৩১৭-আইন/আয়কর-১৫/২০২৫ এর মাধ্যমে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১,২,৩,৪ দ্রষ্টব্য)

৬২। আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ এর সংশোধন

এস. আর. ও. নং-১৫৫-আইন/আয়কর-১০/২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত সহায়তাকারীগণ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে অনধিক ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

এ পরিপত্রে অন্য কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে ধারা ও উপ-ধারা বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ও উপ-ধারা, তফসিল বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর তফসিল এবং বোর্ড বলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝাবে।

২০২৫-২০২৬ সালের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ স্পষ্টিকরণের উদ্দেশ্যে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ অনুসারে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

এ পরিপত্রের কোনো বক্তব্য বা উপস্থাপনা আয়কর আইন, ২০২৩ অথবা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ অথবা জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোনো মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫, অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫, আয়কর আইন, ২০২৩, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং মূল প্রজ্ঞাপনসমূহের ভাষ্য প্রাধান্য পাবে।

(মির্জা মোহাম্মদ মামুন সাদাত)

প্রথম সচিব (কর নীতি)

পরিশিষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং-১৫৭-আইন/আয়কর-১২/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর—

(ক) দফা (চ) এর উপ-দফা (ঈ) এর ক্রমিক নং (১) এর প্রান্তস্থিত “বা” শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (চ) এর উপ-দফা (ঈ) এর ক্রমিক নং (২) এর প্রান্তস্থিত “।” চিহ্নের পরিবর্তে “;” চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক নং (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(৩) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতি যদি নিজ নামে নিবন্ধিত কোনো ভূমি উক্ত সমিতির সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করে।”;

(গ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(ঝঝ) “ব্যক্তি” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;”;

(২) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) আইনের ধারা ৮৯ এর অধীন নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, ধানের কুড়া, চাল, গম, আলু, গবাদি পশু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাটকাঠি, সরিষা, তিল, কঁচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং পাট সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৫%
৫।	তুলা ও সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৬।	সব ধরনের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৭।	শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কর্তৃক প্রদত্ত সাব কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে	১%
৮।	এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৯।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১.৫%
১০।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১১।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	০.৬%
১২।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৩।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	রিসাইকেল্ড সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৫।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৬।	রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১.৫%
১৭।	ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে	৫%
১৮।	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল শিল্পে তামাকজাত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১০%

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১৯।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে— খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে—	৫%

তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।”;

(৩) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) আইনের ধারা ৯০ এর অধীন কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:—

“সারণী

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ		হার
(১)	(২)		(৩)
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১৫%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৭.৫%
২।	পেশাদার সেবা (professional service)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১৫%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৭.৫%
৩।	কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)		১০%
৪।	(ক) ক্যাটারিং	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
	(খ) ক্লিনিং		

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ		হার
(১)	(২)		(৩)
	(গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (ঙ) জনবল সরবরাহ (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া (ছ) জনসংযোগ (জ) ইভেন্ট পরিচালনা (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা	(২) মোট বিল এর উপরে	২%
৫।	প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি সেবা	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	০.৬৫%
৬।	ইন্ডেন্টিং কমিশন		৭.৫%
৭।	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		১০%
৮।	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর		১২%
৯।	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		১০%
১০।	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		৮%
১১।	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		৮%
১২।	শিপিং এজেন্সি কমিশন		৮%
১৩।	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	৫%
১৪।	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্ল্যাটফর্ম		৫%

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ	হার
(১)	(২)	(৩)
১৫।	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হইলিং চার্জ	৩%
১৬।	ইন্টারনেট সেবা	৫%
১৭।	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন	১০%
১৮।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর	১.৫%
১৯।	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য নহে	১০%

”;

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সারণীর ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা যদি কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় উহার উপর এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) যদি সারণীর ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ১২ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:

‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;

‘খ’ অর্থ মোট বিল এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;”;

(৪) বিধি ৫ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সারণীর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“সারণী

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	(২)		(৩)
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	২০%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	(২)		(৩)
২।	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		২০%
৩।	পেশাদার সেবা (professional service)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	২০%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%
৪।	কারিগরি সেবা ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical services, technical know-how or technical assistance)		২০%
৫।	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		২০%
৬।	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		২০%
৭।	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		২০%
৮।	আইনি সেবা		২০%
৯।	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		২০%
১০।	কমিশন		২০%
১১।	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাঙ্গীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		২০%
১২।	সুদ		২০%
১৩।	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		২০%
১৪।	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		১৫%
১৫।	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		৭.৫%
১৬।	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে		৭.৫%
১৭।	পণ্য সরবরাহ		৭.৫%
১৮।	মূলধনি মুনাফা		১৫%
১৯।	বীমা প্রিমিয়াম		১০%
২০।	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		১৫%
২১।	লভ্যাংশ	(১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে	২০%
		(২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে	৩০%
২২।	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		৩০%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
২৩।	বেতন বা পারিশ্রমিক	৩০%
২৪।	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	৫.২৫%
২৫।	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা	২০%
২৬।	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি	৫.২৫%
২৭।	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা	৫.২৫%
২৮।	ব্যাল্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%
২৯।	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%
৩০।	অন্য কোনো পরিশোধ	২০%

”;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) নিম্নবর্ণিত অতিরিক্তিক ব্যয় বা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি (৫) এর অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোনো পরিশোধ;
- (খ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো প্রফেশনাল বডির সাবস্ক্রিপশন ফি বাবদ পরিশোধিত অর্থ;
- (গ) লিয়াজেঁ অফিস বা শাখা অফিস ব্যয়;
- (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transactions অনুযায়ী এবং Authorized Dealer (AD) কর্তৃক যাচাইকৃত টিউশন ফি;
- (ঙ) আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয় ও পণ্য উন্নয়ন ব্যয়;
- (চ) যেকোনো প্রকারের নিরাপত্তা জামানত;
- (ছ) আরবিট্রেশন ফি;
- (জ) হজ্জ বাবদ প্রেরিত অর্থ;
- (ঝ) প্রায়োরিটি পাস বাবদ অর্থ।”

(৫) বিধি ৬ এর—

- (ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সারণী-১ ও সারণী-২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-১ সারণী-২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“সারণী-১

ক্রমিক নং	মোজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৩।	ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেভারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৮৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৪।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর , উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাজ্জা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সলাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা শতাংশ প্রতি ৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা						
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টাঙ্গী পূর্ব ও টাঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৩৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৬।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৩০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৭।	ক্রমিক নং ১ হতে ৬ এর অন্তর্গত নয় কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% বা শতাংশ প্রতি ২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মোজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মোজা						

সারণী-২

ক্রমিক নং	মোজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতাংশ প্রতি ১০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মোজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% বা শতাংশ প্রতি ৫০০ টাকা যাহা অধিক।

”;

(খ) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত “নাকি বাণিজ্যিক” এর পরিবর্তে “, বাণিজ্যিক নাকি শিল্প” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত “১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-বিধি (৮) এর—

(অ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ঙ) “ঙ-শ্রেণি” অর্থে সকল শিল্প প্লটকে বুঝাইবে;”;

(আ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(চ) “চ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি”, “ঙ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে।”

(ই) দফা (ছ) বিলুপ্ত হইবে;

(৬) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত “১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(৭) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত “দফা (খ),” শব্দ, বন্ধনী ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে এবং “দফা (জ)” শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “দফা (ঝ)” শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত সারণী-২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“সারণী-২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	০১.০২	০১০২.২১.০০	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
২.	০১.০২	০১০২.২৯.০০	Live bovine animals. Cattle: Other
৩.	০১.০২	০১০২.৩১.০০	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
৪.	০১.০২	০১০২.৩৯.০০	Live bovine animals. Buffalo: Other
৫.	০১.০২	০১০২.৯০.১০	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
৬.	০১.০২	০১০২.৯০.৯০	Live bovine animals Other: Other
৭.	০১.০৫	০১০৫.১১.১০	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> : Parent stock of one day chick
৮.	০১.০৫	০১০৫.১২.১০	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
৯.	০১.০৫	০১০৫.১৩.১০	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
১০.	০১.০৫	০১০৫.১৪.১০	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
১১.	০১.০৫	০১০৫.১৫.১০	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
১২.	০৩.০১	০৩০১.৯১.১০	Live fish. Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus</i>

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			<i>chrysogaster</i>)-Fry
১৩.	০৩.০১	০৩০১.৯২.১০	Live fish. -Eels (<i>Anguilla spp.</i>)-Fry
১৪.	০৩.০১	০৩০১.৯৩.১০	Live fish. Carp (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus</i> <i>spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus</i> <i>hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)-Fry
১৫.	০৩.০১	০৩০১.৯৯.১০	Live fish. -Other: Fry
১৬.	০৩.০৬	০৩০৬.৩১.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (<i>Palinurus</i> <i>spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>): Fry
১৭.	০৩.০৬	০৩০৬.৩২.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (<i>Homarus spp.</i>): Fry
১৮.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৩.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
১৯.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৫.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>): Fry (New created)
২০.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৬.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
২১.	০৫.১০	০৫১০.০০.১০	Glands including pituitary glands
২২.	০৫.১১	All H.S. code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩, unfit for human consumption.
২৩.	০৬.০১	০৬০১.১০.০০	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
২৪.	০৬.০১	০৬০১.২০.০০	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
২৫.	০৬.০২	০৬০২.১০.০০	Unrooted cuttings and slips
২৬.	০৬.০২	০৬০২.২০.০০	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
২৭.	০৬.০২	০৬০২.৩০.০০	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
২৮.	০৬.০২	০৬০২.৪০.০০	Roses, grafted or not
২৯.	০৭.০১	০৭০১.১০.১০	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩০.	০৭.০১	০৭০১.১০.৯০	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
৩১.	০৭.০৩	০৭০৩.২০.৯০	Garlic: Other
৩২.	০৭.১৩	০৭১৩.১০.৯০	Peas (Pisum sativum): Other
৩৩.	০৭.১৩	০৭১৩.২০.৯০	Chickpeas (garbanzos): Other
৩৪.	০৭.১৩	০৭১৩.৪০.৯০	Lentils: Other
৩৫.	০৭.১৩	০৭১৩.৯০.৯০	Other: Other
৩৬.	১০.০১	১০০১.১১.১০	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩৭.	১০.০১	১০০১.১১.৯০	Durum wheat Seed: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৮.	১০.০১	১০০১.১৯.১০	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩৯.	১০.০১	১০০১.১৯.৯০	Durum wheat Other: Other
৪০.	১০.০১	১০০১.৯১.৯০	Other Wheat Seed: Other
৪১.	১০.০১	১০০১.৯৯.৯০	Other Wheat: Other
৪২.	১০.০৫	১০০৫.১০.১০	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৪৩.	১০.০৫	১০০৫.১০.৯০	Maize (corn). Seed: Other
৪৪.	১০.০৫	১০০৫.৯০.৯০	Other Maize, Excluding wrapped/ canned upto 2.5 kg
৪৫.	১০.১৬	৮৫১৭.৭০.০০	Boiled Rice (except aromatic rice)
৪৬.	১০.১৬ ১২.০১	৮৫১৭.৭০.০০ ১২০১.১০.৯০	Non-Boiled Atap Rice (except aromatic rice)
			Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
৪৭.	১২.০১	১২০১.৯০.৯০	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
৪৮.	১২.০৪	১২০৪.০০.৯০	Linseed, whether or not broken Other
৪৯.	১২.০৫	১২০৫.১০.৯০	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
৫০.	১২.০৬	১২০৬.০০.৯০	Sunflower seeds, whether or not broken Other
৫১.	১২.০৭	১২০৭.৪০.৯০	Sesamum seeds: Other
৫২.	১২.০৭	১২০৭.৫০.৯০	Mustard seeds: Other
৫৩.	১২.০৯	১২০৯.১০.০০	Sugar beet seeds
৫৪.	১২.০৯	১২০৯.২১.০০	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫৫.	১২.০৯	১২০৯.২৩.০০	Seeds of forage plants: Fescue seeds
৫৬.	১২.০৯	১২০৯.২৪.০০	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (<i>poa pratensis L.</i>) seeds
৫৭.	১২.০৯	১২০৯.২৫.০০	Seeds of forage plants: Rye grass (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>) seeds
৫৮.	১২.০৯	১২০৯.২৯.০০	Seeds of forage plants: Other
৫৯.	১২.০৯	১২০৯.৩০.০০	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
৬০.	১২.০৯	১২০৯.৯১.০০	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
৬১.	১২.০৯	১২০৯.৯৯.০০	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
৬২.	১৭.০১	১৭০১.১৪.০০	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
৬৩.	২৩.০১	২৩০১.১০.১০	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
৬৪.	২৩.০১	২৩০১.১০.৯০	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
৬৫.	২৩.০১	২৩০১.২০.১০	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৬৬.	২৩.০১	২৩০১.২০.৯০	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
৬৭.	২৩.০২	২৩০২.১০.০০	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Of maize (corn)
৬৮.	২৩.০২	২৩০২.৩০.০০	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
৬৯.	২৩.০২	২৩০২.৪০.১০	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
৭০.	২৩.০২	২৩০২.৪০.৯০	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
৭১.	২৩.০২	২৩০২.৫০.০০	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
৭২.	২৩.০৩	২৩০৩.১০.০০	Residues of starch manufacture and similar residues
৭৩.	২৩.০৩	২৩০৩.২০.০০	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
৭৪.	২৩.০৫	২৩০৫.০০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
৭৫.	২৩.০৬	২৩০৬.১০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Of cotton seeds
৭৬.	২৩.০৬	২৩০৬.২০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of linseed
৭৭.	২৩.০৬	২৩০৬.৩০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of sunflower seeds
৭৮.	২৩.০৬	২৩০৬.৪১.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
৭৯.	২৩.০৬	২৩০৬.৪৯.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Other
৮০.	২৩.০৬	২৩০৬.৫০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of coconut or copra
৮১.	২৩.০৬	২৩০৬.৬০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of palm nuts or kernels
৮২.	২৩.০৬	২৩০৬.৯০.০০	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩. Other
৮৩.	২৩.০৮	২৩০৮.০০.০০	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
৮৪.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.১১	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
৮৫.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.১২	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
৮৬.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.১৩	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
৮৭.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.১৪	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
৮৮.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.১৯	Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৯.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.৯০	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
৯০.	২৫.২৩	২৫২৩.১০.২০	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
৯১.	২৬.০১	২৬০১.১১.০০	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non-agglomerated
৯২.	২৬.০১	২৬০১.১২.০০	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
৯৩.	২৬.০১	২৬০১.২০.০০	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
৯৪.	২৬.০২	২৬০২.০০.০০	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
৯৫.	২৭.০৯	২৭০৯.০০.০০	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
৯৬.	২৭.১০	২৭১০.১২.১১	Motor spirit of H.B.O.C Type
৯৭.	২৭.১০	২৭১০.১২.১৯	Other motor spirits, including aviation spirits
৯৮.	২৭.১০	২৭১০.১২.২০	spirit type jet fuel
৯৯.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩১	White spirit
১০০.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩২	Naphtha
১০১.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩৯	Other
১০২.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪১	J.P.1 kerosene type jet fuels
১০৩.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪২	J.P.4 kerosene type jet fuels
১০৪.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪৩	Other kerosene type jet fuels

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১০৫.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪৯	Other kerosene
১০৬.	২৭.১০	২৭১০.১২.৫০	Other medium oils and preparations
১০৭.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬১	Light diesel oils
১০৮.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬২	High speed diesel oils
১০৯.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬৯	Other
১১০.	২৭.১০	২৭১০.১৯.১১	Furnace oil
১১১.	২৭.১০	২৭১০.১৯.১৯	Other
১১২.	২৭.১১	২৭১১.১১.০০	Natural gas
১১৩.	২৭.১১	২৭১১.১২.০০	Propane
১১৪.	২৭.১১	২৭১১.১৩.০০	Butanes
১১৫.	২৭.১৩	২৭১৩.২০.১০	Petroleum bitumen-In Drum
১১৬.	২৭.১৩	২৭১৩.২০.৯০	Petroleum bitumen-Other
১১৭.	২৮.২১	২৮২১.১০.০০	Iron oxides and hydroxides
১১৮.	২৮.৩৩	২৮৩৩.২১.০০	Other sulphates: Of magnesium
১১৯.	২৮.৩৩	২৮৩৩.২৯.১০	Zinc sulphate
১২০.	২৮.৪	২৮৪০.১৯.০০	Disodium tetraborate (refined borax): Other
১২১.	৩০.০২	৩০০২.৪১.০০	Vaccines for human medicine
১২২.	৩০.০৬	৩০০৬.৬০.০০	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
১২৩.	৩৯.০৭	৩৯০৭.৬১.১০	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			registered textile yarn manufacturer
১২৪.	৩৯.০৭	৩৯০৭.৬১.৯০	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
১২৫.	৩৯.০৭	৩৯০৭.৬৯.১০	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
১২৬.	৪১.০২	৪১০২.১০.০০	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
১২৭.	৪১.০২	৪১০২.২১.০০	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
১২৮.	৪১.০২	৪১০২.২৯.০০	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
১২৯.	৪১.০৩	৪১০৩.২০.০০	Other raw hides and skins-of reptiles
১৩০.	৪১.০৩	৪১০৩.৯০.০০	Other raw hides and skins Other
১৩১.	Chapter 47 of First Schedule of কাস্টমস আইন, ২০২৩	All H.S. code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
১৩২.	৪৯.০২	All H.S. code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
১৩৩.	৫২.০১	৫২০১.০০.০০	Cotton, not carded or combed
১৩৪.	৫২.০২	৫২০২.৯৯.৯০	Other
১৩৫.	৫২.০৩	৫২০৩.০০.০০	Cotton, carded or combed
১৩৬.	৫৫.০১	৫৫০১.৩০.১০	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
১৩৭.	৫৫.০৩	৫৫০৩.১১.০০	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৩৮.	৫৫.০৩	৫৫০৩.২০.০০	Of polyesters
১৩৯.	৫৫.০৩	৫৫০৩.৩০.০০	Acrylic or modacrylic
১৪০.	৫৫.০৩	৫৫০৩.৪০.০০	Of polypropylene
১৪১.	৫৫.০৪	All H.S. code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
১৪২.	৫৫.০৫	All H.S. code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
১৪৩.	৫৫.০৬	৫৫০৬.১০.০০	Of nylon or other polyamides
১৪৪.	৫৫.০৬	৫৫০৬.২০.০০	Of polyesters
১৪৫.	৫৫.০৬	৫৫০৬.৩০.০০	Acrylic or modacrylic
১৪৬.	৫৫.০৬	৫৫০৬.৯০.০০	Other
১৪৭.	৫৫.০৭	৫৫০৭.০০.০০	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
১৪৮.	৭১.০২	৭১০২.২১.০০	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
১৪৯.	৭১.০৮	৭১০৮.১২.১০	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
১৫০.	৭১.০৮	৭১০৮.১২.৯০	Other
১৫১.	৭১.০৮	৭১০৮.১৩.০০	Other semi-manufactured forms]
১৫২.	৭২.১৩	All H.S. Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel
১৫৩.	৭২.১৪	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			after rolling
১৫৪.	৭২.১৫	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
১৫৫.	৭২.১৬	All H.S. Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
১৫৬.	৮৪.০৮	৮৪০৮.৯০.১০	Engines of capacity 3 to 45 HP
১৫৭.	৮৪.০৮	৮৪০৮.৯০.৯০	Other
১৫৮.	৮৪.১৩	৮৪১৩.৭০.০০	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
১৫৯.	৮৪.৩৭	৮৪৩৭.১০.০০	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
১৬০.	৮৪.৪৩	৮৪৪৩.৩২.১০	Computer printer
১৬১.	৮৪.৪৩	৮৪৪৩.৯৯.১০	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
১৬২.	৮৪.৪৩	৮৪৪৩.৯৯.২০	Other parts for Computer Printer
১৬৩.	৮৪.৬৭	৮৪৬৭.২৯.০০	Other, Other tools
১৬৪.	৮৪.৭৩	৮৪৭৩.৩০.০০	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
১৬৫.	৮৫.১৭	৮৫১৭.১২.১০	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set
১৬৬.	৮৫.১৭	৮৫১৭.৬২.১০	Transmitting and receiving apparatus
১৬৭.	৮৫.১৭	৮৫১৭.৬২.২০	Telephonic or telegraphic switching apparatus
১৬৮.	৮৫.১৭	৮৫১৭.৬২.৩০	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
১৬৯.	৮৫.১৭	৮৫১৭.৭০.০০	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;
১৭০.	৮৫.২৩	৮৫২৩.২৯.১২	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
১৭১.	৮৫.২৩	৮৫২৩.২৯.৯০	Other
১৭২.	৮৫.২৩	৮৫২৩.৪৯.২১	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
১৭৩.	৮৫.২৩	৮৫২৩.৪৯.৯০	Other
১৭৪.	৮৫.২৩	৮৫২৩.৫১.১০	Flash memory card or similar media
১৭৫.	৮৫.২৩	৮৫২৩.৫৯.১০	Proximity Cards and tags
১৭৬.	৮৫.২৫	৮৫২৫.৫০.৯০	Transmission apparatus: Other
১৭৭.	৮৫.২৫	৮৫২৫.৬০.৯০	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
১৭৮.	৮৫.২৮	৮৫২৮.৪২.০০	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
১৭৯.	৮৫.২৮	৮৫২৮.৫২.১০	Computer monitor size not exceeding 22 inch
১৮০.	৮৭.১৩	৮৭১৩.১০.০০	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
১৮১.	৮৭.১৩	৮৭১৩.৯০.০০	Wheel Chair
১৮২.	৯০.১৮	৯০১৮.৯০.৩০	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
১৮৩.	৯০.২১	৯০২১.২৯.০০	Artificial teeth and dental fittings:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Other
১৮৪.	৯০.২১	৯০২১.৩১.০০	Other artificial parts of the body: Artificial joints
১৮৫.	৯০.২১	৯০২১.৩৯.০০	Other artificial parts of the body: Other
১৮৬.	৯০.২১	৯০২১.৪০.০০	Hearing aids, excluding parts and accessories
১৮৭.	৯১.০১	৯১০১.১৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৮৮.	৯১.০১	৯১০১.২৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৮৯.	৯১.০১	৯১০১.৯১.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯০.	৯১.০১	৯১০১.৯৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯১.	৯১.০২	৯১০২.১১.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯২.	৯১.০২	৯১০২.১৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯৩.	৯১.০২	৯১০২.২১.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯৪.	৯১.০২	৯১০২.২৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯৫.	৯১.০২	৯১০২.৯১.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯৬.	৯১.০২	৯১০২.৯৯.১০	Specially designed for the use of the blind
১৯৭.	৯৬.১২	৯৬১২.১০.১০	Ribbons: Computer printer ribbons

”;

(ঘ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত “পাঁচ” শব্দের পরিবর্তে “ছয়” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত সারণী-৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-৪

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	০৭.০৩	০৭০৩.১০.১৯	Onions: Other
২.	১৫.০৭	১৫০৭.১০.০০	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
৩.	১৫.০৭	১৫০৭.৯০.১০	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Refined
৪.	১৫.০৭	১৫০৭.৯০.৯০	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Other
৫.	১৫.১১	১৫১১.১০.১০	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
৬.	১৫.১১	১৫১১.১০.৯০	Crude oil: Other
৭.	১৫.১১	১৫১১.৯০.৯০	Other including refined palm oil
৮.	১৫.১২	১৫১২.১৯.০০	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
৯.	১৫.১৫	২৭১০.২৯.০০	Maize (corn) oil and its fractions: Other
১০.	১৭.০১	১৭০১.১২.০০	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
১১.	১৭.০১	১৭০১.১৩.০০	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
১২.	৩১.০১	৩১০১.০০.০০	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৩.	৩১.০২	৩১০২.১০.০০	Urea, whether or not in aqueous solution
১৪.	৩১.০২	৩১০২.২৯.০০	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
১৫.	৩১.০২	৩১০২.৩০.০০	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
১৬.	৩১.০২	৩১০২.৪০.০০	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
১৭.	৩১.০২	৩১০২.৫০.০০	Sodium nitrate
১৮.	৩১.০২	৩১০২.৬০.০০	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
১৯.	৩১.০২	৩১০২.৮০.০০	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
২০.	৩১.০২	৩১০২.৯০.০০	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
২১.	৩১.০৩	৩১০৩.১১.১০	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
২২.	৩১.০৩	৩১০৩.৯০.০০	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
২৩.	৩১.০৪	৩১০৪.২০.০০	Potassium chloride
২৪.	৩১.০৫	৩১০৫.১০.০০	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
২৫.	৩১.০৫	৩১০৫.২০.০০	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			and potassium
২৬.	৩১.০৫	৩১০৫.৫৯.০০	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
২৭.	৩১.০৫	৩১০৫.৬০.০০	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
২৮.	৩১.০৫	৩১০৫.৯০.০০	Other
২৯.	৮৪.০৭	৮৪০৭.১০.০০	Aircraft Engine
৩০.	৮৪.০৭	৮৪০৭.৯০.৯০	Other
৩১.	৮৪.০৮	৮৪০৮.৯০.৯০	Other
৩২.	৮৪.২১	৮৪২১.২৯.২০	Haemodialyser (Artificial Kidney)
৩৩.	৮৭.০২	৮৭০২.৯০.১১	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
৩৪.	৮৮.০২	৮৮০২.২০.০০	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
৩৫.	৮৮.০২	৮৮০২.৩০.০০	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
৩৬.	৮৮.০২	৮৮০২.৪০.০০	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
৩৭.	৮৯.০১	৮৯০১.২০.৩০	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
৩৮.	৮৯.০১	৮৯০১.৯০.৩০	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৯.	৯০.১৮	৯০১৮.৯০.২০	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
৪০.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
৪১.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.
৪২.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

”;

(চ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত সারণী-৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	০৪.০২	০৪০২.১০.৯১	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%-other
২.	০৪.০২	০৪০২.২১.৯১	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
৩.	১০.০৬	১০০৬.১০.৯০	Rice in the husk (paddy or rough) Excl. wrapped/canned upto 2.5 kg
৪.	১৯.০১	১৯০১.৯০.১১	Filled Milk powder imported by VAT registered milk products manufacturing industries

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫.	২৫.০৬	২৫০৬.১০.০০	Quartz
৬.	২৫.০৬	২৫০৬.২০.০০	Quartzite
৭.	২৫.০৭	২৫০৭.০০.১১	China clays
৮.	২৫.০৮	২৫০৮.৪০.১১	Ball clays
৯.	২৫.০৮	২৫০৮.৩০.০০	Fire clay
১০.	২৫.১৭	২৫১৭.১০.১০	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
১১.	২৫.১৮	২৫১৮.১০.০০	Dolomite not calcined or sintered
১২.	২৫.২০	২৫২০.২০.০০	Plasters
১৩.	২৫.২১	২৫২১.০০.১০	Limestone only used for cement manufacturing
১৪.	২৫.২৬	২৫২৬.২০.০০	Talc
১৫.	২৫.২৯	২৫২৯.১০.০০	Feldspar
১৬.	২৬.১৮	২৬১৮.০০.০০	Slag only used for cement manufacturing
১৭.	২৬.২০	২৬২০.৯৯.১০	Fly Ash only used for cement manufacturing
১৮.	২৭.০৪	২৭০৪.০০.০০	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
১৯.	২৭.০৭	২৭০৭.৫০.৯০	Other Aromatic Hydrocarbon Mixtures Of Which $\geq 65\%$ Distils At 250°C
২০.	২৮.১৮	২৮১৮.২০.১০	Aluminium oxide, other than artificial corundum
২১.	২৮.৩৫	২৮৩৫.২৬.০০	Other phosphates of calcium
২২.	২৮.৩৬	২৮৩৬.৫০.০০	Calcium carbonate
২৩.	২৮.৩৯	২৮৩৯.১৯.০০	commercial alkali metal silicates of potassium
২৪.	২৮.৪০	২৮৪০.২০.১০	Soluble boron

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৫.	২৯.০৩	২৯০৩.৯৯.০০	Other helogenated aromatic hydrocabons, EXCL. Chlorobenzene ... Hexachlorobenzene
২৬.	২৯.০৫	২৯০৫.১৯.০০	Other Saturated Monohydric Alcohols, Nes
২৭.	২৯.২০	২৯২০.৯০.৯০	Oth.Ester Of Oth.Inorganic Acids (Exl.Of Hdrgn.Halides), Deriv. (Ex.Erythrit.
২৮.	২৯.৩৪	২৯৩৪.৯৯.৯০	OTH. HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NES
২৯.	৩২.০৭	৩২০৭.৩০.০০	Liquid lustres and similar preparations
৩০.	৩২.০৭	৩২০৭.৪০.০০	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
৩১.	৩২.০৮	৩২০৮.২০.৯১	Cover coat/medium
৩২.	৩৫.০৬	৩৫০৬.৯১.১০	Elastic/construction glue
৩৩.	৩৮.০৮	৩৮০৮.৯১.১০	Insecticides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
৩৪.	৩৮.০৮	৩৮০৮.৯২.১০	Fungicides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
৩৫.	৩৮.০৮	৩৮০৮.৯৩.১০	Herbi., anti-sprouting prod.&plant-growth regu.:For Dairy, Poultry and Agricul
৩৬.	৪৮.০৪	৪৮০৪.১১.০০	Kraftline- Unbleached
৩৭.	৪৮.১১	৪৮১১.৯০.১১	Melamine/Decalcomania Paper
৩৮.	৫৩.০৫	৫৩০৫.০০.১০	Coco substrate; coco pellet; growing media
৩৯.	৭২.০৮	৭২০৮.৩৯.২০	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
৪০.	৭৬.০১	৭৬০১.১০.১০	Aluminium ingot
৪১.	৭৬.০৬	৭৬০৬.১১.১০	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			(including square); Of Aluminium, not alloyed
৪২.	৭৬.০৬	৭৬০৬.১২.১০	Of Aluminium, alloys
৪৩.	৭৬.০৭	৭৬০৭.১১.১০	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
৪৪.	৭৬.০৭	৭৬০৭.১৯.১০	Aluminium foil lacquered
৪৫.	৭৬.০৭	৭৬০৭.২০.৯২	Co-polymer coated aluminium tape
৪৬.	৭৯.০১	৭৯০১.১১.৯০	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

;

(ছ) দফা (জ) বিলুপ্ত হইবে;

(চ) বিধি ১০ এ উল্লিখিত “চ” সংখ্যাটির পরিবর্তে “৯” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯) বিধি ১৪ বিলুপ্ত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই ২০২৫ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম
সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং-২৬৯আইন/আয়কর-১৪/২০২৫।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এ নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার-

(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশের ক্রমিক নং (খ) তে উল্লিখিত “৩, ৪ ও ১২” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দের পরিবর্তে “৪, ৫ ও ১৩” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত-

(ক) সারণী-১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-১

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
		৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	শতকপ্রতি ৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	শতকপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	ঢাকা জেলার খানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৩।	ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেভারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৮৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৪।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর , উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বান্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা						
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৩৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৬।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাতার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,২৫,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্লামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	টাকা যাহা অধিক	৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	১,২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৬০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৩০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৭।	ক্রমিক নং ১ হতে ৬ এর অন্তর্গত নয় কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

”;

(খ) সারণী-২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% বা শতকপ্রতি ১০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% বা শতকপ্রতি ৫০০ টাকা যাহা অধিক।

”;

(৩) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এর-

(ক) দফা (গ) এ উল্লিখিত সারণী-২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-২
প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals. Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> : Parent stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10.	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
11.	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12.	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)-Fry
13.	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (<i>Anguilla spp.</i>)-Fry
14.	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)-Fry
15.	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16.	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (<i>Palinurus</i>

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			<i>spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>): Fry
17.	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (<i>Homarus spp.</i>): Fry
18.	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19.	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>): Fry (New created)
20.	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21.	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22.	05.11	All H.S. code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩, unfit for human consumption.
23.	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24.	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
25.	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26.	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27.	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			or not
28.	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29.	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30.	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31.	07.03	0703.20.90	Garlic: Other
32.	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33.	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34.	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
35.	07.13	0713.90.90	Other: Other
36.	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37.	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38.	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39.	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40.	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
41.	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
42.	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43.	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other
44.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/ canned upto 2.5 kg
45.	10.06	1006.30.99	Boiled Rice (except aromatic rice)

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Non-Boiled Atap Rice (except aromatic rice)
46.	12.01	1201.10.90	Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
47.	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
48.	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
49.	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
50.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
51.	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
52.	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
53.	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
54.	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
55.	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
56.	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (<i>poa pratensis L.</i>) seeds
57.	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>) seeds
58.	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
59.	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
60.	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
61.	12.09	1209.99.90	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
62.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
63.	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
64.	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
65.	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned upto 2.5 kg
66.	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
67.	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
68.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
69.	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
70.	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Of other cereals: Other
71.	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
72.	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
73.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
74.	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
75.	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of cotton seeds
76.	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of linseed
77.	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of sunflower seeds

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
78.	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
79.	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Other
80.	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of coconut or copra
81.	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of palm nuts or kernels
82.	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			কাস্টমস আইন, ২০২৩. Other
83.	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
84.	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
85.	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
86.	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
87.	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
88.	23.09	2309.90.19	Other
89.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
90.	25.23	2523.10.00	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
91.	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non-agglomerated
92.	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
93.	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
94.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
95.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
96.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type
97.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirits
98.	27.10	2710.12.20	spirit type jet fuel
99.	27.10	2710.12.31	White spirit
100.	27.10	2710.12.32	Naphtha
101.	27.10	2710.12.39	Other
102.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
103.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
104.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
105.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
106.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
107.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils
108.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
109.	27.10	2710.12.69	Other
110.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
111.	27.10	2710.19.19	Other
112.	27.11	2711.11.00	Natural gas
113.	27.11	2711.12.00	Propane

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
114.	27.11	2711.13.00	Butanes
115.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
116.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
117.	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
118.	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
119.	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
120.	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refined borax): Other
121.	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine
122.	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
123.	39.07	3907.61.00	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
124.	39.07	3907.61.00	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
125.	39.07	3907.69.00	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
126.	41.02	4102.10.00	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
127.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
128.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
129.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-of reptiles
130.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
131.	Chapter 47 of First Schedule of কাস্টমস আইন, ২০২৩	All H.S. code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
132.	49.02	All H.S. code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
133.	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
134.	52.02	5202.99.90	Other
135.	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
136.	55.01	5501.30.00	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
137.	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
138.	55.03	5503.20.00	Of polyesters
139.	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
140.	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
141.	55.04	All H.S. code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
142.	55.05	All H.S. code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
143.	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
144.	55.06	5506.20.00	Of polyesters
145.	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
146.	55.06	5506.90.00	Other
147.	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
148.	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
149.	71.08	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
150.	71.08	7108.12.90	Other
151.	71.08	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
152.	72.13	All H.S. Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel
153.	72.14	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
154.	72.15	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
155.	72.16	All H.S. Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
156.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
157.	84.08	8408.90.90	Other
158.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
159.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
160.	84.43	8443.32.10	Computer printer
161.	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
162.	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
163.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
164.	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
165.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set
166.	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving apparatus
167.	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
168.	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
169.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;
170.	85.23	8523.29.12	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
171.	85.23	8523.29.90	Other
172.	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
173.	85.23	8523.49.90	Other
174.	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
175.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
176.	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
177.	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
178.	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
179.	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
180.	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
181.	87.13	8713.90.00	Wheel Chair
182.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
183.	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
184.	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
185.	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
186.	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
187.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
188.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
189.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
190.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
191.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
192.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
193.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
194.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
195.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
196.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind
197.	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons

”;

(খ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত সারণী-৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-৪

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
43.	07.03	0703.10.19	Onions: Other
44.	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
45.	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Refined
46.	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Other
47.	15.11	1511.10.00	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
48.	15.11	1511.10.00	Crude oil: Other
49.	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
50.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
51.	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
52.	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
53.	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
54.	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products
55.	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
56.	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
57.	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
58.	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
59.	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
60.	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
61.	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			solution
62.	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
63.	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentaoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
64.	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
65.	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
66.	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
67.	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
68.	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
69.	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
70.	31.05	3105.90.00	Other
71.	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
72.	84.07	8407.90.90	Other
73.	84.08	8408.90.90	Other
74.	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
75.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
76.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
77.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
78.	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
79.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
80.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;
81.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
82.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
83.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.
84.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

”;

(গ) দফা (চ) এ উল্লিখিত সারণী-৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled.
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms: Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Boulder limestone
26.	25.21	2521.00.90	Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
27.	38.16	3816.00.90	Other
28.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
29.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like
30.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour
31.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
32.	72.07	7207.19.00	Other:”;

(ঘ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত সারণী-৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী-৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
47.	04.02	0402.10.90	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%- other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
48.	04.02	0402.21.90	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
49.	10.06	1006.10.90	Rice in the husk (paddy or rough) Excl. wrapped/canned upto 2.5 kg
50.	19.01	1901.90.11	Filled Milk powder imported by VAT registered milk products manufacturing industries
51.	25.06	2506.10.00	Quartz
52.	25.06	2506.20.00	Quartzite
53.	25.07	2507.00.10	China clays
54.	25.08	2508.40.10	Ball clays
55.	25.08	2508.30.00	Fire clay
56.	25.17	2517.10.10	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
57.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
58.	25.20	2520.20.00	Plasters
59.	25.21	2521.00.10	Limestone only used for cement manufacturing
60.	25.26	2526.20.10	Talc
61.	25.29	2529.10.00	Feldspar
62.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
63.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
64.	27.04	2704.00.00	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
65.	27.07	2707.50.90	Other Aromatic Hydrocarbon Mixtures of Which $\geq 65\%$ Distils At 250°C
66.	28.18	2818.20.00	Aluminium oxide, other than artificial corundum
67.	28.35	2835.26.00	Other phosphates of calcium
68.	28.36	2836.50.00	Calcium carbonate
69.	28.39	2839.19.00	commercial alkali metal silicates of potassium
70.	28.40	2840.20.10	Soluble boron
71.	29.03	2903.99.00	Other halogenated aromatic hydrocarbons, EXCL. Chlorobenzene ... Hexachlorobenzene
72.	29.05	2905.19.90	Other Saturated Monohydric Alcohols, NES
73.	29.20	2920.90.90	Other Ester Of Other Inorganic Acids (Excl. Of Hydrogen Halides), Deriv. (Ex. Erythrit.
74.	29.34	2934.99.90	OTH. HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NES
75.	32.07	3207.30.00	Liquid lustres and similar preparations
76.	32.07	3207.40.00	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
77.	32.08	3208.20.91	Cover coat/medium
78.	35.06	3506.91.10	Elastic/construction glue
79.	38.08	3808.91.10	Insecticides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
80.	38.08	3808.92.10	Fungicides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
81.	38.08	3808.93.10	Herbi., anti-sprouting prod. & plant-growth regu.: For Dairy, Poultry and Agriculture
82.	48.04	4804.11.00	Kraftline- Unbleached
83.	48.11	4811.90.10	Melamine/Decalcomania Paper

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
84.	53.05	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media
85.	72.08	7208.39.00	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
86.	76.01	7601.10.00	Aluminium ingot
87.	76.06	7606.11.00	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular (including square); Of Aluminium, not alloyed
88.	76.06	7606.12.00	Of Aluminium, alloys
89.	76.07	7607.11.00	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
90.	76.07	7607.19.10	Aluminium foil lacquered
91.	76.07	7607.20.92	Co-polymer coated aluminium tape
92.	79.01	7901.11.90	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

০২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম

সদস্য (কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ মার্চ, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৭১-আইন/আয়কর-০৩/২০২৫।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৭৬-আইন/২০২৪/২৮/কাস্টমস এ বর্ণিত ক্যান্সার নিরোধক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য আমদানিকৃত পণ্যসমূহের উপর আরোপণীয় উৎসে কর সংগ্রহের হার ৫% হইতে হ্রাস করিয়া ২% নির্ধারণ করিল।

০২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং-৩১৭ আইন/আয়কর-১৫/২০২৫।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর সারণী-২ এ উল্লিখিত পণ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরোনামের বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত এইচ এস কোড এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর উৎসে কর সংগ্রহের হার ০% (শূন্য শতাংশ) নির্ধারণ করিল, যথা:-

টেবিল

শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
52.02	5202.99.90	Other
52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
55.01	5501.30.00	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: of aramids
55.03	5503.20.00	of polyesters
55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
55.03	5503.40.00	of polypropylene
55.04	All H.S. Code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
55.05	All H.S. Code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man-made fibres
55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
55.06	5506.20.00	Of polyesters
55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic

55.06	5506.90.00	Other
55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed, or otherwise processed for spinning

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম
সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর-১০/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-২৪৩-আইন/আয়কর-৩৭/২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনের বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(৩) সহায়তাকারীগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।”।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ১৫১-আইন/আয়কর-৬/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ এতদ্বারা রহিত করিল, যথা:—

- (১) এস. আর. ও নং ৩৩-আইন/২০০৯, তারিখ: ০৯ মার্চ, ২০০৯;
 - (২) এস. আর. ও নং ৩৯৩-আইন/২০১৩, তারিখ: ০২ জানুয়ারি, ২০১৪;
 - (৩) এস, আর, ও নং ১৯৯-আইন/আয়কর/২০১৫, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৫;
 - (৪) এস, আর, ও নং ২৫৫-আইন/আয়কর/২০১৫, তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০১৫;
 - (৫) এস, আর, ও নং ১৩২-আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ১৩ মে, ২০১৮;
 - (৬) এস, আর, ও নং ২৭-আইন/আয়কর/২০১৯, তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯;
 - (৭) এস.আর.ও. নং-১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২;
 - (৮) এস. আর. ও. নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগস্ট, ২০২৩;
 - (৯) এস. আর. ও. নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৩;
 - (১০) এস. আর. ও. নং ৩৮২-আইন/আয়কর-৫১/২০২৪, তারিখ: ৩ নভেম্বর, ২০২৪;
 - (১১) এস. আর. ও. নং ৩৮৩-আইন/আয়কর-৫২/২০২৪, তারিখ: ৪ নভেম্বর, ২০২৪; এবং
 - (১২) এস. আর. ও. নং ৮২-আইন/আয়কর-০৪/২০২৫, তারিখ: ১২ মার্চ, ২০২৫।
- ২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয় ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৪ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং-২৬৮-আইন/আয়কর-১৩/২০২৫।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ বাতিল করিল, যথা:-

- (ক) এস, আর, ও নং-১৫৬-আইন/আয়কর-৩১/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ; এবং
(খ) এস. আর. ও নং-১৫৪-আইন/আয়কর-৯/২০২৫, তারিখ: ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং-৪০১আইন/আয়কর-৫৬/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ বাতিল করিল, যথা:-

- (ক) এস, আর, ও নং ২৬৪-আইন/২০১৩, তারিখ: ০১ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ;
- (খ) এস, আর, ও নং ১২-আইন/আয়কর/২০১৬, তারিখ: ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ;
- (গ) এস, আর, ও নং ১০৯-আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ;
- (ঘ) এস, আর, ও নং-২৩৪-আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ২২ জুলাই, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ;
- (ঙ) এস, আর, ও নং ৮৩-আইন/আয়কর/২০১৯, তারিখ: ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ; এবং
- (চ) এস, আর, ও নং-৩৯২/আইন/আয়কর/২০১৯, তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৫৩-আইন/আয়কর-২/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ বাতিল করিল, যথা:-

(ক) এস.আর.ও নং ৮৭-আইন/২০১৬, তারিখ: ০৬ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

(খ) এস.আর.ও. নং ১৯১-আইন/আয়কর/২০২৩, তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ১৫২-আইন/আয়কর-৭/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলির দফা (ক) এর উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত “ইতঃপূর্বে” শব্দের পূর্বে “বাংলাদেশে” শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ১৫৩-আইন/আয়কর-৮/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলির দফা (ক) এর উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত “ইতঃপূর্বে” শব্দের পূর্বে “বাংলাদেশে” শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩০৩-আইন/আয়কর-৪৬/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উক্ত তফসিলের অংশ ৩ এর-

(ক) দফা (১) এ উল্লিখিত সারণী-২ এবং উহাতে বর্ণিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দফা (২) এর উপ-দফা (ছ) এ উল্লিখিত “ও সারণী-২” শব্দগুলি, চিহ্ন ও সংখ্যা বিলুপ্ত

হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস. আর. ও নং ৪০২-আইন/আয়কর-৫৫/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১৫) বিলুপ্ত করিল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৪১৭-আইন/আয়কর-৬০/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের যষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৩) বিলুপ্ত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং ৪১৮-আইন/আয়কর-৬১/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ১৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ৬৮/আইন/আয়কর/২০১৯ এতদ্বারা বাতিল করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩০৪-আইন/আয়কর-৪৫/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ইউনিট ফান্ড কর্তৃক অর্জিত সকল আয়কে, উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে, কর অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৩৩৯-আইন/আয়কর-৪৭/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৬ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন স্থাপিত গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত সকল আয়কে, উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, উক্ত আইনে ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে, কর অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪০৫-আইন/আয়কর-৫৮/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্জিত সকল আয়কে, উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে, কর অব্যাহতি প্রদান করিল।

০২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০২৯ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৪৮-আইন/আয়কর-০১/২০২৫।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সাম্প্রতিক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিদেশী চিকিৎসকগণের অনুকূলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় ফি, বাংলাদেশে অবস্থানকালীন হোটেলে থাকা, খাবার ব্যয় ও বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ইহাদের উপর আরোপনীয় কর এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং-৪০০-আইন/আয়কর-৫৪/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, যে সকল ব্যক্তি বা কোম্পানির নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০৩০ তারিখের মধ্যে আরম্ভ হইবে, সে সকল প্রকল্প বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হইতে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

সারণী

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হইতে প্রথম ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত	১০০%
পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত	৫০%
পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত	২৫%

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত আইনের সকল বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং
- (খ) উক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা কোম্পানির নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর প্রতিটি প্রকল্প বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর বিদ্যুৎ বিভাগের অনাপত্তি প্রয়োজন হইবে।

২। ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর.ও. নং-৩৭৫-আইন/আয়কর-৫০/২০২৪ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং-২৪০-আইন/আয়কর-৪৮/২০২৪।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উক্ত তফসিলের অংশ ২ এর দফা (১) এর-

(ক) উপ-দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“(ঘ) আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন’ এ দানকৃত আয়;”।

২। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ কর্তৃক উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০২৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৩৬৮-আইন/আয়কর-৪৯/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর দফা (১৩) এর আওতায় সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (CZM)-কে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত দাতার অনুকূলে উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

০২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০২৯ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৪০৪-আইন/আয়কর-৫৭/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উক্ত তফসিলের অংশ ২ এর দফা (১) এর দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:-

“(ঙ) জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন এ দানকৃত আয়;”।

০২। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ কর্তৃক উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

০৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০২৯ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১৫০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১৩) এর বিধানের আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত করদাতার অনুকূলে উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর হইতে রেয়াত প্রদান করিল, যথা:-

- (১) বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন;
- (২) মাস্তুল ফাউন্ডেশন;
- (৩) এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ;
- (৪) রোগীকল্যাণ সমিতি;
- (৫) বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা;
- (৬) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র;
- (৭) ঢাকা আহছানিয়া মিশন;
- (৮) Palliative Care Society of Bangladesh (PCSB);
- (৯) আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০৩০ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ১৫৬-আইন/আয়কর-১১/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ০৩ জুন, ২০২১ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-১৬৭-আইন/আয়কর/২০২১ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত “কিচেনহুড” শব্দটির পূর্বে “রাইস কুকার, গ্যাস স্টোভ,” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং ইহার তফসিলের অনুষঙ্গ ৪ এ উল্লিখিত সারণির পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(ক)	প্রথম সচিব (কর আপীল ও অব্যাহতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আত্মায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার	সদস্য
(গ)	যেকোনো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	দ্বিতীয় সচিব (কর অব্যাহতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	সদস্য সচিব

”।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩৮৩-আইন/আয়কর-৫২/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের সপ্তম তফসিলের নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত তফসিলের দফা ১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা ১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“ ১। এই আইনের অধীন “মূলধনি আয়” হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে-

- (ক) কোম্পানি, তহবিল ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);
- (খ) কোম্পানি, তহবিল ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);
- (গ) কোম্পানি, তহবিল ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে-
- (অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;
- (আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)। ”।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরম্ভ করবর্ষ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ৭ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১২-আইন/আয়কর-৬২/২০২৫।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, খুচরা যন্ত্রাংশসহ পূর্ণাঙ্গা ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেল, এয়ারকন্ডিশনার ও কম্প্রসর তৈরীর ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল এই শিল্পের ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হার হ্রাস করিয়া ২০% এ নির্ধারণ করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

- (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হইতে হইবে;
- (খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব মোড় ও ডাইস তৈরীর ক্ষমতা থাকিতে হইবে;
- (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব poly urethane foaming plant, powder coating plant এবং সক্রিয় (active) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
- (ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;
- (চ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন বা এইরূপ ব্যবসা বিভাজন দ্বারা গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে মেশিনারি অথবা স্থাপনা হস্তান্তরের মাধ্যমে গঠিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে পারিবে না; এবং
- (ছ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২। এস.আর.ও. নং ৩২৫-আইন/আয়কর/২০২১, তারিখ: ২১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হইতে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০৩২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এমন উৎসের নাম, কর্তনের হার, কর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য কিনা তা নিম্নবর্ণিত সারণীতে বর্ণনা করা হলো; তবে, কোনো ক্ষেত্রে যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কলাম (৩) এ সংশ্লিষ্ট ধারা ও উৎসে কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৪ হতে জেনে নিতে হবে:

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	চাকরির আয়	৮৬	চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকরি হইতে আয়"	৮৬(৩)	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও)		
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী	৮৭	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
৩।	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল কর্তৃক উৎসে কর কর্তন	৮৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ	৮৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৩ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৫।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ	৯০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৪ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৬।	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৭।	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয়	৯২	নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
৮।	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত	৯৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	না
৯।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি	৯৪	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%, ১.৫%, ৫%, ৩%,	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১০।	ট্রাভেল এজেন্ট	৯৫	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	০.৩%	হ্যাঁ
১১।	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৬	ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১২।	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৭	ঋণদাতা, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩%, ১.৫%, ২%, ১%, ০.৫%	না
১৩।	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের	৯৮	কোম্পানির প্রধান নির্বাহী	২০%	না
১৪।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ	৯৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১৫।	বিমার কমিশনের অর্থ	১০০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৬।	সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি	১০১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
১৭।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা	১০২	সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%, ১০%	হ্যাঁ
১৮।	নিবাসীর সুদ আয়	১০৪	নির্ধারিত ব্যক্তি	১০%	না
১৯।	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা	১০৫	মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২০।	সিকিউরিটিজের সুদ	১০৬	সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২১।	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়	১০৭	ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	সর্বোচ্চ হারে	না
২২।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	১০৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	১.৫%, ৭.৫%	হ্যাঁ
২৩।	ভাড়া হতে কর কর্তন	১০৯	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের	১০%	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
			জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)		
২৪।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	১০%	হ্যাঁ
২৫।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ	১১১	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬%, ৩%	হ্যাঁ
২৬।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকি	১১২	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	চূড়ান্ত
২৭।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে	১১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৪%	হ্যাঁ
২৮।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়	১১৫	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
২৯।	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত	১১৬	ব্যাংক	৭.৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	কমিশন বা পারিশ্রমিক				
৩০।	লভ্যাংশ	১১৭	বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী)	১০/১৫%	হ্যাঁ
৩১।	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়	১১৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%	হ্যাঁ
৩২।	অনিবাসীদের আয়	১১৯	অর্থ প্রদানকারী	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৫ দ্রষ্টব্য	ধারা ১১৯(৩) অনুযা য়ী ন্যূনতম কর
৩৩।	আমদানিকারকদে র নিকট হইতে	১২০	কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা	অনধিক ২০% উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৮ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩৪।	জনশক্তি রপ্তানি	১২১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক	১০%	হ্যাঁ
৩৫।	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১২২	কমিশনার, কাস্টমস	১০%	হ্যাঁ
৩৬।	রপ্তানি আয়	১২৩	রপ্তানিকারক	১%	হ্যাঁ
৩৭।	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয়	১২৪	ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৭.৫%, ১.৫%	হ্যাঁ
৩৮।	জমির হস্তান্তর ক্ষেত্রে	১২৫	দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৬ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৩৯।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী	১২৬	ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি-৭ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪০।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১২৭	পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪১।	সম্পত্তির ইজারা	১২৮	Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	৪%	হ্যাঁ
৪২।	সিগারেট উৎপাদনকারী	১২৯	ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪৩।	ইট প্রস্তুতকারকের	১৩০	অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৪৫ হাজার, ৭০ হাজার, ৯০ হাজার, ১ লক্ষ ৫০ হাজার	না
৪৪।	ড্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন	১৩১	নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৫।	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা	১৩২	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ	৩%, ৫%	হ্যাঁ
৪৬।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি	১৩৩	পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%, ১%	হ্যাঁ
৪৭।	শেয়ার হস্তান্তর	১৩৪	কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
৪৮।	স্পন্সর, ডিরেক্টর ও প্লেসমেন্ট শেয়ার সিকিউরিটিজ হস্তান্তর	১৩৫	শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক	১৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৯।	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫%	হ্যাঁ
৫০।	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০.০৩%	হ্যাঁ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫

১৩৬। ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-২ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ও কর পরিশোধের বিধানাবলী ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয়” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।

(৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

(৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(৭) এই অধ্যাদেশের ধারা ৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত ন্যূনতম করদায় সংক্রান্ত বিধানটি ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আরদ্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

১৩৭। ২০২৭ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

(১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৭ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-৩ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

- (২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।
- (৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ও কর পরিশোধের বিধানাবলী ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।
- (৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয়” অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।
- (৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৭ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।
- (৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৭ সালের ১ জুলাই হইতে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক কোড

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	দানকর	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪১৭- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪১৭- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪১৭- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪১৭- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪১৮- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪১৮- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪১৮- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪১৮- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ৩, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪১৯- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪১৯- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪১৯- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪১৯- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২০- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২০- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২০- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২০- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ৫, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২১- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২১- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২১- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২১- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ৬, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২২- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২২- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২২- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২২- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২৩- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২৩- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২৩- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২৩- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ৮, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২৪- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২৪- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২৪- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২৪- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১১১০২১৫১০২৪২৫- ১১১২১০১	১১০২১৫১০২৪২৫- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪২৫- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪২৫- ৩২২১১০৭

কর অঞ্চল- রংপুর	১১১০২১৫১০২৪৩৮- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৮- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৮- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৮- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- সিলেট	১১১০২১৫১০২৪৩৯- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৯- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৯- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৯- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- বরিশাল	১১১০২১৫১০২৪১১- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪১১- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪১১- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪১১- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১১১০২১৫১০২৪৩২- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩২- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩২- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩২- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১১১০২১৫১০২৪৩৩- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৩- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৩- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৩- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- বগুড়া	১১১০২১৫১০২৪৩৬- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৬- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৬- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৬- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১১১০২১৫১০২৪১৬- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪১৬- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪১৬- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪১৬- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১১১০২১৫১০২৪৩৫- ১১১২১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৫- ১১১১১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৫- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১০২৪৩৫- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- কক্সবাজার	১১১০২১৫১৪৩৭২৩- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৩- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৩- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৩- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- যশোর	১১১০২১৫১৪৩৭২৪- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৪- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৪- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৪- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- কুষ্টিয়া	১১১০২১৫১৪৩৭২৫- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৫- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৫- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৫- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- নোয়াখালী	১১১০২১৫১৪৩৭২৬- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৬- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৬- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৬- ৩২২১১০৭

কর অঞ্চল- দিনাজপুর	১১১০২১৫১৪৩৭২৭- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৭- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৭- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৭- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- ফরিদপুর	১১১০২১৫১৪৩৭২৮- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৮- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৮- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৮- ৩২২১১০৭
কর অঞ্চল- নরসিংদী	১১১০২১৫১৪৩৭২৯- ১১১২১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৯- ১১১১১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৯- ১১৩৩১০১	১১১০২১৫১৪৩৭২৯- ৩২২১১০৭
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১১১০২২৩১০৩২৫৮- ১১১২১০১	১১১০২২৩১০৩২৫৮- ১১১১১০১	১১১০২২৩১০৩২৫৮- ১১৩৩১০১	১১১০২২৩১০৩২৫৮- ৩২২১১০৭
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১১১০২১৯১০৩২৩৬- ১১১২১০১	১১১০২১৯১০৩২৩৬- ১১১১১০১	১১১০২১৯১০৩২৩৬- ১১৩৩১০১	১১১০২১৯১০৩২৩৬- ৩২২১১০৭

নোটঃ ভ্রমণ কর কর অঞ্চল-১, ঢাকা (১১০২১৫১০২৪১৭-১১৪৪১০২), কর অঞ্চল- খুলনা (১১১০২১৫১০২৪৩৪-১১৪৪১০২), কর অঞ্চল- রাজশাহী (১১১০২১৫১০২৪৩৭-১১৪৪১০২), কর অঞ্চল- রংপুর (১১১০২১৫১০২৪৩৮-১১৪৪১০২), কর অঞ্চল- কুমিল্লা (১১১০২১৫১০২৪১৬-১১৪৪১০২) ও কর অঞ্চল- সিলেট (১১১০২১৫১০২৪৩৯-১১৪৪১০২) এ জমা প্রদান করতে হবে।